ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্র

সঞ্জীব ভট্টাচার্য

সাহিত্য সংস্থা

১৪এ টেমার লেন, কলিকাতা-৯

শ্রীনন্দগোপালকৃষ্ণ ঘোষ

শ্রীচরণেষু

এক

সমগ্র কাণ্যকুব্জ আজ সজ্জিত হয়েছে অপরূপ সাজে। স্থানে স্থানে নির্মিত হয়েছে তোরণ। কাণ্যকুব্জবাসীরা বিভিন্ন বর্ণের নতুন পোষাক পরিধান করে আনন্দ কোলাহলে মুখর। রাজধানীর পথে পথে তরুণ তরুণীদের সমাগম। রাজধানীর প্রধান নির্গমণ দ্বারের সামনে আবাল বৃদ্ধ বণিতা এসে সমবেত হয়েছে। কিসের আশায় যেন তারা অধীর ভাবে প্রতীক্ষারত। নগর থেকে বাইরে যাওয়ার প্রধান পথের দুধারে যেন জনসমুদ্র। বহুদিন পরে কাণ্যকুব্জ বাসীদের এই সমবেত উচ্ছ্বাসের কারণ একটাই রাজদর্শন। এই স্নিগ্ধ শরৎ প্রভাতে তারা আজ রাজদর্শন লাভ করে ধন্য হবে। তাদের পরমপ্রিয় প্রবল পরাক্রান্ত রাজা বিশ্বামিত্র রাজধানী ত্যাগ করে সপার্ষদ মৃগয়ায় গমন করবেন এই পথেই। এই প্রধান নির্গমণ দ্বার দিয়েই তিনি রাজধানী ত্যাগ করে অরণ্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবেন। অনুগত প্রজারা তাই এসেছে পরম প্রিয় রাজাকে সানন্দ বিদায় সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করতে। এই সুদর্শন, সুশাসক ও ন্যায়বিচারক রাজার শাসনে প্রজারা সুখে কালাতিপাত করছে, তাদের সুখ ও সমৃদ্ধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে, পরম শান্তিতে তারা নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাচ্ছে। মহান্ রাজা বিশ্বামিত্রের কাছে তাই তারা কৃতজ্ঞ। রাজার মৃগয়া যাত্রার প্রাক্কালে আনন্দের সঙ্গে রাজাকে বিদায় দিয়ে তাঁকে দর্শন করে নিজেকে সৌভাগ্যবান করে তুলতে প্রত্যেক প্রজাই আগ্রহী। রাজপথে তাই এত জনসমাগম। আনন্দ উৎসবের মধ্যে দিয়েই মৃগয়ায় গমনকারী সুশাসক রাজাকে বিদায় দেওয়া কাণ্যকুব্জের প্রাচীন প্রথা। আজ তাই কাণ্যকুব্জবাসীদের আনন্দের দিন। বহুবর্ণ চিত্রিত নতুন উত্তরীয় পরিধান করে প্রজারা তাই সাগ্রহে অপেক্ষা করছে রাজা বিশ্বামিত্রের রথের আগমনের। সুন্দরী তরুণীরা মঙ্গল শঙ্খ নিয়ে প্রতীক্ষা করছে সেই বিদায় মুহূর্তটির, যখন তারা মঙ্গলধ্বনি করে প্রিয় রাজাকে বিদায় জানিয়ে কৃতার্থ হবে। শরতের প্রভাতে মৃদুমন্দ বাতাসে তাই কাণ্যকুব্জ খুশীতে উদ্বেল।

অপেক্ষমান প্রজাসাধারণের চাঞ্চল্য হঠাৎ যেন কমে গেল। তারা স্থির হয়ে দূরে দৃষ্টিপাত করে কোন কিছু দেখার চেষ্টা করতে লাগল। অনতিবিলম্বেই

দেখা দিল ঘোষকের রথ। ঘোষক রথে আরোহণ করে মহারাজের আগমন বার্তা ঘোষণা করতে করতে আসছে। "মহারাজ বিশ্বামিত্র আসছেন, মহারাজের জয় হোক্, মহারাজ বিশ্বামিত্র আসছেন, মহারাজের জয় হোক্।" প্রজারা একাগ্র দৃষ্টিতে পথের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল তাদের প্রিয় রাজার। বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না, ঘোষকের ঘোষণার কিছুক্ষণের মধ্যেই রাজপথে দেখা দিল প্রধান সেনাপতি প্রর্তদনের রথ। প্রজারা জানে মৃগয়ায় গমন কালে প্রধান সেনাপতিই মহারাজাকে পথ দেখিয়ে অরণ্যে নিয়ে যান। এর পরেই আসবে মহারাজ বিশ্বামিত্রের রথ এবং তারপরে বহুসংখ্যক রথে মহারাজের অনুগমন করবে শিকারী সৈন্যবাহিনী। প্রধান সেনাপতি প্রর্তদনের রথ রাজপথে দেখা দেওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রজারা উল্লাসে জয়ধ্বনি করে উঠল—ঐ দেখা যাচ্ছে মহারাজ বিশ্বামিত্রের রথ, মহারাজ বিশ্বামিত্রের জয় হোক্।

অপেক্ষমান প্রজাসাধারণ উল্লাসে তাদের উত্তরীয় শূন্যে আন্দোলিত করতে লাগল। তরুণীরা মঙ্গল শঙ্খে ফুঁ দিল। মঙ্গল শঙ্খ বেজে উঠল, মঙ্গল ধ্বনিতে পূর্ণ হয়ে উঠল চতুর্দিক। মহারাজ বিশ্বামিত্রের মঙ্গল হোক্, কাণ্যকুব্জ বাসীদের মঙ্গল হোক্, মৃগয়া সমাপনান্তে মহারাজ বিশ্বামিত্র সপারিষদ কুশলে প্রর্ত্যাবর্তন করুন নিজ রাজ্যে। প্রধান সেনাপতি প্রর্তদন পথ প্রর্দশন করে আগে আগে আসছেন আর তারপরেই আসছেন কাণ্যকুব্জের পরাক্রমশালী রাজা বিশ্বামিত্র। চতুর্অশ্ব যোজিত রথে কাণ্যকুব্জের নীল ধ্বজ শোভা পাচ্ছে। রথোপরি দণ্ডায়মান স্বয়ং রাজা বিশ্বামিত্র। বিশাল স্কন্ধ, সমুন্নত নাসিকা, প্রশস্ত কপাল, কুঞ্চিত কেশ, আজানুলম্বিত বাহু ও দীর্ঘদেহী রাজা বিশ্বামিত্রকে দেখে প্রজারা উল্লাসে মুহুর্মুহু জয়ধ্বনি দিতে লাগল—মহারাজ বিশ্বামিত্রের জয় হোক্, মহারাজ বিশ্বামিত্র দীর্ঘজীবী হোন্!

কর্ণে কুণ্ডল ও বাহুতে রক্ষাকবচ শোভিত বহুবর্ণে উজ্জ্বল পোষাক পরিহিত প্রজাবৎসল কাণ্যকুব্জরাজ বিশ্বামিত্র রথের উপরে দণ্ডায়মান অবস্থায় স্মিতহাস্যে অগ্রসর হচ্ছেন রাজধানীর প্রধান নির্গমন দ্বারের দিকে। রাজ দর্শনে খুশিতে উদ্বেল প্রজারা তাদের হস্ত আন্দোলিত করছে মহারাজের দিকে তাকিয়ে। মহারাজ বিশ্বামিত্রও নিজ দীর্ঘ বাহু উত্তোলন করে প্রজাদের অভিবাদন ও অভিনন্দন গ্রহণ করছেন। রাজপ্রাসাদের বাইরে অনেকদিন পরে আজ তিনি প্রজাদের দর্শন দিলেন। প্রতিদিন প্রভাতে বিচার সভায় প্রজারা মহারাজের সাক্ষাৎ লাভ করে, কিন্তু তখন তিনি রাজকার্যে ব্যাপৃত থাকেন, তখন তাঁর অন্য রূপ,

তিনি গম্ভীর ও কঠোর নিয়মের বন্ধনে আবদ্ধ। আর আজ এই মুহূর্তে শরতের মুক্ত আকাশের নীচে প্রভাতের নির্মল আলোয় তাঁর অন্য একরূপ। তিনি তাদেরই একজন, তাঁর সহাস্য বদন দেখে প্রজাদের অন্তরে আনন্দের ছোঁয়া লাগছে। তারা মহারাজের এই স্মিত হাসিটুকুর মধ্যেই তাঁর অন্তরের কোমল প্রজাবৎসল রূপটি দেখতে পাচ্ছে।

প্রজাদের প্রতি হস্ত উত্তোলিত করে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছেন মহারাজ বিশ্বামিত্র। পিছনে পড়ে থাকছে শ্বেতশুভ্র রাজপ্রাসাদ। মহারাজের অনুগমন করছে সহস্র রথে আসীন সৈনিকেরা। মৃগয়া এবং আত্মরক্ষার উপযুক্ত সমস্ত প্রকারের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যাত্রা করেছে কাণ্যকুব্জাধিপতির বাহিনী। মহারাজ বিশ্বামিত্র পরম সৌভাগ্যবান, তাঁর রাজ্য এখন ধন-ধান্যে পুষ্পে পূর্ণ। কাণ্যকুব্জ এখন সমৃদ্ধির শিখরে। রাজ্যের সর্বত্র পরম শান্তি বর্তমান। মহারাজ তাই নিশ্চিন্ত মনে দীর্ঘদিনের জন্য মৃগয়ায় গমন করছেন। রথোপরি দণ্ডায়মান মহারাজ বিশ্বামিত্র প্রজাদের দিকে দৃষ্টিপাত করছিলেন আর মনে মনে নিজের সৌভাগ্যের কথা ভাবছিলেন। এই সমৃদ্ধ জনপদের শাসনক্ষমতা লাভ, এত প্রজার অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও ভালবাসা কি সামান্য ভাগ্যের কথা? এতো ক্ষত্রিয় জন্মের পরম প্রাপ্তি। তাঁব ক্ষত্রিয় জন্ম সার্থক। ক্ষত্রিয় কুলে জন্মগ্রহণ না করলে কোথায় তিনি পেতেন এই সহস্র সহস্র প্রজার বন্দনা। সার্থক ক্ষত্রিয় তিনি, সার্থক তার পিতা মহারাজ গাধি, যিনি তাঁকে ক্ষত্রিয় কুলে জন্ম দিয়ে এমন পরম সৌভাগ্যের অধিকারী করেছেন। সার্থক তাঁর পিতামহ মহারাজ কুশিক, যাঁর জন্য তিনি আজ কাণ্যকুব্জের অধিপতি। মনে মনে নিজের ক্ষত্রিয় জন্মের জন্য আত্মশ্লাঘা অনুভব করছিলেন মহারাজ বিশ্বামিত্র। আর প্রজারা সমানে তাঁর জয়ধ্বনি করে যাচ্ছিল—মহারাজ বিশ্বামিত্রের জয় হোক, মহারাজ দীর্ঘজীবি হোন।

বিশ্বামিত্র পিছনে সহস্র রথে অনুগমনকারী সৈন্যদের দিকে একবার তাকিয়ে দেখলেন। রাজ আনুগত্যের চিহ্ন তাদের মুখে ফুটে উঠেছে। মহারাজের একটিমাত্র নির্দেশে তারা সঙ্গে সঙ্গে নিজের জীবন দিতে প্রস্তুত। ক্ষত্রিয় কুলে জন্মগ্রহণ না করলে এমন প্রভুত্ব কোথায় পেতেন বিশ্বামিত্র? শরতের এই প্রভাতে বিশ্বামিত্র মনে বড়ই আত্মতৃপ্তি লাভ করলেন। নিজেকে বড় সুখী মনে হল তাঁর।

ক্রমে তাঁর রথ রাজধানীর প্রধান নির্গমন দ্বারের কাছে এসে স্থির হল। দ্বারের উপরে বসে যন্ত্রীরা তখন বিভিন্ন প্রকার বাদ্যযন্ত্রের প্রয়োগ নৈপুণ্য প্রদর্শন করে

চলেছে। মহারাজ রথ থামাতে নির্দেশ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে চতুর্অশ্ব যোজিত রথ থেমে গেল। সমবেত প্রজারা উল্লাসে জয়ধ্বনি করে উঠল—মহারাজ বিশ্বামিত্রের জয় হোক্, মহারাজ দীর্ঘজীবি হোন।

মহারাজ বিশ্বামিত্র রাজ্যত্যাগ করে অরণ্যে মৃগয়ায় গমন করার আগে এই শেষবারের মত প্রজাদের দর্শন দিচ্ছেন। প্রজাদের তাই এত উল্লাস। এরপরে কাণ্যকুব্জের প্রজারা আবার মহারাজ বিশ্বামিত্রের দর্শন পাবে দীর্ঘদিন পরে তিনি মৃগয়া থেকে প্রত্যাবর্তন করলে। ততদিন কান্যকুব্জের রাজকার্য পরিচালনা করবেন মহারাজ বিশ্বামিত্রের প্রিয় পুত্র যুবরাজ বসুমনা। রাজপুত্রকে রাজকার্যে সহায়তা করবেন মন্ত্রী ও রাজকর্মচারীরা।

মহারাজ রথোপরি দণ্ডায়মান। কাণ্যকুব্জ্যবাসীরা মহারাজের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন পূর্বক পুষ্প নিক্ষেপ করছে তাঁর রথের উপরে। নিজ প্রজাসাধারণের এই অনুরাগ মহারাজ স্মিত হাস্যে উপভোগ করছেন। তৃপ্তিতে অন্তর ভরে যাচ্ছে তাঁর! অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে মহারাজ বিশ্বামিত্র প্রজাদের দর্শন দিলেন। দক্ষিণ হস্ত আন্দোলিত করে তাদের অভিবাদনের প্রত্যুত্তর দিলেন। প্রজারা মহারাজের নামে জয়ধ্বনি দিয়ে চতুর্দিক মুখরিত করে দিতে লাগল। এবার মহারাজের বিদায় গ্রহণ করার সময় উপস্থিত। মহারাজ এবার ধীরে ধীরে রথোপরি উপবেশন করলেন। মহারাজকে রথের উপরে উপবেশন করতে দেখে সম্মুখে নিজ রথে অপেক্ষমান প্রধান সেনাপতি বুঝলেন প্রজাদের অভিনন্দন গ্রহণের পালা শেষ। এবাঁর যাত্রা অজানা অরণ্যে মৃগয়ার আশায়। তিনি তীব্র বেগে নিজের রথ চালনা করতে আদেশ দিলেন। প্রধান সেনাপতির রথ ছুটে চলল তীরের গতিতে। সঙ্গে সঙ্গেই যাত্রা শুরু করল কাণ্যকুব্জ্যাধিপতি মহারাজ বিশ্বামিত্রের রথ। তীব্র গতিতে রাজধানীর প্রধান নির্গমন দ্বার অতিক্রম করে নিজের প্রিয় প্রজাসাধারণকে পিছনে ফেলে নিজ রাজ্যের রাজধানীকে ক্রমশঃ অতিক্রম করতে করতে মহারাজ বিশ্বামিত্র এগিয়ে যেতে লাগলেন কাণ্যকুব্জের প্রান্তসীমার দিকে। মহারাজ ক্রমশঃ দুর থেকে দুরবর্তী হতে লাগলেন আর প্রজারা পিছনে দাঁড়িয়ে জয়ধ্বনি সহকারে দেখতে লাগল তাদের প্রিয় মহারাজের মৃগয়া-গমন। ক্রমে মহারাজ বিশ্বামিত্র ও তাঁর অনুচরবৃন্দের রথ দুরবর্তী হতে হতে এক সময় প্রজাদের দৃষ্টিপথের বাইরে চলে গেল। প্রজারাও হৃষ্টমনে মহারাজকে বিদায় জানিয়ে নিজ নিজ গৃহে ফিরে যেতে লাগল।

মহারাজ বিশ্বামিত্র চললেন সেই গভীর অরণ্যে, যেখানে প্রচুর বন্যপশু নিশ্চিন্তে

বিচরণ করে বেড়ায়। যে অরণ্যে একই সঙ্গে বাস করে ব্যাঘ্র, মৃগ, বরাহ প্রভৃতি বন্যজন্তু। বিশ্বামিত্রের রথ ক্রমশঃ এগিয়ে যেতে লাগল। এখনও অনেক পথ অতিক্রম করতে হবে। তারপর কান্যকুব্জের প্রান্তসীমা অতিক্রম করে পূর্বদিকে গমন করলেই দেখা যাবে বিশাল অরণ্য নিজ ভাবগাম্ভীর্য্যে অটল হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। অরণ্য যেন আজ মহারাজ বিশ্বামিত্রকে দুবাহু প্রসারিত করে আহ্বান জানাচ্ছে প্রকৃতির সান্নিধ্য গ্রহণ করার জন্য। মহারাজ বিশ্বামিত্রও যেন অতি ব্যাকুল হৃদয়ে অরণ্যের সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে ছুটে চলেছেন প্রকৃতির আলিঙ্গন গ্রহণ করতে।

জটিল রাজকার্যের ঘূর্ণাবর্তে দম যেন বন্ধ হয়ে আসছিল মহারাজ বিশ্বামিত্রের। আজ তিনি পরম মুক্তির আনন্দ উপভোগ করছেন। রাজকার্য নেই, রাজসভা নেই, সিংহাসনের আড়ম্বর নেই, নেই কোন দায়িত্ব। বিশ্বামিত্র যেন আজ মুক্তবিহঙ্গ। ক্রমে প্রভাতের সূর্য্যকিরণ তীব্র হচ্ছিল আর রথোপরি উপবেশন করে শরতের নির্মল বায়ুতে মুক্তির নিঃশ্বাস গ্রহণ করছিলেন কাণ্যকুব্জ্যাধিপতি বিশ্বামিত্র। প্রাত্যহিক জীবনের ব্যস্ততা থেকে এ মুক্তি ক্ষণিকের হলেও আনন্দের। এর পরে মৃগয়া থেকে প্রত্যাবর্তন করে নূতন উদ্যমে রাজকার্যে মনোনিবেশ করতে পারবেন তিনি।

সহস্র রথে অনুগমনকারী সৈন্যদের নিয়ে বিশ্বামিত্র ও প্রধান সেনাপতি প্রর্ত্যদন অবশেষে এক সময় এসে পৌঁছলেন কাণ্যকুব্জের প্রায় শেষ সীমায়। আর একটু গেলেই কাণ্যকুব্জের সীমানা শেষ। দূরে ছায়ার মত দেখা যাচ্ছে অরণ্য। যেদিকে তাকানো যায় কেবল অরণ্য আর অরণ্য। চতুর্দিকে বিশাল বিশাল বৃক্ষ প্রশান্ত গাম্ভীর্য নিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। প্রভাতের মৃদু সূর্যকিরণ অন্তর্হিত হয়েছে অনেকক্ষণ। এখন মধ্যাহ্ন, সূর্য্য মাথার উপরে। এই মধ্যাহ্নেই প্রখর সূর্যালোকের মধ্যে মহারাজ বিশ্বামিত্র এসে পৌঁছলেন কাণ্যকুব্জের শেষ সীমায়। এর পরে অরণ্যে প্রবেশ মৃগয়ার আশায়। গভীর অরণ্যে ঘন বৃক্ষরাজির মধ্যে দিয়ে রথ চালনা দুষ্কর। তাই এই স্থানেই অরণ্যের প্রবেশ পথে রথ পরিত্যাগ করে পদব্রজে অরণ্যের গভীরে প্রবেশ করতে হবে।

রথ থামিয়ে প্রধান সেনাপতি প্রর্ত্যদন অবতরণ করলেন। ততক্ষণে মহারাজের রথও পৌঁছে গেছে নির্দিষ্ট স্থানে। প্রর্ত্যদন মহারাজকে বললেন,—মহারাজ এবার আমাদের সবাইকে রথ পরিত্যাগ করে পদব্রজে অরণ্যের গভীরে প্রবেশ করতে হবে। আপনি এখন রথ থেকে অবতরণ করুন।

বিশ্বামিত্র রথ থেকে অবতরণ করতে করতে উত্তর দিলেন—আমি জানি সেনাপতি প্রর্ত্যাদন। এখন আর রথ অরণ্যের গভীরে প্রবেশ করবে না। তুমি সৈন্যদের সবাইকে রথ থেকে অবতরণ করার আদেশ দাও। তারপরে আমরা প্রস্তুত হয়ে পদব্রজে অরণ্যে প্রবেশ করব এবং সমস্ত রথ রাজধানীতে প্রর্ত্যাবর্তন করবে।

প্রর্ত্যদন বিশ্বামিত্রের রথ অতিক্রম করে এগিয়ে এসে সৈন্যবাহিনীর উদ্দেশ্যে বললেন—সৈন্যরা এই স্থানে রথ পরিত্যাগ কর। এবার আমরা পদব্রজে অরণ্যে প্রবেশ করব। প্রত্যেকে নিজের-নিজের অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত হও।

প্রধান সেনাপতির নির্দেশ পাওয়া মাত্র সৈন্যবাহিনীর রথ যেখানে ছিল সেখানেই থেমে যেতে লাগল এবং সৈন্যরা একে একে রথ থেকে নেমে সুশৃঙ্খল ভাবে অস্ত্র নিয়ে পরবর্তী নির্দেশের জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগল। অরণ্যের এই প্রবেশ মুখেই মহারাজকে বিদায় জানিয়ে সেনাপতিসহ সমস্ত রথের রাজধানীতে ফিরে যাওয়ার নিয়ম। কিন্তু এবারে তার ব্যতিক্রম ঘটবে, এবার শুধু সারথীরাই রথ নিয়ে প্রত্যাবর্তন করবে। প্রধান সেনাপতি রাজধানীতে ফিরে যাবেন না। তিনিও যাবেন মহারাজের সঙ্গে মৃগয়ায়। তাঁর অনেক দিনের আকাঙ্ক্ষা মহারাজের সঙ্গে মৃগয়ায় গমন। পুত্রতুল্য প্রর্ত্যাদনকে মহারাজ অত্যন্ত স্নেহ করেন। সেই স্নেহবশতই মহারাজ তাঁকে প্রধান সেনাপতির পদাভিষিক্ত করেছেন। প্রর্তদনের অনুরোধ তাই বিশ্বামিত্র প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না। তাঁকেও সঙ্গে নিচ্ছেন মৃগয়ার আনন্দ উপভোগ করার জন্য।

বিশ্বামিত্র প্রর্তদনকে বললেন—ভারবাহকদের প্রস্তুত হতে বল। সূর্যকিরণ অন্তর্হিত হওয়ার পূর্বেই আমরা অরণ্যে প্রবেশ করে শিবির সংস্থাপন করব। সারথীরাও এবার রথ নিয়ে রাজধানীতে ফিরে যাক।

মহারাজের নির্দেশানুযায়ী প্রতদন ভারবাহকদের প্রস্তুত হবার নির্দেশ দিলেন এবং সারথীদের উদ্দেশ্যে বললেন—রথ চালকেরা, তোমরা এবার রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন কর। রাজধানীতে পৌছে রাজপ্রাসাদে আমাদের কুশল সংবাদ জ্ঞাপন করতে বিস্মৃত হয়ো না। যাও যাত্রা শুরু কর, বিদায়!

—বিদায় মহরাজ, বিদায় প্রধান সেনাপতি।

রথ চালকেরা রথ নিয়ে রাজধানীর দিকে যাত্রা শুরু করল। তাদের কার্য শেষ। তারা মহারাজ এবং প্রধান সেনাপতিকে রাজ্যের প্রান্ত সীমায় পৌছে দিয়েছে। এবার মৃগয়া শেষে মহারাজ নিরাপদে গৃহে ফিরে আসুন এই তাদের একমাত্র কামনা।

অরণ্য ও নিজ রাজ্যের প্রান্তে দাঁড়িয়ে মহারাজ বিশ্বামিত্র প্রর্তদনকে বললেন—এস যাত্রা শুরু করি। অনর্থক আর কাল বিলম্ব করে লাভ নেই।

বিশ্বামিত্র এগিয়ে চললেন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে যেতে লাগলেন প্রর্তদন। তাঁদের দুজনের অনুগমন করতে লাগল শিকারী সৈন্যবাহিনী। তাঁরা এবার গভীর অরণ্যে প্রবেশ করলেন। চতুর্দিকে বৃক্ষ এবং লতাগুল্ম। মধ্যাহ্ন সূর্যকিরণের সেই প্রখর দীপ্তি আর অনুভূত হচ্ছে না। গাছের পাতায় পাতায় সূর্যকিরণ প্রতিহত হচ্ছে। বিশাল বিশাল শাল, তমাল বৃক্ষের পত্রে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে সূর্যকিরণের কিয়দংশ মাত্র অরণ্যে প্রবেশ করছে। অরণ্যভূমি এখানে তৃণময় ও পরিষ্কার। সবুজ তৃণ এবং বৃক্ষপতিত পত্র ও পুষ্পে অরণ্যের ভূমি আচ্ছাদিত হয়ে রয়েছে। বিশ্বামিত্র অন্তরে বড়ই আনন্দ অনুভব করতে লাগলেন। প্রর্তদনের দিকে তাকিয়ে বিশ্বামিত্র বললেন—প্রর্তদন, আমি যখন অরণ্যে প্রবেশ করি তখন প্রকৃতির এই রূপ আমাকে এত মুগ্ধ করে দেয় যে কখনও কখনও আমি আত্মবিস্মৃত হই। কখনও কখনও আমার ক্ষত্রিয় স্বত্তা প্রবলভাবে জেগে উঠে এই অরণ্যের সবকিছু অধিকার করতে চায়। এই লতাগুল্ম, বৃক্ষ ও পশুপক্ষীতে পূর্ণ অরণ্য প্রতি নিয়তই আমার অন্তরে বিচিত্র ভাবের সৃষ্টি করে।

প্রর্তদন উত্তর দিলেন—মহারাজ প্রকৃতির নিয়মই তাই। প্রকৃতি আপন বিচিত্র সৃষ্টির মত মানুষের অন্তরেও সদাসর্বদা বিভিন্ন ভাবের সৃষ্টি করে। আপনি সর্বদা রাজকার্যে ব্যস্ত থাকেন তাই প্রকৃতির সান্নিধ্য আপনার কাছে এত আনন্দের।

বিশ্বামিত্র বললেন—ক্ষত্রিয়ের ধর্মই রাজকার্যে ব্যস্ত থাকা। যে ক্ষত্রিয় বংশে জন্মগ্রহণ করেও রাজকার্যে অবহেলা করে, সে নিজ ধর্ম পালন করে না। সেই রাজা অধার্মিক। তার দ্বারা প্রজাদের কখনও মঙ্গল হয় না, সে ক্রমশঃই শক্তি-হীন ও দুর্বল হয়ে পড়ে। আমি চমৎকৃত হই প্রকৃতির বিশালতায়। ক্ষত্রিয়ের বিশাল ও বিপুল শক্তির ন্যায় এই প্রকৃতিও নিজ বিশালতায় অটল ও স্থির। এই সাদৃশ্যই আমাকে চমৎকৃত করে, মুগ্ধ করে। আমার মনে বিচিত্র প্রকার ভাবের সৃষ্টি করে। প্রজারা যেমন রাজার আশ্রয়ে বর্ধিত হয় তেমনি এই বৃক্ষ, লতাগুল্ম ও পশুপক্ষীও এই অরণ্যের আশ্রয়ে বর্ধিত হয়। এই সাদৃশ্যেই আমি অবাক হই। নিজের ক্ষত্রিয় জন্মের জন্য গর্ব অনুভব করি।

প্রর্তদন অবাক হয়ে শুনছিলেন বিশ্বামিত্রের কথা। রাজপ্রাসাদে শত কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ মহারাজের মুখ থেকে এত ভাবগম্ভীর কথা কোনদিন শোনেন নি

প্রর্তদন। তিনি অবাক হয়ে জবাব দিলেন—চিন্তার এই গাম্ভীর্য এবং তুলনার এই গভীরতা আপনার মত মহান্ নৃপতিকেই মানায়।

বিশ্বামিত্র মৃদু হাসলেন। তারপর প্রর্তদনকে বললেন—আমরা অনেক দূরে এসেছি। সন্ধ্যা হতেও বেশী দেরী নেই, এইবার রাত্রিকালীন শিবির স্থাপন করার জন্য একটি উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করা দরকার।

প্রর্তদন উত্তর দিলেন—মহারাজ আরও অগ্রসর হওয়া যাক্। শিবির স্থাপনের স্থান অবশ্যই পাওয়া যাবে। অরণ্যের মধ্যে অনেক জায়গাতেই পরিষ্কার ও প্রশস্ত তৃণভূমি আছে। আমরা সেইরূপ কোন স্থানে শিবির স্থাপন করব। প্রশস্ত স্থানে শিবির সংস্থাপন করলে সৈন্যবাহিনীরও বিশেষ সুবিধা হবে।

প্রর্তদনের পরামর্শে বিশ্বামিত্র সম্মত হলেন। তাঁরা আরো অগ্রসর হতে লাগলেন রাত্রিবাসের উপযুক্ত স্থানের আশায়। অনেকখানি পথ অতিক্রম করার পর বিশ্বামিত্র প্রর্তদনকে বললেন—সন্ধ্যা হয় হয়, এবার সৈন্যদলকে চতুর্দিকে প্রেরণ কর। একটি উপযুক্ত ও প্রশস্ত স্থান ঠিক খুঁজে পাবে সৈন্যদের মধ্যে কেউ না কেউ।

মহারাজের পরামর্শ মত প্রর্তদন সৈন্যদলের উদ্দেশ্যে বললেন—সৈন্যরা, আর অগ্রসর হওয়ার প্রয়োজন নেই। এই স্থানেই থাম এবং চতুর্দিকে গমন করে অনতিবিলম্বে একটি রাত্রিবাসের উপযুক্ত প্রশস্ত স্থান খুঁজে বের কর।

প্রধান সেনাপতির নির্দেশ পাওয়া মাত্র সৈন্যরা তৎক্ষণাৎ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে একটি উপযুক্ত স্থানের অন্বেষণ করতে লাগল। মুহূর্ত মধ্যে শান্ত বনভূমি সৈন্যদলের পদবিক্ষেপে আন্দোলিত হয়ে উঠল। ক্ষুদ্র পতঙ্গ ও পশুরা পলায়ন করতে লাগল প্রাণভয়ে। কান্যকুব্জাধিপতির সৈন্যদল চতুর্দিকে নির্ভয় চিত্তে তাদের উপস্থিতি জ্ঞাপন করতে লাগল।

বিশ্বামিত্র ও প্রর্তদন অরণ্য মধ্যে একটি উন্মুক্ত স্থানে দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে বাক্যালাপ করছিলেন। কিছুক্ষণ পরে সৈন্যদের মধ্যে একজন এসে সংবাদ দিল দক্ষিণ দিকে একটি অতি উৎকৃষ্ট স্থান আছে। রাত্রিবাসের একান্তই উপযোগী।

সৈন্যের বাক্য শুনে বিশ্বামিত্র প্রর্তদনকে নিয়ে ঐ স্থান পরিদর্শন করতে চললেন। দক্ষিণ দিকে গমন করে অনতিদূরেই তাঁরা দেখতে পেলেন অরণ্য মধ্যে একটি অতি বিস্তৃত ও পরিষ্কার তৃণভূমি। চতুর্দিকে বৃহৎ বৃক্ষ এই বিস্তৃত তৃণভূমিকে ঘিরে রয়েছে। তৃণভূমি সমতল ও শিবির স্থাপন করার পক্ষে একান্তই অনুকূল।

বিশ্বামিত্র স্থানটি দেখে অত্যন্ত প্রীত হলেন। প্রর্তদনকে বললেন—এই স্থানেই

রাত্রিকালীন শিবির সংস্থাপন কর। স্থানটি রাত্রিবাসের পক্ষে অতি উপযুক্ত এবং মনোরম। চতুর্দিকে বৃহৎ বৃক্ষ রয়েছে এবং মাঝখানে সবুজ তৃণাচ্ছাদিত সমতল প্রান্তর। এর চেয়ে উপযুক্ত স্থান এখন আর পাওয়া যাবে না। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। ভারবাহক এবং সৈন্যদের তাড়াতাড়ি শিবির সংস্থাপন করতে নির্দেশ দাও। তারপরে রাত্রিবাসের উপযুক্ত খাদ্য প্রস্তুত করার আয়োজন কর।

বিশ্বামিত্রের আদেশ শুনে প্রর্তদন সৈন্য ও ভারবাহকদের নির্দেশ দিলেন—সৈন্য ও ভারবাহকেরা তোমরা আর কালবিলম্ব না করে রাত্রিকালীন শিবির স্থাপনের আয়োজন শুরু কর। সূর্যালোক এখন ক্ষীণপ্রায় আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সূর্যকিরণ একেবারে অন্তর্হিত হয়ে রাত্রির অন্ধকার নামবে এই বিজন অরণ্য প্রদেশে। তার আগেই আমাদের শিবির সংস্থাপন করে রাত্রিবাসের সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ করতে হবে।

প্রধান সেনাপতির নির্দেশ পাওয়া মাত্র ভারবাহকেরা অতি দ্রুত সমস্ত প্রকারের প্রয়োজনীয় বস্তু সামগ্রী এনে জড়ো করতে লাগল ঐ তৃণভূমির কেন্দ্রস্থলে। সৈন্যদল সঙ্গে সঙ্গে শিবির প্রস্তুত কার্যে নিযুক্ত হয়ে পড়ল। বহু সংখ্যক সৈন্য মিলে অতি দ্রুত শিবির প্রস্তুত করতে লাগল। প্রথমে তারা নির্মাণ করতে শুরু করল মহারাজ বিশ্বামিত্র ও প্রধান সেনাপতি প্রর্তদনের শিবির। তৃণভূমির ঠিক কেন্দ্রস্থলে মহারাজ বিশ্বামিত্র ও প্রধান সেনাপতির শিবির নির্মাণ করতে শুরু করল তারা। এই দুজনের শিবিরের চতুর্দিকে অতঃপর নির্মিত হবে বহু সংখ্যক শিবির সমগ্র সৈন্যবাহিনীর জন্য।

ধীরে ধীরে সূর্যকিরণ অন্তর্হিত হল। বিশাল বনভূমিতে নিঃশব্দে নেমে এল গাঢ় অন্ধকার। পশু পক্ষীরা যে যার আবাসে ফিরে গেছে। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে এখন কেবল ঝিল্লির ডাক ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। সৈন্যরা অতি দ্রুত শিবির প্রস্তুত কার্য সমাপন করতে লাগল। মহারাজ বিশ্বামিত্র ও সেনাপতি প্রর্তদনের শিবির যথাশীঘ্র সম্ভব তারা প্রস্তুত করে দিল। এখন শুধু নিজেদের শিবির প্রস্তুত বাকী।

—অগ্নি প্রজ্জ্বলিত কর। বিশ্বামিত্র আদেশ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তৃণভূমিতে সৈন্যরা বহু সংখ্যক অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করল। গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন অরণ্যে অগ্নিশিখা দীপ্যমান হয়ে উঠল। প্রত্যেক শিবিরের সামনে কাষ্ঠ প্রজ্জ্বলিত অগ্নি শোভা পেতে লাগল। দূরে বৃহৎ বৃক্ষ সমূহের পত্র বিশাল ছায়ার ন্যায় বাতাসে মৃদু মৃদু কম্পিত হতে লাগল।

প্রর্তদন এতক্ষণ সৈন্যদলকে বিভিন্ন প্রকার কার্যে নির্দেশ দান করছিলেন। এখন শিবির প্রস্তুত হয়ে যাওয়ার পরে তিনি মহারাজের সামনে এসে বললেন—মহারাজ এখন নিজ শিবিরে প্রবেশ করে বিশ্রাম গ্রহণ করুন। অনতিবিলম্বেই রাত্রিকালীন খাদ্য প্রস্তুত হবে।

বিশ্বামিত্র বললেন—খাদ্য গ্রহণের পর শিবিরে নিদ্রা যাওয়ার আগে অগ্নিতে উপযুক্ত কাষ্ঠ প্রদান করবে ও বন্য জন্তুর হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য উপযুক্ত প্রহরার ব্যবস্থা করবে। এই বিশাল অরণ্যে বিবিধ প্রকারের বন্যজন্তু নির্ভয়ে বিচরণ করে। রাত্রিকালীন অসতর্কতার সুযোগ নিয়ে তাদের কেউ কেউ আমাদের আক্রমণের চেষ্টা করতে পারে। অতএব আত্মরক্ষায় সতর্ক হওয়া বাঞ্ছনীয়।

প্রর্তদন উত্তর দিলেন—এ সম্বন্ধে সৈন্যদের ইতিমধ্যেই আমি নির্দেশ দান করেছি।

বিশ্বামিত্রও প্রর্তদন দুজনে তাঁদের নিজ নিজ শিবিরে প্রবেশ করলেন। শিবিরের ভিতরে সুসজ্জিত আসনে বসে তাঁরা বিশ্রাম গ্রহণ করতে লাগলেন। বাইরে অন্ধকারে বিশাল অরণ্য তার গাম্ভীর্য নিয়ে স্থির দণ্ডায়মান। অন্যান্য রাত্রির মতো এই রাত্রিও অরণ্যে একটি স্বাভাবিক রাত্রি। কোন মহারাজের আগমনে অরণ্য বিচলিত হয় না বা উদ্বেগ প্রকাশ করে না। অরণ্য তার স্ব মহিমায় অটল। প্রভাতে মহারাজ মৃগয়ায় বেরোবেন। এই বিশাল অরণ্যে এর আগেও কত রাজা মহারাজা মৃগয়ায় এসেছেন। অরণ্য তাদের সবাইকে স্থান দিয়েছে। তাঁদের অতিথি হিসাবে গ্রহণ করেছে। মৃগয়া শেষে রাজন্যবর্গ আনন্দিত মনে গৃহে ফিরে গেছেন। অরণ্য আবার প্রস্তুত হয়েছে নতুন অতিথিকে গ্রহণ করার জন্য। অরণ্যে আজকের অতিথি কান্যকুব্জরাজ বিশ্বামিত্র। আগামীকাল প্রভাতে তিনি মৃগয়া শুরু করবেন। এই গভীর তমসাবৃত রাত্রিতে সমস্ত পশুপাখির সঙ্গে এখন তিনিও বিশ্রামরত। আর অন্ধকারের কৃষ্ণবর্ণ নিজ দেহে ধারণ করে অরণ্য অন্যান্য রাত্রির মতই প্রভাতের প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান।

দুই

অতি প্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গ হল বিশ্বামিত্রের। তিনি শিবিরের বাইরে এসে দাঁড়ালেন। তখনও তাঁর দলের অন্য কারোর নিদ্রা ভঙ্গ হয়নি। তখন সবে-মাত্র ঊষা। এই ঊষাকালে বিশ্বামিত্র নিজ শিবিরের সামনে দণ্ডায়মান হয়ে প্রকৃতির শোভা দেখতে লাগলেন। ধীরে ধীরে সূর্যকিরণ প্রকাশিত হতে লাগল। অরণ্যের অস্পষ্ট ছায়া দূর হয়ে প্রকৃতি তার নিজস্ব সৌন্দর্য্য নিয়ে সূর্য কিরণে নবরূপে প্রকাশ পেতে লাগল। বিশ্বামিত্র মুগ্ধ হয়ে দেখতে লাগলেন। নিজ শিবির ত্যাগ করে বিশ্বামিত্র প্রকৃতির শোভা দেখার আশায় ধীরে ধীরে পদচারণা করতে করতে অরণ্যের ভিতরে এগিয়ে যেতে লাগলেন। যতই তিনি অরণ্যের গভীরে প্রবেশ করতে লাগলেন, অরণ্যের নয়ন মুগ্ধকর শোভা তাঁর অন্তরে এক অপূর্ব আনন্দের স্রোত বইয়ে দিতে লাগল।

শরতের স্নিগ্ধ প্রভাতে বিশ্বামিত্র অবাক হয়ে দেখতে লাগলেন মৃদুমন্দ বাতাসে বৃক্ষ সমূহের পত্র কেমন আন্দোলিত হচ্ছে। কোথাও সারিবদ্ধ চন্দন বৃক্ষের পত্র আন্দোলিত হয়ে সুগন্ধ নির্গত হচ্ছে। কোথাও খর্জুর বৃক্ষে সুপক্ক খর্জুর ঝুলে রয়েছে। কোথাও লম্বা লম্বা তাল বৃক্ষ সার দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কোন কোন স্থানে শাল বৃক্ষ পরপর দণ্ডায়মান বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়ে। শুষ্ক শাল পত্রে চতুর্দিক পূর্ণ হয়ে রয়েছে। কোথাও বা আম্র বৃক্ষ। বহু সংখ্যক আম্রবৃক্ষ অরণ্যের অনেকখানি অধিকার করে রয়েছে। চারিদিকে কত নাম না জানা বৃক্ষ। বিশ্বামিত্র বিস্ময়ে অরণ্যের সৌন্দর্য্য দেখতে দেখতে এগিয়ে যেতে লাগলেন। চতুর্দিকে কত পুষ্পিত বৃক্ষের সারি। বিশ্বামিত্র এর অধিকাংশের নাম জ্ঞাত নন। এত সুন্দর, এত বহুবর্ণ বিচিত্র পুষ্প যে অরণ্যে থাকতে পারে তা এই শরতের প্রভাতে স্বচক্ষে দর্শন না করলে বিশ্বামিত্র কোনদিন জানতেই পারতেন না। ফলে, ফুলে, সুগন্ধে পূর্ণ হয়ে রয়েছে অরণ্য।

সূর্যকিরণ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে অরণ্য পক্ষীর কলরবে মুখরিত হয়ে উঠল। চতুর্দিক থেকে ভেসে আসতে লাগল বিভিন্ন প্রকার পক্ষীর ধ্বনি। বিশ্বামিত্র বিস্মিত হয়ে শুনতে লাগলেন ময়ূরের কেকাধ্বনি ও সারসের শব্দ। ধীর পায়ে তিনি এগিয়ে যেতে লাগলেন অরণ্যের ভিতর মন্ত্র মুগ্ধের মত। সামনে একসারি

চন্দন বৃক্ষ অতিক্রম করে অগ্রসর হতেই খুশীতে মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল বিশ্বামিত্রের। অপূর্ব কিছুর দর্শন পেয়েছেন তিনি। আনন্দে তিনি দ্রুত সামনে এগিয়ে গেলেন এবং বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লেন। চন্দন বৃক্ষ সমূহের ঠিক পরেই তিনি দেখলেন ঐ রমণীয় সরোবরে সুর্য্যের ন্যায় অরুণ বর্ণ সুগন্ধ বহুসংখ্যক পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়ে রয়েছে। সরোবরের জল কাঁচের মত নির্মল। ঐ নির্মল জলে কত বিচিত্র প্রকারের অপূর্ব, সুন্দর বহুবর্ণ চিত্রিত হংস, সারসও চক্রবাক ক্রীড়া করছে। এত সুন্দর ও বিভিন্ন প্রকারের হংস বিশ্বামিত্র আগে কোনদিন দর্শন করেননি। সরোবরের চতুর্দিকস্থ চন্দন বৃক্ষ সমূহ থেকে চারিদিকে সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে। প্রকৃতির এই অপূর্ব সৌন্দর্য্য দর্শনে করে বিশ্বামিত্রের ক্ষত্রিয় হৃদয় আনন্দে আপ্লুত হয়ে যেতে লাগল। সরোবরের তীরে দাঁড়িয়ে তিনি হংস ও সারসের জল ক্রীড়া দেখতে লাগলেন তন্ময় হয়ে।

মহারাজ!—হঠাৎ কে যেন বিশ্বামিত্রকে পিছন থেকে ডাকল। চমকিত হয়ে উঠে বিশ্বামিত্র মুখ ফেরালেন। দেখলেন তাঁর ঠিক পিছনেই প্রর্তদন দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

—ও তুমি প্রর্তদন! কখন এসেছ? বিশ্বামিত্র প্রশ্ন করলেন।

—অনেকক্ষণ মহারাজ। আপনার পিছনে নিঃশব্দে দণ্ডায়মান থেকে আপনারই ন্যায় সরোবরের শোভা দর্শন করছিলাম। কিন্তু মহারাজ এবার আমাদের মৃগয়ার সময় হয়ে যাচ্ছে। বেশীক্ষণ এখানে অবস্থান করলে দেরী হয়ে যাবে। প্রর্তদন বিশ্বামিত্রকে মৃগয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন।

হ্যাঁ, মৃগয়ায় যাওয়ার আয়োজন কর। মৃগয়ার কথা আমি সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছিলাম। প্রকৃতির এই অপরূপ শোভা দেখতে দেখতে সবকিছু বিস্মৃত হয়েছি। বিশ্বামিত্র প্রর্তদনের সঙ্গে নিজ শিবিরে ফিরে যেতে উদ্যত হলেন।

প্রর্তদন উত্তর দিলেন—অপরূপ এই প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে সবকিছু বিস্মৃত হওয়াই স্বাভাবিক। আমিও আপনার সন্ধানে এসে এই অপূর্ব সুন্দর সরোবরের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়ে নিঃশব্দে আপনার পিছনে দাঁড়িয়েছিলাম। আপনাকে ডাকিনি।

বিশ্বামিত্র বললেন—তুমি আমাকে সন্ধান করতে এলে কেন?

প্রর্তদন বললেন—সকালে শয্যা ত্যাগ করে আমি আপনার শিবিরে প্রবেশ করে দেখি আপনি শয্যায় নেই। তখন অনুমান করলাম হয়ত আপনি ইতিমধ্যেই শয্যা ত্যাগ করে অরণ্য মধ্যে কোথায় প্রাতঃভ্রমণে নির্গত হয়েছেন। সৈন্যদলকে

মৃগয়ার জন্য প্রস্তুত হবার নির্দেশ দিয়ে আমি আপনার সন্ধানে এসেছি যাতে তাড়াতাড়ি মৃগয়ায় নির্গত হওয়া যায়।

—তুমি ঠিকই করেছ। সূর্য কিরণ ক্রমেই এখন প্রখর হচ্ছে। আমাদের এবার মৃগয়ায় গমন করা উচিত। বিশ্বামিত্র প্রর্তদনকে সঙ্গে নিয়ে নিজ শিবিরের দিকে দ্রুত যেতে লাগলেন।

যেতে যেতে বিশ্বামিত্র আবার বললেন—প্রর্তদন, আমরা শিবির স্থাপনের জন্য অতি সুন্দর স্থান নির্বাচন করেছি। দেখ, এই মনোরম সরোবর আমাদের শিবির থেকে বেশী দূরে নয়। চতুর্দিকে চন্দন বৃক্ষ এই সরোবরকে ঘিরে রয়েছে। সুগন্ধে চারিদিক ভরে রয়েছে। পক্ষীরা কলরব করছে। কত বিচিত্র প্রকারের পক্ষীর কলরব এখানে শুনতে পাচ্ছি। কত সুন্দর সুন্দর হংস সরোবরে ক্রীড়া করছে। সত্যিই আমি অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করছি অন্তরে।

প্রর্তদন বললেন—মহারাজ আমি মাঝে মাঝে অবাক হয়ে যাই যে রাজকার্য্যের এই শত ব্যস্ততার মধ্যেও কখন কিভাবে আপনার মনে প্রকৃতির প্রতি এত অনুরাগের সৃষ্টি হল। কি করে আপনার মত একজন চিরব্যস্ত রাজপুরুষের মধ্যে এরূপ একজন প্রকৃতি প্রেমিক জন্ম নিল।

বিশ্বামিত্র মৃদু হাসলেন। তারপর বললেন—প্রর্তদন আমি রাজপুত্র বলে আশৈশব নিয়মের বন্ধনে আবদ্ধ। আমার পিতা মহারাজ গাধি আমাকে উপযুক্তভাবে সর্বপ্রকারের শিক্ষা প্রদান করে একজন প্রকৃত ক্ষত্রিয় হিসাবে গড়ে তুলেছেন। রাজকার্যেও আমি সফল, আমার প্রজারা সুখী, আমার রাজ্য ধন ও সমৃদ্ধিতে পূর্ণ। তবুও কখনো কখনো কেন জানি না অন্তরে এক অদ্ভুত শূন্য অনুভূতি আমার মনকে গ্রাস করতে চায়। ক্ষত্রিয়ের মানসিক দৃঢ়তা দিয়ে যেন তাকে প্রতিরোধ করা যায় না। বিশাল, বিস্তৃত এক কৃষ্ণবর্ণ মেঘের মতই যেন সেই অনুভূতি ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়তে থাকে। আর তখনই আমি প্রকৃতির কথা ভাবি, প্রকৃতিকে স্মরণ করি। প্রকৃতি তার বিশাল ক্ষমতা নিয়ে পৃথিবীর বুকে দৃঢ় ভাবে উপস্থিত। নির্বিকারভাবে সে তার কর্তব্য করে চলেছে। কোন প্রশ্ন নেই, নেই কোন দুর্বলতা বা নেই কোন শূন্যতা বোধ জনিত ক্লান্তি। ক্ষত্রিয়ের শক্তিকে প্রকৃতির সঙ্গে তুলনা করে আমি এইভাবে আত্মবিশ্বাস ফিরে পাই। পূর্ণ উদ্যমে রাজকার্য পরিচালনা করতে পারি। আমার কাছে প্রকৃতিই সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয় যেমন পৃথিবীর কাছে ক্ষত্রিয়ই সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিমান। প্রকৃতি তাই

আমার কাছে অপরিহার্য। আমি মৃগয়ায় আসি বা না আসি এই অরণ্য তার সব মহান্‌গুণ নিয়ে আমার অন্তরে সদা বর্তমান।

প্রর্তদন অবাক হয়ে শুনছিলেন বিশ্বামিত্রের কথা। তাঁর মনে হচ্ছিল বিশ্বামিত্র অরণ্যের সংস্পর্শে এসে যেন কিছুটা আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছেন। এর আগেও বিশ্বামিত্র অরণ্যে মৃগয়ায় এসেছেন কিন্তু তখন তাঁর সঙ্গে প্রর্তদন আসেন নি। বিশ্বামিত্র এই প্রথম একজন সেনাপতিকে নিজের সঙ্গে মৃগয়ায় নিয়েছেন। প্রর্তদনের মনে হচ্ছিল তিনি যেন বিশ্বামিত্রের চরিত্রের একটি নতুন দিক আবিষ্কার করছেন। যে দিক্‌টি সম্ভবতঃ অপরকেউ জানার কোন সুযোগ পাননি। বিশ্বামিত্রের সঙ্গে এবার মৃগয়ায় না এলে হয়ত প্রর্তদন নিজেও মহারাজের মনের এই দিক্‌টি সম্পর্কে অন্যদের মতই অজ্ঞ থেকে যেতেন চিরকাল।

বিশ্বামিত্র ও প্রর্তদন দুজনেই শিবিরের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। চারিদিকে বহু পুষ্পিত বৃক্ষের তলায় প্রভাতের পুষ্প পড়ে রয়েছে। দূর থেকে ময়ুরের কেকা ধ্বনি ভেসে আসছে। মৃদু মন্দ বাতাসে বৃক্ষ সমূহের পাতায় পাতায় মর্মর ধ্বনির সৃষ্টি হচ্ছে।

প্রর্তদন বিশ্বামিত্রকে মৃগয়ার প্রসঙ্গে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টায় বললেন— মহারাজ শিবির স্থাপনের পক্ষে এইস্থান অতি উপযুক্ত হলেও আমার মনে হচ্ছে এখানে মৃগয়ার উপযুক্ত পশু খুব বেশী নেই।

বিশ্বামিত্র বললেন—বন্য পশুরা অরণ্যের মধ্যে একস্থান থেকে অন্যস্থানে বিচরণ করে। তারা কোথাও স্থির হয়ে থাকেনা। এইস্থানে বন্য পশু না থাকলে অন্য কোথাও আছে। তারা অরণ্য ত্যাগ করে নিশ্চয়ই অন্য কোথাও যায়নি। তারা অরণ্যের মধ্যেই আছে। আমরা তাদের খুঁজে বের করব। রাজা বিশ্বামিত্র মৃগয়া থেকে শূন্য হস্তে ফিরে যেতে রাজী নন।

বিশ্বামিত্রের এই দৃঢ় বাক্য শুনে প্রর্তদন মনে মনে খুব খুশী হলেন। তাঁর কেন যেন মনে হচ্ছিল প্রকৃতির অপূর্ব সৌন্দর্য্যের প্রভাবে বিশ্বামিত্রের মৃগয়ার প্রতি আগ্রহ কমে যাচ্ছে। বিশ্বামিত্র প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দর্শনে যতটা আগ্রহী মৃগয়ায় ঠিক ততটা আগ্রহ তাঁর নেই। কিন্তু এখন বিশ্বামিত্রের কথায় তিনি আশ্বস্ত হলেন এবং নিজেও উৎসাহ ফিরে পেলেন। কথা বলতে বলতে তাঁরা তাঁদের শিবিরের কাছে এসে পৌঁছলেন। বিশ্বামিত্রকে দর্শন করামাত্র সৈন্যরা তাঁর নামে জয়ধ্বনি করে উঠল—মহারাজ বিশ্বামিত্রের জয়! মহারাজ বিশ্বামিত্রের জয়!

প্রর্তদন, বিশ্বামিত্রকে বললেন—মহারাজ সৈন্যদল প্রস্তুত। এবার আপনি শীঘ্র প্রস্তুত হয়ে নিলেই আমরা মৃগয়ার উদ্দেশ্যে গভীর অরণ্যের ভিতরে প্রবেশ করতে পারি।

বিশ্বামিত্র উত্তর দিলেন—আমি যথাশীঘ্র সম্ভব প্রস্তুত হয়ে আসছি। তোমরা শুধুমাত্র কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর। আমরা অনতিবিলম্বেই অরণ্যে প্রবেশ করব।

বিশ্বামিত্র অতিক্রুত নিজ শিবিরের ভিতরে প্রবেশ করলেন এবং মৃগয়ার উপযুক্ত পোষাক ও অস্ত্র গ্রহণ করে শিবির থেকে বেরিয়ে এলেন। বিশ্বামিত্রকে প্রস্তুত দেখে সৈন্যরা হর্ষধ্বনি করে উঠল।

বিশ্বামিত্র প্রর্তদনকে ইঙ্গিতে আহ্বান করে তাঁর কাছে ডেকে বললেন—প্রর্তদন আমি প্রস্তুত। এবার মৃগয়ার উদ্দেশ্যে নির্গত হওয়া যাক। তুমি সৈন্যদের আহ্বান করে জানিয়ে দাও যে প্রত্যেককে গোধূলির পূর্বে শিবিরে ফিরে আসতে হবে। যেখানেই মৃগয়া করুক অথবা পশুর অন্বেষণে যাক না কেন, যদি কেউ গভীর অরণ্যে পথভ্রষ্ট হয় তাহলে সে যেন রাত্রিকালে কোন উচ্চ বৃক্ষে আরোহণ করে চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করে শিবিরে প্রজ্জ্বলিত অগ্নির সন্ধান করে এবং পরদিন প্রত্যুষে অগ্নির দিক লক্ষ্য করে শিবিরে এসে উপস্থিত হয়।

বিশ্বামিত্রের কথামত প্রর্তদন সৈন্যদলের উদ্দেশ্যে বললেন—সৈন্যরা এবার আমরা মৃগয়ায় গমন করব। তার আগে মহারাজের নির্দেশ ভাল করে শ্রবণ কর। যে যেখানেই মৃগয়া কর অথবা পশুর অন্বেষণে যাওনা কেন প্রত্যেক সৈন্যকে গোধূলির পূর্বে শিবিরে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। আর যদি কেউ গভীর অরণ্যে পথভ্রষ্ট হয়ে শিবিরে ফিরে আসতে না পার তাহলে রাত্রিকালে কোন সুউচ্চ বৃক্ষে আরোহন করে শিবিরে প্রজ্জ্বলিত অগ্নি লক্ষ্য করবে এবং পরদিন প্রভাতে অগ্নি যেদিকে দেখা গিয়েছিল সেইদিকে অগ্রসর হয়ে শিবিরের সন্ধান করবে। যাও এখন মৃগয়ায় গমন কর।

প্রর্তদনের আদেশ পাওয়া মাত্র মহাউল্লাসে সৈন্যবাহিনী দলে দলে বিশ্বামিত্রের নামে জয়ধ্বনি দিতে দিতে অরণ্যের চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। বিশ্বামিত্র, প্রর্তদন এবং আরো কয়েকজন বিশ্বস্ত সৈনিককে সঙ্গে নিয়ে অরণ্যের গভীরে যেতে লাগলেন বন্য পশুর সন্ধানে। অরণ্যের গভীরে অনেকটা প্রবেশ করার পর বিশ্বামিত্র প্রর্তদনকে বললেন—প্রর্তদন মৃগ মাংস আমার অত্যন্ত প্রিয়। এই অরণ্যে বরাহ, হৃষ্য, পৃষত ও মহারুরু এই চার প্রকার মৃগ অবস্থান করে। এদের মধ্যে

কোন এক প্রকার মৃগ দেখলেই তাকে বধ করার চেষ্টা করবে। কোন মৃগ যেন আমাদের হস্ত নিক্ষিপ্ত অস্ত্র থেকে জীবিত পলায়ন করতে না পারে।

প্রর্তদন উত্তর দিলেন—মহারাজ, মৃগ মাংস আমারও অত্যন্ত প্রিয়। আমি এই প্রথম আপনার সঙ্গে এই অরণ্যে মৃগয়ায় আগমণ করেছি। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, কোন মৃগই আজ আমাদের হস্ত থেকে জীবিত পলায়ন করতে পারবে না। আমাদের নিক্ষিপ্ত অস্ত্রে তাদের মৃত্যু অনিবার্য।

কথা বলতে বলতে অরণ্যের ভিতরে একটি অত্যন্ত ঘনবৃক্ষ সন্নিহিত স্থানে তাঁরা উপস্থিত হলেন। সেখানে বিভিন্ন প্রকারের বড় বড় বৃক্ষ ও লতাগুল্মে চতুর্দিক পূর্ণ। সূর্যকিরণও ঘন বৃক্ষপত্র ভেদ করে বিশেষ প্রবেশ করতে পারে না। সামনে একটি অতি বৃহৎ শালবৃক্ষ লক্ষ্য করে বিশ্বামিত্র তার তলায় গিয়ে দাঁড়ালেন এবং একটি পতিত শুষ্ক বৃক্ষশাখা ভূমি থেকে তুলে নিয়ে ঐ শালবৃক্ষের সামনে ভূমিতে একটি বড় চতুর্ভুজ অঙ্কিত করে প্রর্তদন ও অন্য সবাইকে বললেন—আমরা এখন প্রত্যেকে যেযার মত বন্যপশু অন্বেষণ করব। কিন্তু যে যেখানেই যাই না কেন শিবিরে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে এই চতুর্ভুজ অঙ্কিত শালবৃক্ষের তলায় এসে মিলিত হব এবং তারপর একসঙ্গে শিবিরে ফিরে যাব। গোধূলির পূর্বে অবশ্যই সবাইকে শিবিরে প্রত্যবর্তন করতে হবে।

—মহারাজ আপনি নিশ্চিত হোন। আপনার আদেশের অন্যথা হবে না।

প্রর্তদন উত্তর দিলেন এবং অন্যান্যদের মত বিশ্বামিত্রের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অরণ্যের গভীরে মৃগের অন্বেষণে প্রবেশ করলেন। বিশ্বামিত্রও সবাইকে ত্যাগ করে একাকী অরণ্যের মধ্যে ইতস্ততঃ বন্যপশুর সন্ধানে ভ্রমণ করতে লাগলেন।

এইভাবে সবাই যেযার মত শিকারের আশায় অরণ্যের মধ্যে চতুর্দিকে গমন করলেন। সকাল থেকেই শুরু হল মৃগয়া। সৈনিকেরা উচ্চপদাধিকেরা ও বিশ্বামিত্র স্বয়ং সারাদিন অরণ্যের মধ্যে স্থান থেকে স্থানান্তরে বন্যপশুর পশ্চাৎধাবন করে তাদের হত্যা করতে লাগলেন। কখনও পশুর পিছনে পিছনে ধাবমান হয়ে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়লে বনের মধ্যে বৃহৎ বৃক্ষের ছায়ায় বসে বিশ্রাম করে ক্লান্তি দূর করে নিতে লাগলেন। তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়লে জলাশয় অন্বেষণ করে তার জল পান করে তৃষ্ণা নিবারণ করতে লাগলেন। পরিশ্রমে ও ক্ষুধায় কাতর হলে অরণ্যের মধ্যে ফলবান বৃক্ষ অন্বেষণ করে তার ফলে ক্ষুধা দূর করতে লাগলেন। এইভাবে ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও ক্লান্তি দূর করে বিশ্বামিত্র সারাদিন অরণ্যের মধ্যে পশু শিকারে নিজেকে নিয়োজিত রাখলেন। ক্ষুদ্র শশক থেকে শুরু করে বৃহৎ বরাহ

সবই মৃগয়ায় পারদর্শী রাজা বিশ্বামিত্র সংগ্রহ করলেন। আর অরণ্যও যেন উদার। অরণ্যের এই অঞ্চলে যেখানে তাঁরা মৃগয়ায় ব্যাপ্ত সেখানে যেন কোন কিছুরই অভাব নেই। দলে দলে বন্যপশু বিচরণ করছে, বৃক্ষে সুপক্ক ফল ঝুলছে, নিকটেই কোথাও জলাশয় অপেক্ষা করছে। সবই অল্প আয়াস লব্ধ। মৃগয়াকারী দলের তাই বিশেষ কোন পরিশ্রম করতে হচ্ছে না। প্রকৃতির দানে তারা নিজেদের পছন্দমত পশু বধ করে আনন্দ লাভ করছে। অরণ্য ঘন বৃক্ষপত্রে আচ্ছাদিত বলে সূর্যকিরণের প্রখর তাপও তাদের বিশেষ স্পর্শ করছে না। সর্বদিক দিয়েই ভাগ্য সুপ্রসন্ন।

বিশ্বামিত্র মধ্যাহ্ন পর্যন্ত একটি বরাহ ও কয়েকটি শশক বধ করলেন। তিনি অনুমান করলেন আর পশু বধ নিষ্প্রয়োজন। কারণ এই অঞ্চলে বন্যপশু এত পর্যাপ্ত যে তাঁর দলের প্রত্যেকেই কিছু না কিছু পশু সংগ্রহ করবে। কাজেই প্রচুর পরিমাণ পশুর মাংস সংগৃহীত হবে। হয়ত সমগ্র সৈন্যবাহিনীর প্রয়োজনের চেয়েও অধিক। বিশ্বামিত্র তাই আর পশু শিকার না করে সংগৃহীত পশু একটি বৃক্ষের তলায় রেখে অরণ্যের মধ্যে ইতস্তত: ভ্রমণ করে সময় অতিক্রান্ত করতে লাগলেন এবং প্রকৃতির বিচিত্র রূপ দেখে মুগ্ধ হতে লাগলেন। অপরাহ্ন পর্যন্ত তিনি এইভাবে অরণ্যের মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে পদচারণা করলেন এবং তারপর সংগৃহীত পশু নিয়ে পূর্ব নির্দিষ্ট শাল বৃক্ষের নীচে এসে প্রর্তদন ও অন্যান্যদের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর ধীরে ধীরে প্রর্তদন সহ বিশ্বামিত্রের অন্যান্য ঘনিষ্ঠ অনুচরেরা ঐ পূর্ব নির্দিষ্ট শাল বৃক্ষের নিকটে ফিরে এলেন। প্রত্যেকেই কোন না কোন পশু সংগ্রহ করেছেন। তাঁরা এসে দেখলেন মহারাজ বিশ্বামিত্র তাঁদের জন্য অপেক্ষা করছেন। প্রর্তদনকে দুটি মৃগ স্কন্ধে বহন করে আনতে দেখে বিশ্বামিত্র বললেন —প্রর্তদন, মৃগয়া কেমন হল? এই মৃগ দুটির মাংস অত্যন্ত সুস্বাদু হবে মনে হচ্ছে।

প্রর্তদন স্কন্ধের ভার ভূমিতে নামিয়ে রেখে উত্তর দিলেন—মহারাজ আমার অনুমান ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। আমার ধারণা ছিল অরণ্যের মধ্যে এই অঞ্চলে বোধহয় মৃগয়ার উপযুক্ত বন্যপশু তেমন নেই। কিন্তু এইস্থানে প্রকৃতি সত্যিই অত্যন্ত উদার। পর্যাপ্ত সংখ্যায় বন্যপশু এখানে বিচরণ করছে। এইস্থানে এত পশু আছে যে আমার বোধ হচ্ছে আমরা সারা জীবন ধরে মৃগয়ায় রত থাকলেও এদের নিঃশেষ করতে পারব না। তবে এই মৃগ দুটি আমাকে অত্যন্ত ক্লেশ দিয়েছে। বহুবার এদের লক্ষ্য করে অস্ত্র নিক্ষেপ করেছি কিন্তু এরা এত

দ্রুত ধাবমান যে কিছুতেই আমার নিক্ষিপ্ত অস্ত্র এদের স্পর্শ করতে পারেনি। অবশেষে কৌশল অবলম্বন করে আমি একটি লতাগুল্মের ঝোপের আড়ালে আত্ম-গোপন করে অপেক্ষা করতে থাকি। আমাকে দেখতে না পেয়ে আমি স্থান ত্যাগ করেছি মনে করে এরা ঐ লতাগুল্ম ঝোপের নিকটবর্তী হলে আমি অকস্মাৎ অস্ত্র নিক্ষেপ করে এই মৃগ দুটিকে বধ করেছি। এছাড়া প্রচুর বরাহ ও শশক এই স্থানে বিচরণ করছে। আমি আর অন্য কোন পশু বধ করিনি, প্রয়োজনের তুলনায় বেশী হয়ে যাবে বলে। তবে আগামীকাল অবশ্যই বহু শশক বধ করব। শশকের মাংস আমার অত্যন্ত প্রিয়।

প্রর্তদনের কথা শুনে বিশ্বামিত্র মৃদু হেসে বললেন—শশকের মাংস আমারও প্রিয়। তোমার মত আমারও অনুমান যে বেশী পশু বধ করলে পশুর মাংস আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় অধিক হয়ে যেতে পারে। কারণ আমার সৈন্যরা অবশ্যই প্রত্যেকে কিছু না কিছু পশু বধ করবেই। প্রকৃতির এই উদার, অকৃপণ উপহার গ্রহণ করে আমার সৈন্যদল নিশ্চয়ই অরণ্যে অতি উৎসাহের সঙ্গে মৃগয়া করে চলেছে। তাদের পরাক্রমে আজ অরণ্যের সমগ্র প্রাণীকুলের নিশ্চয়ই ঘোর বিপদ উপস্থিত হয়েছে।

প্রর্তদন উত্তর দিলেন—আমারও তাই অনুমান। আমাদের সৈন্যরা নিশ্চয়ই বহু বন্যপশু বধ করবে। আজকে পর্যাপ্ত পরিমাণ পশুর মাংস সংগৃহীত হবে।

বিশ্বামিত্র বললেন—কিন্তু এখন অপরাহ্ন শেষ প্রায়। এবার আমাদের শিবিরে প্রত্যাবর্তন করা উচিত। সৈন্যরা ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই একে একে শিবিরে ফিরে আসতে শুরু করেছে। চল শিবিরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি।

বিশ্বামিত্র মৃগয়ায় সংগৃহীত বরাহ ও শশক স্কন্ধে তুলে শিবিরের দিকে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলেন। বিশ্বামিত্রকে প্রস্তুত দেখে প্রর্তদনসহ অন্যান্যরাও নিজ নিজ শিকার স্কন্ধে তুলে নিয়ে বিশ্বামিত্রের সঙ্গে শিবিরের দিকে যাত্রা শুরু করলেন। বন্যপশু স্কন্ধে নিয়ে অনতিবিলম্বেই বিশ্বামিত্র ও তাঁর অনুচরেরা শিবিরে এসে পৌছলেন। স্কন্ধ থেকে বন্যপশু নামিয়ে রেখে তাঁরা যে যার শিবিরের ভিতরে প্রবেশ করলেন। তখনও সৈনিকেরা কেউ শিবিরে ফিরে আসেনি। কেবলমাত্র প্রহরীরা শিবির প্রহরা দিচ্ছে। বিশ্বামিত্রকে দেখে তাঁরা বিশ্বামিত্রের নামে জয়-ধ্বনি করে উঠল। নিজ শিবিরের ভিতর প্রবেশ করে বিশ্বামিত্র বিশ্রাম গ্রহণ করতে লাগলেন। সূর্যকিরণ ক্রমে ক্ষীণতর হতে লাগল। ধীরে ধীরে অপরাহ্ন শেষ হয়ে গোধূলি দেখা দিল এবং তখন একে একে সৈনিকেরা শিবিরে ফিরে

আসতে লাগল। গোধূলির কিছুক্ষণের মধ্যেই বিশ্বামিত্রের সৈন্যবাহিনীর সব সৈনিক শিবিরে শিকার নিয়ে ফিরে এল। সমগ্র সৈন্যবাহিনী শিবিরে ফিরে এসে এক মহাকোলাহলের সৃষ্টি করল। মূহুর্মুহু মহারাজ বিশ্বামিত্রের জয়ধ্বনিতে অরণ্যের চারিদিক কম্পিত হয়ে উঠল।

বিশ্বামিত্র শিবিরের ভিতরে বসে বুঝতে পারলেন যে তাঁর সৈন্যরা সবাই ফিরে এসেছে। তিনি শিবিরের বাইরে বেরিয়ে এলেন। দেখলেন, মহাউল্লাসে মৃগয়ায় সংগৃহীত বন্যপশু স্কন্ধে নিয়ে সৈন্যরা নৃত্য করছে। বিশ্বামিত্রকে শিবিরের বাইরে বেরিয়ে আসতে দেখে সৈন্যদের উল্লাস আরো বৃদ্ধি পেল। তারা ঘন ঘন বিশ্বামিত্রের নামে জয়ধ্বনি দিয়ে চারিদিক মুখর করে তুলতে লাগল। বিশ্বামিত্র তাঁর শিবিরের সামনে দাঁড়িয়ে সৈন্যদলের এই উল্লাস নৃত্য দেখতে লাগলেন। একটু দূরে দৃষ্টিপাত করে তিনি দেখলেন তাঁর শিবির থেকে অনতিদূরে ভূমির উপর স্তূপীকৃত হয়ে রয়েছে মৃগয়ায় সংগৃহীত বরাহ, হৃষ্য, পৃষত, শশক প্রভৃতি বন্যপশু। বিশ্বামিত্রকে শিবিরের সামনে দেখে প্রর্তদন এসে তাঁর পাশে দাঁড়ালেন।

বিশ্বামিত্র প্রর্তদনকে বললেন—প্রর্তদন, সৈন্যরা প্রচুর সংখ্যক বন্যপশু বধ করেছে। মনে হচ্ছে সমস্ত পশুই এরা বধ করে নিয়ে এসেছে। যাই হোক, অরণ্যে ধীরে ধীরে অন্ধকার নেমে আসছে। অবিলম্বে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করতে নির্দেশ দাও এবং খাদ্য প্রস্তুতের আয়োজন করতে বল। প্রত্যেকেই ক্লান্ত এবং ক্ষুধার্ত, কাজেই সবারই খাদ্যের প্রয়োজন।

বিশ্বামিত্রের নির্দেশ পেয়ে প্রর্তদন সৈন্যদলের উদ্দেশ্যে উচ্চস্বরে বললেন—অগ্নি প্রজ্জ্বলিত কর এবং খাদ্য প্রস্তুতের আয়োজন কর যথাশীঘ্র সম্ভব।

প্রর্তদনের উচ্চস্বরে উল্লাসে মত্ত সৈন্যদলের সম্ভবতঃ সম্বিৎ ফিরে এল। তারা মহারাজ বিশ্বামিত্রের জয়ধ্বনি দিয়ে নিজ নিজ শিবিরের সামনে অরণ্য থেকে সংগৃহীত শুষ্ক কাষ্ঠের দ্বারা অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ধীরে ধীরে প্রজ্জ্বলিত অগ্নির রক্তবর্ণ শিখায় অরণ্য উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সৈনিকেরা এবং পাচকেরা মৃগয়ার বন্যপশু নিয়ে খাদ্য প্রস্তুতের জন্য প্রয়োজনীয় কর্ম শুরু করে দিল।

প্রর্তদন বিশ্বামিত্রকে বললেন—মহারাজ সৈন্যরা আপনার নির্দেশ পালন করেছে। তারা অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে খাদ্য প্রস্তুত-কর্ম শুরু করে দিয়েছে। এবার আপনি শিবিরের মধ্যে বিশ্রাম গ্রহণ করুন।

বিশ্বামিত্র প্রর্তদনের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন। তারপর বললেন—

প্রর্তদন আমি আরামপ্রিয় দুর্বল ভোগবিলাসী নৃপতি নই। আমার সৈন্যদলের প্রতিটি সৈনিকের মত আমিও প্রয়োজন হলে কঠিন পরিশ্রম করতে পারি। ক্লান্তিতে অবশ্যই বিশ্রামের প্রয়োজন। কিন্তু যে ক্ষত্রিয় কেবল ভোগবিলাস এবং আরামের কথাই চিন্তা করে সে অচিরেই নিজ কর্তব্য পালনে অশক্ত হয়ে বিনষ্ট হয়। আমার সৈন্যদলের এই উল্লাস এবং আমার নামে জয়ধ্বনি আমাকে অন্তরে শক্তি দান করে, একজন প্রকৃত ক্ষত্রিয় হিসাবে নিজ দায়িত্ব পালনে প্রেরণা প্রদান করে। আমাকে আশ্রয় করে এরা বর্ধিত হচ্ছে—এই অনুভূতি আমাকে ক্ষাত্রতেজে উদ্দীপ্ত করে তোলে এবং আমার সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়ে যায়।

মহারাজ কান্যকুব্জের প্রজারা সৌভাগ্যবান। আপনার মত একজন ন্যায়-নিষ্ঠ ও যোগ্য নৃপতির অধীনে তারা প্রতিদিনই চন্দ্রকলার ন্যায় বর্ধিত হচ্ছে। আপনার পিতামহ ও পিতা যে সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধির সূচনা করে গিয়েছিলেন ক্ষত্রিয়ের সঠিক পন্থা অনুসরণে আপনি কান্যকুব্জের সেই সমৃদ্ধিকে শতগুণ বর্ধিত করেছেন। আজ কান্যকুব্জের শত্রুরাও তাকে সম্ভ্রম করে। প্রতর্দন অত্যন্ত সম্ভ্রমের সঙ্গে বিশ্বামিত্রকে বললেন।

বিশ্বামিত্র চতুর্দিকে শিবির ও মধ্যে তৃণভূমিতে জলন্ত অগ্নির দিকে তাকিয়ে রইলেন। একটু দূরে অরণ্যের বৃহৎ বৃক্ষ সমূহের পত্রে মৃদু বাতাস লেগে মর্মর ধ্বনি উঠছে। অন্ধকারে অরণ্যের সেই মর্মর ধ্বনি কান পেতে বিশ্বামিত্র শ্রবণ করতে লাগলেন। তাঁর কাছে অরণ্য যেন রাত্রির অন্ধকারে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। অরণ্যের সেই ভাষাও যেন তিনি অনুধাবন করতে পারছেন। অরণ্য যেন তাঁকে কিছু বলছে আর তিনি অবাক হয়ে শুনছেন। এযেন দুই ক্ষত্রিয় প্রধানের মধ্যে ভাব বিনিময়।

ধীরে ধীরে নীরব অরণ্য এবার ঝিল্লির ডাকে সরব হয়ে উঠল। চারিদিক থেকে ঝিল্লির একটানা আওয়াজ ভেসে আসতে লাগল। বিশ্বামিত্র অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকার পর যেন সম্বিত ফিরে পেলেন। প্রর্তদনের দিকে তাকিয়ে মৃদু কণ্ঠে অনেকটা উদাসভাবে বললেন—প্রর্তদন আগামী কাল মৃগয়ায় গমন করার পূর্বে সৈন্যবাহিনীর প্রত্যেককে জানিয়ে দেবে যে তারা যেন প্রয়োজনের অতিরিক্ত বন্যপশু বধ না করে। এইস্থানে পর্যাপ্ত সংখ্যায় বন্যপশু বিচরণ করছে অতএব প্রয়োজন হলেই তাদের পাওয়া যাবে। শুধু শুধু অকারণে প্রকৃতির সম্পদ অপচয় করা অনুচিত। আমার অন্যান্য নির্দেশ অপরিবর্তিতই থাকবে। আমি এবার শিবিরের ভিতরে প্রবেশ করছি। তুমিও খাদ্য প্রস্তুত-

কার্য পরিদর্শন করার পর নিজ শিবিরে প্রবেশ করে বিশ্রাম গ্রহণ কর। তারপর রাত্রিতে খাদ্য ও বিশ্রাম গ্রহণ করে আগামীকাল আবার আমরা মৃগয়ায় গমন করব।

বিশ্বামিত্র ধীরে ধীরে তাঁর শিবিরের ভিতর প্রবেশ করলেন। অরণ্যে অন্ধকারের নিশ্ছিদ্র উত্তরীয় ভেদ করে কেবলমাত্র একটানা ঝিল্লির ধ্বনি ভেসে আসছে। মৃদুমন্দ বাতাসে বৃক্ষপত্র আন্দোলিত হচ্ছে কিন্তু তমসাঘন রাত্রিতে কেউ তা দেখতে পাচ্ছে না।

তিন

শিবির থেকে দূরে অরণ্যের মধ্যে একটি স্থানে বিশ্বামিত্র থামলেন। প্রতর্দন বিশ্বামিত্রকে বললেন—মহারাজ, এবার তাহলে আমরা যে যার মত মৃগয়ায় গমন করি। মৃগয়া শেষে পুনরায় আমরা এইস্থানে মিলিত হব গতকালের মতন।

বিশ্বামিত্র, প্রতর্দন ও অন্য দুই ঘনিষ্ঠ অনুচরের দিকে তাকিয়ে বললেন—না প্রতর্দন, আজকে আমরা সবাই একত্রে মৃগয়া করব। তুমি, আমি, কেতুমান ও সুহোত্র এই চারজনে এই অরণ্যে এক সঙ্গেই বন্যপশু বধ করব। আমাদের পৃথকভাবে মৃগয়ার প্রয়োজন নেই।

বিশ্বামিত্রের ইচ্ছানুসারে তাঁরা চারজন এক সঙ্গেই রইলেন। পৃথকভাবে গতকালের মত মৃগয়ায় গেলেন না। বন্যপশুর সন্ধানে তাঁরা অরণ্যের মধ্যে ভ্রমণ করতে লাগলেন। যেখানেই কোন লতাগুল্ম ঝোপকে পশুর আবাসস্থল বলে মনে হতে লাগল, সেখানেই তাঁরা পশুর সন্ধান করতে লাগলেন। কিন্তু প্রকৃতির কি বিচিত্র রূপ। গতকালের উদার প্রকৃতি আজ কি ভীষণভাবে কৃপণ। তাঁরা কোথাও কোন পশুর সন্ধান করতে পারলেন না। অবাক হয়ে বিশ্বামিত্র ও তাঁর তিন সঙ্গী বন্যপশুর সন্ধানে অরণ্যের মধ্যে ইতস্তুতঃ ভ্রমণ করতে লাগলেন। তাঁরা বুঝতে পারছিলেন না যে কেন কোন পশুর দেখা তাঁরা পাচ্ছেন না। এইস্থানে গতকালই ছিল পর্যাপ্ত পরিমাণে বন্যপশু। তাঁরা যথেচ্ছ মৃগয়া করেছেন, কিন্তু আজ একটিমাত্র রাত্রির ব্যবধানে এইস্থান পশুশূন্য, একটিও পশু নেই। কেন? তাঁরা অনুমান করলেন হয়ত পশুর দল আশেপাশেই কোথাও আছে। বন্যপশু সব সময় একই স্থানে বিচরণ করে না। সুতরাং হতোদ্যম না হয়ে তাঁরা পশুর সন্ধান করতে লাগলেন অরণ্যের সর্বত্র। বৃক্ষগহ্বর থেকে লতাগুল্মের ঝোপ,

জলাশয়ের নিকটে বৃহৎ তৃণরাজি কিছুই তাঁরা বাদ দিলেন না। কিন্তু না, প্রকৃতি আজ সত্যিই কৃপণ। একটিও পশুর দেখা তাঁরা পেলেন না। এমন কি গতকাল যেখানে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শশক দেখা গিয়েছিল সেখানে একটি শশক পর্যন্ত তাঁদের দৃষ্টিপথে এল না।

অস্ত্র হাতে বিশ্বামিত্র ও তাঁর সঙ্গীরা অরণ্যের মধ্যে ভ্রমণ করতে লাগলেন। কিন্তু কোথাও পশু নেই। কোথাও বরাহ বিচরণ করছে না, কোথাও হৃষ্যমৃগ বা পৃষত, অথবা মহারুরু নেই। গতকাল এই সবই বিশ্বামিত্র ও তাঁর সঙ্গীরা শিকার করেছেন। অরণ্য উদার মনে তাঁদের পর্যাপ্ত সংখ্যায় পশু দান করেছে, অথচ আজ মৃগয়া সত্যিই তাদের কাছে কষ্টসাধ্য হয়ে উঠেছে। তাঁরা ক্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়তে লাগলেন।

একটি বৃহৎ বৃক্ষের ছায়ায় আশ্রয় নিয়ে প্রর্তদন বিশ্বামিত্রকে বললেন—মহারাজ, আজ একটিও বন্যপশু দেখতে পাচ্ছি না। অথচ গতকাল এই অরণ্যে প্রচুর পশু ছিল, যথেচ্ছ মৃগয়া করেছি। প্রভাতের পরে অনেকক্ষণ অতিবাহিত হয়েছে কিন্তু আমরা এখনও কোন পশুর সন্ধান করতে পারলাম না।

বিশ্বামিত্র বললেন—হ্যাঁ প্রর্তদন, গতকাল এই অরণ্যে প্রচুর মৃগ এবং শশক ছিল, কিন্তু আজকে তাদের কাউকেই আমরা দেখতে পাচ্ছি না। বোধ হচ্ছে পশুরা এই বৃহৎ অরণ্যের মধ্যে অন্য কোথাও বিচরণ করছে। অরণ্যের মধ্যেই তাদের থাকতে হবে। অরণ্য ত্যাগ করে তারা কোথায় যাবে? আমরা তাদের সন্ধান পাবই। এই বৃক্ষ ছায়ায় একটু বিশ্রাম করে নিয়ে পুনরায় প্রস্তুত হও পশু শিকারের জন্য।

তাঁরা কিছুক্ষণ ঐ বৃক্ষতলে বসে কথোপকথনে সময় অতিবাহিত করে বিশ্রাম গ্রহণ করলেন। নিকটস্থ বৃক্ষের ফল আহরণ করে ক্ষুধা নিবারণ করলেন। তারপর একটি জলাশয়ের সন্ধান করে জলপান করে তৃষ্ণা নিবারণ করলেন এবং নূতন উদ্যমে শিকারের সন্ধানে রত হলেন। তাঁরা ঐ স্থান ত্যাগ করে বন্যপশুর সন্ধানে পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণ করতে লাগলেন। কিন্তু কোথাও কোন পশুর দেখা তারা পেলেন না।

ক্রমে মধ্যাহ্ন অতিক্রান্ত হল এবং তাঁরা আবার ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। ঠিক এই সময় একটি লতাগুল্ম ঝোপের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বিশ্বামিত্র লক্ষ্য করলেন ঝোপটি যেন একটু আন্দোলিত হল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্থির হয়ে দণ্ডায়মান হলেন এবং ইঙ্গিতে তাঁর সঙ্গীদের থামতে বলে ঝোপের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন।

সকলেই দেখলেন যে ঝোপটি মাঝে মাঝে একটু একটু করে আন্দোলিত হচ্ছে। তাঁরা চারজনে অস্ত্র নিয়ে ঝোপটির চারদিকে ঘিরে দাঁড়ালেন। বিশ্বামিত্র ভূমি থেকে একখণ্ড প্রস্তর নিয়ে ঝোপটিতে নিক্ষেপ করতেই একটি বৃহৎ বরাহ ঝোপের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল। বিশ্বামিত্র সঙ্গে সঙ্গে বরাহের প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। তীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাতে বরাহের ঐখানেই মৃত্যু হল। বহুক্ষণ পরে তাঁরা একটি পশুর মুখদর্শন করলেন। বিশ্বামিত্রের সঙ্গীরা উল্লাসে চীৎকার করে তাঁর নামে জয়ধ্বনি দিয়ে উঠলেন। বিশ্বামিত্রও উল্লসিত বোধ করলেন। যাক্ অবশেষে অন্ততঃ একটি পশু শিকার করা গেছে। একেবারে শূন্য হস্তে ফিরতে হবে না।

প্রর্তদন উল্লসিত হয়ে বললেন—মহারাজ, এবার বোধহয় ভাগ্য আমাদের প্রতি সুপ্রসন্ন হল। এই বরাহটি অতি বৃহৎ, এটি দিয়েই যখন আজ আমাদের মৃগয়ার সূচনা হল, তখন নিশ্চয়ই আমরা আজ অনেক পশু বধ করব। দেরীতে হলেও আজকের মৃগয়া ভালই হবে মনে হচ্ছে।

বিশ্বামিত্র বললেন—সেরকমই আশা করা যাক্। বিচিত্র প্রকৃতির খেয়াল কে বুঝতে পারে? মধ্যাহ্ন অতিক্রান্ত হবার পর একটি অতিবৃহৎ বরাহ লাভ হল। এরপর ভাগ্যে আর কি আছে কে জানে। প্রথম দিন প্রকৃতি অকৃপণ হস্তে আমাদের মৃগয়ার পশু দান করেছে। আজ যদি সামান্য কৃপণতা প্রদর্শন করেও তাতে আমাদের নিরাশ হবার কিছু নেই। চল আমরা আরো অগ্রসর এই।

তাঁরা এগিয়ে যেতে লাগলেন আরো পশুর সন্ধানে। এবারে বোধ হয় সত্যিই তাঁদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন। কিছুদূর যাওয়ার পরই তাঁরা দেখতে পেলেন কয়েকটি শশক এখানে ওখানে ইতস্ততঃ ধাবমান। বিশ্বামিত্র ও তাঁর তিন সঙ্গী তৎক্ষণাৎ ব্যস্ত হয়ে পড়লেন শশক সংগ্রহে। কখনও দূর থেকে অস্ত্র নিক্ষেপ করে কখনও বা শশকের পিছন পিছন ধাবমান হয়ে নিকট থেকে অস্ত্র অথবা প্রস্তর খণ্ড দিয়ে আঘাত করে তারা শশক শিকার করতে লাগলেন। চারজনে বহু পরিশ্রমের পর ছয়টি শশক সংগ্রহ করলেন। এরপর অনেকক্ষণ পরে তাঁরা অরণ্যের মধ্যে একস্থানে একটি উন্মুক্ত তৃণভূমিতে একদল হৃষ্ট মৃগকে বিচরণ করতে দেখলেন। অতি সন্তর্পণে তাঁরা দূর থেকে ধীরে ধীরে লুকিয়ে মৃগদলের নিকটবর্তী হওয়া মাত্রই মৃগদল বিপদ অনুমান করে এত দ্রুতগতিতে চোখের নিমেষে ঐ তৃণভূমি ত্যাগ করে পলায়ন করল যে তাঁরা অস্ত্র নিক্ষেপ করার কোন সুযোগই পেলেন না।

বিশ্বামিত্র তাঁর সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে হতাশ ভাবে বললেন—না মৃগদল অতি চতুর। নিজেদের বিপদ তারা অতিদ্রুত অনুমান করতে পারে।

সুহোত্র বললেন—মহারাজ বনের পশুদের অনুমান শক্তি মানুষের চেয়ে অনেক প্রখর। আর এই মৃগদল সর্বদাই অতি দ্রুত ধাবমান। এদের সংগ্রহ করা অত্যন্ত কঠিন। একমাত্র বিশ্রাম রত অবস্থায় অলক্ষ্যে অস্ত্র নিক্ষেপ করে বধ করা ছাড়া কোন উপায় নেই।

বিশ্বামিত্র বললেন—হ্যাঁ, সুহোত্র তুমি ঠিকই বলেছ। গতকাল আমি যে হৃষ্যমৃগটিকে সংগ্রহ করেছি তাকেও ঐ ভাবেই বিশ্রামরত অবস্থায় শর নিক্ষেপ করে বধ করেছি।

প্রর্তদন বললেন—মহারাজ, হতাশ হবার কিছু নেই। অবশ্যই আমরা আরো পশু শিকার করব। এতক্ষণ তো আমরা কোন পশুরই দেখা পাইনি। এইতো সবেমাত্র বরাহটিকে বধ করে আমাদের মৃগয়া শুরু হল। কাজেই মৃগয়ার এখনো অনেক বাকী। বিশ্বামিত্র বললেন—না প্রর্তদন, মৃগয়া শেষ হতে খুব বেশী দেরী নেই। মধ্যাহ্ন ইতিমধ্যেই অনেকক্ষণ অতিক্রান্ত হয়েছে। যা মৃগয়া করার আমাদের এখনই করতে হবে এবং তারপর গোধূলীর মধ্যেই শিবিরে ফিরে যেতে হবে। আমরা শিবির থেকে অনেক দূরে এসে পড়েছি।

প্রর্তদন বললেন—আমরা অবশ্যই গোধূলীর মধ্যে শিবিরে প্রত্যাবর্তন করব। এখন চলুন অন্যত্র পশুর সন্ধান করা যাক।

তাঁরা আবার অগ্রসর হলেন বন্য পশু শিকারের আশায়। কিন্তু অপরাহ্ন পর্য্যন্ত তাঁরা বিশেষ কোন পশুর দেখা পেলেন না। অরণ্যের সমস্ত পশু যেন আজ ইচ্ছা করে একসঙ্গে আত্মগোপন করেছে। বিশ্বামিত্র এবং তাঁর সঙ্গীরা প্রকৃতির এই অদ্ভুত আচরণের কোন কারণ খুঁজে পাচ্ছিলেন না। একেবারে শেষ সময়ে গোধূলীর ঠিক একটু আগে যখন তাঁরা আর বন্য পশু পাওয়া যাবে না ধরে নিয়ে শিবিরে ফেরার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন তখন পূর্বের ন্যায় আবার একটি বৃহৎ বরাহের দেখা পেলেন এবং সেটিকে বধ করলেন। কিন্তু তারপরে বহু অনুসন্ধানেও তাঁরা আর কোন পশুর দেখা পেলেন না। এদিকে গোধূলী সমাগত প্রায় দেখে তাঁরা বাধ্য হয়ে দুইটি মাত্র বরাহ ও ছয়টি শশক নিয়ে শিবিরের দিকে ফিরে চললেন। দ্বিতীয় দিনের মৃগয়া আশানুরূপ না হওয়ায় প্রত্যেকেই একটু চিন্তিত ও মনক্ষুন্ন হলেন।

বিশ্বামিত্র তাঁর তিন সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে বললেন—আমার মনে হচ্ছে গতকাল আমার সৈন্যরা অতি উৎসাহে সমস্ত অরণ্যময় পরাক্রম প্রদর্শন করে মৃগয়া করায় বনের পশুরা প্রাণের ভয়ে অন্যত্র পলায়ন করেছে। তারা আশেপাশে

কোথাও নেই। নিশ্চয়ই দূরে কোথাও আশ্রয় গ্রহণ করেছে। বোধহয় যে কদিন আমরা এইস্থানে থাকব সে কদিন কোন পশু আর এদিকে আসবে না। আমার বিবেচনায় এখন এইস্থান ত্যাগ করে অরণ্যের মধ্যে দূরে অন্য কোন উপযুক্ত স্থানে গমন করা উচিত। তাহলে হয়ত আমরা আবার পর্যাপ্ত পরিমাণে বন্যপশু সংগ্রহ করতে পারব।

প্রতর্দন বিশ্বামিত্রের কথা শুনে বললেন—মহারাজ, আপনার অনুমান হয়ত ঠিক। যদি শিবিরে প্রত্যাবর্তন করার পর আমরা দেখি যে আমাদের সৈন্যরাও আমাদের মতই অল্প সংখ্যক পশু বধ করেছে, সমগ্র সৈন্যবাহিনীর জন্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ পশুমাংস সংগৃহীত হয়নি, তাহলে আপনার অনুমানই সর্বাংশে সত্য বলে পরিগণিত হবে। তখন আমাদের এইস্থান ত্যাগ করে অরণ্যের মধ্যে অন্যত্র গমন করা ছাড়া উপায় থাকবে না।

বিশ্বামিত্র বললেন—কিন্তু এই অরণ্য এত বিশাল ও বিস্তৃত যে এর কোন স্থানে শিবির স্থাপন করলে মৃগয়ার পক্ষে উপযুক্ত হবে বোঝা দুষ্কর। বন্য পশুর দল প্রতিনিয়তই একস্থান থেকে অন্যস্থানে গমন করে। এই বিশাল অরণ্যের কোন একস্থানে তারা স্বচ্ছন্দে বিচরণ করলেও আমাদের পক্ষে তাদের সন্ধান পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। যাইহোক্ শিবিরে প্রত্যাবর্তন করেই দেখা যাক্ ভাগ্যে কি আছে। সৈন্যরা কে কেমন পশু সংগ্রহ করেছে।

সুহোত্র বললেন—মহারাজ, একটি মাত্র রাত্রির ব্যবধানে প্রকৃতির কি আশ্চর্য্য পরিবর্তন। গতকাল এইস্থান বন্যপশুতে পূর্ণ ছিল আর আজ একটিও পশু নেই। হয়ত আগামীকাল প্রকৃতির বিচিত্র পরিবর্তনে আবার এইস্থানে সমস্ত পশুরা ফিরে আসবে এবং আমাদেরও অন্যস্থানের সন্ধান করতে হবে না।

প্রর্তদন সুহোত্রের কথা শুনে মৃদু হেসে বললেন—অরণ্যে জীবন ধারণ সর্বদাই কঠিন। ভবিষ্যত এখানে সর্বদাই অনিশ্চিত এবং কঠিন সংগ্রামে পূর্ণ। যদি আমরা এইস্থানে পশুরা পুনরায় ফিরে আসবে এই আশায় বসে থাকি তাহলে হয়ত আমাদের অনাহারে দিন কাটাতে হবে এবং মৃগয়ার আগমনের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে। তাই অনিশ্চিত ভবিষ্যতের উপর নির্ভর না করে নিজেদের বিবেচনা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ একান্ত প্রয়োজন।

বিশ্বামিত্র প্রর্তদনের কথা সমর্থন করে বললেন—হ্যাঁ প্রর্তদন, তুমি ঠিকই বলেছ। এই অরণ্যে যেখানে জীবন প্রতি নিয়ত কঠিন সংগ্রামে পূর্ণ সেখানে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের উপর নির্ভর করে বসে থাকা ঠিক নয়।

কথা বলতে বলতে তাঁরা শিবিরের দিকে এগোতে লাগলেন এবং অবশেষে একসময় শিবিরে এসে পৌঁছলেন। কিছু কিছু সৈন্য তখন ইতিমধ্যেই শিবিরে ফিরে এসেছে। তাঁরা বিশ্বামিত্রকে দেখে তাঁর নামে জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল। বিশ্বামিত্র লক্ষ্য করলেন যেসব সৈন্য শিবিরে ফিরে এসেছে তাদের কেউই প্রচুর সংখ্যক পশু বধ করতে পারেনি। অল্প কয়েকটি ক্ষুদ্র পশু ছাড়া আর কিছুই তাদের সংগ্রহে নেই। তিনি প্রর্তদনকে বললেন—প্রর্তদন, এই সৈন্যরা বিশেষ কোন পশু সংগ্রহ করতে পারেনি দেখা যাচ্ছে। সমগ্র সৈন্যবাহিনী ফিরে না এলে মৃগয়ার প্রকৃত অবস্থা বোঝা যাবে না। যাই হোক্ আমি এখন শিবিরের ভিতরে প্রবেশ করছি। সৈন্যবাহিনী ফিরে আসার পর তুমি আমাকে তাদের সংগৃহীত পশুর পরিমাণ জানাবে।

বিশ্বামিত্র শিবিরের ভিতরে প্রবেশ করে বিশ্রাম গ্রহণ করতে লাগলেন। প্রর্তদন, সুহোত্র এক কেতুমানও নিজ নিজ শিবিরে প্রবেশ করে বিশ্রাম গ্রহণে রত হলেন। আর এদিকে সমস্ত দিনের মৃগয়া শেষে সৈন্যদের এক একটি করে দল ফিরে আসছিল এবং বিশ্বামিত্রের নামে জয়ধ্বনি দিয়ে শিবিরে প্রবেশ করছিল।

শিবিরের ভিতর থেকে বিশ্বামিত্র সৈন্যদের জয়ধ্বনি শুনতে পাচ্ছিলেন কিন্তু জয়ধ্বনির সঙ্গে গতকাল যে উল্লাস সৈন্যদের মধ্যে ছিল আজ তা নেই। আজ সৈন্যদল শান্ত। বিশ্বামিত্র সৈন্যদলের এই উল্লাসহীনতার কারণ খুব ভালভাবেই বুঝতে পারছিলেন। তিনি শিবিরের ভিতরে একাকী বিশ্রাম গ্রহণ করতে লাগলেন।

অনেকক্ষণ পর সমগ্র সৈন্যবাহিনী শিবিরে ফিরে এলে প্রর্তদন তাঁর নিজ শিবির থেকে বেরোলেন। সৈন্যদলের মধ্যে ঘুরে ঘুরে তিনি দেখতে লাগলেন মৃগয়ায় কিরকম পশু সংগৃহীত হয়েছে। কিন্তু সংগৃহীত পশুর পরিমাণ দেখে তিনি অত্যন্ত হতাশ হলেন। অতি অল্প সংখ্যক পশুই সৈন্যরা শিকার করেছে। গতকাল যেখানে পশুর সংখ্যা ছিল প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশী, আহারের জন্য পশু মাংস ছিল পর্যাপ্ত পরিমাণ, আজ সেখানে সংগৃহীত বন্য পশুর সংখ্যা এতই কম যে সৈন্যদলের প্রত্যেকের আহারের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে পশুমাংস কিছুতেই হবে না। তিনি অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লেন। সৈন্যরা উপযুক্ত পরিমাণে আহার্য্য না পেলে দুর্বল হয়ে পড়বে, প্রয়োজনের সময় যুদ্ধ করতে পারবে না। এই বিপুল সংখ্যক সৈন্যের আহারের একমাত্র ভরসা হল এই বিশাল অরণ্য এবং তার আশ্রয়পুষ্ট পশুদল। কিন্তু অরণ্য যদি এইভাবে

বিমুখ হয় তাহলে কোথায় পাওয়া যাবে এই সৈন্যদলের আহার্য্য? প্রর্তদন সত্যিই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। চিন্তিত মনে তিনি বিশ্বামিত্রের শিবিরে গমন করলেন।

—মহারাজ! প্রর্তদন মৃদুস্বরে বিশ্বামিত্রকে ডাকলেন।

—কে, প্রর্তদন? ভিতরে আগমন কর। বিশ্বামিত্র প্রর্তদনকে শিবিরের ভিতরে আহ্বান করলেন।

প্রর্তদন শিবিরের ভিতরে প্রবেশ করলেন এবং বিশ্বামিত্রের অনুমতি গ্রহণ করে উপবেশন করলেন।

বিশ্বামিত্র প্রর্তদনকে জিজ্ঞাসা করলেন—বলো প্রর্তদন কি সংবাদ। আমার অনুমান হচ্ছে সৈন্যরা উপযুক্ত পরিমাণে পশু সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়েছে। কারণ গতকালের মত তাদের কোন উল্লাসধ্বনি আমার কর্ণগোচর হচ্ছে না।

প্রর্তদন জবাব দিলেন—মহারাজ, আপনার অনুমান সর্বাংশে সত্য। সৈন্যবাহিনী মৃগয়ায় পর্যাপ্ত পরিমাণ পশু সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়েছে। এত অল্প পরিমাণ পশু সৈন্যরা সংগ্রহ করেছে যে তাতে প্রত্যেকের পর্যাপ্ত পরিমাণ আহার্য্য হবে কিনা সন্দেহ আছে। প্রকৃতিব এই বিরূপতা অভাবনীয়। সমগ্র সৈন্যবাহিনী এই ঘটনায় মনঃক্ষুন্ন হয়ে রয়েছে।

বিশ্বামিত্র প্রর্তদনের কথা শুনে বললেন—খুবই খারাপ সংবাদ। সৈন্যবাহিনী যদি উপযুক্ত পরিমাণ আহার্য্য না পায় তাহলে তো চিন্তার কথা। এই অরণ্যই বর্তমানে তাদের আহারের একমাত্র উৎস স্থল। কিন্তু সেও যদি বিরূপ না হয় তবে আরো ব্যাপক অনুসন্ধান ছাড়া অন্য পথ নেই। আমরা আগামীকাল অবশ্যই এইস্থান ত্যাগ করে অরণ্যের মধ্যে আরো দূরে মৃগয়া করতে যাব। আমার মনে হয় এই স্থান থেকে দক্ষিণ দিকে যাওয়াই শ্রেয় কারণ দক্ষিণে একটি পর্বতচূড়া দেখা যাচ্ছে।

প্রর্তদন বিশ্বামিত্রকে বললেন—কিন্তু মহারাজ ঐ পর্বত চূড়া এইস্থান থেকে বহু সহস্র যোজন দূরে। পদব্রজে সমগ্র সৈন্যবাহিনীর এই অরণ্যের মধ্যে দিয়ে ঐ স্থানে পৌছতে বহুদিন সময় লাগবে। এতদূরে যাওয়া কিভাবে সম্ভব!

বিশ্বামিত্র প্রর্তদনকে বললেন—আমরা ঐ পর্বত চূড়ার কাছে যাব না। কেবল মাত্র ঐ পর্বত চূড়া লক্ষ্য করে অগ্রসর হব যাতে এই বিশাল অরণ্যের মধ্যে দিকভ্রষ্ট হয়ে পথ না হারাই। আমার অনুমান এইস্থান থেকে কয়েক যোজন দূরে গেলেই আবার আমরা বন্য পশুর দেখা পাব এবং মৃগয়া করতে পারব।

প্রর্তদন বিশ্বামিত্রের কথাশুনে চিন্তিতভাবে বললেন—মহারাজ, আপনার অনুমান যেন সত্য হয়। যেন আমরা আবার পূর্বের মত পর্যাপ্ত পরিমাণ পশু সংগ্রহ করতে পারি।

প্রর্তদনকে আশ্বস্ত করে বিশ্বামিত্র বললেন—চিন্তা কোরনা প্রর্তদন। মৃগয়া আমাদের সার্থক হবেই। আমরা ক্ষত্রিয়, অরণ্যে মৃগয়ায় এসে প্রকৃতির কাছে পরাভূত হয়ে ফিরে যাবনা। ক্ষত্রিয়কেও বনের পশুর ন্যায় জীবন-সংগ্রাম করতে হয়। ক্ষত্রিয়ের জীবন সংগ্রাম কারো চেয়ে কম কঠিন নয়। আর এই অরণ্যে পশু অথবা মনুষ্যের বেঁচে থাকার সংগ্রামে কোন প্রভেদ নেই। প্রকৃতির কাছে সবাই সমান। তুমি সৈন্যদলের মধ্যে ঘোষণা করে দাও যে আগামীকাল সকালে আমরা সবাই এইস্থান ত্যাগ করে অরণ্যের মধ্যে অন্যত্র মৃগয়া করতে যাব।

ঠিক আছে মহারাজ। আপনার আদেশ আমি এখনই সৈন্যদলের মধ্যে প্রচার করে দিচ্ছি। প্রর্তদন বিশ্বামিত্রকে অভিবাদন করে তাঁর শিবির থেকে বেরিয়ে এলেন।

বাইরে এসে তিনি দেখলেন সৈন্যদলের মধ্যে তুমুল আলোচনা চলছে মৃগয়ায় বন্য পশু উপযুক্ত পরিমাণে সংগৃহীত না হওয়ার কারণ নিয়ে। এবং আগামীকাল কি ভাবে বেশী সংখ্যায় পশু শিকার করা যায় সৈন্যদলের অনেকে তা নিয়েও আলোচনা করছে।

তিনি সৈন্যদলের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন। সেনাপতিকে তাঁদের মধ্যে আসতে দেখে সৈন্যদল সসম্ভ্রমে কোন কিছু শোনার প্রতীক্ষা করতে লাগল। প্রর্তদন একবার চারিদিকে দৃষ্টিপাত করে উচ্চস্বরে বলতে শুরু করলেন—সৈন্যরা শ্রবণ কর। মহারাজ বিশ্বামিত্রের আদেশ আমরা আগামীকাল সকালে এইস্থান ত্যাগ করে অরণ্যের মধ্যে অন্যত্র মৃগয়ার উদ্দেশ্যে গমন করব। আমরা অতি প্রত্যুষেই এইস্থান থেকে দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হব এবং তারপর উপযুক্ত কোন স্থান নির্বাচন করে সেইস্থানে শিবির স্থাপন করব। প্রত্যেকে যথাসময়ে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকবে। এখন খাদ্য গ্রহণ করে বিশ্রাম কর।

প্রর্তদন সৈন্যদের বিশ্বামিত্রের নির্দেশ জানিয়ে দিয়ে নিজ শিবিরের ভিতর প্রবেশ করলেন।

পরদিন অতি প্রত্যুষে তাঁরা সমগ্র সৈন্যবাহিনী সহ প্রস্তুত হয়ে অরণ্যের মধ্যে দক্ষিণাভিমুখে নূতন স্থানের সন্ধানে অগ্রসর হলেন। ভারবাহকেরা

ভার নিয়ে পিছনে আসতে লাগল এবং সৈন্যরা অরণ্যের মধ্যে পশুর সন্ধান করতে করতে অগ্রসর হতে লাগল। কিন্তু বহুক্রোশ পথ অতিক্রম করেও সৈন্যবাহিনী সেরকম উল্লেখযোগ্য কোন মৃগয়া করতে পারল না। যখন প্রায় মধ্যাহ্ন তখন তাঁরা অরণ্যের মধ্যে বহুক্রোশ দূরে একটি স্থানে এসে থামলেন। স্থানটিতে চারিদিকে বহু ফলেফুলে পরিপূর্ণ বৃক্ষ রয়েছে এবং বৃক্ষসমূহের মাঝখানে শিবির স্থাপনের উপযুক্ত একটি বিস্তৃত তৃণভূমিও রয়েছে। অরণ্যের মাঝখানে এরকম বিস্তৃত তৃণভূমি পাওয়া দুষ্কর।

স্থানটি দেখে বিশ্বামিত্রের বিশেষ পছন্দ হল। তিনি প্রর্তদনকে ডেকে বললেন —প্রর্তদন এইস্থানটি শিবির স্থাপনের পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত। এইখানেই শিবির স্থাপন কর এবং পার্শ্ববর্তী বনাঞ্চলে সৈন্যদের মৃগয়ায় গমন করার নির্দেশ দাও।

বিশ্বামিত্রের কথানুযায়ী সেনাপতি প্রর্তদন সৈন্যবাহিনীকে ডেকে ঐস্থানেই শিবির স্থাপন করার নির্দেশ দিলেন। সৈন্যদের মধ্যে একদল শিবির স্থাপন কার্য্যে নিযুক্ত হল অপর একদল প্রর্তদনের নির্দেশ মত সংলগ্ন অরণ্যে বন্য পশুর সন্ধানে গমন করল। বিশ্বামিত্র নিজেও অরণ্যে মৃগয়ায় গমন করলেন। সেনাপতি প্রর্তদন শিবির স্থাপন কার্য্যর তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত রইলেন।

বিশ্বামিত্রসহ সৈন্যরা অরণ্যের মধ্যে পশুর সন্ধানে গমন করলেও খুববেশী পশুর দেখা তারা পাচ্ছিলেন না। কদাচিৎ হঠাৎ কোথাও হয়ত একটি বরাহ বা কয়েকটি শশক তাঁদের দেখা দিচ্ছিল। তাঁরা তৎক্ষণাৎ যে যেমন পারছিলেন ঐসব পশু সংগ্রহ করছিলেন। কিন্তু অরণ্যের কোথাও তাঁরা একটিও হৃষ্য, পৃষত বা মহারুরু দেখতে পেলেন না। বহুপরিশ্রম করে তাঁরা যতদূর সম্ভব অরণ্যের মধ্যে হৃষ্য, পৃষত ও মহারুরুর সন্ধান করতে লাগলেন। কিন্তু মৃগকুল যেন অরণ্যের মধ্যে কোথায় উধাও হয়ে গিয়েছে।

মৃগয়ারত সৈন্যবাহিনী ও বিশ্বামিত্র অরণ্যের গভীরে অপরাহ্ন পর্যন্ত শিকার করলেন। কিন্তু বন্য পশু যা সংগৃহীত হল সমগ্র সৈন্যবাহিনীব পক্ষে তা কোনমতে পর্যাপ্ত নয়, কোনক্রমে সৈন্যরা ক্ষুধা নিবারণ করতে পারবে মাত্র। গোধূলীর পূর্বে তাঁরা সবাই অরণ্য থেকে শিবিরে ফিরে এলেন। সঙ্গে কয়েকটি মাত্র বরাহ ও শশক, আর কোন পশু নেই। বিশ্বামিত্র অরণ্য থেকে ফিরে আসাব পর প্রর্তদন তাঁর নিকটে এসে দণ্ডায়মান হলেন।

বিশ্বামিত্র বললেন—প্রর্তদন, অরণ্যের মধ্যে বহুস্থানে অনুসন্ধান করলাম, কিন্তু কোথাও একটিও হৃষ্য, পৃষত অথবা মহারুরুর দেখা পেলাম না। কেবলমাত্র

কয়েকটি বরাহ ও কয়েকটি শশক আমরা সবাই মিলে সংগ্রহ করেছি। মনে হচ্ছে অরণ্যের এইস্থানটিতেও পশু খুব বেশী নেই।

প্রর্তদন বিশ্বামিত্রকে বললেন—মহারাজ, অরণ্যের পশুরা আমাদের সৈন্যদলের প্রাক্রমে কোথায় পলায়ন করেছে বোঝা যাচ্ছে না। মনে হয় তারা ভীত হয়ে বহুদূরে চলে গিয়েছে। যদি এইস্থানেও আমরা পর্যাপ্ত পরিমাণ পশু সংগ্রহ করতে না পারি তাহলে সম্মুখে আরো অগ্রসর হতে হবে। অরণ্যের মধ্যে কোন একটি স্থানে পশুরা নিশ্চয়ই উপযুক্ত বাসভূমি বেছে নিয়ে বিচরণ করবে। সেইস্থানের নিকটে পেঁছিতে পারলেই আমরা পর্যাপ্ত সংখ্যায় পশুর সন্ধান লাভ করব।

প্রতদনের কথা শুনে বিশ্বামিত্রের মুখমণ্ডলে স্মিত হাস্য দেখাদিল। তিনি বললেন—পশুরা অরণ্যেব মধ্যে কোথায় বিচরণ করছে তার সন্ধান পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। দৈবাৎ সেইস্থানের দেখা পেলেও পেতে পারি, কিন্তু নিশ্চয় করে কিছুই বলা যায় না। আগামীকাল এইস্থানে পর্যাপ্ত পরিমাণ পশু না পেলে আমরা এইস্থান ত্যাগ করে যথারীতি সম্মুখে অগ্রসর হব।

বিশ্বামিত্রের কথাশুনে প্রর্তদন কিছুক্ষণ চুপকরে চিন্তা করলেন। তাবপর বললেন—মহারাজ আগামী কাল এইস্থানে শিকার করার প্রয়োজন কি? আমবা আগামীকাল সকালেই এইস্থান ত্যাগ করে অন্যত্র গমন করতে পারি। অপ্রয়োজনে একদিন অপেক্ষা করা অর্থহীন। বিশেষত এইস্থানে যখন বন্যপশু পর্যাপ্ত পরিমাণে নেই।

বিশ্বামিত্র বললেন—প্রতিদিন স্থান পরিবর্ত্তনে সৈন্যদলের বিশেষ পরিশ্রম হতে পারে। আমি তাদের বিশ্রামের কথা চিন্তা করেই একদিন অপেক্ষা করার কথা বলছি। তাছাড়া প্রত্যেকদিন স্থান পরিবর্তন করলে মৃগয়ার আনন্দও উপভোগ করা যায়না।

প্রর্তদন বিশ্বামিত্রের কথা মেনে নিয়ে উত্তর দিলেন—ঠিক আছে মহারাজ। আগামীকাল আমরা এইস্থানেই মৃগয়া করব এবং তারপর প্রয়োজন বোধে অন্যত্র গমন করার কথা চিন্তা করব। আমি এখন খাদ্য প্রস্তুত কার্য্য পরিদর্শন করতে সৈন্যদলের মধ্যে গমন করছি।

বিশ্বামিত্র প্রর্তদনকে অনুমতি দিয়ে বললেন—ঠিক আছে যাও। আজ রাত্রে আমি শুধুমাত্র শশকের মাংসই আহার করব। আর আগামীকাল মৃগয়ায় পূর্বের মতই আমার সঙ্গে তুমি, সুহোত্র এবং কেতুমান থাকবে।

—ঠিক আছে মহারাজ, আমরা অতিপ্রত্যুষেই আপনার সঙ্গে মৃগয়ায় গমন

করব। প্রর্তদন বিশ্বামিত্রকে অভিবাদন করে শিবিরের বাইরে এলেন।

সৈন্যদলের মধ্যে তিনি ভ্রমণ করে দেখতে লাগলেন খাদ্যপ্রস্তুত কার্য্য কেমন চলছে। সেনাপতিকে দেখে একজন দুজন করে সৈন্য তাঁর কাছে এগিয়ে আসতে লাগল। সৈন্যদের তাঁর কাছে আসতে দেখে প্রর্তদন তাদের উদ্দেশ্য করে বললেন —শোন! মহারাজের আদেশ আগামী কালও আমরা এইস্থানেই মৃগয়া করব। এবং তারপরও যদি পর্যাপ্ত পরিমাণে পশু সংগৃহীত না হয় তবে আমরা এইস্থান ত্যাগ করে সম্মুখে অগ্রসর হব।

—কিন্তু মহাসেনাপতি এইস্থানে তো পশু বিশেষ আছে বলে মনে হচ্ছে না। সৈন্যদের মধ্যে একজন বলল।

—তা সত্বেও আমরা আগামীকাল অরণ্যের এইস্থানেই শিকার করব। কারণ তোমাদের বিশ্রামের প্রয়োজন। প্রতিদিন স্থান পরিবর্তন করলে তোমাদের অধিক পরিশ্রম হতে পারে। প্রর্তদন সৈন্যদের বোঝাবার চেষ্টা করলেন।

প্রর্তদনের কথাশুনে সৈন্যদল সমস্বরে চিৎকার করে উঠল, না মহাসেনাপতি আমাদের বিশ্রামের প্রয়োজন নেই। আমাদের একটুও পরিশ্রম হয়নি। আপনি আগামীকালই এইস্থান ত্যাগ করে অন্যত্র অগ্রসর হতে পারেন।

—না, তা হয়না। মহারাজের আদেশ আমরা আগামীকাল এইস্থানেই শিকার করব। প্রর্তদন সৈন্যদের মহারাজের আদেশের কথা মনে করিয়ে দিলেন।

—আমরা মহারাজের কাছে যাব। আমরা মহারাজকে বুঝিয়ে বলব। তিনি নিশ্চয়ই অনুমতি দেবেন। আমরা আগামীকালই এইস্থান ত্যাগ করে অন্যত্র যেতে চাই। সৈন্যরা আবার একসঙ্গে বলে উঠল।

প্রর্তদন একটু অসুবিধায় পড়লেন। বিশ্বামিত্রের আদেশ আর একদিন এখানে থাকার। কিন্তু সৈন্যদল থাকতে চাইছে না কারণ তাদের ধারণা আগামীকালও তারা বিশেষ কোনো পশু শিকার করতে পারবে না। তারা মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছুক। কিন্তু মহারাজ এখন বিশ্রাম করছেন। সৈন্যরা এখন তাঁর কাছে গেলে তিনি অসন্তুষ্ট হতে পারেন। প্রর্তদন একটু চিন্তা করে সৈন্যদের বললেন—ঠিক আছে তোমরা এখানেই অপেক্ষা কর। আমি মহারাজের কাছে গিয়ে তোমাদের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করছি।

দ্বিধাগ্রস্থ ভাবে প্রর্তদন বিশ্বামিত্রের শিবিরের দিকে এগোলেন। শিবিরের কাছে পৌঁছে তিনি ইতস্ততঃ করতে লাগলেন ভিতরে প্রবেশ করবেন কিনা। খানিকক্ষণ চিন্তাভাবনা করে তিনি ভিতরে প্রবেশ করলেন।

বিশ্বামিত্র তখন বিশ্রামরত অবস্থায় বসে ছিলেন। প্রর্তদনকে পুনরায় ফিরে আসতে দেখে একটু অবাক হয়ে বললেন—এসো! প্রর্তদন! তুমি আবার ফিরে এলে কেন? কোথাও কিছু ঘটেনি তো?

—না মহারাজ, কোন অঘটন কোথাও ঘটেনি। সৈন্যরা আপনাকে কিছু বলতে চায়। প্রর্তদন উত্তর দিলেন।

—আমাকে? বিশ্বামিত্র একটু বিস্মিত হলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন—কি বলতে চায় তারা?

প্রর্তদন একটু দ্বিধাগ্রস্থভাবে বললেন—সৈন্যদের অভিপ্রায় যে তারা আগামীকাল প্রভাতেই এইস্থান ত্যাগ করে মৃগয়ার আশায় অন্যত্র গমন করে। তাদের ধারণা এইস্থানে শিকারের উপযুক্ত পশু আর পাওয়া যাবে না।

বিশ্বামিত্র একটু চুপ করে রইলেন প্রর্তদনের কাছে সৈন্যদের ইচ্ছার কথা শুনে। কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর তিনি বললেন—কিন্তু সৈন্যদের উপযুক্ত বিশ্রাম দরকার। প্রতিদিন বহুক্রোশ পথ অতিক্রম করে মৃগয়া করলে সৈন্যরা সহজেই ক্লান্ত হয়ে পড়বে।

প্রর্তদন উত্তর দিলেন—মহাবাজ, আমি সৈন্যদলকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু তারা বলছে যে তারা নাকি মোটেই ক্লান্ত নয়। আগামীকাল নূতন স্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলে তাদের কোন পরিশ্রম হবে না।

বিশ্বামিত্র চুপ করে প্রর্তদনের কথা শুনলেন, কোন উত্তর দিলেন না। তারপর ধীরে ধীরে তাঁর আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়িয়ে শিবিরের দ্বারের দিকে এগোলেন। প্রর্তদনও তাঁর অনুসরণ করলেন। তাঁরা দুজনে শিবিরের বাইরে এলেন। দেখলেন সৈন্যরা এখানে ওখানে দাঁড়িয়ে প্রর্তদনের জন্য অপেক্ষা করছে। বিশ্বামিত্রকে দেখতে পেয়ে তারা 'মহারাজ বিশ্বামিত্রের জয়' বলে ধ্বনি দিয়ে উঠল। বিশ্বামিত্র সেনাপতি প্রর্তদনকে সঙ্গে নিয়ে সৈন্যদলের মাঝখানে গিয়ে দণ্ডায়মান হলেন। সৈন্যরা মহারাজকে তাদের মধ্যে এসে দণ্ডায়মান হতে দেখে সসম্ভ্রমে একটু দূরে সরে গেল।

বিশ্বামিত্র সৈন্যদের জিজ্ঞাসা করলেন—তোমরা কি আগামীকাল প্রত্যুষেই এইস্থান ত্যাগ করে অন্যত্র গমন করতে চাও?

—হ্যাঁ মহারাজ, আগামীকাল অতি প্রত্যুষেই আমরা এইস্থান ত্যাগ করে মৃগয়াব উদ্দেশ্যে অন্যত্র গমন করতে চাই। সৈন্যরা জবাব দিল।

—তোমরা কি পরিশ্রান্ত নও? তোমাদের কি বিশ্রামের প্রয়োজন নেই? বিশ্বামিত্র সৈন্যদের জিজ্ঞাসা করলেন।

—মহারাজ আমরা পরিশ্রান্ত হলেও আমাদের অধিক বিশ্রামের প্রয়োজন নেই। আমরা আগামীকাল যাত্রা করতে সক্ষম। একরাত্রির বিশ্রামগ্রহণই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট।

বিশ্বামিত্র সৈন্যদের কথা শুনলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে সৈন্যদল উপযুক্ত পরিমাণ পশু মৃগয়ায় না পেয়ে অধৈর্য্য হয়ে উঠেছে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি চিন্তা করলেন। তারপর সৈন্যদলের উদ্দেশ্যে বললেন—বেশ, তোমরা যা চাও তাই হবে। আমরা আগামীকাল অতি প্রত্যুষেই এইস্থান ত্যাগ করে অন্যত্র গমন করব বন্যপশুর সন্ধানে।

বিশ্বামিত্রের কথায় সৈন্যদল আনন্দিত হয়ে তাঁর নামে জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল। বিশ্বামিত্র নিজ শিবিরে ফিরে গেলেন। অরণ্যের মধ্যে সৈন্যরা তখন কাষ্ঠের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করেছে অন্ধকার দূর করার জন্য। বহুসংখ্যক অগ্নির রক্তবর্ণ শিখায় রাত্রির অরণ্যে এক নতুন রূপ প্রকাশ পাচ্ছে।

চার

আবার একটি মনোরম স্থান নির্বাচন করলেন বিশ্বামিত্র। অরণ্যের মধ্যে সুন্দর স্থানের অভাব নেই। পূর্বের স্থানটি থেকে এই সুন্দর তৃণভূমিটি বহু দূরে। অপরাহ্ন পর্যন্ত একটানা সদলে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে তাঁরা এই স্থানটিতে পৌছলেন। বিশ্বামিত্রের নির্দেশে এইখানেই শিবির স্থাপন করা হল এবং সৈন্যদল যথারীতি সংলগ্ন অরণ্যে মৃগয়ায় গমন করল। বিশ্বামিত্র ও প্রর্তদন মৃগয়ায় গেলেন না গোধুলীর বেশী দেরী নেই দেখে। তাঁরা শিবিরেই অবস্থান করলেন এবং নিজেদের মধ্যে কথপোকথনে সময় অতিবাহিত করতে লাগলেন।

সৈন্যদল গোধুলীর কিছু পরে অরণ্য থেকে ফিরে এল মৃগয়া করে। এবার তাদের ভাগ্য আশাতীত ভাবে সুপ্রসন্ন। অপরাহ্নে মৃগয়ায় গমন করে সন্ধ্যার মধ্যেই তারা সংগ্রহ করেছে প্রচুর সংখ্যক বন্যপশু। এই অল্প সময়ের মধ্যে এত বেশী পশু সংগৃহীত হবে কেউই ভাবতে পারে নি। উল্লাসে সৈন্যদল তাই আত্মহারা। দলে দলে সৈন্যরা ফিরে আসছে আর তাদের উল্লাস ধ্বনিতে সন্ধ্যার অরণ্য কম্পিত হয়ে উঠছে। স্কন্ধে বহন করে আনছে তারা বিভিন্ন প্রকারের

বন্যপশু। হৃষ্যমৃগ, পৃষত, বরাহ, শশক এমনকি দুষ্প্রাপ্য মহারুরু পর্যন্ত। সবই সৈন্যরা শিকার করেছে এই অল্প সময়ের মধ্যে। এ এক অভাবনীয় ঘটনা।. প্রকৃতির বিচিত্র স্বভাবে শিকারীদিলের কি অদ্ভূত ভাগ্য পরিবর্তন। গতকালও যেখানে আহারের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ পশু সংগৃহীত হয়নি আজ সেখানে মাত্র কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রয়োজনের অতিরিক্ত সর্বপ্রকার বন্যপশু মৃগয়ায় লাভ করেছে সৈন্যদল। সৈন্যরা দলে দলে ফিরে আসছিল আর বিশ্বামিত্র এবং প্রর্তদন নিজ নিজ শিবিরের সামনে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন। মহারাজা এবং সেনাপতিকে দেখে সৈন্যদলের উল্লাস বৃদ্ধি পেল। তারা মহা উৎসাহে বিশ্বামিত্রের নামে জয়ধ্বনি দিয়ে শিকার করা পশু স্কন্ধে নিয়ে নৃত্য করতে লাগল।

প্রর্তদন বিশ্বামিত্রকে বললেন—মহারাজ, আবার আমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়েছে। দেখুন! সৈন্যরা কত পশু সংগ্রহ করেছে।

বিশ্বামিত্র অত্যন্ত প্রসন্নমুখে প্রর্তদনকে বললেন—হ্যাঁ, সৈন্যরা এই অতি অল্পসময়ের মধ্যে প্রচুর সংখ্যক পশু শিকার করেছে। এমনকি অতি দুষ্প্রাপ্য মহারুরু পর্য্যন্ত তারা সংগ্রহ করেছে। আমার বোধ হচ্ছে এবার তাদের এই কষ্ট সার্থক হয়েছে।

বিশ্বামিত্রের কথার মাঝখানেই তাঁর অন্যদুই অনুচর সুহোত্র ও কেতুমান মৃগয়া থেকে ফিরে এলেন। প্রত্যেকের স্কন্ধেই একটি করে হৃষ্যমৃগ। বিশ্বামিত্রের সামনে মৃগটিকে স্কন্ধ থেকে মাটিতে নামিয়ে রেখে কেতুমান বললেন—মহারাজের জয় হোক্। মহারাজ, আজ মৃগয়ায় আশাতীত সাফল্য লাভ করা গেছে। এইস্থানে মৃগয়ার উপযুক্ত অসংখ্য পশু বিচরণ করছে। সর্বপ্রকারের মৃগ এইস্থানে অতি সহজলভ্য।

সুহোত্র বললেন—মনে হচ্ছে আমরা মৃগদলের বিচরণ ভূমির নিকটে এসে পৌছেছি। এত অল্পায়াসে এই বিশাল মৃগ শিকার করতে পারব তা স্বপ্নেরও অতীত। আমাদের সৈন্যরা মৃগয়া করে অত্যন্ত প্রীত হবে।

বিশ্বামিত্র বললেন—তারা ইতিমধ্যেই উল্লাসে নৃত্য করতে শুরু করে দিয়েছে। সৈন্যরা প্রচুর পরিমাণে মৃগ সংগ্রহ করেছে। যদি ভাগ্য প্রসন্ন থাকে তবে এইস্থানেই আমরা বেশ কয়েকদিন মৃগয়া করতে পারব আশা করি।

বিশ্বামিত্রের কথাকে সমর্থন করে প্রর্তদন বললেন—মহারাজ, আমার ধারণাও একই রকম। বোধহয় আমাদের আর স্থান পরিবর্তন করতে হবে না।

বিশ্বামিত্র অন্যমনস্ক ভাবে বললেন—দেখা যাক্।

অরণ্যে তখন অন্ধকার ঘন হচ্ছে। সৈন্যরা নিয়মমত অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করতে শুরু করে দিয়েছে।

বিশ্বামিত্র নিজ শিবিরের ভিতর প্রবেশ করলেন। অন্যরাও যে যার শিবিরে ফিরে গেলেন। সৈন্যদল আপনকর্মে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। প্রর্তদন খাদ্য প্রস্তুত কার্য্য সহ সবকিছুর তত্ত্বাবধান করতে লাগলেন। ভাগ্যের পরিবর্তনে উৎসাহিত সৈন্যদল অতি উৎসাহের সঙ্গে খাদ্যপ্রস্তুত কার্য্যে নিজেদের নিয়োগ করল।

.

ষষ্ঠ দিনের প্রভাতে মৃগয়ায় যাত্রার প্রাক্কালে বিশ্বামিত্র সেনাপতি প্রর্তদনকে আহ্বান করলেন। প্রতদন এলে তিনি বললেন—প্রর্তদন আজ সমগ্র সৈন্যবাহিনী আমার সঙ্গে মৃগয়ার সময় থাকবে। আর আমি সবাইকে সঙ্গে নিয়ে মৃগয়ায় গমন করব। তুমি সৈন্যদের আমার ইচ্ছার কথা জানিয়ে দাও।

প্রর্তদন মহারাজকে অভিবাদন করে চলে গেলেন এবং সৈন্যদের তাঁর ইচ্ছার কথা জানালেন। সৈন্যরা উল্লাসে বিশ্বামিত্রের নামে জয়ধ্বনি করে উঠল। গতকাল প্রচুর পশু শিকার করে সৈন্যদল এমনিতেই উল্লসিত, তার উপর আজ মহারাজ স্বয়ং শিকারের সময় তাদের সঙ্গে থাকবেন শুনে উৎসাহে তারা আত্মহারা হয়ে পড়ল।

মহা উৎসাহে শুরু হল ষষ্ঠ দিবসের মৃগয়া। বিশ্বামিত্র সসৈন্যে মৃগয়ার উদ্দেশ্যে অরণ্যে প্রবেশ করলেন। শরতের প্রভাতে সৈন্যদলের চীৎকার ও আহত পশুর আর্তনাদে অরণ্য এক ভয়ংকর রূপ নিল। বিশাল নিস্তব্ধ অরণ্য মুখরিত হয়ে উঠল শিকারীদলের উল্লাস ও ভীত পক্ষীর কলরবে। সহসা যেন অরণ্যে এক ভীষণ বিভীষিকার সৃষ্টি হল। অরণ্যের পশুরা বিপদ অনুমান করে প্রাণভয়ে ইতস্ততঃ পলায়নের চেষ্টা করতে লাগল এবং বিশ্বামিত্রের সৈন্য-দলের হস্তে প্রাণ দিতে লাগল। ক্ষুদ্র, বৃহৎ সমস্ত পশু যে যেদিকে পারল পলায়নের চেষ্টা করতে লাগল। বিশ্বামিত্র ও তাঁর সৈন্যদল অরণ্যের মধ্যে যেন এক মহাতাণ্ডবের সৃষ্টি করলেন। সৈন্যদলের উৎসাহ যেন আজ অপ্রতিরোধ্য। স্বয়ং মহারাজ তাদের সঙ্গে রয়েছেন। বনের কোন পশুরই আজ নিস্তার নেই।

সসৈন্যে বিশ্বামিত্র মৃগয়া করতে করতে অরণ্যের ভিতরে অনেকদূর পৌঁছলেন। অরণ্য কোথাও ঘন কোথাও বা হাল্‌কা। কিন্তু কোথাও মৃগয়ার উপযুক্ত পশুর অভাব নেই। সর্বত্রই পর্যাপ্ত পরিমাণে সহজলভ্য পশু। সৈন্যদলের আনন্দের শেষ নেই।

মৃগয়ার মাঝখানেই এক সময় প্রর্তদন এসে বিশ্বামিত্রের পাশে দাঁড়ালেন।

সৈন্যদলকে দেখিয়ে বললেন—মহারাজ, আজ আপনি সঙ্গে থাকায় সৈন্যদল অপরিসীম উৎসাহে মৃগয়া করছে। তাদের ভাগ্যও সুপ্রসন্ন। প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন প্রকার বন্যপশু এইস্থানে বিচরণ করছে এবং আমাদের সৈন্যদলের হস্তে মৃত্যু বরণ করছে।

বিশ্বামিত্র বললেন—প্রর্তদন, এই হচ্ছে ক্ষত্রিয়ের ভাগ্য। সতত পরিবর্তনশীল। গতকালও এই সৈন্যবাহিনী উপযুক্ত পরিমাণ পশুর অভাবে ম্রিয়মান ছিল। আর আজ ভাগ্যের সহায়তায় বিপুল বিক্রমে প্রকৃতিকে জয় করছে। গতকাল প্রকৃতি আমাদের উপর নিজের অধিকার বিস্তার করেছিল। আজ আমরা প্রকৃতির উপর নিজের অধিকার বিস্তার করছি।

অরণ্যের মধ্যে সূর্য্য তখন ঠিক মধ্য গগনে। যে স্থানটিতে তাঁরা ছিলেন সেখানে বৃহৎ বৃক্ষের সংখ্যা কম এবং অরণ্য তত ঘন নয়। বৃক্ষপত্র ভেদ করে মধ্যাহ্নের সূর্য্যকিরণ অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করছিল। বিশ্বামিত্র ও সৈন্যবাহিনী সূর্য্যকিরণে ক্লান্ত বোধ করছিলেন। সকাল থেকে একটানা মধ্যাহ্ন পর্যন্ত্য মৃগয়া। ক্লান্তি আসাই স্বাভাবিক, কিন্তু প্রচুর পরিমাণে মৃগ সংগ্রহ করে সৈন্যবাহিনী ক্লান্তির কথা বিস্মৃত হয়েছে। বিশ্বামিত্র তৃষ্ণার্ত বোধ করলেন।

প্রর্তদনকে বললেন—প্রর্তদন, এখন মধ্যাহ্ন, সূর্য্য কিরণও যথেষ্ট প্রখর। আমি পিপাসার্ত বোধ করছি। চল এই নিকটস্থ তমাল বৃক্ষের ছায়ায় বসে আমরা বিশ্রাম গ্রহণ করি। তুমি সৈন্যদের আশেপাশে কোন জলাশয় আছে কিনা তার সন্ধান করার নির্দেশ দাও। সৈন্যরা জলাশয়ের সন্ধান পেলে আমরা জলপান করতে যাব।

—ঠিক আছে মহারাজ, আমি এখনই সৈন্যদলকে আপনার নির্দেশ জানিয়ে দিচ্ছি। প্রর্তদন সৈন্যদলের উদ্দেশ্যে গমন করলেন।

বিশ্বামিত্র নিকটস্থ তমাল বৃক্ষের ছায়ায় উপবেশন করে ক্লান্তি দূর করতে লাগলেন। যদিও অধিক ক্লান্ত তিনি বোধ করছিলেন না তবু সূর্য্যকিরণের জন্য তিনি বিশেষ পিপাসার্ত বোধ করছিলেন।

প্রর্তদন কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এসে বিশ্বামিত্রকে জানালেন—মহারাজ আপনার নির্দেশে সৈন্যরা জলপানের উপযুক্ত জলাশয়ের সন্ধানে গমন করেছে। জলাশয়ের সন্ধান পাওয়া মাত্র তারা আমাদের জানাবে।

প্রর্তদন বিশ্বামিত্রের পার্শ্বে তমাল গাছের ছায়ায় উপবেশন করলেন। তাঁরা দুজনে বিভিন্ন প্রকার কথা বলে সময় অতিবাহিত করতে লাগলেন এবং সৈন্যদের

আগমনের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। কিন্তু বহুক্ষণ অতিবাহিত হওয়ার পরেও কোন সৈন্য জলাশয়ের সন্ধান নিয়ে না ফেরায় তাঁরা দুজনেই চিন্তিত হলেন।

এই সময় বিশ্বামিত্রের অন্য দুই সঙ্গী সুহোত্র ও কেতুমান ফিরে এলেন। সুহোত্র বিশ্বামিত্রকে বললেন—মহারাজ বহু অনুসন্ধানেও এইস্থানে কোন জলাশয়ের দেখা পাওয়া গেলনা।

কেতুমানও সুহোত্রের কথায় সায় দিয়ে বললেন—হ্যাঁ মহারাজ, আমরা বহু অনুসন্ধান করেছি কিন্তু কোন জলাশয়ের দেখা পাইনি। বহুক্ষণ হল সূর্য্যকিরণে মৃগয়া করছি। তৃষ্ণায় কণ্ঠ শুষ্ক হয়ে আসছে।

বিশ্বামিত্র বললেন—কিন্তু সৈন্যদলের কি হল? তারা তো অনেকক্ষণ আগে জলাশয়ের সন্ধানে গমন করেছে। তারা কেন ফিরে আসছে না? তৃষ্ণায় তো আমাদের সকলেরই কণ্ঠ শুষ্ক হয়ে আসছে।

বিশ্বামিত্রের কথার মাঝখানেই সৈন্যরা ফিরে আসতে শুরু করল। দু একজন করে কিছুক্ষণের মধ্যেই অনেক সৈন্য প্রত্যাবর্তন করল।

বিশ্বামিত্র তাদের জিজ্ঞাসা করলেন—সৈন্যরা তোমরা কি জলাশয়ের সন্ধান লাভ করেছ? তোমাদের ফিরে আসতে এত দেরী হল কেন?

সৈন্যরা জবাব দিল—না মহারাজ, আমরা কোন জলাশয়ের সন্ধান লাভ করিনি। আমরা অনেক অনুসন্ধান করেছি কিন্তু কোথাও কোন জলাশয় দেখতে পেলাম না। এইস্থান এবং সংলগ্ন অরণ্যে জলাশয়ের সন্ধানে ভ্রমণ করতে করতে আমাদের দেরী হয়ে যায়। আমরা অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত বোধ করছি।

এদের কথার মধ্যেই সৈন্যদের শেষ দলটি ফিরে এল। বিশ্বামিত্র লক্ষ্য করলেন এরা যেন কিছুটা উত্তেজিত। তিনি এদেরও জিজ্ঞাসা করলেন এরা কোথাও কোন জলাশয়ের সন্ধান লাভ করেছে কিনা।

বিশ্বামিত্রের প্রশ্নের উত্তরে এরা জানাল—মহারাজ আমরা জলাশয়ের সন্ধানে বহুদূর পর্য্যন্ত গমন করেছি কিন্তু কোথাও কোন জলাশয়ের সন্ধান পাইনি। অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত হয়ে যখন আমরা প্রত্যাবর্তন করছি তখন অরণ্যের মধ্যে বৃক্ষপরিবৃত একস্থান থেকে দেখলাম ধূম্র নির্গত হচ্ছে। স্থানটি চতুর্দিকে বৃক্ষদ্বারা পরিবৃত থাকায় ভিতরে কিছু দেখা যায়নি এবং আমরাও ভীত হয়ে ঐস্থানে গমন করিনি।

সৈন্যদের কথাশুনে বিশ্বামিত্র অত্যন্ত অবাক হলেন। বিস্মিত হয়ে তিনি বললেন—অরণ্যের মধ্যে ধূম্র নির্গত হচ্ছে? কি আশ্চর্য্য।

সৈন্যরা বলল—হ্যাঁ মহারাজ, আমরা স্বচক্ষে দেখেছি। কিন্তু কোন অদ্ভু শক্তি ঐ স্থানে থাকতে পারে বলে আমরা ভীত হয়ে ঐ ধূম্রের নিকটে গমন করিনি।

সৈন্যদলের কথায় সবাই অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। সেনাপতি প্রর্তদনও অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন—মহারাজ এই অরণ্যের মধ্যে ধূম্র নির্গত হচ্ছে এ এক অদ্ভুত ঘটনা। নিশ্চয়ই কোন মনুষ্য অরণ্যের মধ্যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করেছে এবং সৈন্যরা তারই ধূম্র নির্গত হতে দেখেছে।

বিশ্বামিত্র বললেন—অবশ্যই এ এক অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা। জনমানবহীন শ্বাপদ সংকুল এই বিশাল এবং ভীষণ অরণ্যে কে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করল? নাকি আমারই মত কোন রাজন্ এই অরণ্যে মৃগয়ার উদ্দেশ্যে আগমন করেছেন? আমি কৌতূহল বোধ করছি। আমি ঐ স্থানে গমন করে স্বচক্ষে দেখতে চাই কে এই অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করেছে যার ধূম্র দর্শন করে আমার সৈন্যরা ভীত হয়েছে।

বিশ্বামিত্রের কথাশুনে প্রর্তদন, সুহোত্র এবং কেতুমান সবাই একসঙ্গে বললেন—মহারাজ আমরাও আপনার সঙ্গে যাব!

বিশ্বামিত্র বললেন—অবশ্যই! তোমরা এবং সৈন্যবাহিনী সবাই আমার সঙ্গে যাবে। আমি দেখতে চাই এই বিজন অরণ্যে ধূম্রের উৎস কি?

কথার সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্বামিত্র তমাল গাছের ছায়া ত্যাগ করে উঠে দণ্ডায়মান হলেন। সৈন্যবাহিনী সহ অন্যরাও প্রস্তুত হলেন বিশ্বামিত্রের সঙ্গে গমনের জন্য। বিজন অরণ্যে তৃষ্ণাব জল অনুসন্ধান করতে গিয়ে সৈন্যরা ধূম্র দর্শন করেছে। কৌতূহল নিবারণের জন্য বিশ্বামিত্র সসৈন্যে তৃষ্ণার কথা বিস্মৃত হয়ে ঐ ধূম্রের কারণ অনুসন্ধান করতে যাচ্ছেন। সৈন্যদল প্রথম ঐ ধূম্র দর্শন করেছিল তারা মহারাজকে অরণ্যর মধ্যে দিয়ে পথ দর্শন করে নিয়ে যাচ্ছে। সৈন্যদল অগ্রভাগে গমন করছে এবং পশ্চাতে আগমন করছেন মহারাজ বিশ্বামিত্র ও অন্য সৈন্যরা।

অরণ্যের মধ্যে অনেক দূর পদব্রজে গমন করার পর দূরে তাঁরা একটি তৃণভূমি দেখলেন। ঐ তৃণভূমির অপর প্রান্তে শাল, তমাল, খর্জুর অশোক তিলক, চম্পক, কেতকী, কিংশুক, কদম্ব, চন্দন প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ চক্রাকারে দণ্ডায়মান। সম্মুখে একটু অগ্রসর হওয়ার পর পথপ্রদর্শক সৈন্যদল থেমে গেল। তারা আর অগ্রসর হল না।

তাদের মধ্যে একজন বিশ্বামিত্রের কাছে এসে ঐ চক্রাকার বৃক্ষ রাজী দূর

থেকে হস্ত উত্তোলন করে দেখিয়ে বলল—মহারাজ ঐ সেই স্থান। ঐ বৃক্ষরাজির ভিতর থেকেই আমরা অগ্নির ধূম্র নির্গত হয়ে বায়ুতে মিশ্রিত হতে দেখেছি। কিন্তু আমরা ঐ বৃক্ষরাজি ভেদ করে ভিতরে ভয়ে প্রবেশ করিনি।

সৈন্যের কথাশুনে বিশ্বামিত্র নবীন সেনাপতি প্রর্তদনের দিকে তাকিয়ে বললেন—প্রর্তদন, স্থানটি অতি মনোরম মনে হচ্ছে। অতিবৃহৎ বৃক্ষরাজি চক্রাকারে স্থানটিকে ঘিরে রয়েছে। মনেহচ্ছে ভিতরে কোন সমতল ও সুন্দর তৃণভূমি আছে। চল আমরা ঐ বৃক্ষরাজি ভেদ করে ভিতরে অগ্রসর হই। তাহলেই ঐ ধূম্রের প্রকৃত রহস্য অনুধাবন করা যাবে।

প্রর্তদন দূর থেকে স্থানটি মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করছিলেন। ঐস্থান থেকে তখন কোন ধূম্র ঊর্দ্ধে উঠে বায়ুতে মিশ্রিত হচ্ছিল না। তিনি বিশ্বামিত্রকে বললেন—কিন্তু মহারাজ এখনতো কোন ধূম্র আমরা দেখতে পাচ্ছি না।

বিশ্বামিত্র বললেন—সৈন্যরা ধূম্র দর্শন করার পর অনেকক্ষণ অতিবাহিত হয়েছে। হয়ত ধূম্র সৃষ্টিকারী অগ্নি এখন নির্বাপিত, তাই আমরা কোন ধূম্র দর্শন করছি না। ঐ স্থানটিতে গেলেই ধূম্রের উৎপত্তির কারণ স্বচক্ষে দর্শন করা যাবে।

বিশ্বামিত্র বৃক্ষদ্বারা চক্রাকারে বেষ্টিত ঐ স্থানটিতে গমন করতে উদ্যোগী হলেন। বিশ্বামিত্রের সঙ্গে তাঁর সঙ্গী এবং সৈন্যরাও ঐস্থান লক্ষ্য করে অগ্রসর হতে লাগলেন। ক্রমে তাঁরা বৃক্ষসমূহের নিকটবর্তী হলেন এবং এক আশ্চর্য্য সুগন্ধ অনুভব করলেন। যে সৈন্যদল এতক্ষণ অজানা আশঙ্কায় ভীত হয়েছিল তারা এখন এই সুগন্ধ অনুভব করে অত্যন্ত বিস্মিত হল। বিশ্বামিত্র এবং তাঁর অনুচরেরাও অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। এইস্থানে চন্দনবৃক্ষ প্রচুর আছে কিন্তু এই যে সুগন্ধ তাঁরা অনুভব করছেন এ চন্দনের সুগন্ধ নয়। চন্দন অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট কোন কিছুর সুগন্ধ তাঁরা নাসিকাদ্বারা অনুভব করতে লাগলেন। কি আশ্চর্য্য! ঐ সুগন্ধ নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করামাত্র ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত ও পিপাসার্ত সৈন্যদলের সমস্ত পরিশ্রম দূর হয়ে যেতে লাগল। বিশ্বামিত্র নিজেও অনুভব করলেন যে এই মনোরম সুগন্ধে তাঁর সমস্ত ক্লান্তি এবং তৃষ্ণা দূর হয়ে যাচ্ছে। তাঁরা বৃক্ষসমূহের যতই নিকটবর্তী হতে লাগলেন ততই ঐ সুগন্ধ তীব্রভাবে অনুভব করতে লাগলেন। তাঁদের সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়ে গেল এবং অপূর্ব এক স্বর্গীয় অনুভূতিতে তাঁদের দেহমন পূর্ণ হয়ে উঠল।

বিশ্বামিত্র সঙ্গীদের বললেন—আশ্চর্য্য! এই সুগন্ধ নাসিকায় প্রবেশ করা

মাত্র দেহের সমস্ত ক্লান্তি এবং তৃষ্ণা দূর হয়ে যাচ্ছে। এত অপূর্ব এবং মনোরম সুগন্ধ এর আগে কোনদিন নাসিকা দ্বারা আঘ্রাণ করিনি। যতই আমরা অগ্রসর হচ্ছি ততই এই সুগন্ধ তীব্রতর হচ্ছে। আমি অত্যন্ত কৌতূহল বোধ করছি ঐ বৃক্ষ সমূহের অন্তরালে কি আছে দেখবার জন্য।

বিশ্বামিত্রের ঘনিষ্ঠ সঙ্গী কেতুমান বললেন—মহারাজ, আমারও আপনার ন্যায় অনুরূপ অনুভূতি হচ্ছে। আমার মনে হচ্ছে আমরা বোধহয় ঐ বৃক্ষ সমূহের অন্তরালে পরম আশ্চর্য্য কোন বস্তুর দর্শন লাভ করব।

বাক্য বিনিময় করতে করতে তাঁরা চক্রাকারে অবস্থিত বৃক্ষ সমূহের একেবারে নিকটে এসে উপস্থিত হলেন। কিন্তু বৃক্ষ সমূহের গোড়ায় ঘন জঙ্গল থাকায় তাঁরা ভিতরে দৃষ্টিপাত করেও কিছু দেখতে পেলেন না। বিশ্বামিত্র সহ সমগ্র সৈন্যবাহিনী ঐ জঙ্গল ভেদ করে অগ্রসর হতে লাগল। বেশীদূর তাঁদের অগ্রসর হতে হল না। জঙ্গল ঘন হলেও বেশীদূর পর্যন্ত বিস্তৃত নয়। জঙ্গল ভেদ করে অল্প একটু অগ্রসর হয়েই তাঁরা বিস্ময়ে অবাক্ হয়ে গেলেন। তাঁরা সবাই দেখলেন মহারাজ বিশ্বামিত্রের অনুমান মত চক্রাকার বৃক্ষ সমূহের মধ্যস্থলে এক অপূর্ব সুন্দর নয়নাভিরাম সমতল ও সুষম তৃণভূমি। সবুজ তৃণ ঐ ভূমির সর্বত্র বিস্তৃত হয়ে রয়েছে এবং তৃণভূমির ঠিক মধ্যস্থলে একটি অপূর্ব সুন্দরভাবে নির্মিত পর্ণকুটির। ঐ পর্ণকুটির সুপ্রশস্ত ও উৎকৃষ্ট স্তম্ভশোভিত এবং সমতল ও সুরম্য। ভিত্তি মৃত্তিকা নির্মিত এবং বৃহৎ বংশে গঠন কার্য্য সম্পাদিত হয়েছে। ঐ কুটিরের শমীশাখা, কুশ, কাশ, শর ও পত্রে আচ্ছাদিত হয়ে ঐ কুটীর সুদৃঢ় পাশে সংযত। কুটীরের একপার্শ্বে একটি অপূর্ব সুন্দর ধেনু ইতস্তত: তৃণভূমিতে বিচরণ করছে এবং কুটীরের ঠিক সম্মুখে প্রজ্জ্বলিত যজ্ঞাগ্নি। সেই যজ্ঞাগ্নির সম্মুখে মুদ্রিত নয়নে ধ্যানস্থ এক উগ্রতপা ঋষি। ঋষির মুখমণ্ডল শ্মশ্রুপূর্ণ, সুউচ্চ নাসিকা, গৌরবর্ণ এবং কোটরাগত তীক্ষ্ণচক্ষু। কৃশ শরীর নিয়ে ঐ প্রজ্জ্বলিত যজ্ঞাগ্নির সামনে ঋষি নয়ন মুদ্রিত করে ধ্যানাসনে উপবেশন করে আছেন। চারিদিক এক অপূর্ব স্বর্গীয় সৌরভে পূর্ণ।

বিশ্বামিত্র নিজের চক্ষুদ্বয়কে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। এই গভীর বিজন অরণ্যপ্রদেশে একান্তে তপশ্চর্যারত এ কোন্ মহাঋষি। আর এই স্বর্গীয় সুবাস! একি ঋষিরই তপলব্ধ ফল? বিস্ময়ে বিশ্বামিত্র আর অগ্রসর হতে পারলেন না। উগ্রতপা ঋষি ধ্যানস্থ হয়ে রয়েছেন, যদি অসময়ে তাঁর ধ্যান ভঙ্গ হয় তাহলে হয়ত ঋষি ক্ষুব্ধ হয়ে অভিশাপ দেবেন। তিনি যে স্থান থেকে ঋষিকে

দর্শন করছিলেন ঐ স্থানেই দাঁড়িয়ে পড়লেন। ঋষির অভিশাপ অকারণে তিনি আহরণ করতে চান না। ইঙ্গিতে সৈন্যদেরও তিনি থামতে নির্দেশ দিলেন। বিশ্বামিত্রের সঙ্কেত পেয়ে সৈন্যরা আর অগ্রসর হল না। যে স্থানে ছিল ঐ স্থানেই দণ্ডায়মান হয়ে রইল। বিশ্বামিত্র অবাক হয়ে ঐ পর্ণকুটীরের চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করে দেখতে লাগলেন। আশ্চর্য্য! পর্ণকুটীরের চারিপাশে বিভিন্ন প্রকার ফলের বৃক্ষে সুপক্ক ফল ফলে রয়েছে। চতুর্দিকে প্রস্ফুটিত বহুবর্ণ ফুলের সমারোহ। যেন বসন্ত এখানে বিরাজ করছে। বিশ্বামিত্র অতীব বিস্মিত হলেন। এই শরৎকালে এমন বসন্তের ন্যায় ফলে ফুলে পরিপূর্ণ স্থান তিনি এর আগে কখনও দর্শন করেননি এবং জানেনও না কিভাবে এইস্থানে বসন্ত এখনও বিরাজমান।

বিস্ময়াবিষ্ট রাজা তরুণ সেনাপতি প্রর্তদনের দিকে তাকিয়ে মৃদুস্বরে বললেন—কি আশ্চর্য্য! জীবনে কখনও এরকম অদ্ভূত স্থান দর্শন করিনি। এখানে এই ঋষির পর্ণকুটীরের চতুর্দিকে যেন এখনও বসন্ত বিরাজ করছে। চারিদিকে ফলে ফুলে বৃক্ষসমূহ পূর্ণ। মৃদুমন্দ বাতাস আর এই অপূর্ব সৌরভ, এ আমরা কোথায় এসে উপস্থিত হয়েছি!

প্রর্তদন উত্তর দিলেন—মহারাজ, আমরা নিশ্চয়ই কোন অতি শুদ্ধপ্রাণ মহর্ষির আশ্রমে এসে উপস্থিত হয়েছি। এই সমস্তই এ মহর্ষির কঠোর তপস্যালব্ধ ফল। আম্র, খর্জুর, তাল, প্রভৃতি সমস্ত বৃক্ষ সুপক্ক ফলে পূর্ণ। ঋষির কঠোর তপস্যালব্ধ ফল ছাড়া কিভাবে আর শরৎকালে এই বহুবর্ণ ফুলের সমারোহ সম্ভব।

বিশ্বামিত্র বললেন—সৈন্যদল এইখানেই অপেক্ষা করুক। ওদের আর অগ্রসর হওয়ার প্রয়োজন নেই। তুমি, আমি, সুহোত্র এবং কেতুমান এই চারজন কেবলমাত্র ঋষির নিকটে যাব। এখন ঋষির ধ্যান ভঙ্গের জন্য অপেক্ষা করা যাক্।

তাঁরা অপেক্ষা করতে লাগলেন মুদ্রিত নয়ন ঋষির ধ্যান ভঙ্গের জন্য।

সুহোত্র বললেন—মহারাজ, এই ঋষি নিশ্চয়ই অত্যন্ত শক্তিশালী। তপঃ প্রভাবে যিনি ঋতুরও পরিবর্তন ঘটাতে পারেন তিনি অবশ্যই অসাধারণ শক্তির অধিকারী।

বিশ্বামিত্র সুহোত্রের কথা শুনে মৃদু হাসলেন। তারপর বললেন—সুহোত্র, তুমি যা বলেছ অবশ্যই তা ঠিক। এই ঋষি নিশ্চয়ই অসাধারণ শক্তির অধিকারী।

কিন্তু এই পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তির অধিকারী অবশ্যই ক্ষত্রিয়। কারণ ক্ষত্রিয়ই এই পৃথিবীর পালনকর্তা। পৃথিবীর প্রজারা ক্ষত্রিয়েরই অধীন এমনকি এই ঋষি তিনিও ক্ষত্রিয়ের অধিকারভুক্ত। তপঃ প্রভাবে লব্ধ শক্তির কিছু অলৌকিক বহিঃপ্রকাশ থাকলেও তা কখনই ক্ষত্রিয়ের বিপুল শক্তির সমান হতে পারে না।

বাক্যের মাঝখানেই বিশ্বামিত্রের মনে হল যে ঋষি বোধহয় নয়ন উন্মীলিত করেছেন। বোধহয় ঋষির ধ্যান ভঙ্গ হয়েছে।

সঙ্গীদের তিনি বললেন—মনে হচ্ছে ঋষির ধ্যান ভঙ্গ হয়েছে। তিনি নয়ন উন্মীলিত করেছেন। চল আমরা ঋষির কাছে যাই।

তাঁরা ঐ উগ্রতপা ঋষির নিকটস্থ হলেন। ঋষির সত্যিই ধ্যানভঙ্গ হয়েছিল। তিনি ধ্যানাসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালেন। কোটরাগত তীক্ষ্ণ চক্ষুদ্বয় দ্বারা তিনি বিশ্বামিত্র, তাঁর সঙ্গী ও সৈন্যবাহিনীর দিকে তাকিয়ে দেখলেন। তারপর বিশ্বামিত্রের দিকে তাকিয়ে স্মিত হাস্যে বললেন—সুস্বাগতম মহারাজ বিশ্বামিত্র! আমার এই অরণ্যাশ্রমে সুস্বাগতম্।

বিশ্বামিত্র অত্যন্ত অবাক হলেন। ঋষি তাঁর নাম পর্য্যন্ত জানেন। বিস্ময়ে তিনি দীর্ঘাঙ্গ গৌরবর্ণ ঋষির দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি কে মহর্ষি? এই শ্বাপদসংকুল বিজন অরণ্যে নিভৃতে তপশ্চারণা করছেন! আমি বিস্মিত হচ্ছি যে আপনি আমার নাম পর্য্যন্ত জ্ঞাত আছেন!

ঋষি বিশ্বামিত্রের কথা শুনে মৃদু হাসলেন তারপর মেঘমন্দ্রিত কণ্ঠে বললেন—আপনার এবং আপনার বংশের পরিচয় আমি বিলক্ষণ অবগত আছি গাধি-নন্দন বিশ্বামিত্র। কান্যকুব্জাধিপতি কুশিক আপনার পিতামহ এবং তাঁর পিতা মহারাজ কুশ আপনার প্রপিতামহ ছিলেন।

ঋষির মুখে নিজবংশের পরিচয় শুনে বিশ্বামিত্র অবাক হয়ে আবার জিজ্ঞাসা করলেন—কিন্তু আপনি কে? কি আপনার পরিচয় আর কিভাবেই বা আপনি আমার এবং আমার পূর্ব পুরুষদের পরিচয় জ্ঞাত হলেন।

ঋষি উত্তর দিলেন—আমি সূর্যবংশের কুলগুরু ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ। আমি তপঃ প্রভাবে আপনার সমুদয় পরিচয় জ্ঞাত হয়েছি।

বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠকে বললেন—ব্রহ্মর্ষি, আমি সসৈন্যে এই বিশাল অরণ্যে মৃগয়ার উদ্দেশ্যে আগমন করেছি এবং আপনার আশ্রম থেকে কিছু দূরে অরণ্যের মধ্যে একটি সমতল তৃণভূমিতে শিবির স্থাপন করেছি। আজ আমার মৃগয়ার ষষ্ঠ দিন। প্রভাতে মৃগয়ার উদ্দেশ্যে সসৈন্যে নির্গত হয়ে বহুপশু বধ করে

সূর্যকিরণে আমরা অত্যন্ত ক্লান্ত ও পিপাসার্ত হয়ে পড়েছি। কিন্তু বহু অনুসন্ধানেও আশেপাশে কোন জলাশয়ের সন্ধান আমরা লাভ করিনি। আমার সৈন্যরা অরণ্যের মধ্যে জলের সন্ধানে ভ্রমণ করার সময় এই বৃক্ষদ্বারা চক্রাকারে পরিবেষ্টিত স্থান থেকে ধূম্র উৎপন্ন হয়ে ঊর্ধ্বে বায়ুতে মিশ্রিত হতে দেখেছে। এই ধূম্র কোন অশুভ শক্তির দ্বারা উৎপন্ন এইভয়ে তারা এই স্থানের নিকটে আসেনি।

বিশ্বামিত্রের কথাশুনে বশিষ্ঠ হাসলেন, বললেন—মহারাজ বিশ্বামিত্র, আপনি মৃগয়ার উদ্দেশ্যে এই অরণ্যে আগমন করেছেন এবং পিপাসার্ত হয়ে জলের অন্বেষণ করছেন, আপনার সৈন্যরা অরণ্যের মধ্যে ধূম্র দর্শন করে ভীত হয়েছে এ সমুদয় আমি জ্ঞাত আছি। আপনার সৈন্যদল আমার যজ্ঞাগ্নির ধূম্রই দর্শন করেছে। এখন আপনি আসুন সসৈন্যে আমার আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ করুন। আপনার এবং আপনার সৈন্যদলের খাদ্য, পানীয় এবং বিশ্রামের কোন অসুবিধা হবে না।

বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্রকে আহ্বান জানালেন তাঁর আশ্রমে সসৈন্যে আতিথ্য গ্রহণ করার জন্য।

বিশ্বামিত্র ক্ষণকাল চিন্তা করলেন। মধ্যাহ্নে সূর্য্যের প্রখর তাপে সৈন্যদল দগ্ধ, তৃষ্ণার্ত এবং ক্ষুধার্ত। কাজেই ঋষির আহ্বান গ্রহণ করাই শ্রেয়।

তিনি বশিষ্ঠকে বললেন—ব্রহ্মর্ষি, আমি এবং আমার সৈন্যদল আপনার আশ্রমে আতিথ্য লাভ করতে পেরে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। আমরা খুবই তৃষ্ণার্ত, এখন সত্বর কিছু পানীয় দিয়ে আমাদের তৃষ্ণা নিবারণে সহায়তা করুন।

বিশ্বামিত্রের কথাশুনে বশিষ্ঠ বললেন—অবশ্যই আপনাদের তৃষ্ণা নিবারিত হবে মহারাজ বিশ্বামিত্র। এখন ক্ষণকাল মাত্র অপেক্ষা করুন। আমি আপনাদের জন্য অতি উৎকৃষ্ট পানীয়ের ব্যবস্থা করছি। আপনি আপনার সৈন্যদের আহ্বান করুন। তারা এই বৃক্ষসমূহের ছায়ায় বসে বিশ্রাম গ্রহণ করুক। আপনি এবং আপনার সঙ্গীরাও উপযুক্ত স্থানে বসে বিশ্রাম গ্রহণ করুন।

বশিষ্ঠের আহ্বানে বিশ্বামিত্র সসৈন্যে তাঁর আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ করলেন। বিশ্বামিত্রের নির্দেশে তাঁর সৈন্যরা আশ্রমের বিভিন্ন বৃক্ষের ছায়ায় বসে ক্লান্তি দুর করতে লাগল।

বশিষ্ঠ, মহারাজ বিশ্বামিত্র ও তাঁর সৈন্যদলের জন্য পানীয় সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আশ্রম গৃহের ভিতরে প্রবেশ করলেন এবং একটি বৃহৎ পাত্র নিয়ে নির্গত হলেন। পাত্রটি হাতে নিয়ে তিনি আশ্রমের সম্মুখে ইতস্ততঃ বিচরণকারী ধেনুটির কাছে

গেলেন এবং স্বহস্তে ধেনুটিকে দোহন করে ঐ পাত্রে দুগ্ধ সঞ্চিত করতে লাগলেন। বশিষ্ঠ যতই ধেনুটিকে দোহন করতে লাগলেন ততই দুগ্ধ ঐ বৃহৎ পাত্রে সঞ্চিত হতে লাগল এবং চারিদিক এক অপূর্ব সুগন্ধে ভরে উঠল। বিশ্বামিত্র ও তাঁর সৈন্যরা অবাক্ হয়ে এই দৃশ্য দেখতে লাগলেন এবং ঐ সুগন্ধ নাসিকা দ্বারা আঘ্রাণ করতে লাগলেন।

বৃহৎ পাত্রটি গোদুগ্ধে পূর্ণ করার পর বশিষ্ঠ আরো ছোট ছোট মৃৎ পাত্র আশ্রম গৃহের ভিতর থেকে নিয়ে এলেন। প্রত্যেক সৈনিককে একপাত্র করে ঐ গোদুগ্ধ দেওয়ার পর বিশ্বামিত্রকেও একপাত্র গোদুগ্ধ প্রদান করে বশিষ্ঠ বললেন—এই একপাত্র গোদুগ্ধ পান করুন। অচিরেই আপনার সমস্ত তৃষ্ণা ও ক্লান্তি নিবারিত হবে এবং আপনি দেহে শক্তি ও মনে আনন্দ অনুভব করবেন।

বশিষ্ঠের হস্ত থেকে বিশ্বামিত্র গোদুগ্ধপূর্ণ পাত্রটি গ্রহণ করে দুগ্ধপান করলেন। ঐ দুগ্ধ পান করার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর সমস্ত তৃষ্ণা ও ক্লান্তি অন্তর্হিত হল। তিনি সত্যিই দেহে এক অদ্ভুত সজীবতা ও শক্তি অনুভব করতে লাগলেন। তাঁর মন এক অনির্বচনীয় আনন্দভাবে পূর্ণ হয়ে উঠল। বিস্ময়ে তিনি তাঁর সঙ্গী ও সৈন্যদের দিকে তাকিয়ে লক্ষ্য করলেন যে তাদের চোখে মুখেও অনুরূপ তৃপ্তি ও আনন্দের চিহ্ন ফুটে উঠেছে এবং সকলেই যারপর নাই বিস্মিত। এরকম অদ্ভুত গোদুগ্ধ তাঁরা কোনদিন পান করেননি। আর এই আশ্চর্য্য সুগন্ধ! দুগ্ধ দোহন করে পান করার পরও আশ্রমের চতুর্দিকে বাতাসে এই সুগন্ধ ছড়িয়ে রয়েছে! নাসিকা দ্বারা একবার আঘ্রান করা মাত্রই এই সুগন্ধ দেহে মনে অদ্ভুত পুলকের সঞ্চার করছে।

বশিষ্ঠ সম্ভবতঃ বিশ্বামিত্র ও অন্যান্যদের মনের এই বিস্ময় অনুমান করতে পারছিলেন। মৃদু হেসে তিনি বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন—মহারাজ বিশ্বামিত্র, আপনার তৃষ্ণা নিবারিত হয়েছে কি? আপনি কি এখনও আগের মতই ক্লান্ত ও তৃষ্ণার্ত বোধ করছেন?

অবাক্ বিশ্বামিত্র বললেন—না ব্রহ্মর্ষি, আমি আর তৃষ্ণার্ত ও ক্লান্ত বোধ করছি না। এই একপাত্র মাত্র দুগ্ধ পান করার সঙ্গে সঙ্গেই আমার সমস্ত তৃষ্ণা ও ক্লান্তি দূর হয়ে গেছে। আশ্চর্য্য! জীবনে কখনও এরকম সুস্বাদু ও সুগন্ধ যুক্ত অদ্ভুত গুণসম্পন্ন গোদুগ্ধ পান করিনি। ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ! আমরা আপনার আশ্রমে আসার সময় দূর থেকেই এক অপূর্ব সৌরভ অনুভব করেছি। ঐ সৌরভ আমাদের নাসিকায় প্রবেশ করা মাত্রই আমাদের ক্লান্তি ও তৃষ্ণা অনেকাংশে দূর হয়ে গেছে। আর এখন এই গোদুগ্ধ পান করার সঙ্গে সঙ্গে

সত্যিই দেহে ও মনে এক অদ্ভুত শক্তি অনুভব করছি। ব্রহ্মর্ষি, আমরা আরো অবাক্ হয়েছি আপনার আশ্রমে এই শরৎকালে বৃক্ষশাখায় সুপক্ক ফল ও প্রস্ফুটিত ফুলের সমারোহ দেখে। এই সুপক্ক ফল, ফুল ও মৃদুমন্দ বাতাস এ কেবল বসন্ত কালেই লভ্য। আপনার আশ্রমে এই শরৎকালেও কি করে বসন্ত ঋতু বিরাজ করছে এ সত্যিই এক আশ্চর্য্যের বিষয়। এসবই কি আপনার তপস্যালব্ধ শক্তির প্রভাব না অন্য কিছু ? আমি কৌতূহল বোধ করছি।

বিশ্বামিত্রের কথাশুনে বশিষ্ঠ একটু কৌতুক বোধ করলেন। বললেন—মহারাজ বিশ্বামিত্র আমি ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ। আমি তপস্যালব্ধ ক্ষমতার বলে অসীম শক্তির অধিকারী হলেও এই সুগন্ধ, এই সুপক্ক ফল এবং বিভিন্ন বর্ণের ফুল, এর কোনটাই আমার তপস্যালব্ধ শক্তির দ্বারা সৃষ্ট নয়।

বিশ্বামিত্র আরো অবাক্ হলেন। বশিষ্ঠের কথা শুনে তাঁর বিস্ময় আরোবৃদ্ধি পেল। তিনি বশিষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করলেন—তাহলে এসব কার সৃষ্টি ? কে এই শরৎকালে বসন্তের সৃষ্টি করেছে ? কে এই অদ্ভুত সুগন্ধ বায়ুতে ছড়িয়েছে ?

বশিষ্ঠ উত্তর দিলেন—এসবই ঐ ধেনুটির অলৌকিক ক্ষমতার প্রভাব।

তিনি হস্ত উত্তোলন করে যে ধেনুটিকে দোহন করে দুগ্ধ সংগ্রহ করেছিলেন সেটিকে দেখালেন। বিশ্বামিত্র অবাক্ হয়ে ঐ সুন্দর ধেনুটির দিকে তাকালেন।

বশিষ্ঠ আরো বললেন—এটি সাধারণ ধেনু নয়। এটি গোমাতা সুরভির কন্যা কামধেনু নন্দিনী। এই কামধেনুর সর্ব প্রকারের মনস্কামনা পূর্ণ করার ক্ষমতা অসাধারণ।

যে সুগন্ধ আপনারা আমার আশ্রমে আসার সময় অনুভব করেছিলেন এবং যে সুগন্ধ আপনারা এখন নিশ্বাসের সঙ্গে আঘ্রান করছেন এ সবই এই কামধেনু নন্দিনীর দেহনিঃসৃত। নন্দিনী একটি অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন ধেনু। নন্দিনী যে স্থানে থাকে সেইস্থানে কখনও কোনকিছুর অভাব হয় না এবং সেইস্থানে বসন্ত ঋতু চির বিরাজমান। আমার আশ্রমে এই শরৎকালেও সেইজন্য প্রস্ফুটিত পুষ্প ও সুপক্ক ফল আপনারা দর্শন করছেন। এমনকি এই যে আজ আপনারা প্রচুর সংখ্যায় বন্যপশু শিকার করেছেন সেও নন্দিনীর অলৌকিক শক্তিরই প্রভাবে। নন্দিনী যে রাজার রাজ্যে অবস্থান করে সেই রাজা অসীম সৌভাগ্যের অধিকারী হন। তাঁর রাজ্যে কখনও প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও খাদ্যাভাব হয় না এবং কখনও কোনো বহিঃশত্রু তাঁর রাজ্য আক্রমণ করেনা। সেই রাজ্য সর্বদা ধন ও ধান্যে সমৃদ্ধিশালী হয় এবং প্রজারা সুখে কালাতিপাত করে।

নন্দিনীর দুগ্ধ অমৃত স্বরূপ। এই দুগ্ধ পান করলে বহুবর্ষ পরমায়ু বৃদ্ধি পায়। মহারাজ বিশ্বামিত্র, আপনারা অসীম সৌভাগ্যবান। নন্দিনীর দুগ্ধ পান করে আপনাদের বহুবর্ষ পরমায়ু বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিশ্বামিত্র ও তাঁর সঙ্গীরা মন্ত্র মুগ্ধের মত বশিষ্ঠের মুখে নন্দিনীর অলৌকিক গুণের কথা শুনছিলেন এবং বিস্ময়ে সর্বাঙ্গসুন্দর কামধেনু নন্দিনীর দিকে তাকিয়ে দেখছিলেন। তাঁরা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না যে একটি কামধেনু এত অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন হতে পারে। কিন্তু ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ যখন বলছেন এবং স্বচক্ষে তাঁরা নিজেরাও যখন নন্দিনীর অলৌকিক গুণ প্রত্যক্ষ করছেন তখন বিশ্বাস না করে উপায় কি!

বশিষ্ঠের বাক্য শ্রবণ করে বিশ্বামিত্র বললেন—অদ্ভুত। জীবনে কখনও এরকম আশ্চর্য্য কামধেনু দর্শন করিনি। কি অপূর্ব সুন্দর এই কামধেনু আর কি মধুর সৌরভ নিঃসৃত হচ্ছে এর দেহ থেকে।

বশিষ্ঠ বুঝতে পারলেন যে বিশ্বামিত্র তাঁর কামধেনুটির রূপে এবং গুণে বিশেষ মুগ্ধ হয়েছেন এবং মনে মনে এটিকে কামনাও করছেন। তিনি প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বিশ্বামিত্রকে বললেন—মহারাজ বিশ্বামিত্র, আপনারা প্রভাতে মৃগয়ায় নির্গত হয়েছেন, এখন মধ্যাহ্ন গত প্রায় এবং আপনারাও ক্ষুধার্ত। আমার আশ্রমের এই ফলবান্ বৃক্ষ সমূহ থেকে সুপক্ক ফল যথেচ্ছ আহরণ করে আপনাদের ক্ষুধা নিবারণ করুন এবং বিশ্রাম গ্রহণ করুন।

বশিষ্ঠের আহ্বানে বিশ্বামিত্রের সৈন্যদল আশ্রমের বৃক্ষসমূহ থেকে বিভিন্ন সুপক্ক ফল আহরণ করে ক্ষুধা নিবারণ করতে লাগল। বিশ্বামিত্র এবং তাঁর অন্যান্য সঙ্গীরাও ঐসব সুস্বাদু ফল আহার করে অত্যন্ত তৃপ্ত হলেন। তাঁদের ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা দুইই বশিষ্ঠের অনুগ্রহে দূর হল। অনেকক্ষণ, প্রায় অপরাহ্ন পর্য্যন্ত তাঁরা বশিষ্ঠের আশ্রমে বিশ্রাম গ্রহণ করলেন। এক অপূর্ব সজীবতা ফিরে এল তাঁদের দেহে এবং মনে। বিশ্বামিত্রর মনে হচ্ছিল তাঁর দেহের প্রতিটি কোষ অতিমাত্রায় সজীব হয়ে উঠেছে এবং এক অনাস্বাদিত আনন্দ প্রবাহ যেন তাঁর সর্বশরীরে প্রবাহিত হচ্ছে।

তিনি সেনাপতি প্রর্তদনকে বললেন—প্রর্তদন। ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠের আশ্রমে এসে বিশ্রাম লাভ করে মনে হচ্ছে যেন নবজীবন লাভ করলাম। এর আগে কোন দিন সজীব আনন্দের ফল্গুধারায় অন্তরে এমন উচ্ছ্বাস অনুভব করিনি। কিন্তু এখন অপরাহ্ন, এবার আমাদের ব্রহ্মর্ষিকে বিদায় জানিয়ে শিবিরে ফিরে যেতে হবে।

প্রর্তদন উত্তর দিলেন—মহারাজ, অন্তরে আমিও আপনার ন্যায় এক অভূত-পূর্ব আনন্দ অনুভব করছি। এ নিশ্চয়ই ঐ আশ্চর্য কামধেনু নন্দিনীর দুগ্ধের প্রভাব। ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠের কথা অবশ্যই সত্য। নন্দিনীর দুগ্ধ পান করে নিশ্চয়ই আমাদের বহুবর্ষ পরমায়ু বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিশ্বামিত্র প্রর্তদনের কথা শুনছিলেন। প্রর্তদনের মুখে নন্দিনীর কথা শ্রবণ করতে করতে তিনি যেন কিরকম অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। কোন উত্তর না দিয়ে বিশ্বামিত্র কি যেন চিন্তা করতে লাগলেন। বিশ্বামিত্রের এই ভাব পরিবর্তন প্রর্তদনের চোখ এড়াল না, কিন্তু মহারাজকে তিনি কিছু জিজ্ঞাসা করতে সাহস করলেন না। অনেকক্ষণ অন্যমনস্ক থাকার পর বিশ্বামিত্র প্রর্তদনকে বললেন—এবার সৈন্যদের শিবিরে ফিরে যাবার জন্য প্রস্তুত হতে বল। অযথা আর বিলম্ব করা ঠিক নয়।

বিশ্বামিত্রেব কথানুযায়ী প্রর্তদন বিশ্রামরত সৈন্যদলকে শিবিরে ফিরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে নির্দেশ দিলেন। সেনাপতির নির্দেশ লাভ করে মুহূর্তের মধ্যে সৈন্যদল বিশ্রাম ত্যাগ করে শিবিরে ফিরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হল। সৈন্যদলকে যাত্রার জন্য প্রস্তুত করে প্রর্তদন বিশ্বামিত্রের কাছে ফিরে এলেন। বললেন—মহারাজ সৈন্যদল যাত্রার জন্য প্রস্তুত। এবার আমরা শিবিরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে পারি।

বিশ্বামিত্র পূর্বের মতই অন্যমনস্ক ছিলেন। প্রতদন বুঝতে পারলেন যে মহারাজ নিশ্চয়ই গভীরভাবে কোনকিছু চিন্তা করছেন। এমন কোন বিশেষ চিন্তা যা মহারাজকে গভীরভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তিনি মহারাজের চিন্তায় বিঘ্ন হবে ভয়ে আর কিছু না বলে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। খানিকক্ষণ পরে বিশ্বামিত্র প্রর্তদনকে বললেন—চল এবার ব্রহ্মর্ষির কাছে বিদায় প্রার্থনা করি।

তাঁরা দুজনে বিশ্বামিত্রের ইচ্ছানুসারে ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠের কাছে বিদায় প্রার্থনা করতে গেলেন। বশিষ্ঠ নিকটেই আশ্রমের কাছে ব্যস্ত ছিলেন এবং তাঁর কামধেনু নন্দিনী তাঁর পাশেই বিচরণ করছিল।

প্রর্তদনকে সঙ্গে নিয়ে বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের সম্মুখে গিয়ে দণ্ডায়মান হলেন। বললেন,—মহর্ষি এবার আমাদের বিদায় দিন। আপনার আশ্রমে এসে আপনার আতিথ্য লাভ করে আমি এবং আমার সৈন্যরা অত্যন্ত প্রীত হয়েছি। আমার জীবনে এ এক দুর্লভ ঘটনা। আপনি স্বহস্তে পরিচর্যা করে যেভাবে আমাদের

ক্ষুধা-তৃষ্ণা এবং ক্লান্তি দূর করেছেন তা একমাত্র আপনার মত মহৎ ঋষির পক্ষেই সম্ভব। এই সদ্‌গুণ কেবল মাত্র আপনার মত তপশ্চারণে বিশুদ্ধ প্রাণ ব্রহ্মর্ষি, যিনি সর্বপ্রকার পার্থিব ক্ষুদ্রত্বার উর্দ্ধে নিজেকে স্থাপন করেছেন তাঁরই উপযুক্ত। আমি এবং আমার সমগ্র সৈন্যদল আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। এখন বিদায় কালে আপনার কাছে আমার একটি ক্ষুদ্র প্রার্থনা আছে। আমি নিশ্চিত যে আপনি আমার এই ক্ষুদ্র প্রার্থনা অবশ্যই পূর্ণ করবেন।

বিশ্বামিত্র একটু থামলেন। বিদায়ের সময় ব্রহ্মর্ষির কাছে নিজের প্রার্থনাটি ব্যক্ত করতে গিয়ে যেন একটু দ্বিধা এল তাঁর মনে। বশিষ্ঠ তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর কথা শুনছিলেন। দ্বিধাগ্রস্থ ভাবে বিশ্বামিত্র নিজের প্রার্থনাটি বশিষ্ঠকে নিবেদন করলেন—ব্রহ্মর্ষি আমি নন্দিনীর গুণে মুগ্ধ হয়েছি। আমি আপনার এই কামধেনুটিকে প্রার্থনা করি। অবশ্য এর বিনিময়ে আমি আপনাকে অতি উৎকৃষ্ট সহস্র দুগ্ধবতী ধেনু প্রদান করব। এখন অনুগ্রহ করে আমার এই অতিক্ষুদ্র প্রার্থনাটি পূর্ণ করুন। নন্দিনীকে আমার হস্তে সম্প্রদান করুন।

বিশ্বামিত্র তাঁর কথা শেষ করে বশিষ্ঠের দিকে প্রত্যাশী দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর কথা শ্রবণ করছিলেন। বিশ্বামিত্রের মুখে নন্দিনীর প্রার্থনা শুনে এক মুহূর্তের জন্য তাঁর মুখের ভাব পরিবর্তন দেখা দিল। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে মৃদু হেসে বিশ্বামিত্রকে বললেন—মহারাজ বিশ্বামিত্র, আপনি এবং আপনার সৈন্যদল আমার আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ করায় আপনাদের পরিচর্যা করতে পেরে আমি প্রীত হয়েছি। এখন বিদায় কালে আপনার এই ক্ষুদ্র প্রার্থনাটি আমি পূর্ণ করতে পারলে অত্যন্ত প্রীতিলাভ করতাম। একথা সত্যি যে আপনি নন্দিনীর গুণে অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছেন, কিন্তু এই কামধেনু নন্দিনী একান্ত ভাবেই আমার অনুগত। সেইজন্য আমি সহস্র দুগ্ধবতী ধেনুর বিনিময়েও নন্দিনীকে ত্যাগ করতে পারছি না। আপনি আমার কাছে নন্দিনী বাদে অন্য যেকোন বস্তু প্রার্থনা করুন অথবা যেকোন বর। আমি নিশ্চয়ই আপনার প্রার্থনা পূর্ণ করব। শুধু অনুগ্রহ করে নন্দিনীকে কামনা করবেন না।

অতি বিনীত ভাবে বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করলেন। বিশ্বামিত্র কান্যকুব্জের নৃপতি, তিনি ভাবতেও পারেননি যে বশিষ্ঠ তাঁর এই সামান্য প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করবেন। ইতিপূর্বে কেউ তাঁর কোন প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করেনি। সবাই তাঁর প্রার্থনাপূর্ণ করে নিজেকে ধন্য মনে করেছে। এই প্রথম তিনি কোন

কিছু প্রার্থনা করে প্রত্যাখ্যাত হলেন। ক্ষত্রিয় সুলভ ক্রোধে তাঁর সমস্ত অন্তর জ্বলে উঠল। এক অরণ্যচারী ব্রাহ্মণ তাপসের এত স্পর্ধা? তিনি কাণ্বকুব্জ্যরাজ বিশ্বামিত্র, তাঁর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করতে সাহস করেন এই ব্রাহ্মণ! ক্রোধে এক মুহূর্ত নিরব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন বিশ্বামিত্র। কোন কথা বলতে পারলেন না। কিছুক্ষণ পর ক্রোধ সংবরণ করে আবার স্বাভাবিকভাবে বশিষ্ঠকে বললেন —ব্রহ্মর্ষি, আমি ক্ষত্রিয়, কাণ্বকুব্জ্যরাজ বিশ্বামিত্র। এর আগে কখনও আমার কোনো প্রার্থনা অপূর্ণ থাকেনি। আমার প্রার্থিত বস্তু লাভের জন্য আমি যে কোন পন্থা অবলম্বনে প্রস্তুত। যদি সহস্র দুগ্ধবতী ধেনুর বিনিময়েও নন্দিনীকে না পাওয়া যায় তবে নন্দিনীকে লাভের জন্য আমি নিজ রাজ্যও ত্যাগ করতে প্রস্তুত। আপনি সমগ্র কাণ্বকুব্জ্য রাজ্যের বিনিময়ে নন্দিনীকে আমাকে দান করুন। আপনি কাণ্বকুব্জ্য গ্রহণ করুণ এবং আমার প্রার্থনা পূর্ণ করুন। আমি প্রত্যাখ্যাত হয়ে শূণ্যহস্তে ফিরে যেতে চাই না।

বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্রের মনের কথা অনুধাবন করলেন। যে কোনো মূল্যেই হোক্ বিশ্বামিত্র নন্দিনীকে লাভ করতে চান। কিন্তু তা অসম্ভব। কোনো কিছুর বিনিময়েই তিনি কামধেনু নন্দিনীকে পরিত্যাগ করতে পারবেন না। বিশ্বামিত্রের সমগ্র রাজ্য দান করার প্রস্তাবের পিছনে যে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতটুকু রয়েছে বশিষ্ঠ তাও বুঝতে পারলেন। অর্থাৎ সমগ্র রাজ্যের বিনিময়েও বিশ্বামিত্র কামধেনু নন্দিনীকে লাভ না করতে পারলে বাহুবলের আশ্রয় গ্রহণ করবেন। বলপূর্বক নন্দিনীকে নিয়ে যাবেন। ক্ষাত্রতেজে বলদৃপ্ত রাজার মনের অভিপ্রায় বুঝতে পেরে অরণ্যচারী তাপস বশিষ্ঠের মুখে চিন্তার রেখা ফুটে উঠল। কামধেনু নন্দিনীর উপর বলপ্রয়োগ করলে বিশ্বামিত্রেরই অমঙ্গল। এক অমঙ্গলাশঙ্কায় বশিষ্ঠ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। বশিষ্ঠের সামনে বিশ্বামিত্রের পাশে তাঁর সেনাপতি প্রর্তদনও দাঁড়িয়ে ছিলেন। এতক্ষণে প্রর্তদন বুঝতে পারলেন বিশ্বামিত্র এত গভীরভাবে কি চিন্তা করছিলেন। বিশ্বামিত্রের সেই গভীর চিন্তা যে এই কামধেনু নন্দিনীর জন্যই একথা বুঝতে পেরে এবং নন্দিনীর জন্য বিশ্বামিত্রকে সমগ্র কাণ্বকুব্জ্যও দান করতে প্রস্তুত দেখে প্রর্তদন ভীত হয়ে উঠলেন। এক অজানা আশঙ্কায় তাঁর বক্ষ কম্পিত হতে লাগল। কিন্তু মহারাজকে নিবারণ করার মত কোনো উপায় খুঁজে না পেয়ে তিনি চুপ করে বিশ্বামিত্রের পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন।

বশিষ্ঠ ক্ষণকাল মাত্র চুপ করে রইলেন বিশ্বামিত্রের কথা শুনে। তারপর

আবার পূর্বের ন্যায় মৃদু হেসে বিশ্বামিত্রকে জবাব দিলেন—মহারাজ বিশ্বামিত্র, আমি অরণ্যচারী তাপস মাত্র। তপশ্চারণে দিন অতিবাহিত করি, আপনার রাজ্যে আমার কোনো অভিপ্রায় নেই। রাজ্য নিয়ে আমি কি করব? রাজ্য শাসন ব্রাহ্মণের কর্ম নয়। ব্রাহ্মণের কর্ম তপশ্চারণা ও যাগ-যজ্ঞ। আমি নিজ কর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকতেই আগ্রহী। আর তাছাড়া এই কামধেনু নন্দিনীকে আমি ঐরূপ সহস্র রাজ্যের বিনিময়েও দান করতে সম্মত নই। আপনি অনুগ্রহ করে আমার কাছে অন্য যে কোন বস্তু অথবা বর প্রার্থনা করুন। আমি অবশ্যই আপনার প্রার্থনা পূর্ণ করব।

বশিষ্ঠ চুপ করলেন। অতি বিনীতভাবে তিনি আবার বিশ্বামিত্রের প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করলেন। বিশ্বামিত্র আর থাকতে পারলেন না। সংযম হারিয়ে ক্রোধে জ্বলে উঠলেন তিনি। কি দুঃসাহস এই অরণ্যবাসী ঋষির! সামান্য অরণ্যাশ্রমে বাস করে এত স্পর্ধা তিনি লাভ করলেন কোত্থেকে? একটি কামধেনুর বিনিময়ে একটি রাজ্যকেও তিনি প্রত্যাখ্যান করেন? তাঁর মত ক্ষত্রিয় কুলতিলক নৃপতির কাছে এ এক চরম অপমান। এই অপমানের যোগ্য প্রত্যুত্তর অবশ্যই দিতে হবে। অপমানবোধে ও ক্রোধে বিশ্বামিত্রের মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ ধারন করল। উত্তেজনায় তাঁর সর্বশরীর কম্পিত হতে লাগল।

ক্রোধবিস্ফারিত নয়নে তিনি বশিষ্ঠকে বললেন—ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ, আমি আপনাকে শেষবারের মত ভেবে দেখার সুযোগ প্রদান করছি। একটি ধেনুর বিনিময়ে একটি রাজ্য কেউ আপনাকে প্রদান করবে না। নন্দিনীকে লাভ করতে আমি বদ্ধপরিকর। আমি ক্ষত্রিয়, আমার বাহুবলই প্রধান। ক্ষত্রিয় বাহুবল দ্বারাই পৃথিবী জয় করে পৃথিবীর অধিশ্বর হয় এবং পৃথিবী শাসন করে। যদি আপনি নন্দিনীকে দান না করেন আমি বাহুবলে নন্দিনীকে জয় করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। আমার প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করে আপনি আমাকে যে চরম অপমান করেছেন কান্যকুব্জের সৈন্যরা এখনই তার প্রতিশোধ গ্রহণ করবে।

বিশ্বামিত্রের বাক্য শ্রবণ করে শীর্ণকায় তেজোদীপ্ত ঋষির চক্ষুদ্বয় এক মুহূর্তের জন্য দীপ্ত হয়ে উঠে আবার স্বাভাবিক হয়ে গেল। তিনি ক্রোধ সংবরণ করলেন। তিনি জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মর্ষি, ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ তাঁর পক্ষে অশোভনীয়। তিনি আবারও অতি শান্তভাবে বিশ্বামিত্রকে বললেন—মহারাজ বিশ্বামিত্র ক্রোধ পরিহার করুন, শান্ত হন। নন্দিনীকে কামনা করবেন না। নন্দিনী

াপনার লভ্য নয়। এ পৃথিবীতে নন্দিনী একমাত্র আমারই লভ্য এবং একান্ত ভাবে আমারই অনুগত। নন্দিনীর প্রতি অন্য সবারই কামনা ব্যর্থ হতে বাধ্য। নন্দিনীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার প্রতি বল প্রয়োগও ব্যর্থ হবে। আর আবেগের বশবর্তী হয়ে অকারণে আমার ক্রোধ আহরণ করবেন না।

দৃঢ়স্বরে শেষের কথাকটি বলে বশিষ্ঠ একটু থামলেন, যেন বিশ্বামিত্রের প্রতিক্রিয়া বুঝতে চাইলেন। তারপর আবার পূর্বের ন্যায় স্বাভাবিকভাবে বলতে শুরু করলেন—এ প্রসঙ্গে পূর্বের একটি ঘটনা শ্রবণ করুন। একবার অষ্টবসু সস্ত্রীক বনবিহার কালে এই অরণ্যে আগমণ করেন। অরণ্য পরিভ্রমণ করতে করতে তারা আমার এই আশ্রমে এসে উপস্থিত হন। আপনাদের মতই সস্ত্রীক অষ্ট বসুকেও আমি নন্দিনীর সাহায্যে যথোপযুক্ত পরিচর্যা করি। বসু ভ্রাতৃগণ আমার আশ্রমে সৎকৃত হয়ে অত্যন্ত প্রীতিলাভ করেন এবং নন্দিনীর আশ্চর্য্য গুণ দেখে চমৎকৃত হন। বিদায়কালে বসু ভ্রাতৃগণের একজন দ্যু বসু আপনার মতই নন্দিনীকে আমার কাছে প্রার্থন করেন। কিন্তু দ্যু বসুর প্রার্থনাও আমি প্রত্যাখান করি। প্রত্যাখাত হয়ে দ্যু বসু অন্যান্য ভ্রাতাদের সঙ্গে নিয়ে আমার আশ্রম ত্যাগ করে চলে যান। কিন্তু পরে দ্যু বসুর স্ত্রী তাঁকে নন্দিনীকে অপহরণের জন্য প্ররোচিত করেন। স্ত্রীর দ্বারা প্ররোচিত হয়ে দ্যু বসু তাঁর অন্যান্য ভ্রাতাদের সাহায্যে আমার অগোচরে নন্দিনীকে আমার আশ্রম থেকে অপহরণ করে নিয়ে যান। আমি এই ঘটনা ধ্যানবলে জ্ঞাত হয়ে অষ্টবসুর প্রতি ক্রোধাবিষ্ট হই এবং তাঁদের অভিসম্পাত প্রদান করে নন্দিনীকে আমার আশ্রমে ফিরে আসতে নির্দেশ দেই। আমার নির্দেশ লাভ করে নন্দিনী বসু ভ্রাতাদের গোপন স্থান থেকে পুনরায় আশ্রমে ফিরে আসে এবং বসু ভ্রাতাদের বিশেষ করে দ্যু বসুকে দীর্ঘকাল আমার অভিশাপে জর্জরিত হয়ে অভিশপ্ত জীবন বহন করতে হয়। মহারাজ বিশ্বামিত্র নন্দিনীকে লাভ করার বাসনা আপনি পরিত্যাগ করুন।

বিশ্বামিত্র যেন জ্বলে উঠলেন বশিষ্ঠের বাক্য শুনে। কোন্ এক দুর্বল দ্যু বসুর সঙ্গে তাঁকে তুলনা করছেন ঋষি। তাঁকে অভিশম্পাত প্রদানের ভয় দেখাচ্ছেন। তিনি ক্ষত্রিয়, তাঁর ক্ষমতা কতটুকু জানেন এই ঋষি? দ্যু বসু ক্ষত্রিয় ছিলেন না, তাই তিনি অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছিলেন নন্দিনীকে। কিন্তু তিনি অপহরণ করবেন না দ্যু বসুর মত, তিনি সবলে গ্রহণ করবেন নন্দিনীকে বশিষ্ঠের চোখের সামনেই।

ক্রোধে বিশ্বামিত্র গর্জে উঠলেন—ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ, আপনি আমাকে ভয়

দেখাচ্ছেন? আমি দুর্বল দ্যু বসুর মত আপনার কামধেনুকে গোপনে অপহরণ করব না। আমি আপনার সামনেই সবলে নন্দিনীকে গ্রহণ করব। দ্যু বসু ক্ষত্রিয় ছিলেন না, কিন্তু আমি ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয়ের বিশাল ক্ষমতার কতটুকু আপনি প্রত্যক্ষ করেছেন? প্রকৃত ক্ষত্রিয় কখনও পরাজয় বরণ করতে জানে না। আপনার মত পর্ণকুটীরবাসী ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের গৌরবের কতটুকু জানে? ক্ষাত্র শক্তি বলেই আজ আপনার মত এক বাকসর্বস্ব পর্ণাশ্রমবাসী ব্রাহ্মণের কাছ থেকে এই কামধেনু নন্দিনীকে অধিকার করব। আপনি তখন অনুধাবন করতে পারবেন যে পৃথিবীতে ক্ষাত্র শক্তিই শ্রেষ্ঠ। এর উপরে আর কোন শক্তি নেই

বশিষ্ঠ শুনছিলেন বিশ্বামিত্রের সক্রোধ বাক্যসমূহ। তিনি আগের মতই ধীরভাবে বিশ্বামিত্রের উদ্দেশ্যে বললেন—মহারাজ বিশ্বামিত্র! আমি পর্ণকুটীর বাসী চিরজীবি ব্রাহ্মণ একথা সত্য, কিন্তু আমি অসাড় বাকসর্বস্ব ব্রাহ্মণ নই অসাড় বাক্য দ্বারা নিজ শক্তি প্রকাশ করি না। আমি ব্রহ্মর্ষি, ব্রহ্মজ্ঞানী, আমার তপোলব্ধ শক্তিই আমার আশ্রয়। আমার বাক্যে নির্বাপিত অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয় এবং প্রজ্জ্বলিত অগ্নি নির্বাপিত হয়, সেইজন্য বাক্য প্রয়োগকালে আমাকে সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। ক্ষমতাগর্বী ক্ষত্রিয়ের ন্যায় অসাড়বাক্যের প্রয়োগ আমার শোভা পায় না। সংযম এবং নিষ্ঠাই ব্রাহ্মণের ধর্ম। আমি নিষ্ঠা সহকারে তপশ্চারণ করি এবং নিজ শক্তির প্রকাশে সংযম অবলম্বন করি। ব্রহ্মশক্তির প্রকাশ কখনও ক্ষাত্র শক্তির মত সুলভ নয়।

বশিষ্ঠের শেষ বাক্যটি যেন অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিল। অপমানে ও ক্রোধে বিশ্বামিত্র উত্তেজিত হয়ে ঘর্মাক্ত বোধ করতে লাগলেন। তিনি আত্মসংযম হারিয়ে চীৎকার করে উঠলেন তাঁর সৈন্যদলের উদ্দেশ্যে—সৈন্যরা এখনই এই ধেনুটি বলপূর্বক গ্রহণ করে আমাদের শিবিরে নিয়ে চল। কোন বাধা মানবে না।

তারপর বশিষ্ঠের দিকে তাকিয়ে সক্রোধে বললেন—ক্ষাত্রশক্তির সঙ্গে ব্রহ্ম শক্তির তুলনা করেন আপনি, বশিষ্ঠ! এখনই আপনি প্রত্যক্ষ করবেন ক্ষত্রিয়ের বাহুবল।

ক্রোধে এক মুহূর্তে বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের প্রতি সম্মান সূচক ব্রহ্মর্ষি শব্দটি বর্জন করে শুধুমাত্র নাম ধরে তাঁকে সম্বোধন করলেন। বশিষ্ঠ কিন্তু আগের মতই স্থির। শুধু তাঁর কোটরাগত তীক্ষ্ণ চক্ষুদ্বয় উজ্জ্বল হয়ে উঠল। অস্বাভাবিক এক দ্যুতি বিচ্ছুরিত হতে লাগল তাঁর চোখ দিয়ে। সৈন্যদের প্রতি বিশ্বামিত্রের আদেশ শুনে তিনি তাঁর অতি প্রিয় কামধেনু নন্দিনীর দিকে তাকালেন। ক্ষণপূর্বে আশ্রমের সম্মুখে বিচরণকারী নন্দিনী এখন তাঁর নির্বাপিত প্রায় যজ্ঞাগ্নির

পার্শ্বে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান। যেন কোন প্রলয়ের প্রতীক্ষা করছে। অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন কামধেনু নন্দিনীর দেহ থেকে তখনও সেই অপূর্ব স্বর্গীয় সৌরভ নিঃসৃত হচ্ছিল।

বিশ্বামিত্রের সৈন্যরা এতক্ষণ শুধু নীরব দর্শক হিসাবে বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের মধ্যে বাক্য বিনিময় প্রত্যক্ষ করছিল। কিন্তু এখন মহারাজের ক্রোধপূর্ণ আদেশ লাভ করামাত্র তাদের মধ্যে কয়েজন দ্রুত ধাবমান হল নান্দনীর প্রতি, তাকে বলপূর্বক আকর্ষণ করার ইচ্ছায়। তারা নন্দিনীর দেহ ধরে আকর্ষণ করতে লাগল নিজেদের দিকে। কিন্তু নন্দিনী নিজের জায়গায় স্থির দণ্ডায়মান। সৈন্যরা একটুও নড়াতে পারল না কামধেনু নন্দিনীকে তার জায়গা থেকে। তখন আরো সৈন্য এসে নন্দিনীকে বলপূর্বক আকর্ষণ করার জন্য অন্য সৈন্যদের সাহায্য করতে লাগল। তারা সবাই মিলে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ধরল নন্দিনীকে এবং তাকে স্থানচ্যুত করার জন্য একত্রে তার উপর বল প্রয়োগ করতে লাগল। কিন্তু নন্দিনী যেন হিমালয় পর্বত। সৈন্যরা সবাই মিলে একসঙ্গে বলপ্রয়োগ করেও নন্দিনীকে স্থানচ্যুত করতে পারল না। নন্দিনী এতটুকু নড়ল না তার নিজস্থান থেকে। সৈন্যরা বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ক্ষণকাল। কি করবে ভেবে উঠতে পারল না। এত সৈন্যের বল উপেক্ষা করার শক্তি এই ধেনুর মধ্যে কোত্থেকে এল! হঠাৎ সৈন্যদের মধ্যে একজন ছুটে এল বশিষ্ঠের যজ্ঞাগ্নির কাছে। নিবাপিত প্রায় যজ্ঞাগ্নিতে তখনও কিছু প্রজ্জ্বলিত কাষ্ঠখণ্ড ছিল। সৈন্যটি যজ্ঞাগ্নি থেকে একটি প্রজ্জ্বলিত কাষ্ঠখণ্ড তুলে নিল কামধেনু নন্দিনীর গাত্র দহনের উদ্দেশ্যে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! যে মুহূর্তে সৈন্যটি প্রজ্জ্বলিত কাষ্ঠখণ্ড, হস্তদ্বারা যজ্ঞাগ্নি থেকে আহরণ করল সেইমুহূর্তেই নির্বাপিত প্রায় যজ্ঞাগ্নি থেকে শুরু হল ধূম্রের উদ্‌গীরণ। মুহূর্তের মধ্যে প্রচুর ধূম্র উৎপন্ন হয়ে সমস্ত অঞ্চল প্রায় আচ্ছন্ন করে ফেলল। নন্দিনীর চতুর্দিকে দণ্ডায়মান সৈন্যরা নিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করতে লাগল ঐ ধূম্র। ধূম্রের প্রভাবে তাদের মস্তক ঘূর্ণিত হতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সৈন্যরা বলহীন এবং হতচেতন হয়ে কামধেনু নন্দিনীর চারিপাশে ভূমিতে পতিত হল।

বিশ্বামিত্র এবং অন্য সৈন্যরা প্রত্যক্ষ করছিলেন এই অদ্ভুত অলৌকিক ঘটনা। বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্রের সম্মুখে পূর্বের মতই স্থিরভাবে দণ্ডায়মান। বিশ্বামিত্র নিজের চক্ষুর দ্বারা প্রত্যক্ষ করেও যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না এই অদ্ভুত ঘটনা। তাঁর সৈন্যরা চক্ষুর নিমেষে জ্ঞানহীন হয়ে ভূপতিত হল শুধুমাত্র ঐ ধূম্রের প্রভাবে।

কিছুক্ষণ তিনি ও তাঁর অন্য সৈন্যরা হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। মুখদিয়ে তাঁদের কোন বাক্য স্ফুরিত হল না। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই বিস্ময় অন্তর্হিত হওয়ামাত্র বিশ্বামিত্র সক্রোধে চীৎকার করে উঠলেন বশিষ্ঠের উদ্দেশ্যে—অশুভ শক্তি আশ্রয়কারী অরণ্যচারী ব্রাহ্মণ। ভোজবিদ্যার কৌশল প্রদর্শন করে আমাকে ভয় পাওয়াতে চান। আমি কাণ্যকুব্জ্যাধিপতি বিশ্বামিত্র। এত সহজে আমি ভয় পাই না। আমি এখনই দেখিয়ে দেব ঐ কামধেনুকে আমি জয় করতে পারি কিনা।

বিশ্বামিত্র অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। বশিষ্ঠ স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে বিশ্বামিত্রের উত্তেজিত বাক্যসমূহ শ্রবণ করলেন। তারপর আবার আগের মতই শান্তভাবে বিশ্বামিত্রকে বললেন—মহারাজ মিশ্বামিত্র! এ কোন ভোজ বাজি নয়। আপনি যা প্রত্যক্ষ করলেন তা হল স্বয়ং অগ্নির ক্রোধ। আপনার সৈন্যরা যজ্ঞাগ্নি থেকে প্রজ্জ্বলিত কাষ্ঠখণ্ড গ্রহণ করে অগ্নির ক্রোধ আহরণ করেছে। এই যজ্ঞাগ্নিতে স্বয়ং অগ্নিদেব অধিষ্ঠান করছেন। এই যজ্ঞে তিনি আমার অতিথি। আমি তাঁকে আহ্বান করেছি এবং আহুতি প্রদান করে সন্তুষ্ট করেছি। অগ্নি ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ ব্যতীত এই যজ্ঞাগ্নি স্পর্শের অধিকার অন্য কারো নেই। ক্ষত্রিয়বর্ণের সৈন্য এই যজ্ঞাগ্নি স্পর্শ করাতেই অগ্নি ক্রোধাবিষ্ট হয়েছেন এবং ধূম্র উদ্গীরণ করে আপনার সৈন্যদের সংজ্ঞাহীন করে দিয়েছেন! এখন অগ্নির কাছে আপনি ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং তাঁর রোষ থেকে নিষ্কৃতি লাভ করুন। অগ্নির কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেই আপনার সংজ্ঞাহীন সৈন্যরা চেতনা ফিরে পাবে।

বশিষ্ঠ থামলেন। কিন্তু বশিষ্ঠের কথা শুনে বিশ্বামিত্র আরো উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। তিনি ভাবলেন বশিষ্ঠ তাঁকে ভয় প্রদর্শন করছেন। বশিষ্ঠকে তিনি উত্তর দিলেন—ব্রাহ্মণ, আমি কারো কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে শিখিনি। যে ক্ষত্রিয় ভয় পেয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে সে ক্ষত্রিয়কুলের কলঙ্ক। আমার একদল সৈন্য সংজ্ঞাহীন হলেও এখনও বহুসৈন্য রয়েছে। আমি ক্ষমা প্রার্থনা করব না, আমি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম অনুসরণ করে যুদ্ধ করব এবং এই কামধেনুকে জয় করব। কিন্তু এখন সর্বাগ্রে আমি আপনাকে বধ করব ব্রাহ্মণ। আপনি ভোজবিদ্যা দ্বারা আমার সৈন্যদের সংজ্ঞাহীন করে আমার ক্রোধানল প্রজ্জ্বলিত করেছেন।

বিশ্বামিত্র কথা বলতে বলতে একটু থামলেন এবং তারপর সক্রোধে সৈন্যদের উদ্দেশ্যে চীৎকার করে উঠে নির্দেশ দিলেন—সৈন্যরা এখনই বধ কর এই অশুভ

শক্তির ধারক ব্রাহ্মণকে। সর্বপ্রকারের অস্ত্র নিক্ষেপ করে এই ব্রাহ্মণকে হত্যা কর।

বিশ্বামিত্রের আদেশে সৈন্যরা বশিষ্ঠকে লক্ষ্য করে অস্ত্র নিক্ষেপ করতে উদ্যত হল। বশিষ্ঠ সৈন্যদের অস্ত্র নিক্ষেপে উদ্যত দেখে যজ্ঞাগ্নির পাশে ভূমিস্থ তাঁর ব্রহ্মদণ্ডটি তুলে নিয়ে বিশ্বামিত্রকে বললেন—বলগর্বী অজ্ঞ ক্ষত্রিয়! আপনার দম্ভের আজই শেষ দিন। আপনি আমার প্রতি যত অস্ত্রই প্রয়োগ করুন না কেন, আমার সামান্যতম ক্ষতি করতেও আপনি সক্ষম হবেন না। আমি ব্রহ্মজ্ঞানী! আমার আত্মা ব্রহ্মের সঙ্গে সংযুক্ত, আমি ব্রহ্মের অংশ। আপনার মতন এক সামান্য ক্ষত্রিয়ের অস্ত্র প্রতিহত করার জন্য আমার এই ব্রহ্মদণ্ডই যথেষ্ট।

—এই মুহূর্তে হত্যা কর এই উদ্ধত ব্রাহ্মণকে। বিশ্বামিত্র চীৎকার করে উঠলেন। তিনি আর ধৈর্য্য ধারণ করতে পারছিলেন না। বশিষ্ঠের ধৃষ্টতা সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল।

সৈন্যরা এবার অস্ত্র নিক্ষেপ করতে শুরু করল বশিষ্ঠের প্রতি। বশিষ্ঠ কিন্তু শান্ত স্থির এবং অবিচল। ব্রহ্মদণ্ডটি হস্তে ধারণ করে তিনি ধীর ভাবে সৈন্যদের নিক্ষিপ্ত সমস্ত অস্ত্র প্রতিহত করে যাচ্ছিলেন। কোন অস্ত্রই তাঁকে বিন্দুমাত্র আঘাত করতে পারছিল না। কাণ্যকুব্জের সৈন্যরা যতই তার প্রতি বিভিন্ন প্রকারের অস্ত্র নিক্ষেপ করতে লাগল তিনিও ততই ধৈর্য্য সহকারে ব্রহ্মদণ্ডের সাহায্যে প্রতিটি অস্ত্র খণ্ডন করতে লাগলেন। সৈন্যরা তাঁর প্রতি চক্র, তোমর, প্রাস বান, ভল্ল, শতঘ্নী, সীর ও শক্তি প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের অস্ত্র নিক্ষেপ করেও তাঁকে আঘাত করতে সক্ষম হল না। তখন মহাক্রোধে বিশ্বামিত্র নিজেই বশিষ্ঠের প্রতি বিভিন্ন বাক্য বর্ষণ করে দিব্যাস্ত্র নিক্ষেপ করতে লাগলেন। বিশ্বামিত্রকে দিব্যাস্ত্র নিক্ষেপ করতে দেখে বশিষ্ঠের মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। তীক্ষ্ণ চক্ষুদ্বয় থেকে যেন অগ্নি বর্ষিত হতে লাগল। তাঁর মুখমণ্ডলের চতুর্দিকে এক দ্যুতিময় আলোকবৃত্তের সৃষ্টি হল। মুখমণ্ডল থেকে বিচ্ছুরিত ঐ আলোক দ্যুতি বশিষ্ঠকে, বিশ্বামিত্রের নিক্ষিপ্ত সর্বপ্রকার দিব্যাস্ত্র থেকে রক্ষা করতে লাগল। একটি দিব্যাস্ত্র দ্বারাও বিশ্বামিত্র হস্তে ব্রহ্মদণ্ড নিয়ে দণ্ডায়মান বশিষ্ঠকে আঘাত করতে পারলেন না। দিব্যাস্ত্র ব্যর্থ হচ্ছে দেখে বিশ্বামিত্র ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে গেলেন। তিনি সৈন্যদের আদেশ দিলেন চারিদিক থেকে বশিষ্ঠকে ঘিরে ধরে আক্রমণ করতে। বিশ্বামিত্রের আদেশানুযায়ী সৈন্যরা বশিষ্ঠের প্রতি সম্মুখ, পশ্চাৎ, দক্ষিণ ও বাম দিক থেকে অস্ত্র নিক্ষেপ করতে লাগল। কিন্তু

বশিষ্ঠের দেহের জ্যোর্তিবলয়ের কাছে এসে সমস্ত অস্ত্রই ব্যর্থ হল। একটি অস্ত্রও আঘাত করতে পারল না ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠকে। ব্রহ্মদণ্ড হস্তে ধারণ করে তিনি বিশ্বামিত্রের সমস্ত দিব্যাস্ত্র ব্যর্থ করে দিলেন। জীবনে এতবড় আশ্চর্য্য ঘটনা বিশ্বামিত্র এর আগে কোনদিন প্রত্যক্ষ করেননি। এর আগে এই অপরাজেয় ক্ষত্রিয় শিরোমণির কোন দিব্যাস্ত্র কোনদিন ব্যর্থ হয়নি। সমগ্র সৈন্যবাহিনীর সমবেত আক্রমণ ব্যর্থ করে দিলেন এই নিরস্ত্র একক ব্রাহ্মণ। কি এমন শক্তি আহরণ করেছেন এই ব্রাহ্মণ যার দ্বারা তিনি সম্পূর্ণ একটি সৈন্যবাহিনীর আক্রমণও ব্যর্থ করে দিতে পারেন? বিশ্বামিত্র আর একবার শেষ চেষ্টা করলেন। তিনি উন্মত্ত ক্রোধে সৈন্যদের আদেশ দিলেন বশিষ্ঠকে সবলে ধরে বন্ধন করে নিয়ে আসতে। বিশ্বামিত্রের আদেশ শোনামাত্র প্রায় সমগ্র সৈন্যবাহিনী অস্ত্র হস্তে বশিষ্ঠের প্রতি ধাবমান হল। কিন্তু তাঁকে ধরে বন্ধন করা তা দূরের কথা তাঁর কাছেই কেউ পৌছতে পারল না। আবার অগ্নি থেকে ধূম্র উৎপন্ন হতে শুরু করল এবং সৈন্যরা বশিষ্ঠের কাছে পৌছনোর আগেই সেই ধূম্রের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে চেতনাহীন হল।

বিশ্বামিত্রের প্রায় সমগ্র সৈন্যবাহিনীই এখন সংজ্ঞাহীন হয়ে ভূমিতে পতিত। শুধু বিশ্বামিত্র এবং তাঁর বিশিষ্ট অনুচরেরা ও অল্প কয়েকজন সৈন্যমাত্র স্বাভাবিক অবস্থায় দণ্ডায়মান। কিন্তু তাঁদেরও বিশেষ কিছু করণীয় নেই। বিশ্বামিত্রের দিব্যাস্ত্র পর্য্যন্ত যখন ব্যর্থ হচ্ছে তখন আর কি করার থাকতে পারে বিশ্বামিত্রের অনুচরদের! জীবনের সবচেয়ে আশ্চর্য্য ঘটনা চোখের সামনে প্রত্যক্ষ করে তাঁরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় এবং অত্যন্ত ভীত। একজন শীর্ণকায় নিরস্ত্র ব্রাহ্মণ একটি সমগ্র সৈন্যবাহিনীকে শুধুমাত্র তাঁর ব্রহ্মদণ্ড দ্বারা যুদ্ধে পরাজিত করে সংজ্ঞাহীন করলেন এই ঘটনা নিজেরা প্রত্যক্ষ না করলে তাঁদের কোনদিন বিশ্বাস হতনা। ব্রহ্মশক্তির এই আশ্চর্য্য প্রকাশে তাঁরা অত্যন্ত ভীত হয়ে উঠলেন। বিশ্বামিত্রের সঙ্গীরা বিশ্বামিত্রকে এই অদ্ভুত যুদ্ধ থেকে নিরস্ত করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ক্ষত্রিয়ের গর্ব চূর্ণ হওয়ায় বিশ্বামিত্র তখন উন্মাদ প্রায়। উন্মুক্ত তরবারীহস্তে তিনি ধাবমান হলেন বশিষ্ঠের প্রতি, তাঁর মস্তক ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু বশিষ্ঠের কাছে তিনি উপস্থিত হতে পারলেন না। বশিষ্ঠকে ঘিরে রয়েছে এক প্রদীপ্ত আলোকবৃত্ত। আর কি উত্তাপ সেই আলোকবৃত্তের! যেন সমস্ত কিছু নিমেষে দগ্ধ করে ফেলবে। সেই প্রচণ্ড উত্তাপ অতিক্রম করে বিশ্বামিত্র কিছুতেই

অগ্রসর হতে পারলেন না বশিষ্ঠের মস্তক ছিন্ন করার জন্য। বশিষ্ঠ থেকে একটু দূরে উন্মুক্ত তরবারী হস্তে তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে। এ কি করে সম্ভব! এই প্রদীপ্ত জ্যোতিবলয় দ্বারা এত প্রচণ্ড উত্তাপের সৃষ্টি কি করে হল? অথচ জ্যোতির্বলয়ের মধ্যেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন বশিষ্ঠ, তাঁর তো কিছু হচ্ছে না? একি সত্যিই ব্রহ্মশক্তি না অন্যকিছু? তপশ্চারণে এত বিপুল শক্তি কি করে লাভ করা যায়, যার কাছে ক্ষত্রিয়ের দিব্যাস্ত্রও ব্যর্থ হয়ে যায়? বিশ্বামিত্র কিছু ভেবে উঠতে পারছিলেন না। তবে কি সত্যিই তিনি পরাজিত হলেন এই ব্রাহ্মণের কাছে? এই নিরস্ত্র ব্রাহ্মণ শুধুমাত্র ঐ দণ্ডটি সম্বল করে তাঁকে সমগ্র সৈন্যবাহিনীসহ পরাজিত করলেন? ব্রাহ্মণের শক্তি কি ক্ষত্রিয়ের চেয়েও বেশী? বিশ্বামিত্র আর চিন্তা করতে পারছিলেন না। তাঁর মনে হচ্ছিল তিনি মূর্চ্ছা যাবেন। তাঁর পদদ্বয় কম্পিত হচ্ছিল এবং চোখের সামনে পৃথিবীকে ঘূর্ণায়মান মনে হচ্ছিল।

হয়ত পরাজিত হবার অপমানে ও দুঃখে বিশ্বামিত্র মূর্চ্ছাই যেতেন। জীবনে এতবড় মানসিক আঘাত বিশ্বামিত্র এর আগে কোনদিন লাভ করেননি। কিন্তু তাঁর সম্বিত ফিরল বশিষ্ঠের অট্টহাসিতে। সহসা অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন বশিষ্ঠ। অরণ্যাশ্রমের বাতাস কম্পিত করে তিনি সশব্দে হাসতে লাগলেন। হাসতে হাসতেই বললেন—কাণ্বকুজ্যাধিপতি মহারাজ বিশ্বামিত্র! আপনি কি চিন্তা করছেন? আপনি কি বিস্মিত হয়েছেন? নন্দিনীকে লাভ করার জন্য আপনার যুদ্ধ শেষ হয়েছে নাকি আরো বাকী আছে? ক্ষত্রিয়ের পরাক্রম প্রকাশ না করে আপনি স্থির কেন? আপনার দিব্যাস্ত্রসমূহ কি নিঃশেষিত?

ব্যঙ্গভরে বিশ্বামিত্রের প্রতি বাক্যবাণ বর্ষণ করে আবার তীব্র অট্টহাসিতে বাতাস কম্পিত করে তুললেন বশিষ্ঠ। বিশ্বামিত্রের মনে হতে লাগল বশিষ্ঠের ঐ তীব্র অট্টহাসি যেন তাঁর পিঠে কশাঘাত করছে। বশিষ্ঠের প্রতিটি ব্যঙ্গোক্তি যেন তাঁর অন্তরাত্মা ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে। এক অমানুষিক মর্মযন্ত্রনায় তিনি আর্তনাদ করে উঠতে চাইলেন—না এ অসম্ভব, এ হতে পারে না, আমি পরাজিত হইনি। এই নিরস্ত্র ব্রাহ্মণ আমাকে শুধুমাত্র তাঁর ব্রহ্মদণ্ডের সাহায্যে পরাজিত করতে পারেন না।

কিন্তু তাঁর কণ্ঠ দিয়ে কোন শব্দ নিঃসৃত হল না। নিশ্চল পাথরের মত তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন বশিষ্ঠের দিকে তাকিয়ে। যেন কোন সম্মোহণ বিদ্যার প্রভাবে তাঁর

সব চেতনা লুপ্ত হয়েছে। বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের অবস্থা অনুমান করতে পারছিলেন। তিনি বুঝতে পারছিলেন যে বিশ্বামিত্র নিজের পরাজয়কে বিশ্বাস করতে পারছেন না। জীবনের প্রথম পরাজয় তাও এক নিরস্ত্র ব্রাহ্মণের কাছে! বিশ্বামিত্রের মত নৃপতির পক্ষে এই ঘটনা বিশ্বাস করতে পারা অত্যন্ত কঠিন।

বশিষ্ঠ আবার বিশ্বামিত্রকে লক্ষ্য করে বললেন—গাধিনন্দন, কেবলমাত্র আপনার ন্যায় অজ্ঞরাই আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। একজন ব্রহ্মর্ষি আপনার ন্যায় সহস্র নৃপতিকে একাহ্ প্রতিরোধ করতে সক্ষম। ব্রহ্মশক্তির তুলনায় আপনি এবং আপনার শক্তি কত ক্ষুদ্র তা যদি এখনও আপনার বোধগম্য না হয়ে থাকে তাহলে আপনার ঐ উদ্যত তরবারী দ্বারা আমার মস্তকচ্ছিন্ন করার জন্যে আরো একবার চেষ্টা করে দেখুন কি ফললাভ করেন।

বিশ্বামিত্র আর থাকতে পারলেন না। জীবনে কোনদিন কেউ তাঁকে এত তীব্র ব্যঙ্গবিদ্রূপ করেনি। বশিষ্ঠ তাঁকে অজ্ঞ বলছেন এবং এক ক্লীবের ন্যায় আহ্বান করছেন তাঁর মস্তকচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে। তিনি কি এতই দুর্বল এতই ভীরু? বিশ্বামিত্রের চেতনা যেন হঠাৎ ফিরে এল। তিনি শরীরের এবং মনের সমস্ত শক্তি একত্রিত করে তরবারী হস্তে বশিষ্ঠের প্রতি ধাবমান হলেন। কিন্তু না তিনি একটুও অগ্রসর হতে পারলেন না। তার আগেই তাঁর চক্ষুদ্বয়ের সামনে পৃথিবী কম্পিত হতে লাগল এবং তিনি মূর্চ্ছিত হয়ে ভূতলে পতিত হলেন।

—উদ্ধত ক্ষত্রিয়! তীব্র ব্যঙ্গভরে বাক্যটি মূর্চ্ছিত বিশ্বামিত্রের প্রতি নিক্ষেপ করলেন বশিষ্ঠ। তারপর আবার হেসে উঠলেন তীব্র অট্টহাসি সমস্ত অরণ্য কম্পিত করে বশিষ্ঠের সেই অট্টহাসি চতুর্দিকে ছড়িয়ে যেতে লাগল।

প্রতর্দন ও বিশ্বামিত্রের অন্যান্য সঙ্গীরা এতক্ষণ দূরে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের মধ্যে যুদ্ধ। কিন্তু এখন স্বয়ং মহারাজকে মূর্চ্ছিত হতে দেখে প্রতর্দন অত্যন্ত ভীত হয়ে উঠলেন। ব্রহ্মর্ষির ক্রোধে ইতিমধ্যেই কান্যকুব্জের সৈন্যরা পরাজিত হয়ে সংজ্ঞাহীন হয়েছে। এখন স্বয়ং কান্যকুব্জাধিপতি বিশ্বামিত্রও মূর্চ্ছিত হয়ে ভূতলে পতিত। প্রতর্দন বুঝতে পারলেন ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠের ক্রোধ প্রশমিত না হলে আরো বিপদ অপেক্ষা করছে। তিনি আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করে দৌড়ে গিয়ে বশিষ্ঠের পদতলে পতিত হলেন। বিশ্বামিত্র মূর্চ্ছিত হওয়ার পর বশিষ্ঠও এখন অনেক শান্ত। তাঁর দেহের চতুর্দিকে সেই উত্তপ্ত আলোক বলয় অন্তর্হিত হয়েছে। ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ তাঁর ব্রহ্মতেজঃরাশি সংযত করেছেন। তিনি এখন পূর্বের মতই স্বাভাবিক। তাঁর ক্রোধ অন্তর্হিত হয়েছে।

প্রর্তদন তাঁর পদতলে পতিত হয়ে বললেন—ব্রহ্মর্ষি, অপরাধ মার্জনা করুন। মহারাজ বিশ্বামিত্র আপনার এই অপূর্ব গুণসম্পন্ন কামধেনুটিকে দেখে মোহিত হয়েছিলেন। ক্ষণিকের মোহে তিনি এই ধেনুটিকে লাভ করার জন্য আপনার প্রতি অস্ত্রপ্রয়োগ করে অত্যন্ত গর্হিত কর্ম করেছেন। তিনি একজন ব্রহ্মর্ষির সম্যক্ শক্তি সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন না। তাঁর ধারণা ছিল ক্ষত্রিয়ের শক্তিই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ক্ষত্রিয়ের শক্তির উপরে আর কোন শক্তি নেই। কিন্তু এখন সসৈন্যে পরাজিত হয়ে নিশ্চয়ই তাঁর সেই ধারণার পরিবর্তন হয়েছে। তাঁর গর্বও চূর্ণ হয়েছে। আপনার প্রতি ধৃষ্টতার শাস্তি স্বরূপ তিনি নিজেও পরাজিত হয়ে মূর্চ্ছিত হয়েছেন। এবার তাঁকে ক্ষমা করুন এবং পুনরায় তাঁকে ও তাঁর সৈন্যদের সংজ্ঞা ফিরিয়ে দিন। ব্রহ্মর্ষি, অনুগ্রহ করে ক্রোধ পরিহার করুন এবং মহারাজ বিশ্বামিত্রকে সংজ্ঞা লাভ করে নিজ রাজ্যে প্রর্ত্যাবর্তন করতে সহায়তা করুন।

বশিষ্ঠ স্থির দৃষ্টিতে তাকালেন বিশ্বামিত্রের তরুন সেনাপতি প্রর্তদনের দিকে। পদতলে পতিত প্রর্তদনকে দেখে তাঁর মনে করুণার সৃষ্টি হল। স্মিতহাস্যে প্রর্তদনকে উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন—আমি জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মর্ষি। ক্রোধ আমার ধর্ম নয়। আমি কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য সবই জয় করেছি। মহারাজা বিশ্বামিত্র নিজ দোষে আমার ক্রোধ আহরণ করেছিলেন মাত্র। কিন্তু সে ক্রোধ তিনি মূর্চ্ছিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রশমিত হয়েছে। তাঁর এই দুঃখজনক পরিণামে আমি ব্যথিত। কাণ্যকুব্জের সৈন্যদের আমি এখনই সংজ্ঞা ফিরিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু মহারাজা বিশ্বামিত্র কেবলমাত্র নিজ শিবিরে প্রর্ত্যাবর্তন করার পরই সংজ্ঞা ফিরে পাবেন। সৈন্যরা তাঁকে বহন করে তাঁর শিবিরে নিয়ে যাক।

বশিষ্ঠ এক মুহূর্ত থামলেন। তারপর অনতিদূরে রক্ষিত তাঁর কমণ্ডলুটির দিকে এগিয়ে গেলেন। ভূমি থেকে কমণ্ডলুটি হস্তে নিয়ে চতুর্দিকে ভূমিতে পড়ে থাকা কাণ্যকুব্জের সৈন্যদের মধ্যে কমণ্ডলুর জল ছিটিয়ে দিতে লাগলেন এবং প্রর্তদনের দিকে তাকিয়ে বললেন—এই মন্ত্রপূতঃ বারির স্পর্শে এখনই সৈন্যরা পুনরায় সংজ্ঞা ফিরে পাবে।

বশিষ্ঠের বাক্য সমাপ্ত হতে না হতেই কাণ্যকুব্জের সৈন্যদের পুনরায় সংজ্ঞা ফিরে এল এবং তারা ভূমিশয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়িয়ে বিস্ময়ের সঙ্গে বশিষ্ঠকে লক্ষ্য করতে লাগল। সৈন্যদের সংজ্ঞা ফিরে আসতে দেখে প্রর্তদন বিস্ময়ে এবং শ্রদ্ধায় অভিভূত হয়ে গেলেন এবং বশিষ্ঠকে প্রণাম করলেন। বশিষ্ঠ প্রর্তদনকে

আশীর্বাদ করে বললেন—এবার সৈন্যরা মহারাজ বিশ্বামিত্রকে শিবিরে নিয়ে যাক্। শিবিরে প্রত্যাবর্তন করা মাত্রই তাঁর সংজ্ঞা ফিরে আসবে।

প্রর্তদন বিনয়ের সঙ্গে বশিষ্ঠকে বললেন—ব্রহ্মর্ষি, আপনার এই মহানুভবতা তুলনাহীন। যদি তৃষ্ণার্ত হয়ে আজ এখানে না আসতাম তাহলে হয়ত কোনদিন ব্রহ্মশক্তির এই বিচিত্র প্রকাশ প্রত্যক্ষ করতে পারতাম না এবং জানতেও পারতাম না যে সর্বশক্তির শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মশক্তি। হয়ত চিরকাল অন্যদের মতই অজ্ঞ থেকে যেতাম এবং ভাবতাম যে ক্ষত্রিয়ের বাহুবলই সর্বশ্রেষ্ঠ বল। এখন আপনার অনুমতি নিয়ে আমি আপনার আশ্রম থেকে সসৈন্যে প্রস্থান করতে চাই।

বশিষ্ঠ প্রর্তদনকে বললেন—কাণ্বকুব্জের তরুণ সেনাপতি, আপনি নির্বিঘ্নে প্রস্থান করুন। আপনার শিবিরে প্রত্যাবর্তন শুভ হোক্।

প্রর্তদন বশিষ্ঠের অনুমতি লাভ করে সৈন্যদের নির্দেশ দিলেন মহারাজ বিশ্বামিত্রকে বহন করে শিবিরে নিয়ে যাওয়ার জন্য। প্রর্তদনের আদেশ লাভ করে সৈন্যরা সংজ্ঞাহীন বিশ্বামিত্রকে বহন করে শিবিরের দিকে নিয়ে চলল। অন্যরা মৃগয়ায় সংগৃহীত পশু ও অন্যান্য সামগ্রী নিয়ে অরণ্য পথে শিবিরের দিকে অগ্রসর হল। কাণ্বকুব্জ্য বাহিনী এক আশ্চর্য্য যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করে বিষণ্ণ মনে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে লাগল।

অরণ্যে তখন অপরাহ্ন গতপ্রায়। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সন্ধ্যার অন্ধকার নামবে। প্রর্তদন সৈন্যদের দ্রুত অগ্রসর হতে নির্দেশ দিলেন। তিনি ভাবছিলেন বিশ্বামিত্রের মত অপরাজেয় নৃপতির এতদিনের অস্ত্র বিদ্যা কত সহজেই তুচ্ছ প্রমাণিত হল বশিষ্ঠের কাছে। এই মহারণ্যের গভীরে একাকী নিরস্ত্র বশিষ্ঠ লোকচক্ষুর অন্তরালে এত বিপুল শক্তি অর্জন করে সঞ্চিত করছেন কিজন্য? কি তাঁর উদ্দেশ্য? একি শুধুই এক ব্রাহ্মণের তপশ্চর্যা না অন্য কিছু? কি তাঁর উদ্দেশ্য, কি তাঁর কাম্য, কিসের জন্য এক ব্রাহ্মণের এই কৃচ্ছ্র সাধন? তরুণ প্রর্তদন শিবিরের উদ্দেশ্যে যেতে যেতে এইসব কথা ভাবছিলেন। কিন্তু এইসব প্রশ্নের কোন যথাযোগ্য উত্তর তাঁর মনে আসছিল না। বিশ্বামিত্রকে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করেন এবং বিশ্বামিত্রও তাঁকে বিশেষ স্নেহ করেন, তাই বিশ্বামিত্রের এই পরিণামে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত। কিন্তু বশিষ্ঠ? বশিষ্ঠকে এর আগে কোনদিন প্রর্তদন দেখেননি, এমনকি কোনদিন তাঁর নাম পর্যন্ত শ্রবণ করেননি। আজ এই বিজন অরণ্যে তাঁর বিশাল শক্তির প্রদর্শন তাঁকে রীতিমতো আশ্চর্য্যান্বিত করে তুলল। তাঁর কৌতুহলী মনে বহু প্রশ্নের তরঙ্গ ভেসে আসতে

লাগল। কিন্তু কোন প্রশ্নেরই উত্তর তাঁর জানা নেই। তিনি অনেককিছু ভাবতে লাগলেন কিন্তু ভাবনার কোন শেষ না পেয়ে তাঁর মনেহল যে হয়ত ব্রাহ্মণের তপশ্চর্যাই এরকম। শুধু তপশ্চর্যার জন্যই হয়ত বশিষ্ঠের এই কৃচ্ছ্রসাধন। যিনি ব্রহ্মকে লাভ করেছেন, ব্রহ্মের সঙ্গে নিজের আত্মাকে যুক্ত করেছেন তাঁর আর এই পৃথিবীতে কি চাওয়ার থাকতে পারে? তিনি অবশ্যই সর্বপ্রকার পার্থিব কামনার উর্দ্ধে। হয়ত এই কামনাশূন্যতাই তাঁর শক্তির উৎস, ব্রহ্মের সঙ্গে তাঁর আত্মার যোগসূত্র।

প্রর্তদন অন্যমনস্কভাবে বনপথে সঙ্গীদের নিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলেন এবং এইসব চিন্তা করছিলেন। ক্রমে একসময় তাঁরা সংজ্ঞাহীন কাণ্যকুব্জাধিপতি বিশ্বামিত্রকে নিয়ে তাঁদের শিবিরের কাছে এসে পৌঁছলেন। শিবিরের নিকটে পৌঁছে প্রর্তদন সৈন্যদের নির্দেশ দিলেন সংজ্ঞাহীন বিশ্বামিত্রকে শিবিরের ভিতরে নিয়ে গিয়ে তাঁর শয্যায় শুইয়ে দেওয়ার জন্য। সেনাপতির নির্দেশে বিশ্বামিত্রকে বহনকারী সৈন্যরা তাঁকে শিবিরের ভিতরে নিয়ে গিয়ে তাঁর শয্যায় শুইয়ে দিল এবং নিঃশব্দে যে যার শিবিরে ফিরে গেল। শুধু প্রর্তদন, সুহোত্র এবং কেতুমান বিশ্বামিত্রের শয্যাপার্শ্বে বসে অপেক্ষা করতে লাগলেন তাঁর সংজ্ঞা ফিরে আসার।

অন্যদিনের মত মৃগয়া থেকে প্রত্যাবর্তন করে সৈন্যরা আজ মহারাজের নামে জয়ধ্বনি দিল না, বিষণ্ণ চিত্তে তারা নিজ নিজ শিবিরে মহারাজের সংজ্ঞা প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষা করতে লাগল। বহুসংখ্যক সৈন্য বিশ্বামিত্রের শিবিরের বাইরেও অপেক্ষা করতে লাগল কি হয় দেখার জন্য।

শয্যায় শুইয়ে দেওয়ার পর কিছুক্ষণের মধ্যেই বিশ্বামিত্রের জ্ঞান ফিরে এল। তিনি ধীরে ধীরে শয্যায় শয়নরত অবস্থায় চক্ষু উন্মীলিত করলেন। দেখলেন প্রর্তদন, সুহোত্র এবং কেতুমান তাঁর শয্যাপার্শ্বে বসে রয়েছেন। তিনি তাঁদের দিকে অবাক হয়ে তাকালেন একমুহূর্তের জন্য, কিন্তু তারপরেই তাঁর সব মনে পড়ল। তিনি বুঝতে পারলেন যে তাঁর সঙ্গীরা তাঁকে অচৈতন্য অবস্থায় বশিষ্ঠের আশ্রম থেকে তাঁর শিবিরে নিয়ে এসেছেন। মুহূর্তের মধ্যে তীব্র অপমানের জ্বালা তার ধমনীতে ধমনীতে ছড়িয়ে পড়ল। উত্তেজনায় তিনি শয্যার উপরে উঠে বসলেন। প্রর্তদন বুঝতে পারলেন মহারাজের সব মনে পড়েছে, তিনি আবার সংজ্ঞা ফিরে পেয়েছেন।

প্রর্তদন মৃদুস্বরে বিশ্বামিত্রকে বললেন—মহারাজ বিশ্রাম গ্রহণ করুন, উত্তেজিত হবেন না। আপনার এখন বিশ্রাম গ্রহণ করা প্রয়োজন।

বিশ্বামিত্র নিষ্ফল আক্রোশে শয্যায় মুষ্টাঘাত করে বললেন—বিশ্রামের আমার কোন প্রয়োজন নেই প্রর্তদন, বিশ্রাম দিয়ে কি হবে! আমার জীবনে এই প্রথম এবং অদ্ভুত পরাজয়, এ আমি কি করে বিস্মৃত হব। কি করে আমি বিস্মৃত হব যে তোমরা আমাকে অচৈতন্য অবস্থায় বশিষ্ঠের আশ্রম থেকে শিবিরে নিয়ে এসেছ! কি করে আমি বিস্মৃত হব যে এক নিরস্ত্র ব্রাহ্মণ একা শুধুমাত্র তাঁর ব্রহ্মদণ্ডটির সাহায্যে আমার সমস্ত দিব্যাস্ত্র ব্যর্থ করে দিয়েছেন। কোন ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হলে সেই পরাজয় গ্রহণ করা যায়, কিন্তু এ কিরকম পরাজয়, অস্ত্রহীন, সৈন্যহীন এক ব্রাহ্মণের কাছে সসৈন্যে পরাজয়! এ পরাজয় কিভাবে গ্রহণ করব! কিভাবে নিজের মনকে বোঝাব যে আমি পরাজিত! কিভাবে নিজের মনকে নিয়ন্ত্রণ করব! তুমি আমাকে উত্তেজিত হতে না করছ? কিন্তু আমি উত্তেজিত হইনি, আমি বিপর্যস্ত। এই পরাজয়ে আমার সমগ্র সত্বা বিপর্যস্ত। ক্ষত্রিয়রূপে আমার নিজেব অস্তিত্বই আজ আমার নিজের কাছে সন্দেহের বস্তু। যে দীর্ঘ বিশ্বাসের উপর ক্ষত্রিয়রূপে নিজের অস্তিত্ব গড়ে তুলেছিলাম, বশিষ্ঠের কাছে পরাজয়ে আজ মুহূর্তমধ্যেই তা অর্থহীন।

বিশ্বামিত্র আবেগ ও উত্তেজনায় নিজেকে সংযত রাখতে পারছিলেন না। তাঁর শিবিরের বাইরে অপেক্ষমান সৈন্যরা শিবিরের ভিতরে বিশ্বামিত্রকে কথা বলতে শুনে অনুমান করল যে মহারাজের সংজ্ঞা ফিরে এসেছে। তারা উৎসাহিত বোধ করে বিশ্বামিত্রের নামে জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল—মহারাজ বিশ্বামিত্রের জয়, মহারাজ দীর্ঘজীবি হোন, মহারাজের জয় হোক।

শিবিরের বাইরে হঠাৎ নিজের নামে জয়ধ্বনি শুনতে পেয়ে বিশ্বামিত্র এক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন। তারপর হঠাৎ প্রতর্দনের দিকে তাকিয়ে চীৎকার করে উঠলেন—বন্ধ কর এই জয়ধ্বনি। এখনই ওদের চুপ করতে বল। আমি এই জয়ধ্বনির যোগ্য নই, এ অসহ্য!

আবেগে ও উত্তেজনায় বিশ্বামিত্রের মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ ধারণ করল। এক মানসিক যন্ত্রণায় তিনি হস্তদ্বারা নিজের কপাল চেপে ধরে শয্যার উপর উপবেশন করে রইলেন। বিশ্বামিত্রের আদেশ শোনামাত্র প্রতর্দন শিবিরের বাইরে গিয়ে সৈন্যদলকে চুপ করতে বললেন। এর আগে কোনদিন মহরাজের নামে জয়ধ্বনি দেওয়ার সময় কেউ তাদের বাধা দেয়নি। সৈন্যদল প্রর্তদনের এই আদেশে রীতিমত বিস্মিত বোধ করল। অবাক হয়ে তারা সেনাপতির মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারা বুঝতে পারল না হঠাৎ কেন সেনাপতি তাদের মহারাজের

নামে জয়ধ্বনি দিতে না করছেন। কিন্তু সেনাপতির আদেশ অবশ্য পালনীয়। কিছুক্ষণ অবাক হয়ে চুপ করে সৈন্যদল দাঁড়িয়ে রইল মহারাজের শিবিরের সামনে। তারপর ধীরে ধীরে কিঞ্চিৎ মনক্ষুণ্ন হয়েই তারা নিজ নিজ শিবিরে প্রস্থান করল।

সৈন্যদল চলে যাবার পর প্রতর্দন আবার ফিরে এলেন বিশ্বামিত্রের কাছে। নিজ আসনে তিনি নিঃশব্দে উপবেশন করলেন। দেখলেন সুহোত্র এবং কেতুমান নিজ নিজ স্থানে বসে রয়েছেন। কেউ কোন কথা বলছেন না। বিশ্বামিত্র হস্ত দ্বারা কপাল চেপে ধরে বসে রয়েছেন। প্রতর্দন বিশ্বামিত্রকে কোনদিন এরকম অবস্থায় দেখেন নি। বিশ্বামিত্রের মত রাজকীয় ব্যক্তিত্ব এইভাবে একেবারে ভেঙে পড়বেন প্রতর্দনের কাছে তা অবিশ্বাস্য। অস্বস্তিকর নৈঃশব্দ দূর করার প্রচেষ্টায় তিনি বিশ্বামিত্রকে বললেন—মহারাজ ভাগ্যের লিখন কে খণ্ডাতে পারে। পুরুষাকার অপেক্ষাও দৈবশক্তিই শ্রেষ্ঠ। একে মেনে নেওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই। যা ঘটেছে তা বিস্মৃত হন। এখন আমাদের আর কিইবা করার আছে। ভাগ্য বিরূপ থাকলে এরকম অনেক ঘটনাই ঘটে।

সুহোত্র এবং কেতুমানও প্রর্তদনের বাক্য সমর্থন করলেন। সুহোত্র বললেন—হ্যাঁ মহারাজ, ভাগ্য প্রতিকূল ছিল বলেই আজ এরকম অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে। যা ইতিপূর্বে কোনদিন ঘটেনি তা আজ কেন ঘটতে গেল। দৈবের প্রভাবেই এ ঘটনা ঘটেছে। একে শান্ত মনে মেনে নেওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই।

কেতুমানও একই রকম কথা বললেন। তাঁরা তিনজনে মিলে বিশ্বামিত্রকে বিভিন্ন প্রকার বাক্য দ্বারা প্রবোধ দিতে লাগলেন। বিশ্বামিত্র কোন উত্তর না দিয়ে চুপ করে তাঁর তিনজন ঘনিষ্ঠ সঙ্গীর কথা শুনতে লাগলেন। শিবিরের বাইরে তখন অন্ধকার নেমে এসেছে। সৈন্যরা যে যার শিবিরে আলো প্রজ্জ্বলিত করেছে এবং খাদ্য প্রস্তুত কার্যের উদ্যোগ নিচ্ছে। নির্লিপ্ত মহারণ্য আগের মতই স্থির। চারিদিকে ঝিল্লির রব শোনা যাচ্ছে। সৈন্যরাও আজ অস্বাভাবিক রকমের নিশ্চুপ। অন্যদিনের মত খাদ্য প্রস্তুতের সময় তাদের আনন্দ-চীৎকার শ্রবণ করা যাচ্ছে না।

অনেকক্ষণ ধরে নিঃশব্দে সঙ্গীদের নানা কথা শোনার পর বিশ্বামিত্র প্রতর্দনের দিকে তাকিয়ে বললেন—না প্রতর্দন, এ ঘটনা সহজে মেনে নেওয়া যায় না। এ কোন স্বাভাবিক যুদ্ধের ঘটনা নয়। একজন ক্ষত্রিয়ের কাছে আরেকজন ক্ষত্রিয়ের পরাজয়ের ঘটনা এ নয়। এই পরাজয় এক শক্তির কাছে অন্য শক্তির পরাজয়।

ব্রহ্মশক্তির কাছে ক্ষাত্রশক্তির পরাজয়। যে ক্ষাত্রশক্তির পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ অধিকার, যে ক্ষাত্রশক্তি পৃথিবী শাসন করে, পৃথিবীকে পালন করে, ক্ষত্রিয়ের সেই মহান্ শক্তি পরাজিত হয়েছে ব্রহ্মশক্তির কাছে। আজন্ম জেনে এসেছি পৃথিবীতে ক্ষত্রিয়ের শক্তিই শ্রেষ্ঠ, ক্ষত্রিয়ের বলই বল, বাকী সব তুচ্ছ ক্ষত্রিয়ের শক্তির কাছে। জয়ে, মহান বিশালত্বে ও প্রাচুর্যে শক্তিমান ক্ষত্রিয় এই পৃথিবার শিরোমণি। ক্ষত্রিয়ের আলোকেই পৃথিবী আলোকিত হয়, ক্ষত্রিয়ের গৌরবেই পৃথিবী গৌরবান্বিত হয়। এই পৃথিবীতে ক্ষত্রিয়ের কথাই শেষ কথা, ক্ষত্রিয়ের শক্তিই শেষ শক্তি। কিন্তু আজ একি হল? এই মহারণ্যের অভ্যন্তরে একি ঘটল! কেন আমি সসৈন্যে এমন অদ্ভুত ভাবে পরাজিত হলাম? কেন আমার ও সৈন্যদের সমস্ত অস্ত্র ব্যর্থ হল? বহুকষ্টে অর্জিত আমার দৈবাস্ত্র সমূহ কি করে তুচ্ছ পরিগণিত হল? সর্বশেষ, কি করে আমি মূর্ছিত হলাম? এসব নিশ্চয়ই কোন সাধারণ ঘটনা নয়, এসবই এক অতি অসাধারণ শক্তির প্রকাশ; যা বশিষ্ঠ অবশ্যই আহরণ করেছেন তপশ্চারণা ও কৃচ্ছ্রসাধনের মাধ্যমে। আর বশিষ্ঠের দেহ ও মুখমণ্ডলের চতুর্দিকে ঐ উত্তপ্ত আলোক বলয়! কি অদ্ভুত তার প্রকাশ, কি তার উত্তাপ ও কি তার ঔজ্জ্বল্য। এ কোন্ শক্তি যার দ্বারা একাকী নিরস্ত্র অবস্থায়ও পৃথিবী জয় করা যায়? এ কোন অসাধারণ শক্তি যার পদতলে মস্তক অবনত করতে বাধ্য হয় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়ও? এই কি ব্রহ্মশক্তি?

বিশ্বামিত্র এক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন। অন্যমনস্ক ভাবে তাকিয়ে রইলেন তাঁর সঙ্গীদের মুখের দিকে। প্রর্তদন, সুহোত্র এবং কেতুমান তিনজনেই কোন প্রত্যুত্তর না দিয়ে চুপ করে বিশ্বামিত্রের কথা শ্রবণ করছিলেন। কিছুক্ষণ পর বিশ্বামিত্র আবার বলতে শুরু করলেন, অনেকটা যেন আর্তনাদের স্বরে—ওঃ, কি ভ্রান্ত বিশ্বাসের উপরেই না জীবনের ভিত্তি স্থাপন করেছিলাম। কত সহজেই সামান্য একটি মৃদু আঘাতেই চূর্ণ হয়ে গেল এই অবিশ্বাসের উপর গড়ে তোলা ক্ষাত্রশক্তির প্রাসাদ। এতদিন শুধু নিজেই নিজেকে বোকা বানিয়েছে এবং ভ্রান্ত এক অহমিকাবোধে আত্মশ্লাঘা অনুভব করেছি। অথচ এত দুর্বল আমি, আমার শক্তি এত হীন তা আগে কোনদিন জানতে পারিনি। ব্রহ্মশক্তি কি আমি তা জানি না, ব্রহ্মজ্ঞানও আমার নেই। তবে আজ এটুকু অনুভব করেছি যে আমার এই পার্থিব জ্ঞানের বাইরে এক বিশাল, বিপুল রহস্যময় জগৎ রয়েছে যার অস্তিত্ব আমার মত অহংবোধে আচ্ছন্ন অতি ক্ষুদ্র নৃপতিদের অজ্ঞাত। অনুগত প্রজাদের প্রণাম, উৎসর্গীকৃত সৈন্যদের আত্মদান, সুন্দরী রমনী ও বিপুল ঐশ্বর্য্যের চাক-

চিক্যে আমার সূর্য উদিত হয় এবং অস্ত যায়। আমি কি করে জানব, কিভাবে আমি বুঝব যে এই স্বার্থপর অতি ক্ষুদ্র গণ্ডীর বাইরেই রয়েছে প্রকৃত শক্তির উৎস। নিজেকে এতদিন সুখী মনে করেছি, আমার মত সুখী কেউ নেই ভেবে গর্ব অনুভব করেছি। হায়! কত দুর্বল ছিল আমার সেই সুখের গর্ব। অন্ধের হস্তি দর্শনের ন্যায় অসম্পূর্ণকেই সম্পূর্ণ মনে করেছি। পুচ্ছ স্পর্শ করে ভেবেছি সম্পূর্ণ হস্তিকেই জেনে ফেলেছি। কিন্তু আজ অন্ধের আত্মোপলব্ধি হয়েছে, আমি বুঝেছি যে আমি প্রকৃতই এক হীনশক্তি সাধারণ নৃপতি। আমার অস্ত্রগৌরব, আমার শৌর্য্য, আমার এই শাণিত তরবারী এসবই সেই আশ্চর্য্য রহস্যময় শক্তির কাছে শিশুর খেলনামাত্র। অথচ জীবনের এই চরম সত্য, এই চরম শক্তির কোনো অস্তিত্বই আমার কাছে এতদিন ছিল না এবং আমি সুখী ছিলাম। আর আজ যে মুহূর্তে এর অস্তিত্ব আমাব কাছে প্রকাশ পেল, সেই মুহূর্ত থেকেই আমি অসুখী হলাম। সেই মুহূর্তেই আমার আজন্ম সঞ্চিত অজ্ঞতা সামনে ভেসে এল এবং সুখ অন্তহিত হল। এখন আমি চূড়ান্ত অসুখী, দুঃখই এখন আমার আত্মা। এখন আমি অনুভব করছি জ্ঞানই সুখের শত্রু, জ্ঞানই মানুষের সুখ হরণ করে। পৃথিবীতে অজ্ঞান ব্যক্তিই সবচেয়ে সুখী, কারণ সে তার ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতরেই আবদ্ধ থাকে এবং নিজের অজ্ঞানতা তার নিজের কাছে প্রকাশ পায় না। যতদিন আমি এই শক্তির স্বরূপ জ্ঞাত হইনি ততদিন আমিও সুখী ছিলাম, নিজের অজ্ঞানতা নিজের কাছে প্রকাশ পায়নি। কিন্তু এখন? এখন আমি আমার দুঃখের চেয়েও বেশী দুঃখী।

আবার একটু থামলেন বিশ্বামিত্র। অন্যমনস্ক হয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। প্রতর্দন, সুহোত্র এবং অন্যান্যরা কি বলবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। মহারাজের এত ভাবাবেগ তাঁরা কোনদিন প্রত্যক্ষ করেননি। তাঁরা কোন কথা না বলে চুপ করেই রইলেন।

বিশ্বামিত্র আবার বলতে শুরু করলেন অনেকটা স্বগোতক্তির মতই—ওঃ সত্যের কি নির্মম প্রকাশ প্রত্যক্ষ করলাম আজ। এই পৃথিবীতে চূড়ান্ত সত্য বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব আছে কিনা আমি জানি না। বোধ হয় সত্য এবং তার প্রকাশ প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনেই পৃথক। আমার চূড়ান্ত এবং নির্মম সত্য হল এই যে আমি একজন হীন নৃপতি, অতিহীন বশিষ্ঠের মত একজন নিরস্ত্র দণ্ডসর্বস্ব ব্রাহ্মণের চেয়েও হীন এবং সাধারণ। সত্য এবং দুঃখ মানুষের জীবনেরই অঙ্গ। কিন্তু এ কিরকম সত্য যা প্রবল ঝঞ্ঝার মতো এক আঘাতে

আজন্ম লালিত বিশ্বাসকে ধূলায় মিশিয়ে দিয়ে যায়? সুসজ্জিত সুখী জীবনকে এক মুহূর্তে দুঃখে নিমজ্জিত করে যায়, দুঃখেরই অঙ্গ করে তোলে? সত্যের প্রকাশ কি চিরকালই এরকম নির্মম? সত্য কি শুধু দুঃখই দেয়, একটুও আনন্দ দান করেনা? কি করে এত দুঃখ আমার জন্যে সঞ্চিত ছিল? আর দুঃখের মধ্যে দিয়ে যে আত্মপোলব্ধি হল তা যদি সত্যোপলব্ধি হয় তবে তাকে কেন আমার মন গ্রহণ করতে পারছে না? কেন আমি শান্তমনে মেনে নিতে পারছিনা এই পরাজয়কে? জয় এবং পরাজয় উভয়কে সমভাবে গ্রহণ করাই প্রকৃত ক্ষত্রিয়ের ধর্ম কিন্তু আমি কেন এই পরাজয়কে গ্রহণ করতে পারছি না? আমার ক্ষত্রিয় স্বত্বা কোথায় গেল? সে কি বিধ্বস্ত হল না অবলুপ্ত হল চিরকালের মত? প্রথম পরাজয়কেও তো পরাজয় বলে স্বীকার করে নেওয়া উচিত। কিন্তু আমি তা কিছুতেই পারছিনা কেন?

বিশ্বামিত্র একটু চুপ করে সঙ্গীদের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। প্রর্তদনকে বিশ্বামিত্র বিশেষ স্নেহ করতেন বলে বিশ্বামিত্রের উপর প্রর্তদনেরও বিশেষ একটু অধিকার ছিল। সেই অধিকারের বলেই প্রর্তদন সাহস করে এবার কথা বললেন।

বিশ্বামিত্রকে তিনি বললেন—মহারাজ, প্রত্যেক মানুষের জীবনেই প্রথম ঘটনা একটি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। আপনার জীবনে এই প্রথম পরাজয়। এর আগে কোনদিন কোনভাবেই আপনি পরাজিত হন নি। তাই এই পরাজয় আপনার কাছে একটি মানসিক আঘাত স্বরূপ। এই পরাজয়ের জন্য আপনার মন প্রস্তুত ছিল না। অপ্রত্যাশিত ভাবে হঠাৎ কয়েক মুহূর্তের মধ্যে এক অদ্ভুত যুদ্ধে আপনার পরাজয় হয়েছে। এত দ্রুত এবং অপ্রত্যাশিত ভাবে পরাজিত হওয়ার ফলেই আপনার মনে এক তীব্র আঘাত লেগেছে এবং সেইজন্যই আপনার মন এই পরাজয় এবং তার আকস্মিকতাকে স্বীকার করে নিতে পারছে না। কোন আকস্মিক ঘটনাকে মেনে নেওয়া প্রত্যেক মানুষের পক্ষেই কঠিন। তার উপর এইরকম আকস্মিক পরাজয়—একে ঘটনা না বলে দুর্ঘটনা বলাই সঙ্গত। কোন্ মন মেনে নিতে পারে এই দুর্ঘটনা? আপনার ক্ষত্রিয় স্বত্বা বিধ্বস্ত হয় নি এবং অবলুপ্তও হয়নি চিরকালের মত। শুধু ঘটনার আকস্মিকতায় কিছুটা দিশাহারা হয়েছে মাত্র। মহারাজ মন স্থির হলেই এই আঘাত এবং দুঃখ দূর হয়ে যাবে এবং আপনি আবার আপনার ক্ষত্রিয় স্বত্বায় ফিরে আসবেন। এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা মাত্র। একমাত্র সময়ই পারে এই মানসিক আঘাতের উপর শান্তির প্রলেপ লেপন করতে।

প্রর্তদনকে কথা বলতে দেখে এবার সুহোত্রও একটু সাহস পেলেন কিছু বলার। দ্বিধাগ্রস্থভাব কাটিয়ে উঠে তিনি বললেন—মহারাজ, মানুষের মন তা যতই মহান্ হোক, দুঃখে এবং আঘাতে বিচলিত হবেই। কিন্তু অন্যান্য মানসিক ভাবের মতই মনের এই বিচলিত ভাবও একান্ত ভাবেই সাময়িক। কিছু সময় অতিবাহিত হলেই এই বিচলিতভাব ধীরে ধীরে আপনা থেকেই প্রশমিত হয়ে যাবে। মহারাজ এই পৃথিবীতে কোন কিছুইতো চিরস্থায়ী নয়। তাহলে আনন্দ, দুঃখ অথবা আঘাতের ন্যায় মানসিক ভাবই বা স্থায়ীত্ব লাভ করবে কেন? অন্যান্য সবকিছুর ন্যায় এইসব মানসিকভাবও যথাসময়ে বিলীন হয়ে যেতে বাধ্য। তার উৎস যতই আকস্মিক হোক না কেন! সেনাপতি প্রর্তদনের কথাই ঠিক—এই পরাজয়ের জন্য আপনার মন প্রস্তুত ছিলনা বলেই পরাজয়ের আকাস্মিকতায় আপনার মন আঘাত প্রাপ্ত হয়েছে।

আপনার মন যা গ্রহণ করতে পারছে না তা পরাজয় নয়, পরাজয়ের আকস্মিকতা মাত্র। আপনি ক্ষত্রিয়, মহান্ ক্ষত্রিয় বংশে আপনার জন্ম। আপনার ধমণীতে যে মহান্ বংশের লোহিতকণা প্রবহমান একমুহূর্তের এই সামান্য আঘাতে তার স্বত্বাবিধ্বস্ত বা অবলুপ্ত হতে পারে না। ক্ষণকাল পরেই আপনার ক্ষত্রিয়স্বত্বা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে। যে মহান্ উত্তরাধিকার আপনার লোহিতকণা বহন করছে সে তার স্বরূপ ফিরে পাবে, নিজের অস্তিত্ব প্রমাণ করবে এবং এই পরাজয়ের কারণ অনুসন্ধান করে তাকে জয় করতে চাইবে। মহারাজ আপনার বর্তমান মানসিক অবস্থা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত। শুধু একে শান্তমনে গ্রহণ করুন এবং নিজের ক্ষত্রিয়স্বত্বা পুনর্বার প্রকাশে উদ্যোগী হন। যে শক্তি আপনাকে পরাভূত করেছে তাকে জয় করুন। প্রকৃত ক্ষত্রিয় কখনও চিরকালের জন্য পরাজিত হয় না। যে শক্তি তাকে পরাজিত করে, প্রকৃত ক্ষত্রিয় আমৃত্যু সেইশক্তিকে জয়ের চেষ্টা করে এবং জয় করতে না পারলে জয়ের প্রচেষ্টায় প্রাণ ত্যাগ করে। মহারাজ এসবই আপনার শিক্ষা, এসব আমার কথা নয়। বাল্যকাল থেকেই আপনার উপদেশ এবং শিক্ষা গ্রহণ করেছি, পিতৃস্নেহে এবং কঠোরতায় আপনিই আমাদের মধ্যে উপযুক্ত ক্ষত্রিয়ের মানসিকতা গঠন করে তুলেছেন। কাজেই আজ এই মুহূর্তে আপনাকে কোনো উপদেশ প্রদান করার মত ধৃষ্টতা আমার নেই। শুধু একটিই প্রার্থনা, এই সাময়িক দুর্বলতাকে জয় করুন এবং দৃঢ় হন ও পুনরায় নিজের ক্ষত্রিয় স্বত্বায় প্রত্যাবর্তন করুন।

সুহোত্র এই কথা বলে চুপ করলেন এবং বিশ্বামিত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

বোধহয় সুহোত্রর কথা বিশ্বামিত্রের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে থাকবে। বিশ্বামিত্র তাঁর শয্যা থেকে নেমে শিবিরের মধ্যে পদচারণা করতে লাগলেন। প্রর্তদন, কেতুমান এবং সুহোত্র নিজ নিজ আসনে কোন কথা না বলে উপবেশন করে রইলেন। তাঁরা মহারাজের ভাব পরিবর্তন লক্ষ্য করছিলেন। কিছুক্ষণ পদচারণা করে বিশ্বামিত্র আবার তাঁর শয্যায় এসে বসলেন এবং সুহোত্রর দিকে তাকিয়ে দৃঢ় এবং গম্ভীর ভাবে বললেন—হ্যাঁ সুহোত্র, তুমি ঠিকই বলেছ। প্রকৃত ক্ষত্রিয় কখনও চিরকালের জন্য পরাজিত হয় না। আমিও হবনা। এই পরাজয়ের গ্লানি সারাজীবন বহন করে আমি জীবিত থাকব না। আমি এই শক্তিকে জয় করব। এই শক্তিকে জয়ের প্রচেষ্টায় আমি আমার অবশিষ্ট জীবন ও শক্তি নিয়োজিত করব। আমাকে অনুসন্ধান করতে হবে, আমাকে জানতে হবে এই শক্তির উৎস কোথায়? আমি এই শক্তির উৎসে পৌছাতে চাই। জীবনরহস্যের এক নূতন দ্বার আমি উন্মুক্ত করতে চাই।

কথার মাঝখানেই আবার হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন বিশ্বামিত্র। একটু চুপ করে থেকে আবার পদচারণা শুরু করলেন। প্রর্তদন, কেতুমান এবং সুহোত্র নিঃশব্দে মহারাজকে লক্ষ্য করতে লাগলেন। মহারাজের দৃঢ় মনোভাব আবার ফিরে আসছে দেখে তাঁরা মনে মনে আনন্দিত বোধ করতে লাগলেন।

বিশ্বামিত্র আবার বলতে লাগলেন—যদি বশিষ্ঠ এই শক্তি অর্জন করতে পারেন তবে আমিই বা পারব না কেন? আমি এই শক্তি দ্বারাই বশিষ্ঠকে পরাজিত করে আমার পরাজয়ের প্রতিশোধ নেব। আমাকে এই শক্তি অবশ্যই অর্জন করতে হবে। এই শক্তির উৎস যেখানেই হোক্‌না কেন আমি সেই উৎস স্পর্শ করবই।

এতক্ষণ সুহোত্র, প্রর্তদন ও কেতুমান নিঃশব্দে মহারাজের কথা শ্রবণ করছিলেন। কিন্তু এবার মহারাজের কথা শুনে তাঁদের মুখের ভাব পরিবর্তন হল। তাঁরা অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে উঠলেন। কি করে মহারাজ এই শক্তি অর্জন করবেন? কেতুমান এতক্ষণ কোন কথা বলেননি। অত্যন্ত সংযমের সঙ্গে তিনি বিশ্বামিত্রের বাক্য শ্রবণ করছিলেন। কিন্তু এখন তিনিও আর থাকতে পারলেন না। বিস্মিত হয়ে মহারাজ বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন—কিন্তু মহারাজ কি করে আপনি এই শক্তি অর্জন করবেন? বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ, তাই তিনি

সক্ষম হয়েছেন এই ব্রহ্মশক্তি অর্জন করতে। কিন্তু ক্ষত্রিয় হয়ে আপনি কি করে ব্রহ্মশক্তি অর্জন করবেন ?

বিশ্বামিত্র ঘুরে দাঁড়ালেন কেতুমানের মুখোমুখি। দৃঢ়স্বরে বললেন— কেতুমান, এই পৃথিবীতে মানুষ যা কিছু অর্জন করে নিজের কর্মদ্বারাই অর্জন করে। ব্রাহ্মণের পুত্র হলেও তাঁকে কর্মদ্বারাই ব্রাহ্মণত্ব অর্জন করতে হয়। বশিষ্ঠও নিজ কর্মদ্বারাই ব্রাহ্মণত্ব অর্জন করেছেন, এই বিস্ময়কর ব্রহ্মশক্তি অর্জন করেছেন। আমিও নিজ কর্মদ্বারাই এইশক্তি অর্জন করব।

কেতুমানের বিস্ময় তবু দূর হল না। তিনি পূর্বের মতই বিস্মিত কণ্ঠে বললেন —কিন্তু মহারাজ ব্রাহ্মণের কর্মতো তপশ্চর্যা, যাগযজ্ঞ। বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ বলেই তপশ্চর্যা ও যাগযজ্ঞাদি করতে পেরেছেন। এবং তপশ্চর্যা ছাড়া ব্রহ্মশক্তি অন্য কোনো উপায়েই লাভ করা যায় না। ক্ষত্রিয় হয়ে কোন্ কর্মদ্বারা আপনি ব্রহ্মশক্তি লাভ করবেন ?

বিশ্বামিত্রের মুখমণ্ডল দৃঢ় হল। শান্ত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে তিনি কেতুমান, সুহোত্র এবং প্রর্তদনের দিকে দৃষ্টিপাত করে উত্তর দিলেন—ক্ষত্রিয় হয়েও আমি তপশ্চর্যা দ্বারাই ব্রহ্মশক্তি লাভ করব। যে কর্ম বশিষ্ঠ আগে করেছেন, সেই কর্ম আমি এখন করব। আমি তপশ্চর্যা দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে ব্রাহ্মণ হব।

শিবিরের উপরে বজ্রপাত হলেও এত বিস্মিত হতেন না প্রর্তদন, সুহোত্র এবং কেতুমান। বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্ব লাভের সঙ্কল্প শুনে তাঁরা চমকিত হয়ে উঠলেন। তাঁদের তিনজনের মুখদিয়েই সমস্বরে বেরিয়ে এল একটিমাত্র কথা— অসম্ভব।

কেতুমান বিশ্বামিত্রকে বললেন—এ অসম্ভব মহারাজ। তপশ্চর্যায় ক্ষত্রিয়ের কোন অধিকার নেই। আর তাছাড়া আপনি কাণ্যকুব্জের অধিপতি। রাজকার্য্যে আপনি সদা ব্যস্ত থাকেন। কখন কি করে আপনি নিজেকে তপশ্চর্যায় নিয়োজিত করবেন ? আপনি তপশ্চর্যায় রত হলে রাজকার্য্য কে পরিচালনা করবে ? কাণ্যকুব্জের কি হবে ?

কেতুমানের কথাশুনে বিশ্বামিত্রের দৃঢ় মুখমণ্ডলে এবার স্মিতহাসির রেখা ফুটে উঠল। তিনি বললেন—এত উদ্বিগ্ন হয়োনা কেতুমান। এই পৃথিবীতে সবই সম্ভব। তপশ্চর্যায় ক্ষত্রিয়ের অধিকার নেই এটা আমি জানি। কিন্তু তুমি কি বিস্মৃত হয়েছ যে অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ করার স্পর্ধা একমাত্র ক্ষত্রিয়েরই আছে ? একমাত্র ক্ষত্রিয়ই বলপূর্বক অন্যের অধিকার হরণ করে ? তাহলে

ক্ষত্রিয় কেন ব্রাহ্মণের অধিকার স্পর্শ করতে পারবে না? কেন সে জয় করতে পারবে না সেই শক্তি যাতে একমাত্র ব্রাহ্মণেরই অধিকার? আমি ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক ঔদ্ধত্য' বশঃতই আমি ব্রাহ্মণের অধিকারে হস্তক্ষেপ করব এবং ব্রাহ্মণত্বকে জয় করব। তরবারির বদলে অধিকতর শক্তিশালী ব্রহ্মদণ্ডকে গ্রহণ করব। বশিষ্ঠের সমকক্ষ হয়ে তাঁর মুখোমুখি দণ্ডায়মান হয়ে অবজ্ঞার উপযুক্ত প্রত্যুত্তর প্রদান করব। বশিষ্ঠের ন্যায় আমিও ব্রহ্মর্ষি হব।

বশিষ্ঠের আশ্রমের ন্যায় আমার আশ্রমেও শরৎকালে বসন্ত বিরাজ করবে। চিরবসন্তের মৃদুমন্দ বায়ুতে মিশ্রিত থাকবে সুগন্ধ পুষ্পের সৌরভ।

—আশ্রম? আপনার আশ্রম? বিশ্বামিত্রের কথার মাঝখানেই প্রশ্ন করে উঠলেন প্রর্তদন। সংযম আর তাঁর বিস্ময়কে ধরে রাখতে পারছিলনা।

—বিস্মিত হয়োনা প্রর্তদন। বিশ্বামিত্র শান্তকণ্ঠে প্রর্তদনকে বললেন। ব্রহ্মর্ষির উপযুক্ত স্থানতো আশ্রমই, রাজসিংহাসন নয়। রাজসিংহাসন তুচ্ছ দুর্বল নৃপতিদের জন্য। সর্বত্যাগী, সর্বশক্তিমান ব্রহ্মর্ষি, নির্জন আশ্রমছাড়া আর কোথায় বিচরণ করবেন?

—কিন্তু তাহলে কাণ্বকুব্জ্যের কি হবে? কাণ্বকুব্জ্যকে কে পরিচালনা করবে? আমরা কার আশ্রয়ে থাকব? প্রর্তদন বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন।

প্রর্তদনের কণ্ঠে এখন ভয়ের আভাস সুস্পষ্ট। বিস্ময় কেটে গিয়ে এক অজানাভীতি এখন গ্রাস করছে কাণ্বকুব্জ্যের তরুণ সেনাপতিকে। বিশ্বামিত্রের বাক্যসমূহের মধ্যে তিনি এক বিপর্যয়ের ইঙ্গিত পাচ্ছেন। প্রর্তদন স্পষ্ট বুঝতে পারছেন যে বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠের ন্যায় ব্রহ্মর্ষি হবার আকাঙ্খায় রাজ্য ও রাজত্ব ত্যাগ করে অরণ্যে তপশ্চর্যা করার সংকল্প গ্রহণ করেছেন।

বিশ্বামিত্রকে প্রর্তদন বাল্যকাল থেকে জানেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তিনি দীর্ঘকাল ধরে পরিচিত। তিনি জানেন যে বিশ্বামিত্রের আপাত মধুর ব্যক্তিত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে ক্ষত্রিয়সুলভ এক লৌহকঠিন দৃঢ়তা। এই দৃঢ়তাই বিশ্বামিত্রের চরিত্রের মেরুদণ্ড। কোন সঙ্কল্প একবার বিশ্বামিত্র গ্রহণ করলে সেই সঙ্কল্পে না পৌঁছে কিছুতেই তিনি তা পরিত্যাগ করবেন না, সেই সঙ্কল্প যত কঠিনই হোক না কেন। বিশ্বামিত্রের চরিত্রের এইদিকটি প্রর্তদন জ্ঞাত ছিলেন বলেই এক অজানা আশঙ্কায় তাঁর বক্ষ কম্পিত হয়ে উঠল। বিবর্ণমুখে তিনি বিশ্বামিত্রের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

বিশ্বামিত্র আগের মতই শান্ত, স্থির এবং নিরুদ্বিগ্ন। ধীর পদক্ষেপে পূর্বের মতই

শিবিরের মধ্যে তিনি পদচারনা করতে লাগলেন। প্রর্তদনের উদ্বিগ্ন প্রশ্নের তৎক্ষণাৎ কোন উত্তর দিলেন না। কিছুক্ষণ শিবিরের মধ্যে নিস্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগল, বাইরের বিশাল অরণ্যের মতই। ক্রমশঃ বিশ্বামিত্রের দৃঢ় মুখমণ্ডল আরো দৃঢ় হয়ে উঠল। কিছুক্ষণ চিন্তিতভাবে পদচারনা করার পর তিনি প্রর্তদনের দিকে তাকালেন।

বললেন—শোনো প্রর্তদন, আমি মনস্থির করে ফেলেছি। ব্রহ্মজ্ঞান আমাকে লাভ করতেই হবে, ব্রহ্মর্ষি আমি হবই। এই রাত্রি প্রভাত না হতেই, তার তৃতীয় প্রহরে আমি এই শিবির ত্যাগ করে অরণ্যের মধ্যে দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হব তপশ্চর্যার উপযুক্ত স্থান অন্বেষণে। উপযুক্ত স্থান লাভ করলে সেখানে আমি নির্মান করব এক পর্ণাশ্রম। সেই পর্ণাশ্রমে অবস্থান করে আমি শুরু করব আমার তপশ্চর্যা। যতদিন না ব্রহ্মলাভ হয় ততদিন চলবে আমার এই সাধনা। এ হবে ক্ষত্রিয়ের এক নূতন অভিযান। ক্ষত্রিয় পররাজ্যে অভিযান করে জয়ের আশায়। আমিও ব্রহ্মরাজ্যে অভিযান করব ব্রহ্মকে জয়ের আশায়। সৈন্যছাড়া, অস্ত্রহীন একক ক্ষত্রিয়ের পররাজ্যে অধিকার স্থাপনের জন্য এ হবে এক অভিনব যাত্রা, এক অভিনব রণ। এ অভিযান শেষ হবে শুধু সেদিনই যেদিন ঐ অলৌকিক ব্রহ্ম জগতের কঠিন বন্ধ দ্বার আমার তপশ্চর্যার আঘাতে উন্মুক্ত হবে। ব্রহ্মজগতে প্রবেশের চাবিকাঠি আমার হস্তগত হবে আর সমগ্র জগৎ চমৎকৃত হয়ে আমার পদতলে মস্তক স্থাপন করে বলবে, "ধন্য, ধন্য, ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্র"।

বিশ্বামিত্রকে এই মুহূর্তে খানিকটা উদ্দীপ্ত দেখাচ্ছিল। যেন যে সঙ্কল্প তিনি গ্রহণ করেছেন সেই সঙ্কল্পে পৌছানোর দৃঢ়তা সম্বন্ধে তাঁর মন নিশ্চিত। একটু থামলেন বিশ্বামিত্র। কোন কথা না বলে কিছুক্ষণ পদচারণা করলেন।

তারপর আবার বলতে শুরু করলেন—কাণ্যকুব্জের জন্য তোমরা চিন্তা কোর না। কাণ্যকুব্জের ভাগ্যে যা আছে তা হবেই, যেমন আমার ভবিতব্য আমি খণ্ডন করতে পারিনি তেমনি কাণ্যকুব্জের ভবিতব্য তোমরা খণ্ডন করতে পারবে না। ভূমি চিরকালই ক্ষত্রিয়ের অধিকারে থাকে। কাজেই আমি কাণ্যকুব্জ, পরিত্যাগ করে চলে গেলেও কাণ্যকুব্জ কোন না কোন ক্ষত্রিয়ের অধিকারেই থাকবে। সে আমার পুত্রই হোক্ অথবা অন্য কেউ। আমি কাণ্যকুব্জ রাজ্য ও তোমাদের সবাইকে পরিত্যাগ করে চলে যাবার পর তোমরা আগামীকাল প্রভাতে এখান থেকে সবাইকে নিয়ে কাণ্যকুব্জে প্রত্যাবর্তন করবে। সেখানে গিয়ে কান্যকুব্জবাসীদের বশিষ্ঠের সঙ্গে যুদ্ধে আমার পরাজয়ের ঘটনা আনুপূর্বিক বর্ণনা করে তাদের উদ্দেশ্যে

আমার এই বার্তা নিবেদন করে বলবে,—হে কাণ্যকুব্জবাসীগণ, তোমাদের পরম প্রিয় নৃপতি মহারাজ বিশ্বামিত্র তোমাদের উদ্দেশ্যে এই বার্তা নিবেদন করেছেন এবং শান্ত মনে একে গ্রহণ করতে বলেছেন। তিনি তোমাদের উদ্দেশ্যে বলেছেন— "হে আমার অতি প্রিয় কাণ্যকুব্জের প্রজাগণ! আমি দীর্ঘকাল নৃপতি হিসাবে তোমাদের শাসন করেছি। আমার এই দীর্ঘ শাসনকালে কখনও কোথাও তোমাদের আনুগত্যের অভাব লক্ষ্য করিনি। তোমাদের আনুগত্য এবং ভালবাসাই আমাকে সার্থকভাবে রাজ্য পরিচালনায় সাহায্য করেছে। কান্যকুব্জের বর্তমান সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি তোমাদের জন্যই সম্ভব হয়েছে। তোমরা সব সময়েই আমার আদেশ যথাযথভাবে পালন করেছ। নিজভূমিতে জন্ম, জীবন এবং মৃত্যু সার্থক করে তুলেছ। ক্ষত্রিয় হিসাবে আমি তোমাদের জন্য গর্ববোধ করি। এই মহান্ ভূমিতে জন্মগ্রহণ করে তোমাদের মাঝে সার্থকভাবে জীবন অতিবাহিত করতে পারে আমি সুখী ও ধন্য হয়েছি। বহু বৎসর আমি সুখে রাজ্য পরিচালনা করেছি। কাণ্যকুব্জের সুখ ও সমৃদ্ধির অংশগ্রহণ করেছি। এ সবই ক্ষত্রিয়ের পক্ষে পরম সৌভাগ্যের ও গর্বের বিষয়। এই সৌভাগ্য ও গর্ব নিয়ে তোমাদের মাঝে চিরকাল অবস্থান করতে পারলে আনন্দিতই হতাম, হয়ত অবস্থান করতামও। কিন্তু মানুষের ভাগ্য সততই পরিবর্তনশীল! পরম শক্তিমান ক্ষত্রিয়ও নিজের ভবিতব্যকে খণ্ডন করতে পারে না। সেইজন্যই যুদ্ধক্ষেত্রে দুই ক্ষত্রিয় প্রধানের মধ্যে একজনকে ভাগ্যের বিরূপতা স্বীকার করে পরাজয় বরণ করতে হয়। জয় এবং পরাজয় ক্ষত্রিয়ের ভবিতব্য, এই ভবিতব্যকে খণ্ডন করার সাধ্য কারুর নেই। তাই আপন ভাগ্যের সহসা পরিবর্তনে আমিও পরাজিত হয়েছি এক নিরস্ত্র ব্রহ্মদণ্ড সর্বস্ব ঋষির কাছে। কোন ক্ষত্রিয়ের অসির আঘাতে আমি পরাজিত হয়নি। আমাকে পরাজিত করেছেন বশিষ্ঠ নামে এক ব্রহ্মর্ষি তাঁর অলৌকিক ব্রহ্মশক্তির দ্বারা। আমি সেই পরাজয়কে আমার ক্ষাত্রশক্তির দ্বারা প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হয়েছি। ক্ষত্রিয় জীবনে এ আমার প্রথম পরাজয়, প্রথম ব্যর্থতা। কিন্তু ক্ষত্রিয়ের জীবনে পরাজয় কখনও চিরস্থায়ী হয় না। ক্ষত্রিয় নিজেকে পরাজয়ের গ্লানিমুক্ত করার উদ্যোগ নেয়। তাই আমিও উদ্যোগ গ্রহণ করেছি নিজেকে এই পরাজয়ের গ্লানি থেকে মুক্ত করার জন্য। কিন্তু এই পরাজয়ের গ্লানিমুক্ত হওয়া অতি কঠিন। সাধারণ ক্ষাত্র শক্তির প্রদর্শনে বশিষ্ঠকে পরাজিত করে জয়ের মুকুট মস্তকে গ্রহণ করে এই পরাজয়ের বেদনা বিস্মৃত হওয়া যাবে না, কারণ বশিষ্ঠ ক্ষত্রিয় নন। তিনি ক্ষাত্র শক্তির দ্বারা আমাকে পরাজিত করেন নি।

তিনি আমাকে পরাজিত করেছেন ব্রহ্ম শক্তির দ্বারা, যে শক্তি আমার অজ্ঞাত। তাই এই পরাজয়ের গ্লানিমুক্ত হতে গেলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন সেই ব্রহ্মশক্তিতে অধিকার। কারণ বশিষ্ঠকে পরাজিত করতে হলে বশিষ্ঠের সমকক্ষ হতে হবে। তাঁর শক্তির পরিচয় জ্ঞাত হতে হবে। আমি তাই স্থির করেছি রাজ্য পরিত্যাগ করে বশিষ্ঠের ন্যায় অরণ্যাশ্রমে অবস্থান করে কঠোর তপশ্চর্যা দ্বারা ব্রহ্মকে লাভ করে ব্রহ্মশক্তির অধিকারী হব। আমি জানি এ অতি কঠিন প্রতিজ্ঞা, কিন্তু এছাড়া অন্য কোন পথ নেই। ব্রহ্ম শক্তি ছাড়া অন্য কোন শক্তি দ্বারা বশিষ্ঠের সমকক্ষ হওয়া যাবে না। দীর্ঘকাল আমি অরণ্যে পর্ণাশ্রম নির্মাণ করে তপশ্চর্যায় রত থাকব। যতদিন না আমার ব্রহ্মলাভ হয়, যতদিন না পৃথিবী আমাকে বশিষ্ঠের সমকক্ষ ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করে ততদিন চলবে আমার এই অভূতপূর্ব সংগ্রাম।

হে আমার প্রিয় প্রজারা! আমি জানি আমার এই কঠিন সিদ্ধান্ত তোমাদের পক্ষে বেদনাদায়ক। কিন্তু এছাড়া আমার আর কিছু করার নেই। পরাজিত হয়ে নিজ রাজ্যে প্রত্যাবর্তন আমার পক্ষে অসম্ভব। তাই তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ, শান্ত মনে আমার এই সিদ্ধান্তকে গ্রহণ কর এবং তোমাদের প্রিয় মহারাজকে বেদনাহীন চিত্তে বিদায় জানাও। আর কাণ্যকুব্জ্য শাসনের ভার আমার পুত্র শিবির হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হও। তোমাদের জীবন পূর্বের ন্যায় সুখেই অতিবাহিত হোক্। বিদায়!"

এরপর তোমরা শিবিকে কাণ্যকুব্জ্যের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করবে এবং তাঁর সিংহাসনে অভিষেক যাতে সুষ্ঠভাবে সুসম্পন্ন হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখবে। সিংহাসনে শিবির অভিষেক নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হওয়ার পর তোমাদের মাতৃসমা রাজমহিষীকে এই বলে স্বান্তনা প্রদান করবে—মহারাজ বিশ্বামিত্র তাঁর সংসার জীবনে সততই সুখী ছিলেন। কোনরূপ দুঃখ বা ক্লেশ তাঁকে কখনও স্পর্শ করেনি। হয়ত তিনি তাঁর অবশিষ্ট জীবন এইভাবেই রাজকীয় সুখে অতিবাহিত করতেন। কিন্তু ক্ষত্রিয়ের জীবনের অমোঘ নিয়মে তিনি এক অদ্ভুত যুদ্ধে পরাজিত হয়েছেন এবং সেই পরাজয় তাঁর জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করে দিয়েছে। তিনি বুঝতে পেরেছেন যে এই রাজকীয় সুখ এবং মায়াময় সংসারের বাইরেও এক বিশাল বিপুল রহস্যময় জগৎ পড়ে রয়েছে এবং সেই বিশাল রহস্যময় জগতের তিনি কিছুই জ্ঞাত নন। যে ক্ষাত্রশক্তির বলে তিনি নিজেকে ক্ষত্রিয় শিরোমণি-রূপে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যে শক্তির বলে তিনি অন্যের উপর নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠা

করেছিলেন আজ তিনি অনুভব করেছেন তাঁর সেই শক্তি, সেই অধিকার সবই অতি তুচ্ছ, অতি নগণ্য সেই রহস্যময় জগতের কাছে। তাই তিনি স্বেচ্ছায় এই সাংসারিক জীবন ও রাজত্ব ত্যাগ করে সেই অজানা রহস্যময় জগতে প্রবেশ করার জন্য তপশ্চর্যা করার সঙ্কল্প গ্রহণ করেছেন। তিনি সঙ্কল্প করেছেন ব্রহ্মশক্তি তিনি আহরণ করবেনই। রহস্যময় ব্রহ্মজগতে প্রবেশ করে পরম ব্রহ্মের সাক্ষাৎ লাভ তাঁকে করতেই হবে। এই উদ্দেশ্যে মহারাজ বিশ্বামিত্র দীর্ঘদিন অরণ্যে অবস্থান করে তপশ্চর্যায় রত থাকবেন। আপনাকে তিনি বিচলিত না হয়ে শান্ত মনে এই বিচ্ছেদ গ্রহণ করতে বলেছেন এবং যখন প্রয়োজন পুত্র শিবিকে রাজকার্যে সদুপদেশ প্রদান করতে বলেছেন।

বিশ্বামিত্র একটু থামলেন। যেন বিরামহীনভাবে অনেকক্ষণ বাক্যব্যয় করে ক্লান্ত হয়েছেন এইভেবে শিবিরের মধ্যে নিজ শয্যায় গিয়ে উপবেশন করলেন। কোন কথা না বলে তিনি নিঃশব্দে বহুক্ষণ বসে রইলেন।

তারপর সুহোত্র, কেতুমান এবং প্রর্তদনের দিকে তাকিয়ে ওঁদের উদ্দেশ্য করে বললেন—প্রর্তদন, সুহোত্র ও কেতুমান, আমি অরণ্যে তপশ্চর্যার উদ্দেশ্যে গমন করলে কোন অবস্থাতেই আর তোমরা কখনও আমার সন্ধান করবে না। তোমাদের শৈশবকাল থেকেই তোমবা আমার আশ্রয়ে বর্ধিত হয়েছ। সযত্নে তোমাদের পালন করেছি এবং এখন তোমাদের যৌবনে তোমাদের উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করেছি। তোমরা আমার পুত্রতুল্য, শিবিকে রাজ্যে অভিষিক্ত করে বাজকার্য পরিচালনায় সর্বপ্রকারে তাঁর সহযোগিতা করে তোমবা সুখে জীবন অতিবাহিত কর। কাণ্যকুব্জের অন্যান্য প্রজা ও অমাত্যের ন্যায় তোমাদের জীবনও সুখ এবং সমৃদ্ধিতে পূর্ণ হয়ে উঠুক। তোমাদের ভবিষ্যত সম্পদ ও শৌর্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠুক। আমার স্মৃতিতে বৃথা তোমাদের হৃদয় ভারাক্রান্ত কোরো না। তোমরা.........

আর বলতে পারলেন না বিশ্বামিত্র। এতক্ষণ প্রর্তদন ও অন্যান্যরা চুপ করে মহারাজের কথা শ্রবণ করছিলেন। কিন্তু এখন আর প্রর্তদন নিজেকে সংযত রাখতে পারলেন না। সেনাপতির সংযম বিস্মৃত হয়ে তিনি আর্তনাদ করে উঠলেন—না মহারাজ এ হয় না, এ অসম্ভব। আমাদের ত্যাগ করে আপনি যেতে পারেন না।

প্রর্তদন কথা বলতে পারছিলেন না। তাঁর কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হয়ে চোখ দিয়ে অশ্রুর ধারা নেমে আসতে লাগল। তিনি নিজ আসন ত্যাগ করে উঠে গিয়ে

বিশ্বামিত্রের পদতলে পতিত হয়ে বিশ্বামিত্রের পদদ্বয় জড়িয়ে ধরে বলতে লাগলেন—মহারাজ এ কঠিন সঙ্কল্প ত্যাগ করুন। রাজা পিতার ন্যায়। আপনি চলে গেলে আমরা পিতৃহীন হব। কাণ্যকুব্জের সমস্ত গৌরব অন্তর্হিত হবে। আমরা কি নিয়ে জীবন ধারণ করব।

আকুল হৃদয়ে প্রর্তদন বিশ্বামিত্রের পদতলে পতিত হয়ে ক্রন্দন করতে লাগলেন। কিন্তু বিশ্বামিত্র নিজ সঙ্কল্পে অটল। প্রর্তদনের চক্ষুদ্বয়ে অশ্রুর ধারা দেখে এক মুহূর্তের জন্য বিশ্বামিত্রেরও চক্ষু বাষ্পপূর্ণ হয়ে উঠল। কিন্তু পরমুহূর্তেই তিনি নিজেকে সংযত করলেন। প্রর্তদনের দুর্বলতা তাঁকে স্পর্শ করতে পারল না।

সস্নেহে কিছুক্ষণ পদতলে পতিত প্রর্তদনের দিকে তাকিয়ে থেকে বিশ্বামিত্র প্রর্তদনের দুবাহু ধরে তাঁকে টেনে উত্তোলন করে বললেন—ওঠো পুত্র! দুর্বলতা জয় করো। স্মরণ রেখ আমার ন্যায় তুমিও ক্ষত্রিয়। তুমি কাণ্যকুব্জের প্রধান সেনাপতি। এই দুর্বলতা তোমার শোভা পায় না। ক্ষণপূর্বে অপমান, দুঃখ ও হতাশায় আমি যখন বিলাপ করছিলাম তখন তুমিই তো উপযুক্ত বাক্যে আমাকে প্রবোধ দান করেছ। তবে এখন তোমার এই দুর্বলতা কেন! এই দুর্বলতা ক্ষত্রিয়ের শোভা পায় না। ক্ষত্রিয়ের চোখে অশ্রু কাপুরুষতারই নামান্তর। ভাবাবেগ সংযত করো এবং ভ্রাতৃসম শিবির সংগে রাজ্য শাসন করে সুখী হও। এখন যাও নিজ শিবিরে গমন করে খাদ্য ও বিশ্রাম গ্রহণ কর। আগামীকাল এই রাত্রি প্রভাতের আগেই রাত্রির তৃতীয় প্রহরে আমি এই শিবির ও এই সংসার ত্যাগ করে অরণ্যে গমন করব। অরণ্যে গমনের মুহূর্তে তোমরা কেউ আমার সংগে সাক্ষাৎ করতে আসবে না। আমি একাকী এই শিবির থেকে নিষ্ক্রান্ত হতে চাই যাতে সৈন্যরা কেউ এই সংবাদ জ্ঞাত না হয়। আগামীকাল সূর্যোদয়ের পূর্বে তোমরা কেউ এইস্থান ত্যাগ করে কোথাও গমন করবে না। সূর্যোদয় হওয়ার পরই কেবলমাত্র তোমরা কাণ্যকুব্জের প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করবে। যাও এখন তোমরা নিজ নিজ শিবিরে ফিরে যাও। শুভরাত্রি।

বিশ্বামিত্রের শেষের বাক্যদ্বয় যেন একটু কঠিন শোনাল। বোধহয় প্রর্তদন ও তার সংগে সুহোত্র এবং কেতুমানের দুর্বলতা দূর করার জন্য বিশ্বামিত্র ইচ্ছাকৃত ভাবেই একটু কঠিন হলেন তাঁর শেষ রাজকীয় আদেশে। দূরে অরণ্যে চির-পরিচিত ঝিল্লিরব ছাড়া আর কোন কিছুই শোনা যাচ্ছে না। অরণ্যের নিশ্ছিদ্র অন্ধকার ঢেউহীন সমুদ্রের মত দিগন্তে বিস্তৃত লাভ করেছে। প্রর্তদন, সুহোত্র

এবং কেতুমান ধীরে ধীরে নিঃশব্দে বিশ্বামিত্রের শিবির ত্যাগ করে নিজ নিজ শিবিরে প্রবেশ করলেন।

পাঁচ

সূর্য তখনও পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়নি। আর একটু পরেই উঠবে। উদীয়মান সূর্যের লাল আভায় পূর্বদিগন্ত রক্তবর্ণ ধারণ করেছে। অল্পক্ষনের মধ্যেই সূর্যের পূর্ণ আলোক এসে পৌঁছবে পৃথিবীতে, অরণ্যে, পর্বতে সর্বত্র। বিশ্বামিত্র এবার একটু থামলেন। অরণ্যের মধ্যে একটি সমতল উন্মুক্ত স্থানে তিনি দণ্ডায়মান হয়ে জোরে শ্বাস গ্রহণ করলেন। অনেকটা পথ পদব্রজে এসেছেন তিনি শিবির ত্যাগ করে, একবারও পিছনে না তাকিয়ে। রাত্রির তৃতীয় প্র'রে নিঃশব্দে শিবির ত্যাগ করার সময় প্রর্তদন, সুহোত্র বা কেতুমান কেউ আসেননি তাঁকে বিদায় জানাবার জন্যে। মহারাজ বিশ্বামিত্রের শেষ আদেশ তাঁরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। বিশ্বামিত্র বিনা বাধায় এই মায়াময় সংসার ত্যাগ করতে পেরেছেন। কিন্তু তবুও শিবির ত্যাগ করার মুহূর্তে রাত্রির তৃতীয় প্রহরের অন্ধকারে তাঁর কেন যেন শুধু মনে হয়েছে যে অশ্রুসজল নয়নে কারা যেন পিছনে দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। তিনি আর পিছনে তাকাননি মায়াবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ভয়ে। দৃঢ় পদক্ষেপে একটানা অরণ্যের মধ্যে দিয়ে তিনি অনেকটা পথ অতিক্রম করে এসেছেন দ্রুতপায়ে। কোন বন্ধন নয়, ত্যাগ, কেবল ত্যাগ। সবকিছুই তাঁকে ত্যাগ করতে হবে শুধু সেই অজ্ঞাত ব্রহ্মের স্বরূপ লাভের আশায়।

বিশ্বামিত্র মাথা তুলে উর্দ্ধে আকাশের দিকে তাকালেন। এতক্ষণে সূর্য্য নিজেকে প্রকাশ করতে শুরু করেছে। আকাশের পূর্বকোণে সূর্যের শ্বেতশুভ্র আলোক বিচ্ছুরিত হতে শুরু করেছে। শরতের প্রভাত আত্মপ্রকাশ করছে পক্ষীর কলরবে এক মহান্ নৃপতির চোখের সামনে। সমুদ্রের মত দিগন্ত বিস্তৃত বিশাল অরণ্য প্রভাতের আলোয় সহসা যেন নবরূপে নিদ্রাত্যাগ করে জাগরিত হয়ে উঠল। বৃক্ষশীর্ষে পক্ষীর কলরবে ও পদতলে বৃক্ষপত্রে শিশির বিন্দুর স্পর্শে বিশ্বামিত্র শিহরিত হতে লাগলেন এক অজ্ঞাত ও অদ্ভুত অনুভূতিতে। প্রাণভরে প্রভাতের বায়ুতে শ্বাসগ্রহণ করলেন বিশ্বামিত্র। নির্মল বায়ু বিশ্বামিত্রকে আরো সজীব ও প্রাণশক্তিতে উচ্ছল করে তুলল। গতরাত্রির দুঃখ ও ক্লান্তি তিনি অতি সহজেই বিস্মৃত হলেন। নবোদ্যমে আবার অরণ্যের মধ্যে দক্ষিণাভিমুখে তিনি অগ্রসর

হলেন। শরতের প্রকৃতির স্পর্শে তাঁর মন এখন শান্ত, অচঞ্চল ও স্থির। তাঁর মুখে এক অনির্বচনীয় প্রশান্তির চিহ্ন।

মানস নেত্রে দূর দক্ষিণে যেন তিনি তাঁর পর্ণাশ্রম নির্মাণের উপযুক্ত স্থানটি দেখতে পাচ্ছেন। সেই বৃক্ষে ঘেরা, ছায়া শীতল পক্ষীর কূজনে মুখর মনোরম স্থান, যেখানে তিনি নিজেকে উৎসর্গ করবেন ব্রহ্মের স্বরূপ লাভের সাধনায়। যেস্থান তাঁকে দেবে তাঁর নিজ আত্মার পরিচয়। যে পর্ণাশ্রমে বাস করে তিনি তাঁর সাধনার দ্বারা ধীরে ধীরে প্রবেশ করতে পারবেন এক বিপুল রহস্যের জগতে। অর্জন করবেন এক রহস্যময় শক্তি। পৃথিবীতে পরিচিত হবেন ব্রাহ্মণ বলে।

বিশ্বামিত্র পদক্ষেপ দ্রুততর করলেন। এখনও অনেক দূর গমন করতে হবে তাঁকে। সূর্য্য এখন পূর্ণরূপে আকাশে বিরাজমান। অরণ্যের মধ্যে সর্বত্র পক্ষী ও পশুরা প্রভাতের আলোর স্পর্শ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে নিজের নিজের কর্মে। কোথাও হরিণ শাবক ত্রস্তে ধাবমান, কোথাও বা পক্ষীমাতা চঞ্চু দ্বারা নিজ শাবককে খাদ্যদানে রত। প্রশান্ত চিত্তে বিশ্বামিত্র অরণ্যের মধ্যে দিয়ে নির্ভয়ে গমন করতে লাগলেন। মানসিক প্রশান্তি তাঁকে সর্বপ্রকার ভীতি থেকে মুক্তি দিয়েছে। অরণ্যের মধ্যে হিংস্র পশুর ভয় আর তাঁর নেই। যাঁর আত্মা বিস্তৃত হয়েছে দিগন্তে তাঁর আবার ভয় কিসের? কোন প্রকার অস্ত্রও বিশ্বামিত্র সঙ্গে গ্রহণ করেননি। শুধু একটিমাত্র কুঠার তিনি নিজের সঙ্গে রেখেছেন অরণ্য থেকে কাষ্ঠসংগ্রহের প্রয়োজনে। এছাড়া আর মাত্র দুটি উত্তরীয় ও একটি কমণ্ডুল তিনি সঙ্গে এনেছেন। আর রয়েছে তাঁর অদম্য মনোবল—ক্ষত্রিয়ের ঐশ্বর্য্য।

প্রভাতের সূর্য্য কিরণ বিস্তৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সারা অরণ্য কর্মমুখর হয়ে উঠল। বনের পশু পাখির সঙ্গে সঙ্গে বনবাসী-মনুষ্যেরাও নিজ জীবন ধারণের প্রয়োজনে অরণ্যের মধ্যে স্থান থেকে স্থানান্তরে গমনাগমন শুরু করল। বিশ্বামিত্র অগ্রসর হয়ে চলেছেন ক্লান্তিহীন ভাবে দক্ষিণাভিমুখে। বনবাসীরা সহসা দূর থেকে লক্ষ্য করল গৌরবর্ণ, উন্নতনাসিকা, দীর্ঘকায় এক পুরুষ হস্তে কমণ্ডুল ও স্কন্ধে কুঠার নিয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে আপন মনে অরণ্যের মধ্যে দক্ষিণাভিমুখে গমন করছেন। তারা এই দৃশ্য দর্শন করে অত্যন্ত বিস্মিত হল। এই গভীর, বিজন, বিপদসংকুল অরণ্যে একাকী ভ্রমণ করছেন, কে এই ব্যক্তি? অরণ্যের গভীরে কখনও কখনও বনবাসীরা কোন ঋষি তাপসের দেখা পায়। কিন্তু এই ব্যক্তিকে তো কোন ঋষি বলে মনে হচ্ছে না। ঋষিরা বনবাসীদের পরিচিত। তাহলে

এই ব্যক্তি কে ? উন্নত স্কন্ধ, হস্তে ঋষির মত কমণ্ডুল কিন্তু স্কন্ধে কুঠার ! ঋষিরা তো কুঠার স্কন্ধে বহন করেন না। আর ঐ সুগঠিত বিশাল বাহুদ্বয় ? এতো কেবল বলশালী ক্ষত্রিয়দেরই দেহের শোভা বর্ধন করে।

বনবাসীরা দূর থেকে বিশ্বামিত্রকে লক্ষ্য করে বিস্মিত হতে লাগল। বিশ্বামিত্রের দেহের গঠন, অঙ্গের রাজকীয় চিহ্ন সমূহ এবং দৃঢ় পদক্ষেপ তারা বিশ্বামিত্রকে কোন ক্ষত্রিয় প্রধান বলে মনে করলেও তাঁর হস্তে ঋষির ন্যায় কমণ্ডুল ও গাত্রে উত্তরীয় দর্শনে বিভ্রান্ত হচ্ছিল। বিশ্বামিত্র নিকটস্থ হলে বনবাসীরা তাঁর কাছে এসে দণ্ডায়মান হল। গভীর এই বিজন অরণ্যপ্রদেশে একসঙ্গে একদল বনবাসী মনুষ্য দর্শনে বিশ্বামিত্র একটু বিস্মিত হলেন।

বনবাসীরা শ্রদ্ধাভরে তাঁকে প্রণাম করে জিজ্ঞাসা করল—মহাত্মন্ আপনি কে ? কি আপনার পরিচয় ? আপনার স্কন্ধে কুঠার ও হস্তে কমণ্ডুল এবং আপনি কেন এই গভীর বিজন অরণ্যপ্রদেশে একাকী ভ্রমণ করছেন ? আপনার দেহে রাজকীয় লক্ষণ স্পষ্ট প্রতীয়মান, কিন্তু তবু ঋষিদের ন্যায় আপনার হস্তে কমণ্ডুল কেন ?

বিশ্বামিত্র বনবাসীদের প্রশ্ন শুনে মৃদু হাসলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে তাঁর মধ্যে বৈপরীত্য দর্শন করে বনবাসীরা অবাক্ হয়েছে।

তিনি শান্ত কণ্ঠে তাদের কৌতূহল নিবারণ করার উদ্দেশ্যে বললেন—আমি কাণ্যকুব্জ্যাধিপতি বিশ্বামিত্র। ক্ষত্রিয় শিরোমণি গাধি আমার পিতা। আমি সংসার ত্যাগ করে কঠোর তপস্যার উদ্দেশ্যে উপযুক্ত স্থানের অন্বেষণে বনমধ্যে প্রবেশ করেছি। বনমধ্যে কাষ্ঠ সংগ্রহের প্রয়োজনে এই কুঠার এবং তপশ্চর্যার প্রয়োজনে এই কমণ্ডুল সঙ্গে আনয়ন করেছি।

বিশ্বামিত্রের কথায় বনবাসীরা আরো বিস্মিত হল। কাণ্যকুব্জ্যাধিপতি চলেছেন সংসার ত্যাগ করে অরণ্যের গভীরে তপশ্চর্যার উদ্দেশ্যে। বিশ্বামিত্রের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা আরো বৃদ্ধি পেল। তারা বিশ্বামিত্রকে সাষ্টাঙ্গে প্রাণপাত করে অনুরোধ করল—মহারাজ আমরা বনবাসী। এই অরণ্যই আমাদের আবাসস্থল। আপনি অরণ্যে আগমন করেছেন, সেইজন্য আপনি আমাদের অতিথি। আরো দূরে অরণ্যের আরো গভীরে প্রবেশ করার আগে আপনাকে অনুরোধ করছি কিছুক্ষণ আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করে আমাদের ধন্য করুন। আপনার মত সর্বত্যাগী মহান নৃপতির দর্শন পাওয়াও আমাদের পরম সৌভাগ্য। এই অরণ্যে মাঝে মধ্যে ঋষিদের দর্শন আমরা পেয়ে থাকি। কিন্তু কখনও আপনার মত

সর্বত্যাগী মহান্ কোন নৃপতির দর্শন আমরা লাভ করিনি। আমরা বনবাসী হলেও আপনার সেবার কোন ত্রুটি হবে না। দয়া করে আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করুন।

বিশ্বামিত্র বনবাসীদের কথায় অত্যন্ত প্রীত হয়ে বললেন—তোমাদের অতিথি পরায়ণ মনোভাবে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছি। কিন্তু আমার পক্ষে এখন তোমাদের আতিথ্য গ্রহণ করে কালক্ষেপ করা সম্ভব নয়। যতশীঘ্র সম্ভব আমাকে অরণ্যের অভ্যন্তরে আমার আশ্রম নির্মাণের উপযুক্ত স্থান সন্ধান করতে হবে।

বনবাসীরা বিশ্বামিত্রের কথায় বিশেষ মনঃক্ষুন্ন হয়ে বলল—মহারাজ। যদি একান্তই কালক্ষেপ করতে না চান তাহলে আমাদের সংগৃহীত এই ফলাদি গ্রহণ করুন। আমরা কিছুক্ষণ পূর্বে ফল ও শিকার সংগ্রহের আশায় আমাদের কুটীর থেকে নির্গত হয়ে এই ফল সমূহ অরণ্য থেকে আহরণ করেছি। এই ফল আপনাকে প্রদান করে ধন্য হতে চাই।

বিশ্বামিত্র স্মিতহাস্যে বনবাসীদের কাছ থেকে বিভিন্ন প্রকারের কিছু ফল গ্রহণ করলেন এবং তাবপর বললেন—তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাতে আমি অত্যন্ত প্রীত হয়েছি। এখন যদি তোমরা আমার একটি অনুরোধ রক্ষা করে একটি প্রশ্নের জবাব দাও তাহলে আমি আরো সন্তুষ্টি লাভ করব।

বনবাসীরা সমস্বরে বলল—অবশ্যই মহারাজ। আপনার যে কোন অনুরোধই আমরা সানন্দে রক্ষা করব। আপনার মত মহান্ ব্যক্তির জন্য আমরা প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জন দিতে প্রস্তুত।

বিশ্বামিত্র চমৎকৃত হলেন বনবাসীদের সারল্যে। তারপর তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন—তোমরা কি জান এইস্থান থেকে দূরে দক্ষিণে আশ্রম নির্মাণের উপযুক্ত স্থান অরণ্যের মধ্যে কোথাও আছে কিনা?

বনবাসীরা জবাব দিল—হ্যাঁ মহারাজ। এইস্থান থেকে দূরে দক্ষিণে আশ্রম নির্মাণের উপযুক্ত অতি চমৎকার মনোরম স্থান আছে। কিন্তু সেইস্থানে গমনের পথ অতি বিপদ সংকুল এবং বিভ্রান্তিকর। দিবালোকেও ঐ পথে কোন মনুষ্য গমন করে না। আপনি অনুমতি প্রদান করলে আমরা আপনাকে পথ প্রদর্শন পূর্বক ঐ স্থানে নিয়ে যেতে পারি এবং আপনার বসবাস ও তপশ্চর্যার উপযুক্ত আশ্রম নির্মাণে সহায়তা করতে পারি।

বনবাসীদের কথাশুনে বিশ্বামিত্র একমুহূর্ত চিন্তা করলেন; তারপর বললেন—

না, তোমাদের কাউকে আমার সঙ্গে গমন করতে হবে না। তোমরা শুধু আমাকে ঐস্থানে গমনের পথ বলে দাও। আমি একাই ঐস্থানে গমন করতে চাই।

বিশ্বামিত্রের কথাশুনে বনবাসীদের চোখে মুখে শঙ্কার ভাব ফুটে উঠল। শঙ্কিত হয়ে তারা বিশ্বামিত্রকে বঁলল—মহারাজ কোন মনুষ্য সে যত বলশালীই হোক না কেন কখনও ঐ পথে নিরস্ত্র অবস্থায় একাকী গমন করে না। বিভ্রান্তিকর ঐ পথে প্রতি পদে পদে পথভ্রান্ত হওয়ার ও হিংস্র শ্বাপদের সম্মুখীন হওয়ার ভয় আছে। তাছাড়া আশ্রম নির্মানের উপযুক্ত ঐ স্থান এখান থেকে অনেকদূরে। দুই দিবসের পথ। মহারাজ অনুগ্রহ করে আমাদের অনুরোধ রক্ষা করুন। ঐপথে একাকী গমন করবেন না। আমরা আপনাকে উপযুক্ত স্থানে পৌছিয়ে দিয়ে এবং পর্ণাশ্রম নির্মান করে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাবর্তন করব। ঐস্থানে অবস্থান করে আপনার তপশ্চর্যার কোনরূপ বিঘ্ন ঘটাবনা। আমরা বনবাসী আমরা পর্ণকুটীর নির্মানে বিশেষ দক্ষ। সমস্ত ঋতুর উপযোগী পর্ণকুটীর কেবলমাত্র আমরাই সুদক্ষভাবে নির্মাণ করতে পারি। কিন্তু আপনি মহারাজা, কোনদিন এইরূপ কর্ম করেননি। কিভাবে আপনি শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষার হাত থেকে আত্মরক্ষা করবেন যদি না আপনার আশ্রম আপনার বসবাসের উপযোগী হয়? মহারাজ সর্বদিক বিবেচনা করে আমাদের অনুরোধ রক্ষা করুন। আমাদের আপনার সঙ্গে গমনের অনুমতি প্রদান করুন।

বিশ্বামিত্র বনবাসীদের এই সনির্বন্ধ অনুরোধ শুনে চুপ করে রইলেন। তাঁর মনে হচ্ছিল বনবাসীরা বোধহয় ঠিক কথাই বলছে।. এই বিশাল অরণ্যের ক্রোড়েই এরা জন্মগ্রহণ করেছে, এখানেই বর্ধিত হয়েছে এবং এখানেই জীবন অতিবাহিত করে মৃত্যুবরণ করবে। এই অরণ্যের প্রত্যেক প্রত্যন্ত অঞ্চলে এরা গমনাগমন করে। এই বিশাল অরণ্যের প্রতিটি বৃক্ষ প্রতিটি পশু এদের পরিচিত। এরা প্রত্যেকটি বনপথের সঙ্গে পরিচিত। এরা জানে কোথায় হিংস্র শ্বাপদের আবাস, কোথায় পাওয়া যায় সুমিষ্ট ফল, কোথায় আছে সুশীতল সরোবর ও পরিষ্কার প্রস্রবণ। পক্ষান্তরে বিশ্বামিত্র এসব কিছুই জানেন না। অরণ্যের এত গভীরে তিনি এর আগে কোনদিন প্রবেশও করেননি। গভীর অরণ্যের জটিল বনপথের সঙ্গে তিনি পরিচিত নন। যে কোন মুহূর্তে তিনি পথভ্রষ্ট হয়ে বিপদে পড়তে পারেন। যে কোন মুহূর্তে তিনি হিংস্র পশুদের আবাসস্থলের কাছাকাছি চলে গিয়ে নিজের বিপদ ডেকে আনতে পারেন। আশ্রম নির্মানের উপযুক্ত স্থান হয়ত তিনি কোনদিনই খুঁজে পাবেন না। তাঁর

আগেই হয়ত হিংস্র পশুর আক্রমণে তাঁর মৃত্যু হবে। নিরস্ত্র অবস্থায় কি করে মাত্র একটি কুঠারের সাহায্যে তিনি অরণ্যের হিংস্রপশুর আক্রমণ প্রতিরোধ করবেন। এখনও তাঁর কোন অলৌকিক শক্তি হয়নি বশিষ্ঠের মত। তিনি সবেমাত্র সংসার ত্যাগ করেছেন। বশিষ্ঠের মত অলৌকিক শক্তিলাভ করতে তাঁর এখনও অনেক দেরী। এখনও অনেক দিন তাঁকে অপেক্ষা করতে হবে নিরস্ত্র হয়েও সর্বশক্তিমান হওয়ার জন্য। তারপরে আছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ। শক্ত, কঠিন আশ্রম নির্মিত না হলে বিশ্বামিত্র কি করে ঐ দুর্যোগ প্রতিরোধ করবেন। বনবাসীরা ঠিকই বলেছে তিনি বলশালী ক্ষত্রিয় হলেও বনবাসে উপযুক্ত আশ্রম নির্মাণ করতে অক্ষম। তাহলে কি করে তিনি নিজেকে তপশ্চর্যায় নিয়োজিত করবেন ?

বিশ্বামিত্র কিছুক্ষণ নিজের মনে বহুকথা চিন্তা করলেন। তাঁর মনে হল এইমুহূর্তে বনবাসীদের সাহায্য নেওয়াই যুক্তিযুক্ত। এদের এই সরল ও অযাচিত সাহায্য প্রত্যাখান করা ঠিক হবে না। এদের সাহায্যে একটি উপযুক্ত স্থান লাভ করে তিনি অনায়াসেই নিজেকে তপশ্চর্যায় নিয়োজিত করতে পারবেন, এবং নিজ অভীষ্ট লাভের পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে পারবেন। বিশ্বামিত্রকে চিন্তা করতে দেখে বনবাসীরা চুপ করে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

বিশ্বামিত্র বনবাসীদের অনুরোধ বিবেচনা করে ওদের দিকে তাকিয়ে বললেন—বেশ, আমি তোমাদের অনুরোধ রক্ষা করছি। তোমরা আমার সঙ্গে নির্দিষ্ট স্থান পর্য্যন্ত গমন করতে পার। আমার বিবেচনায় তোমাদের বাক্যই যুক্তিপূর্ণ। আমি নৃপতি এবং শক্তিশালী ক্ষত্রিয় হলেও বনবাসের উপযোগী বাসস্থান নির্মাণ করতে অক্ষম। ঋতুর পরিবর্তন এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জন্য অবশ্যই উপযুক্ত বাসস্থানের প্রয়োজন। তোমাদের মধ্যে যারা নির্ভীক, বলশালী এবং বনপথে গমনাগমনে ও বাসস্থান নির্মাণে দক্ষ তারা আমার সঙ্গে অরণ্যের গভীরে গমন করতে পার। অন্যরা নিজনিজ কর্মে গমন কর। আমার সঙ্গে সকলের যাওয়ার প্রয়োজন নেই।

বিশ্বামিত্রের কথাশুনে বনবাসীরা নিজেদের মধ্যে কিছুক্ষণ বাক্যবিনিময় করল। তারপর চারজন দক্ষ বনবাসী যুবককে নিয়ে একজন বৃদ্ধ বিশ্বামিত্রের দিকে এগিয়ে এসে বলল—মহারাজ, আমরা পাঁচজন আপনার সঙ্গে যাব। এই চারজন যুবক অত্যন্ত সাহসী এবং সর্বপ্রকার কর্মে পটু। পর্ণাশ্রম নির্মাণে

সর্বপ্রকার দক্ষতা এদের করায়ত্ব। আপনার বসবাস এবং তপশ্চর্যার উপযুক্ত একটি সুন্দর আশ্রম এরা অতি সহজেই নির্মাণ করে দিতে পারবে। আমি বৃদ্ধ হলেও এই বিশাল অরণ্যের মধ্যে গমনাগমনের সর্বপ্রকার পথ আমার নখদর্পণে। অরণ্যে আমি জন্মগ্রহণ করেছি, আমার কৈশোর ও যৌবন অতিক্রম করেছি, এখন বার্ধক্য জীবনযাপনও করছি। এই বিশাল অরণ্যের প্রতিটি সরোবর আমার পরিচিত। প্রতিটি বনপথে আমি জীবনের কোন না কোন সময়ে গমনাগমন করেছি। আমি জানি কোন্ পথে আছে হিংস্র শ্বাপদের আবাস, কোন্ পথে আছে সুমিষ্ট পক্ক ফলে ভরা বৃক্ষ। আমি জানি কোন্ পথে গমন করলে সবচেয়ে কম সময়ে আপনি উপযুক্ত স্থানে নির্বিঘ্নে পৌঁছতে পারবেন। মহারাজ আমরা আপনার সঙ্গে গমন করার জন্য প্রস্তুত, এখন আপনি অনুমতি করলেই যাত্রা শুরু করা যেতে পারে।

বিশ্বামিত্র বললেন—এই বিশাল অজানা বিপদ সংকুল অরণ্যে তোমাদের এই অযাচিত সাহায্য আমি আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করছি। আমার জন্য তোমাদের এই শ্রমদান বৃথা যাবে না। আমার কঠোর সাধনার সূচনায় তোমাদের এই সহায়তা আমি কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করব। চল এখন আর বৃথা কালক্ষেপ না করে আমরা যাত্রা শুরু করি।

বনবাসীরা সমস্বরে বলে উঠল—মহারাজ আপনি মহান্। আপনার জয়হোক্।

বিশ্বামিত্র বনবাসী বৃদ্ধ ও অন্য চারজন যুবককে নিয়ে যাত্রা শুরু করলেন অরণ্যের গভীরে তপশ্চর্যার উপযুক্ত স্থানের অন্বেষণে। সর্বত্যাগী মহান্ নৃপতি বিশ্বামিত্রের মুখমণ্ডলে দৃঢ়তার রেখা প্রভাতের সূর্য্যকিরণে আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। একদল বনবাসীর অযাচিত সাহায্য ও বন্ধুসুলভ ব্যবহারে বিশ্বামিত্র আরো উজ্জীবিত হয়ে উঠলেন। তাঁর মনে দৃঢ় আশার সঞ্চার হল যে তিনি তাঁর ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবেন। তিনি অনুভব করলেন অরণ্য যেন তাঁর সঙ্গে সহায়তা করে তাঁর এই সংসার ত্যাগের মুহূর্তে তাঁকে প্রেরণা দিচ্ছে। যে অরণ্য তাঁকে একদা দিয়েছিল মৃগয়ার আনন্দ, যে অরণ্যে তিনি রাজকার্য জনিত মানসিক ক্লান্তি দূর করার আশায় এসেছিলেন এবং যে সুবিশাল অরণ্যে তিনি জীবনের সবচেয়ে গভীর ও অত্যাশ্চর্য আঘাত প্রাপ্ত হয়েছিলেন বশিষ্ঠের কাছে পরাজিত হয়ে—সেই অরণ্যেই তিনি লাভ করছেন অযাচিত ও অপ্রত্যাশিত সহায়তা। প্রকৃতির এই বিচিত্র পরিবর্তনে বিশ্বামিত্র অন্তরে কৌতূহল বোধ করতে লাগলেন ভবিষ্যতের গর্ভে আরো কী নিহিত আছে ভেবে।

সূর্যকিরণ ক্রমশ বিস্তার লাভ করছে। বৃদ্ধ বনবাসী বিশ্বামিত্রকে পথ প্রদর্শন করে আগে গমন করতে লাগল এবং তাঁর চার যুবকসঙ্গী নিজেদের মধ্যে বাক্য বিনিময় করতে করতে বৃদ্ধকে অনুসরণ করতে লাগল। অরণ্যের মধ্যে কোথাও কোন বৃক্ষে সুমিষ্ট ফলাদি লক্ষ্যে পড়লে বনবাসী যুবকেরা তৎক্ষণাৎ তা সংগ্রহ করতে লাগল। বিশ্বামিত্র অরণ্যের গভীর থেকে গভীরে প্রবেশ করতে লাগলেন এবং মোহিত হতে থাকলেন। যতই তিনি অগ্রসর হচ্ছেন ততই অরণ্যের রূপ পরিবর্তন হচ্ছে। অরণ্য একেক স্থানে একেক রূপে ধরা দিচ্ছে তাঁর চোখের সামনে। জীবনে কখনও অরণ্যের এত গভীরে তিনি প্রবেশ করেননি। কখনও দেখেননি বৃক্ষ-লতায় বিস্তৃত প্রান্তরের রূপ কত মনোহর হতে পারে। বনবাসী সঙ্গীদের নিয়ে বিশ্বামিত্র পদব্রজে চলেছেন অক্লান্তভাবে। ক্রমে শরতের প্রভাতের মৃদু কিরণ আরো তেজদীপ্ত হয়ে উঠে একসময় মধ্যাহ্নে উপনীত হল।

বৃদ্ধ বনবাসী সূর্যের অবস্থান দেখে মধ্যাহ্ন উপস্থিত হয়েছে সিদ্ধান্ত করে বিশ্বামিত্রকে বলল—মহারাজ, এখন মধ্যাহ্ন উপস্থিত। চলুন আমরা ঐ নিকটবর্তী বৃক্ষের ছায়ায় উপবেশন করে কিঞ্চিৎ ফলাদি আহার করি। পরে আবার যাত্রা শুরু করা যাবে।

বিশ্বামিত্র বৃদ্ধের কথায় সম্মত হয়ে বললেন—বেশ, তবে চল ঐ নিকটবর্তী বৃক্ষের নীচে আমরা উপবেশন করি।

বৃদ্ধ ও বিশ্বামিত্র নিকটবর্তী একটি বিশাল পিপ্পল বৃক্ষের তলায় উপবেশন করলেন। বৃদ্ধের সঙ্গী যুবকেরা যাত্রাপথে যে ফলাদি সংগ্রহ করেছিল সেগুলো বৃদ্ধ ও বিশ্বামিত্রের সামনে এনে বিশ্বামিত্রকে বলল—মহারাজ, এই ফলকয়টি দয়া করে গ্রহণ করুন। আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই আরো অনেক ফল সংগ্রহ করে আনছি। এই অরণ্য সুফলা, এখানে খাদ্যপোযোগী ফলাদির কোন অভাব নেই। আমরা অতিশীঘ্রই আরো ফল নিয়ে প্রত্যাবর্তন করব।

বিশ্বামিত্র যুবকদের কাছ থেকে ফল কয়টি গ্রহণ করে তাঁর সঙ্গী বনবাসী বৃদ্ধকেও কয়েকটি ফল দিলেন। তাঁরা দুজনে বৃক্ষের ছায়ায় বিশ্রাম গ্রহণ করতে করতে যুবকদের দেওয়া ফল আহার করতে লাগলেন।

বৃদ্ধ, বিশ্বামিত্রকে বলল—মহারাজ, এই অরণ্যে ফল ও পশুর কোন অভাব নেই। এই অরণ্যের অনুগ্রহেই আমরা বনবাসীরা বংশপরম্পরায় জীবনধারণ করে আছি। এই অরণ্যের ফল ও পশুই আমাদের ক্ষুধা নিবারণের একমাত্র উপায়।

এত পর্যাপ্ত পশু ও বৃক্ষশাখায় এত সুমিষ্ট পক্বফল অন্য কোনস্থানে অন্য কোন অরণ্যে আছে কিনা সন্দেহ। যদি এই অরণ্য আমাদের বসবাসের ও খাদ্য লাভের অনুকূল না হত তবে কবেই আমরা এই অরণ্য ত্যাগ করে অন্যত্র গমন করতাম। কিন্তু কখনও তা হয়নি। এই অরণ্য আমাদের কাছে মাতৃসমা। মাতার মত স্নেহে এই অরণ্য আমাদের বংশপরম্পরায় লালন করে এসেছে। আমার পিতামহ এই অরণ্যে জন্মগ্রহণ করে, এখানেই জীবন কাটিয়ে মৃত্যুলাভ করেছেন। আমার পিতাও তাঁর মতই এই অরণ্যের ক্রোড়েই লালিত ও বর্ধিত হয়ে সুখে মৃত্যুবরণ করেছেন। এখন আমিও আমার পিতার মতই অরণ্য-জীবন কাটিয়ে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছি। এই অরণ্যের ক্রোড়ে মৃত্যুলাভ করলেই আমার জন্ম, জীবন ও মৃত্যু সার্থক হবে। আর এই যুবকেরাও সবাই আমার মতই এই অরণ্যেই জন্মগ্রহণ করে বর্ধিত হয়েছে। এরা অত্যন্ত সাহসী ও সর্বকর্মে দক্ষ। বন্য জীবন-যাপনে স্বাভাবিক ভাবেই অভ্যস্ত। এদের এই সুগঠিত দেহ ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এবং সাহস এ সবই এই বিশাল করুণাময় প্রকৃতির দান। নির্ভীক ভাবে প্রকৃতির ক্রোড়ে শিশুকাল থেকেই এরা বিচরণে অভ্যস্ত। স্বভাবে শান্ত ও শিশুর মত সরল হলেও এরা শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধে হিংস্র শ্বাপদের ন্যায় বিপজ্জনক ও দুর্ধর্ষ হয়ে উঠতে পারে।

বৃদ্ধের কথার মাঝখানেই যুবকেরা ফিরে এল আরো কিছু ফলমূল হাতে নিয়ে। বৃদ্ধ যুবকদের হাত থেকে ফলমূলাদি গ্রহণ করে ওদের দিকে তাকিয়ে নির্দেশ দিল—রাত্রের আহারের জন্য কিছু পশু সংগ্রহ কর। বরাহ অথবা শশক সংগ্রহই সুবিধা-জনক হবে বলে আমার ধারণা।

বৃদ্ধের আদেশ অনুসারে যুবকেরা আবার পশু সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বৃক্ষান্তরালে গমন করল। বৃদ্ধ যুবকদের দেওয়া ফল মূলাদি আহার করতে করতে বিশ্বামিত্রকে বলল—মহারাজ, সূর্যালোক অন্তর্হিত হবার পূর্বেই রাত্রের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা করে রাখা প্রয়োজন। এইস্থানে বরাহ ও শশক সহজে সংগ্রহ করা যাবে বলেই আমার ধারণা। কিছুক্ষণের মধ্যেই যুবকেরা পশু সংগ্রহ করে ফিরে আসবে। তারপর আমরা আবার যাত্রা শুরু করব।

বিশ্বামিত্র বললেন—আমি এই অরণ্যের পথঘাট সম্বন্ধে অজ্ঞ। এই যাত্রাকালে আমি সম্পূর্ণভাবেই তোমার উপর নির্ভরশীল। তোমার বিবেচনায় যা উপযুক্ত বলে মনে হয় তাই কর।

বৃদ্ধ কৃতজ্ঞচিত্তে জবাব দিল—মহারাজ, আপনি মহান্। আপনার তুল্য

মহানুভব ব্যক্তি পৃথিবীতে বিরল। কেবল আপনিই পারেন আমার মত একজন বনবাসী বৃদ্ধের উপর এই আস্থা স্থাপন করতে। আপনার জয় হোক্।

বিশ্বামিত্র বললেন—বৃদ্ধ, আমি উপযুক্ত ব্যক্তির উপর সব সময়েই আস্থা স্থাপন করি এবং গুণীর সম্মান করি। যে নৃপতি সংকীর্ণচিত্ত এবং ভীরু কেবলমাত্র সেই অন্যের উপর আস্থা স্থাপনে ভীত হয় এবং গুণীব্যক্তির উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শনে ঈর্ষা লাভ করে।

বৃদ্ধ বলল—মহারাজ, আমরা সরলচিত্ত বনবাসী। আমাদের জীবন যাত্রাও অতি সরল। আমরা অন্যকে অতি সহজেই বিশ্বাস করি এবং অতি সহজেই অন্যের প্রতি আমাদের বিশ্বাস ভঙ্গ হয়। কিন্তু তবুও বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির কোন প্রকার সহায়তা করতে পারলে আমরা বিশেষ আনন্দ লাভ করি। আমরা নাগরিক জীবনে অভ্যস্ত নই, নগর জীবনের জটিল নিয়মসকল আমাদের অজ্ঞাত। আমরা কখনও কোন নগর দর্শন করিনি এবং কখনও কোন নগরবাসী আমাদের জীবনপ্রণালী সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি করেনি। নাগরিক জীবন থেকে আমরা তাই দূরে থাকতেই অভ্যস্ত। এই অরণ্যই আমাদের জীবন, এই অরণ্যই আমাদের স্বর্গ। নির্মল প্রকৃতি আমাদের লালন করে, আমরা অপার সূর্যকিরণ লাভ করি এবং প্রচুর বারি-সিঞ্চনে আমাদের মনে কোন ক্লেদ স্থান পায় না। সুপক্ক শস্যের ন্যায় আমরা তাই সর্বদাই অতিথি পরায়ণ। কখনও কোন নগরবাসীর সাক্ষাৎ-লাভ করলে আমরা যথাসাধ্য তার পরিচর্যা করে তাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করি এবং নিজেরাও আনন্দ লাভ করি।

বিশ্বামিত্র বৃদ্ধের সরল কথায় প্রীত হয়ে বললেন—বৃদ্ধ, আমি নগরবাসী নৃপতি হলেও প্রকৃতির স্পর্শে বিশেষ আনন্দ লাভ করি। আমি সংসার পরিত্যাগ করে তপশ্চর্যার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার আগে বহুবার এই অরণ্যের বিভিন্ন অংশে মৃগয়ার উদ্দেশ্যে আগমন করেছি। যখনই আমি এই অরণ্যে প্রবেশ করেছি, এই অরণ্যের বিশাল বিশাল বৃক্ষ ও সবুজ তৃণগুল্মাদি দর্শন করেছি তখনই আমার অন্তরে এক অদ্ভুত আনন্দ প্রবাহে শিহরিত হয়েছি। এই অরণ্যের বিশালতা এবং নির্জনতার মায়ামোহ আমাকে প্রতিক্ষণে চুম্বকের মত আকর্ষণ করেছে। আমার মত প্রবল পরাক্রান্ত নৃপতিকেও অতি সহজেই শিশুর ন্যায় দুর্বল করে ফেলেছে। তাই আমি রাজকার্যের ব্যস্ততা স্বত্বেও বহুবারই এই অরণ্যে এসেছি মৃগয়া এবং অরণ্য দর্শনে নিজের অশান্ত মনকে তৃপ্তি-দানের জন্য।

এই অরণ্যে আমি ধীরে ধীরে আত্মমগ্ন হয়েছি, আমার আত্মা নিমজ্জিত

হয়েছে এই নৈসর্গিক নির্জনতায় এবং অবশেষে ঘটনাচক্রে এই অরণ্যের ক্রোড়েই আত্মসমর্পন করে রাজত্ব, ঐশ্বর্য ও সম্ভোগ পরিত্যাগে তপশ্চর্যার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। বৃদ্ধ, এই বিশাল মায়াময় অরণ্য মহাশক্তিমান। এই অরণ্যের অভ্যন্তরে যে বিপুল রহস্যময় শক্তি লুক্কায়িত রয়েছে তার কাছে আমার মত সহস্র নৃপতির শক্তিও অতি তুচ্ছ। সেই ত্রিগুণ রহস্যময় শক্তিই আমাকে বাধ্য করেছে অরণ্যের অভ্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করতে। তুমি বনবাসী বৃদ্ধ, তুমি এই অরণ্যেরই সন্তান, সেইজন্য তুমি এই বিপুল রহস্যময় শক্তির স্বাভাবিক অংশ, তাই তুমি এত সরল এত নির্ভীক ও এত অতিথি পরায়ণ। তোমার মত সঙ্গী লাভে আমি সত্যিই অত্যন্ত আনন্দিত।

বৃদ্ধ বনবাসী অবাক দৃষ্টিতে বিশ্বামিত্রের দিকে তাকিয়ে তাঁর কথা শুনছিল। বিশ্বামিত্র ওর মত সঙ্গীলাভে আনন্দিত হয়েছেন এই কথা শুনে বৃদ্ধ নিজস্থান ত্যাগ করে উঠে গিয়ে বিশ্বামিত্রকে প্রণাম করে বলল—হে মহান্ নৃপতি, আপনার জয় হোক্। আপনি অবশ্যই তপশ্চর্যার সাফল্য লাভ করবেন। আপনার সাক্ষাৎ লাভ করে আমি ধন্য হয়েছি।

বৃদ্ধ ও বিশ্বামিত্রের বাক্যালাপের মাঝখানেই বনবাসী যুবকেরা ফিরে এল পশু সংগ্রহ করে।

বৃদ্ধ তাদের দিকে তাকিয়ে বলল—বাঃ একটি বৃহৎ বরাহ ও দশটি শশক সংগ্রহ করেছ দেখছি। তোমরা অতি চমৎকার পশু সংগ্রহ করেছ। আমাদের সবার আজ রাত্রের আহার এতেই হয়ে যাবে। অতি উত্তম আহার্য সংগৃহীত হয়েছে।

বিশ্বামিত্র বৃদ্ধকে বললেন—তাহলে আর অযথা কালবিলম্ব না করে অগ্রসর হওয়া যাক। তোমার কি অভিমত?

বৃদ্ধ জবাব দিল—হ্যাঁ, আহার্যের পশু যখন সংগৃহীত হয়ে গেছে তখন আর কালবিলম্ব না করে আমরা এখনই আবার অগ্রসর হব এবং সন্ধ্যার পূর্বেই উপযুক্ত কোন স্থানে রাত্রির বিশ্রামের জন্য আশ্রয় নেব। চলুন মহারাজ, যাত্রা পুনরায় শুরু করা যাক্।

বৃদ্ধ বৃক্ষের তলায় যেস্থানে বসেছিল সেইস্থান ত্যাগ করে উঠে দাঁড়াল। বিশ্বামিত্রও নিজস্থান ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালেন। বৃদ্ধ, বিশ্বামিত্র এবং বনবাসী চার যুবক আবার অরণ্যের মধ্যে গভীর থেকে গভীরতর স্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলেন। বিশ্বামিত্র বৃদ্ধকে নিয়ে আগে আগে গমন করতে লাগলেন আর চার বনবাসী যুবক আহার্য পশু পৃষ্ঠে বহন করে তাঁদের অনুসরণ করতে লাগল।

সূর্যকিরণে বিশাল অরণ্য প্লাবিত হচ্ছে। বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ দ্বিপ্রহরের তপ্ত কিরণ নিজ দেহে শোষণ করে শাখা-প্রশাখায় সঞ্চালিত করছে এবং মৃদুমন্দ বায়ু প্রদান করে অরণ্যকে সুশীতল করে রাখছে। পক্ষীরা বৃক্ষশীর্ষে কর্মব্যস্ত। সন্ধ্যার অন্ধকারে অরণ্য আচ্ছন্ন হওয়ার পূর্বেই তারা খাদ্যাদি সঞ্চয় করে নিজ আশ্রয়ে প্রত্যাবর্তন করবে। বিশ্বামিত্র বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে অরণ্যের এই দিবা-রূপ দর্শন করছেন। প্রকৃতির জীবন তার নিজ নিয়মেই স্পন্দিত হচ্ছে। বহুবর্ণে চিত্রিত কত বিচিত্র পক্ষী। বিশ্বামিত্র জীবনে অরণ্যের এত গভীরে প্রবেশ করেননি। এই গভীর অরণ্যেও প্রকৃতি কত বর্ণময়। বৃক্ষে বৃক্ষে ফল, ফুল ও পক্ষীর বর্ণচ্ছটায় বিশ্বামিত্র নিজ জীবনের বিচিত্র রূপ উপলব্ধি করতে লাগলেন। ধীরে ধীরে এক গভীর ভাব তাঁর মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে লাগল এবং কোন বাক্যালাপ না করে সঙ্গীদের নিয়ে তিনি অরণ্যের গভীরে অগ্রসর হতে লাগলেন।

ক্লান্তিহীন পদক্ষেপে তাঁরা এগিয়ে চললেন অরণ্য ভেদ করে। মস্তকোপরি সূর্য আর ভূমিতে নিজের ছায়া ছাড়া আর কোন সঙ্গী নেই তাঁদের। অরণ্যে তাঁরা যেন অনন্ত পথের যাত্রী। এই পথ যেন শেষ হয়েছে একমাত্র অসীমে। অসাধারণ মনোবল ছাড়া এই রকম ক্লান্তিহীনভাবে পথচলা অসম্ভব। তবুও দ্বিপ্রহরের প্রখর সূর্য কিরণ যেন ধীরে ধীরে স্তিমিত হতে লাগল। তাঁর প্রখর কিরণের উত্তাপ একটু একটু করে কমতে লাগল। দ্বিপ্রাহরিক বিশ্রামের স্থান থেকে বহুদূরে এসে বিশ্বামিত্র প্রথমে মাথার উপরে সূর্যের দিকে ও তারপরে সঙ্গী বৃদ্ধের দিকে তাকালেন।

বৃদ্ধ বিশ্বামিত্রের এই দৃষ্টিপাতের অর্থ অনুধাবন করে নিজেও মস্তক উত্তোলন করে সূর্যের দিকে তাকিয়ে দেখল। তারপর বিশ্বামিত্রের দিকে তাকিয়ে বলল—মহারাজ দ্বিপ্রহরের প্রবল সূর্য স্তিমিত হয়েছে। এখন অপরাহ্ন। আর কিছুক্ষণ গমন করার পরেই সন্ধ্যা নেমে আসবে এবং আমরা উপযুক্তস্থানে রাত্রিকালীন বিশ্রাম গ্রহণ করব।

বিশ্বামিত্র উত্তর দিলেন—আমি বিশ্রামের জন্য চিন্তিত নই। আমি চিন্তিত রাত্রিবাসের উপযুক্ত কোন স্থান পাওয়া যাবে কিনা ভেবে।

বৃদ্ধ বলল—মহারাজ এই পথ যত দুর্গমই হোক্‌না কেন আমার সবিশেষ পরিচিত। আর কিছুক্ষণ গমন করার পরেই সন্ধ্যার ঠিক প্রারম্ভেই আমরা উন্নত বৃক্ষে ঘেরা একটি সমতল প্রান্তরে পদার্পণ করব। ঐস্থান হিংস্র পশুদের আবাসস্থল থেকে অনেকদূরে অবস্থিত। কদাচিৎ কোন হিংস্র পশু পথভ্রষ্ট হয়ে

ঐস্থানে আগমন করলেও ঐ সমতল তৃণভূমিতে পর্যাপ্ত খাদ্যের অভাবে অবস্থান করে না; অন্যত্র গমন করে। ঐ সমতল তৃণভূমির বৃক্ষশীর্ষে কেবল পক্ষীর আবাস এবং প্রান্তরের কোথাও কোথাও শশক ও বরাহ দেখা যায়। এছাড়া অন্য কোন প্রকার প্রাণী ঐ অঞ্চলে দুর্লভ।

বিশ্বামিত্র বৃদ্ধের কথা শুনে বললেন—বেশ, আমরা তবে ঐ স্থানেই রাত্রির যাত্রাবিরতি ঘটাব এবং বিশ্রামগ্রহণ করব। বৃদ্ধ, বনপথে তোমার এই অভিজ্ঞতায় আমি সত্যই উপকৃত। আমি এখন এই দীর্ঘপথ অতিক্রম করার পর উপলব্ধি করছি গভীর অরণ্যে বনপথ সত্যই কি বিভ্রান্তিকর ও বিপজ্জনক হতে পারে। তুমি ও এই যুবকেরা আমাকে সঙ্গ প্রদান না করলে আমি নিশ্চিত ভাবেই এই গভীর অরণ্যে বৃক্ষ ও লতাগুল্মাদির জালে বিভ্রান্ত হয়ে পথভ্রষ্ট হতাম।

বৃদ্ধ, বিশ্বামিত্রের কথায় জবাব দিল—মহারাজ, যে ব্যক্তি কোনদিন গভীর অরণ্যে প্রবেশ করেনি এবং যে অরণ্যের অভ্যন্তরে জীবন কাটায়নি তারপক্ষে অরণ্যের মায়াজাল সম্যকরূপে উপলব্ধি করা অসম্ভব। সেই অনভিজ্ঞ ব্যক্তি অরণ্যের রূপের মোহে বিভ্রান্ত হয়ে কেবল নিজের বিপদই আহ্বান করে। সে প্রকৃতির সৌন্দর্যের প্রশংসা করে, কিন্তু বিপজ্জনক দিকটির কথা কখনও চিন্তা করেনা। এই বিশাল অরণ্যের গভীরে সৌন্দর্য ও হিংস্রতা পরস্পর একত্রে সহাবস্থান করে। পত্রপুষ্পে প্রস্ফুটিত বর্ণময় সুন্দর লতাগুল্মের অভ্যন্তরেই বিষাক্ত সর্প আত্মগোপন করে থাকে। ফলবান বিশাল বৃক্ষের অন্তরালে হিংস্র ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্র অন্যের জীবন গ্রহণের জন্য অধীরভাবে অপেক্ষা করে। সুমিষ্ট জলধারায় সিঞ্চিত সুন্দর প্রস্রবনে পিচ্ছিল প্রস্তর পদস্খলনের বিপদ ডেকে আনে। এই অরণ্য সুন্দর, এখানে প্রতি মুহূর্ত নয়নাভিরাম দৃশ্যে পূর্ণ, প্রতিমুহূর্তে মৃত্যুর শীতল আলিঙ্গন। একমাত্র অভিজ্ঞ বনবাসীই পারে এই ভীষণ সুন্দরের হাত থেকে সর্তকভাবে নিজেকে রক্ষা করে অরণ্যজীবনযাপন করতে। আমরা শৈশব থেকেই বংশপরম্পরায় এই সর্তকতার অভিজ্ঞতা লাভ করি বয়োবৃদ্ধদের সঙ্গে অরণ্যের গভীরে যথেচ্ছ বিচরণ করে। বন্যপশুদের মতই আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহও অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। বিপদ আসার আগেই আমরা তা উপলব্ধি করে নিজেকে রক্ষা করতে সচেষ্ট হই।

কথার মাঝখানেই ঘাড়ঘুরিয়ে বৃদ্ধ একবার পিছনে তাকিয়ে যুবক সঙ্গীদের দিকে দেখল। যুবকেরা নিজেদের মধ্যে বাক্য বিনিময় করতে করতে বৃদ্ধ ও বিশ্বামিত্রের অনুগমন করছিল।

বিশ্বামিত্র এতক্ষণ বৃদ্ধের কথা শুনছিলেন। এবার বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে উত্তর দিলেন—বৃদ্ধ, তোমার বাক্য সম্পূর্ণ সত্য। পরিবেশ অপেক্ষা অন্যকিছুই মানুষের উপর অধিক প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। এই বিপদসংকুল অথচ সুন্দর পরিবেশে তোমরা আশৈশব জীবন অতিবাহিত কর বলেই তোমাদের ইন্দ্রিয়সমূহ এত তীক্ষ্ণ, তোমরা বিপদ আসার পূর্বেই তা অনুধাবন করতে সক্ষম হও এবং নিজেকে রক্ষা করতে পার। পক্ষান্তরে আমরা আশৈশব নাগরিক পরিবেশে বর্ধিত হই বলে নগরজীবনের জটিল প্রক্রিয়াসমূহ সম্যকরূপে উপলব্ধি করতে পারি এবং তদনুযায়ী ব্যক্তি-বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহার প্রদান করি। সরল এবং বিপদসংকুল অরণ্যজীবনও জটিল এবং নির্ভয় নাগরিক জীবন, জীবনেরই দুটি বিপরীত প্রান্ত। একপ্রান্তে আছে সরল হিংস্রতা অন্য প্রান্তে অবস্থান করে জটিল সভ্যতা, এবং এই বৈপরিত্যের মধ্যস্থলেই প্রবাহিত হয় বিচিত্র মনুষ্যজীবন।

বৃদ্ধ, বিশ্বামিত্রের কথা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করছিল এবং মস্তকোপরি রবিরশ্মি ধীরে ধীরে ম্লান হচ্ছিল। অপরাহ্ন গতপ্রায়, সংসারত্যাগী নৃপতি তাঁর পঞ্চ বণ্যঅনুচর সহ দ্রুতগতিতে সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছিলেন সবুজ তৃণভূমির দিকে। আসন্ন সন্ধ্যার পূর্বেই উপযুক্ত স্থানে পৌছনো প্রয়োজন। অভিজ্ঞ বনবাসী বৃদ্ধ অনুধাবন করতে পারছিল যে সূর্য এবার পশ্চিমপ্রান্তে বিশ্রাম গ্রহণে উদ্যত। সূর্যালোকের বর্ণ-পরিবর্তনে বৃদ্ধ এবং বিশ্বামিত্র দুজনেই বুঝতে পারলেন যে গোধূলি সমাসন্ন। বৃক্ষ শীর্ষে-শীর্ষে পক্ষীর শেষ কলরব এবং কুলায়ে প্রর্ত্যাবর্তনের প্রস্তুতি তাঁদের জানিয়ে দিল যে অরণ্য এবার বিশ্রাম চায়।

আরো কিছুদুর অগ্রসর হওয়ার পর দূরে দেখা দিল সারিসারি বহু প্রকার উন্নত বৃক্ষ। তাল, তমাল, দেবদারু, খর্জুর প্রভৃতি বৃক্ষের অবস্থিতি স্পষ্ট হয়ে উঠল। বনবাসী বৃদ্ধের অভিজ্ঞ চক্ষু গোধূলির রক্তিম আভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল এবং তাঁর কুঞ্চিত বলিরেখা সম্বলিত মুখমণ্ডল স্মিতহাস্যে পূর্ণ হয়ে উঠল।

বিশ্বামিত্রের দিকে তাকিয়ে গর্বভরে বৃদ্ধ বলল—মহারাজ ঐ দেখুন সেই উন্নত বৃক্ষে বেষ্টিত সমতল তৃণভূমি। যে স্থানের কথা আমি আপনাকে বলেছিলাম। ঐস্থানে পৌছলেই আমরা নিরাপদে রাত্রি যাপন করতে পারব।

সামনে অনতিদূরে বৃক্ষশ্রেণীর দিকে দৃষ্টিপাত করে বিশ্বামিত্র বললেন—এই গভীর হিংস্র অরণ্যে নিরাপদে রাত্রি যাপনের মত একটি সমতল তৃণভূমি দেখে আমি বিস্মিত হচ্ছি। যাই হোক্ স্থানটি মনোরম হবে বলেই আমার বোধহচ্ছে।

বৃদ্ধ জবাব দিল—মহারাজ এই তৃণভূমিই শেষ সমতল প্রান্তর। এর পরেই পার্বত্য ভূমির শুরু এবং পথ ক্রমশঃ বন্ধুর। এই তৃণভূমিতে আমি এর আগেও রাত্রি যাপন করেছি। স্থানটি সম্পূর্ণ নিরাপদ এবং মনোরম।

বৃদ্ধের কথার মাঝখানেই তাঁরা ঐ বিশাল ও বিস্তৃত তৃণপ্রান্তরে পর্দাপণ করলেন। বিশ্বামিত্র লক্ষ্য করলেন যতদূর দৃষ্টি যায় সমতল প্রান্তর সবুজ তৃণগুল্মে পূর্ণ। প্রান্তরের চতুর্দিকে উন্নত বৃক্ষের বেষ্টনী। উন্নত বৃক্ষের বেষ্টনীর ভিতর দিয়ে তাঁরা সবুজ প্রান্তরে প্রবেশ করলেন।

বৃদ্ধ, বিশ্বামিত্রকে বলল—এই দেখুন সেই অতীব সুন্দর তৃণপ্রান্তর। চতুর্দিকে প্রহরীর মত উন্নত বৃক্ষ দণ্ডায়মান। আমরা এই প্রান্তরের অভ্যন্তরে আরো একটু অগ্রসর হওয়ার পর যাত্রা বিরতি ঘটাব।

বিশ্বামিত্র বললেন—স্থানটি সত্যই অতি মনোরম। সবুজ তৃণেপূর্ণ এই ভূমির নৈসর্গিক শোভা অনির্বচনীয়।

বৃদ্ধের সঙ্গী চার যুবক তাঁদের দ্রুত অনুগমন করছিল। বিশ্বামিত্র, বৃদ্ধ ও চারযুবক আরো কিছুক্ষণ অগ্রসর হলেন প্রান্তরের অভ্যন্তরে। সূর্য্য কিরণ এতক্ষণে অতিক্ষীণ, প্রায় নেই বললেই চলে।

বৃদ্ধ, বিশ্বামিত্রের দিকে তাকিয়ে বলল—মহারাজ, সূর্য্য প্রায় সম্পূর্ণ অস্তমিত। এখন সন্ধ্যা, আমার বিবেচনায় এইস্থানেই আমরা রাত্রি—কালীন যাত্রা বিরতি ঘটাতে পারি।

বিশ্বামিত্র বললেন—এই অরণ্য ও এই তৃণভূমি তোমার পরিচিত। যদি এইস্থান রাত্রিকালীন বিশ্রামের উপযুক্ত হয় তবে আমরা অবশ্যই এইখানে বিশ্রাম গ্রহণ করব।

বিশ্বামিত্রের কথাশুনে বৃদ্ধ বুঝতে পারল যে বৃদ্ধের উপরেই বিশ্বামিত্র এই অরণ্য যাত্রায় একান্ত ভাবে নির্ভর করছেন। যে স্থানে তাঁরা দণ্ডায়মান ছিলেন সেই স্থানেই রাত্রিতে বিশ্রামের সিদ্ধান্তগ্রহণ করে বৃদ্ধ তাঁর চার যুবকসঙ্গীর দিকে তাকিয়ে বলল—আমরা এইস্থানেই তাহলে যাত্রা বিরতি ঘটাব। তোমরা মহারাজের বিশ্রামের উপযুক্ত পর্ণশয্যা প্রস্তুত কর।

বৃদ্ধের নির্দেশ শ্রবণ করামাত্র চার বনবাসী যুবক তৎপর হয়ে উঠল নৈশ বিশ্রামের আয়োজনে। স্কন্ধের মৃত বরাহ ও শশক ভূমিতে নামিয়ে রেখে তারা চতুর্দিক থেকে শুষ্ক ক্ষপত্র এনে একস্থানে স্তূপীকৃত করতে লাগল। বৃক্ষসমূহের তলদেশে প্রচুর শুষ্কপত্র সঞ্চিত হয়েছিল। যুবকেরা সেইসব শুষ্কপত্র আহরণ

করতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা শুষ্কপত্র গুচ্ছ একস্থানে স্তূপীকৃত করে মহারাজ বিশ্বামিত্র ও বনবাসী বৃদ্ধের জন্য দুটি পর্ণশয্যা প্রস্তুত করে ফেলল। বিশ্বামিত্র অবাক বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে বনবাসী যুবকদের কর্মতৎপরতা দর্শন করছিলেন।

পত্রশয্যা প্রস্তুত হওয়ার পর বৃদ্ধ যুবকদের নির্দেশ দিল—অগ্নিপ্রজ্জ্বলিত কর। সন্ধ্যার অন্ধকার আরো গভীর হয়ে রাত্রি নামার পূর্বেই আমাদের অগ্নির প্রয়োজন।

বৃদ্ধের কথানুসারে যুবকেরা শুষ্ক বৃক্ষপত্র ও বৃক্ষশাখা একত্রিত করে অগ্নি-প্রজ্জ্বলিত করল। নিস্তব্ধ অন্ধকার বিদীর্ণকরে রক্তবর্ণ অগ্নিশিখা আত্মপ্রকাশ করল। তৃণভূমির বিস্তীর্ণ অংশ অগ্নির আলোকে আলোকিত হয়ে উঠল। সহসা অগ্নি দর্শনে ভীত হয়ে বৃক্ষশীর্ষে পক্ষীরা কলরব শুরু করে দিল। অরণ্যবাসী বৃদ্ধ ও বিশ্বামিত্র পত্রশয্যার উপরে উপবেশন করলেন।

বৃদ্ধ, বিশ্বামিত্রকে বলল—মহারাজ এবার যুবকেরা দিবাভাগে সংগৃহীত পশু অগ্নিতে দহন করে রাত্রের খাদ্য প্রস্তুত করবে।

বিশ্বামিত্র বললেন—এই বনবাসী যুবকদের কর্মতৎপরতা আমাকে মুগ্ধ করেছে। সুঠাম দেহ এবং নির্মল হৃদয় নিয়ে অরণ্যের অভ্যন্তরে এরা সমুদ্রগর্ভে রত্নের মতই উজ্জ্বল।

বনবাসী যুবকেরা বদ্ধ ও বিশ্বামিত্রের কথোপকথনের দিকে কর্ণপাত করছিল না। তাবা প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে আরো শুষ্ক পত্র ও বৃক্ষ শাখা নিক্ষেপ করে অগ্নির শক্তি বৃদ্ধিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। মহারণ্যে চতুর্দিকে অন্ধকার। যতদূর দৃষ্টি যায় কঠিন প্রস্তরের ন্যায় জমাট গাঢ় অন্ধকার। কেবলমাত্র এই সমতল ভূমিতেই প্রজ্জ্বলিত অগ্নির তীক্ষ্ণ শিখা অন্ধকার বিদীর্ণ করে উর্দ্ধে আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই যুবকেরা অগ্নির মধ্যে বহু সংখ্যক শুষ্ক বৃক্ষ-শাখা ও পত্র নিক্ষেপ করল এবং অগ্নির শক্তি পূর্বাপেক্ষা বহুগুণ বৃদ্ধিলাভ করল। অগ্নির শক্তি বৃদ্ধি করে যুবকেরা দিবাভাগে সংগৃহীত বরাহটিকে অগ্নির মধ্যে নিক্ষেপ করে দহন করতে লাগল।

বৃদ্ধ ও বিশ্বামিত্র নিজ নিজ পর্ণশয্যায় উপবেশন করে যুবকদের কর্ম দর্শন করছিলেন এবং নিজেদের মধ্যে বাক্য বিনিময় করছিলেন।

বিশ্বামিত্রের কথার উত্তরে বৃদ্ধ বলল—হ্যাঁ মহারাজ, আপনি যথার্থই বলেছেন। এই যুবকেরা অরণ্য গর্ভে রত্ন তুল্য। এরা সাহসী, অনুগত, কর্মঠ এবং বিনয়ী। এদের ন্যায় যুবকদের উপরেই সমগ্র বনবাসী সমাজ নির্ভরশীল।

সন্ধ্যা ধীরে ধীরে একসময় অন্তর্হিত হয়ে রাত্রিতে পরিণত হল। বরাহটিকে অগ্নি-দহনে খাদ্যোপযোগী করে যুবকেরা এবার ধৃত শশক সমূহকে একটি একটি করে উপযুক্তভাবে দহন করতে লাগল। সমস্ত শশক-দহন সম্পূর্ণ হলে যুবকেরা বনবাসী বৃদ্ধের দিকে নিঃশব্দে দৃষ্টিপাত করল। বৃদ্ধ তাকিয়ে দেখল প্রজ্জ্বলিত অগ্নির পার্শ্বেই রক্ষিত আছে খাদ্যোপযোগী উত্তপ্ত বরাহ ও শশকের মাংস।

বৃদ্ধ বিশ্বামিত্রকে আহ্বান করল—মহারাজ খাদ্য প্রস্তুত। চলুন আমরা রাত্রের আহার সম্পূর্ণ করি।

বিশ্বামিত্র একবার তাকিয়ে দেখলেন অগ্নি পার্শ্বে রক্ষিত অগ্নিদগ্ধ পশুর মাংসের দিকে। তারপর বললেন—অতি উত্তম। এই নির্জন, গভীর ও ভয়ংকর অরণ্যে এর চেয়ে সুখাদ্য আর কিই বা হতে পারে। উত্তপ্ত ও সুপাক বরাহ এবং শশকের মাংস আমার অতি প্রিয়। চল আমরা রাত্রের আহার গ্রহণ করি।

বৃদ্ধ, বিশ্বামিত্র ও তাঁদের সঙ্গী চার যুবক অগ্নি পার্শ্বে একত্রে উপবেশন করে উত্তপ্ত মাংস গ্রহণ করে ক্ষুধার নিবৃত্তি ঘটাতে লাগলেন। সুপাক মাংসগ্রহণ করতে করতে বিশ্বামিত্র আপন মনে অনুভব করতে লাগলেন মানুষের অন্তরের ক্ষুধাও কম তীব্র নয়; কিন্তু সেই ক্ষুধার নিবৃত্তির পথ কত ভিন্ন, কত কঠিন। অন্তরের যে ক্ষুধা তাঁকে অরণ্যের অভ্যন্তরে আকর্ষণ করে এনেছে কিভাবে কতদিনে তিনি সেই ক্ষুধা নিবৃত্ত করতে পারবেন কে জানে। বশিষ্ঠের মত অলৌকিক মানসিক শক্তি আহরণ করতে তাঁর কতদিন লাগবে তিনি জানেন না। অরণ্যের অভ্যন্তরে অগ্নির পার্শ্বে বসে খাদ্য গ্রহণ করতে করতে তিনি শুধু অনুভব করতে পারলেন জন্ম ও মৃত্যুর মাঝে এই মনুষ্য জীবন অতি বিচিত্র এবং সদাই অতৃপ্ত ও অসম্পূর্ণ।

খাদ্য গ্রহণ সমাপ্ত হলে বৃদ্ধ ও বিশ্বামিত্র নিজ নিজ পর্ণশয্যায় শয়ন করলেন। যুবকেরা অগ্নি পার্শ্বে উপবেশন করে বিনিদ্র থেকে বিশ্বামিত্র ও বৃদ্ধের প্রহরায় নিজেদের নিয়োজিত করল। উন্মুক্ত প্রান্তরে আকাশের নীচে জীবনের প্রথম পর্ণশয্যায় শয়ন করে বিশ্বামিত্র ঊর্দ্ধে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলেন। দূর আকাশে বহু সংখ্যক নক্ষত্রের ক্ষীণ আলোক দেখা যাচ্ছে। দিবস কালে এই আকাশের কত ভিন্ন রূপ। সূর্যের আলোকে আকাশ ও পৃথিবী আলোকময়, এই নক্ষত্ররা নিজেদের আলোক প্রকাশ করতে ব্যর্থ হয়। অথচ এই নক্ষত্র সমূহ না থাকলে নভোমণ্ডলের এই অপূর্ব শোভা কি করে সৃষ্টি হত। বিশ্বামিত্রের মনে হল দূরবর্তী সৌম্য আলোক প্রদানকারী এই নক্ষত্রসমূহই যেন এই নভোমণ্ডলের

অন্তরাত্মা। এরা না থাকলে এই বিশাল, বিস্তৃত আকাশ হয়ে যেত প্রাণহীন শুষ্ক মরুভূমি। তীব্র সূর্যালোক গ্রহণ করত অন্ধকারের এই কোমল সৌন্দর্য্য। এই নক্ষত্র সমূহের জন্যই প্রতি রাত্রে এই নভোমণ্ডলী নিজেকে নূতনরূপে আবিষ্কার করে, প্রতিরাত্রেই নিজের অন্তরাত্মার সঙ্গে একটু একটু করে পরিচিত হয়। বিশ্বামিত্র দূর থেকে ভেসে আসা মৃদু নক্ষত্রালোকের দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগলেন মনুষ্যের জীবনও ঠিক এই বিশাল আকাশের মতই। জীবনের মধ্যাহ্নে যৌবন, ঐশ্বর্য্য ও খ্যাতির প্রখর আলোকে মানুষ নিজের আত্মার মৃদু ও শান্ত আলোক দর্শন করতে ব্যর্থ হয়। তারপর অপরাহ্নের শেষে সায়াহ্নে যখন মানুষের যৌবন স্তিমিত ঐশ্বর্য্য নিঃশেষিত এবং খ্যাতি ক্ষীয়মান তখন মানুষের মনের আকাশে ধীরে ধীরে ভেসে আসে এই দূরবর্তী মৃদু নক্ষত্রালোকের মতই অন্তরাত্মার শান্ত আলোক সংকেত এবং আত্মার এই মৃদু ও শান্ত আলোকেই তখন মানুষ নিজেকে নূতন রূপে আবিষ্কার করে। নিজের সঠিক রূপটি অনুধাবণ করে। নিজের সঙ্গে নিজেরই নূতন রূপে পরিচিত হয়। এইভাবে নিজেকে আবিষ্কারের আনন্দে, নিজের প্রকৃত স্বরূপলাভের আনন্দে মানুষের কাছে তখন এই সংসার জগৎ মূল্যহীন হয়ে যায় এবং মানুষ সংসার ত্যাগ করে বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস অবলম্বন করে।

বিশ্বামিত্র ভাবতে লাগলেন তাঁর নিজেব কথা। কিভাবে প্রতিমূহূর্তে তিনি একটু একটু করে নিজেকে আবিষ্কার করছেন, নিজেকে নূতন রূপে দর্শন করছেন। এতদিন নৃপতিরূপে. রাজঐশ্বর্য্যেব প্রখর আলোকে তিনি যার সন্ধান লাভ করেন নি। যার অস্তিত্বই তাঁর নিজের কাছে অজ্ঞাত ছিল। ঐ দূরবর্তী নক্ষত্ররা মহাশূন্য থেকে তাঁকে যেন সংকেত প্রদান করছে। যেন তাঁকে নিজের আত্মার সন্ধানে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা প্রদান করছে। পর্ণ শয্যায় শয়ন করে বিশ্বামিত্র উচ্চ আকাশে তাকিয়ে নিজের মনের গভীরে নিজেকে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করছিলেন। অন্যপার্শ্বে অপর একটি পর্ণশয্যায় শয়ন করে পথশ্রমে ক্লান্ত বৃদ্ধ গভীর নিদ্রায় মগ্ন। দূরে অগ্নিপার্শ্বে বনবাসী যুবকেরা নিজেদের মধ্যে কথোপকথনে রত। সমগ্র অরণ্যে এখন গভীর রাত্রি, গভীর অন্ধকার। শুধু এই সমতল ভূমিতেই প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখা দৃশ্যমান এবং এক অসুখী অতৃপ্ত আত্মা নৃপতি পর্ণ শয্যায় শয়ান।

পরদিন সায়াহ্নের কিছুপূর্বে বিশ্বামিত্র, বৃদ্ধ ও যুবকেরা যে স্থানটিতে পৌছলেন সেটি একটি পার্বত্যভূমি। সমতলক্ষেত্র থেকে বহুদূরে অবস্থিত। কিন্তু পার্বত্য

ভূমি হলেও স্থানটি অতি মনোরম। চতুর্দিকে বিভিন্ন প্রকার বৃহৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফলবান বৃক্ষ। ভূমি সবুজ তৃণে আচ্ছাদিত। পার্বত্যভূমিতে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে একটি অপেক্ষাকৃত সমতল স্থানে উপস্থিত হয়ে বৃদ্ধ বিশ্বামিত্রের দিকে তাকিয়ে বলল—মহারাজ এই সেই স্থান, যে স্থানের কথা আপনাকে বলেছিলাম। সমগ্র অরণ্যে তপশ্চারণার উপযুক্ত এত মনোরম স্থান খুব কমই আছে। চতুর্দিক ফলবান বৃক্ষে পূর্ণ। ঐ শ্রবণ করুন, দূর থেকে প্রস্রবণের শব্দ ভেসে আসছে। ঐ প্রস্রবণ অনতি দূরে অবস্থিত এবং এর জল অতি সুমিষ্ট ও পরিষ্কার। এহ্স্থানে হিংস্র পশুরা কদাচিৎ আগমন করে। এই শান্ত ও সুন্দর স্থান আপনাকে রাজৈশ্বর্য্য ত্যাগের উপযুক্ত মূল্যপ্রদান করবে। আপনি নিঃশঙ্ক চিত্তে সমগ্র জীবন এইস্থানে তপশ্চারণে অতিবাহিত করতে পারবেন। এখন আপান অনুমতি প্রদান করলে আমরা এই স্থানে আপনার জন্য একটি উপযুক্ত পর্ণকুটীর নির্মাণ করতে পারি।

যে দিক থেকে প্রস্রবণের জলের শব্দ ভেসে আসছিল বিশ্বামিত্র সে দিকে তাকিয়ে প্রস্রবণের শব্দ শুনতে শুনতে জবাব দিলেন—যদি এই স্থানটি পর্ণকুটীর নির্মাণের উপযুক্ত হয় এবং যদি তোমরা পথশ্রমে ক্লান্ত বোধ না কর আমি অনুমতি প্রদান করতে পারি।

বিশ্বামিত্রের অনুমতি লাভ করে বৃদ্ধ যুবকদের নির্দেশ দিল অনতিবিলম্বে মহারাজের বসবাসের উপযুক্ত একটি পর্ণকুটীর নির্মাণের কার্য্য শুরু করে দিতে। যুবকেরা তৎক্ষণাৎ নিকটস্থ বৃক্ষ সমূহ হতে বৃক্ষশাখা আহরণ করে পর্ণকুটীর নির্মাণের কার্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পরেই ধীরে ধীরে সায়াহ্নের অন্ধকার সমগ্র অরণ্যভূমিতে বিস্তার লাভ করতে লাগল।

বৃদ্ধ যুবকদের নির্দেশ দিল—অগ্নি প্রজ্জ্বলিত কর। পর্ণকুটীর নির্মাণের অবশিষ্ট কার্য্য আগামীকাল সমাপ্ত করবে। এখন রাত্রের খাদ্য প্রস্তুত কর।

আগের দিনের মতই যুবকেরা দিবাভাগে সংগৃহীত পশু অগ্নিতে দহন করে রাত্রের খাদ্য প্রস্তুত করল এবং সবাই সেই খাদ্য গ্রহণ করে রাত্রিতে পর্ণশয্যায় আশ্রয় নিলেন। যুবকেরাও বৃদ্ধ এবং বিশ্বামিত্রের মতই পর্ণশয্যায় শয়ন করল। আজ রাত্রে আর তাদের অগ্নির চতুষ্পার্শ্বে বিশ্বামিত্রের প্রহরায় জাগরিত থাকার প্রয়োজন নেই। এইস্থানে কোন হিংস্রপশু আগমন করে না। তারা শুধু প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে পর্যাপ্ত বৃক্ষশাখা ও শুষ্ক পত্র নিক্ষেপ করল যাতে অগ্নি বহুক্ষণ প্রজ্জ্বলিত থাকে। আজ রাত্রে অগ্নি নিজেই প্রহরী।

প্রজ্জ্বলিত অগ্নির দীপ্ত শিখা সমস্ত রাত্রি জাগরিত থেকে নিদ্রিত নৃপতি ও তার

সহচরদের প্রহরা ও আলোক প্রদান করে যখন ক্লান্তিতে স্তিমিত প্রায়, তখন রাত্রির তৃতীয় প্রহরে বিশ্বামিত্রের নিদ্রাভঙ্গ হল। জেগে উঠে বিশ্বামিত্র আবার শুনলেন ঝরণার শব্দ। বন্ধন মুক্ত জলধারা ছন্দোময় শব্দে যেন অনন্তকাল থেকে অসীমের যাত্রী। এ যাত্রার শেষ নেই—শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত যে কোন ঋতুতেই এই জলধারা বিমুক্ত আত্মা।

বিশ্বামিত্র ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন। দেখলেন পৃথিবী তখনও তমসাবৃত। নিজের তমসাবৃত মনের গভীরে সূর্যকিরণের স্পর্শ কবে এসে লাগবে তিনি জানেন না। আর একটু পরেই চতুর্থ প্রহরের শেষে সূর্য কিরণের স্পর্শে তমস দূরীভূত হয়ে পৃথিবী হয়ে উঠবে আনন্দময়। আনন্দের অমৃতধারায় অবগাহন করবে এই মায়াময় পৃথিবী। তিনি নিঃশব্দে ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হতে লাগলেন ঝরণার শব্দ লক্ষ্য করে। তৃতীয় প্রহরের অন্ধকার ভেদ করে ধীরে ধীরে তিনি এসে উপস্থিত হলেন প্রস্রবনের ধারে। বৃক্ষ সমূহের ভিতর দিয়ে অন্ধকারে অস্পষ্টভাবে তিনি দেখলেন পার্বত্যভূমির ওপর দিয়ে তুরন্ত গতিতে প্রবহমান এক বিশাল জলধারা। অন্ধকারের জন্য তিনি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলেন না, কিন্তু নিকট থেকে জলধারার শব্দ শ্রবণ করে তিনি অনুধাবন করতে পারছিলেন যে বিপুল জলরাশি সশব্দে প্রস্তরময় উচ্চভূমি থেকে বিরামহীনভাবে নিম্নে পতিত হচ্ছে। বিশ্বামিত্র কিছু দূর অগ্রসর হয়ে প্রস্রবনের পার্শ্বে একটি বৃক্ষে দেহভার স্থাপন করে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন। ধীরে ধীরে তিনি যেন ঝরণার জলধারায় নিমজ্জিত হয়ে আত্মমগ্ন হয়ে গেলেন। তাঁর মন ডুবে গেল প্রস্রবনের বিপুল জলরাশির মধ্যে। নিশ্চুপ স্থির হয়ে বিশ্বামিত্র দাঁড়িয়ে রইলেন ঝরণার ধারে। তার খেয়ালও রইল না কখন তৃতীয় প্রহর শেষ হয়ে রাত্রি চতুর্থ প্রহরে পদার্পণ করেছে এবং চতুর্থ প্রহর শেষ হয়ে রবিরশ্মি আত্মপ্রকাশ করতে চলছে।

আত্মমগ্ন নৃপতি দাঁড়িয়ে রইলেন জলাধারের সামনে। চতুর্থ প্রহর শেষ প্রায়। ধীরে ধীরে তাঁর চোখের সামনে অন্ধকারের মায়াবরণ কেটে গিয়ে রক্তিম সূর্যালোক জলের উপর প্রতিফলিত হতে লাগল। তিনি বুঝতে পারলেন আরো একটি প্রভাতের আগমন তিনি দর্শন করছেন। তার মস্তিষ্ক সবকিছু অনুধাবন করছে, কিন্তু তাঁর মন স্থির নিশ্চল। বহুক্ষণ বিশ্বামিত্র একভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন, যেন তিনিও অরণ্যের নিশ্চল বৃক্ষ শিলারই অঙ্গ। এই সুন্দর প্রকৃতিরই একজন। ততক্ষণে সূর্য পূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করছে। প্রস্রবনের জলধারা স্পষ্ট দেখা

যাচ্ছে। গলিত রৌপ্যের ন্যায় বিপুল জলরাশি তাঁর চক্ষুর সম্মুখে নিজ উচ্ছলতা প্রকাশ করছে। পক্ষীর কলরবে বৃক্ষশীর্ষ মুখর।

নিজ মনের গভীর থেকে ধীরে ধীরে এবার উঠে এলেন বিশ্বামিত্র। আরো অগ্রসর হলেন ঝরণার দিকে। একেবারে জলের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। কিছুক্ষণ ঝরণার দিকে তাকিয়ে রইলেন আগের মতই। তারপর নীচু হয়ে প্রস্রবণের সুন্দর জলরাশি স্পর্শ করে চোখ, মুখ ও হস্ত পদ প্রক্ষালন করতে লাগলেন। পরিস্কার সুন্দর জলের সুশীতল অনুভূতিতে বিশ্বামিত্রের মন আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠল। বহুক্ষণ শীতল জলরাশির স্পর্শ গ্রহণ করে তৃপ্ত হয়ে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। রবি রশ্মির তেজ ক্রমশঃ বর্ধিত হচ্ছে। পক্ষীর কলরবের মধ্যে প্রভাতের সূর্যকিরণ দেহে ধারণ করে বিশ্বামিত্র নির্জন-অরণ্যের আরো গভীরে অগ্রসর হলেন। অজানা অরণ্যে আপন মনে পদচারণা করে যেতে লাগলেন। অসমান পার্বত্যভূমিতে চতুর্দিকে ফলবান বৃক্ষ তাঁর এই প্রভাতের পদচারণাকে আরো মনোরম করে তুলল। তিনি চলে যেতে লাগলেন দূরে আরো দূরে, নিজের মনের গভীরে ডুব দিয়ে।

সমস্ত সকাল অরণ্যময় পার্বত্যভূমির সৌন্দর্য দর্শন করে মধ্যাহ্নের কিছুপূর্বে যখন তিনি প্রত্যাবর্তন করলেন তখন দেখলেন একটি অপূর্ব সুন্দর পর্ণকুটীর নির্মাণ করে বনবাসী বৃদ্ধ ও যুবকেরা তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে। তাদের সামনে স্তূপীকৃত প্রচুর আহারযোগ্য ফল। বিশ্বামিত্রকে প্রত্যাবর্তন করতে দেখে যুবকেরাও বৃদ্ধের সঙ্গে "মহারাজের জয়" বলে জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল।

বনবাসী বৃদ্ধ ও যুবকদের দিকে তাকিয়ে বিশ্বামিত্র বললেন—দীর্ঘক্ষণ আমাকে অনুপস্থিত দেখে তোমরা নিশ্চয়ই উৎকন্ঠিত হয়ে পড়েছ?

বৃদ্ধ জবাব দিল—না, মহারাজ এইস্থানে উৎকন্ঠিত হবার কোন কারণ নেই। এই স্থানে অরণ্য অতি সরল, অরণ্যের মধ্যে কোন প্রকার জটিলতা নেই এবং সেইজন্য পথভ্রষ্ট হবার ভয়ও নেই। হিংস্র প্রাণীও এইস্থানে দুর্লভ, কদাচিৎ পথভ্রষ্ট হয়ে আগমন করলেও তৎক্ষণাৎ অন্যত্র গমন করে। এই পার্বত্যভূমিতে মনুষ্যের কোন প্রকার বিপদের আশংকা নেই। এই সুন্দর স্বর্গসদৃশ স্থানে নিঃশঙ্ক চিত্তে বিচরণ করা যায়। এখানে কেউ অন্যের প্রাণ হরণ করে না।

বিশ্বামিত্র বৃদ্ধের কথা শুনে স্মিত হাস্যে বললেন—তোমার বাক্য সম্পূর্ণ সত্য। এই স্থান স্বর্গসদৃশ। এই স্থানে বিন্দুমাত্র বিপদের আশংকা নেই। আমি কিছুক্ষণ এই পার্বত্য ভূমিতে পদচারণা করে এই স্থানের অপূর্ব শোভা দর্শন করছিলাম।

বৃদ্ধও এবার বিশ্বামিত্রের কথা শুনে স্মিতহাস্যে উত্তর দিল—মহারাজ, এই স্থানে যে ব্যক্তিই আগমন করুক এবং তার মনোভাব যে প্রকারই হোক্ না কেন এই পার্বত্যময় অরণ্যভূমির সৌন্দর্যে মোহিত হয়। যদিও খুব অল্প ব্যক্তিই এই স্থানের কথা জানে এবং আরো অল্প ব্যক্তি বিপদসংকুল পথ অতিক্রম করে এই স্থানে আগমন করতে সক্ষম হয়। প্রকৃতপক্ষে কেবলমাত্র আমার ন্যায় দু-একজন অরণ্য-বৃদ্ধ ছাড়া মনুষ্য জগতের আর কেউই এই স্থানের কথা জ্ঞাত নয়। নির্জনতা এবং নৈসর্গিক সৌন্দর্যই এই স্থানের বৈশিষ্ট্য।

বিশ্বামিত্র বললেন—মনুষ্যজগত থেকে এতদূরে এই নির্জন অরণ্য প্রতি মূহূর্তে আমাকে মোহিত করছে। প্রতি মূহূর্তে আমি চমৎকৃত হচ্ছি নূতন নূতন বিস্ময় ও বৈচিত্র্য আবিষ্কার করে।

বৃদ্ধ এবার বিশ্বামিত্রের দিকে একটু এগিয়ে এল। বলল—মহারাজ, এই নির্জন স্থানে সহস্র বর্ষ অতিবাহিত করলেও আপনি কখনও বিরক্তি অথবা ক্লান্তি অনুভব করবেন না। আপনার তপশ্চর্যায় কখনও কোনরূপ বিঘ্ন ঘটবে না। চতুর্দিক ফলবান বৃক্ষে পুর্ণ, নিকটেই সুমিষ্ট জলের প্রস্রবণ। আপনার খাদ্য অথবা পানীয়ের কখনও কোনরূপ অভাব হবে না। আপনার জন্য আমরা সর্ব ঋতুতে বসবাসের উপযোগী এই সুন্দর এবং শক্ত পর্ণকুটীরটি নির্মাণ করেছি। এই পর্ণ-কুটীরে আপনি সহস্রবর্ষ বসবাস করতে পারেন। আপনার দীর্ঘ তপশ্চর্যার পথে এই পর্ণকুটীর আপনাকে সুখদায়ক বিশ্রামের অনুভূতি প্রদান করবে। পর্ণকুটীরের ভিতরে আহারোপোযোগী প্রচুর সুমিষ্ট ফল আপনার জন্য সংগ্রহ করে রেখেছি।

মহারাজ! আমাদের কর্ম এবার শেষ। পর্ণকুটীর নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। এখন আপনি অনুমতি প্রদান করলেই আমরা ফিরে যেতে পারি। অযথা এই স্থানে অবস্থান করে আপনার তপশ্চর্যায় বিঘ্ন ঘটাতে চাই না। আপনি মহান! সম্পদশালী রাজ্য ও সর্বপ্রকার সুখ পরিত্যাগ করে আপনি নিজেকে তপশ্চর্যায় নিয়োজিত করছেন। আপনার তপশ্চর্যা সফল হোক্। আপনার জয় হোক্। অনুগ্রহ করে এবার আমাদের প্রত্যাগমনের অনুমতি প্রদান করুন।

বৃদ্ধ এগিয়ে এসে বিশ্বামিত্রকে প্রণাম করল। বৃদ্ধের পশ্চাতে চার বনবাসী যুবকও এগিয়ে এল এবং বিশ্বামিত্রকে প্রণাম করে নীরবে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল অনুমতির অপেক্ষায়। বিশ্বামিত্র সহসা একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। এরা কারা? বিজন অরণ্যের গভীরে ক্ষণকালের পরিচয়ে মানুষ এত আপন হতে পারে এবং অন্যের প্রতি এত শ্রদ্ধাশীল? দীর্ঘ দুই দিবসের বিপদসংকুল অরণ্য

যাত্রায় এত অনুগত ও এত সরলপ্রাণ সঙ্গী লাভ করে বিশ্বামিত্র সত্যিই আন্তরিকভাবে তৃপ্ত। এই দুই দিবসেই এই বনবাসীরা তাঁর অতি আপনজন হয়ে গেছে। কোন্ এক অচ্ছেদ্য মায়া বন্ধনে যেন তিনি বন্দী করে ফেলেছেন নিজেকে এই বনবাসীদের সঙ্গে। হঠাৎ এই মুহূর্তে তাই বনবাসীরা প্রত্যাগমনের অনুমতি প্রার্থনা করায় বিশ্বামিত্রের অন্তরের অভ্যন্তরে কোথায় যেন এক বেদনা-বোধ আত্মপ্রকাশ করল। একটু ব্যথিত হলেন বিশ্বামিত্র! জীবনে প্রকৃত নিঃস্বার্থ ও উপকারী বন্ধু খুব কমই পাওয়া যায়। কিন্তু না, কোনরকম দুর্বলতাকে এই মুহূর্তে তিনি মনে স্থান দিতে চান না। বিশ্বামিত্র নিজের মনকে সংযত করলেন, দৃঢ় করলেন। রাজত্ব পরিত্যাগ করেছেন যিনি, সংসারের সবচেয়ে কঠিন মায়াবন্ধন স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-সম্পদ যিনি অবহেলায় ত্যাগ করে আসতে পেরেছেন তাঁর পক্ষে এই নির্জন অরণ্যে নতুন কোন বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া শোভা পায় না। নিজের মনকে কঠিন প্রস্তরের ন্যায় দৃঢ় করে বিশ্বামিত্র এক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

তারপর বনবাসী বৃদ্ধ ও যুবকদের দিকে তাকিয়ে বললেন—বিজন মনুষ্য বর্জিত অরণ্যে তোমরা আমাকে সঙ্গ প্রদান করেছ। আমার ঈপ্সিত তপশ্চর্যার পথে যথাসাধ্য সাহায্য করেছ। তোমাদের সাহায্য লাভ করে আমি উপকৃত এবং সেইজন্য আনন্দিত ও তোমাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। তোমাদের সাহস ও সরল ব্যবহার আমাকে মুগ্ধ করেছে। নগর সভ্যতার বাইরে এই গভীর অরণ্যে মানব-জীবনের একটি বৈচিত্রময় রূপ দর্শন করিয়ে তোমরা আমার জ্ঞান বৃদ্ধি ঘটিয়েছ। তোমাদের প্রতি আমার অন্তরে স্নেহের সৃষ্টি হয়েছে। মনুষ্য হৃদয় সততই দুর্বল এবং সেইজন্য অতি দ্রুত মায়াবন্ধনে আবদ্ধ হয়। কিন্তু আমি এই স্থানে আগমন করেছি তপশ্চর্যার উদ্দেশ্যে, সংসারের সমস্ত মায়াবন্ধন ও ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করে। তাই তোমাদের প্রতি আমাব অন্তরে স্নেহের সৃষ্টি হলেও এই মুহূর্তে আমি স্নেহ ভাব পরিত্যাগে বাধ্য। তোমাদের বিদায় আমার কাছে বেদনাদায়ক তথাপি আমি তোমাদের প্রত্যাগমনের অনুমতি প্রদান করছি। মানব-জীবনের কঠিন ও অমোঘ নিয়মানুযায়ী তোমাদের সঙ্গে আমার এই বিচ্ছেদ আমি প্রফুল্ল ও শান্ত মনে বরণ করছি এবং একে বৈচিত্রময় জীবনেরই একটি রূপ বলে গ্রহণ করছি। তোমরা নিশ্চিন্তে ও নির্বিঘ্নে প্রত্যাগমন কর। তোমাদের ভবিষ্যত-জীবন প্রাচুর্যময় ও শান্তিপূর্ণ হোক্। তোমরা এবার যাত্রা শুরু করতে পার।

বাক্য শেষ করে বিশ্বামিত্র চুপ করলেন। বৃদ্ধ ও যুবকেরা আবার এগিয়ে

এসে বিশ্বামিত্রকে প্রণাম করল। তারপর নিকটে ভূমির উপর সংগৃহীত ফলসহ বৃক্ষশাখা সমূহ নিয়ে বিশ্বামিত্রের নামে জয়ধ্বনি দিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হল। মনোরম পার্বত্যভূমিতে বন্ধুত্ব ও সহায়তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে অরণ্যের সন্তানেরা কিছুক্ষণের মধ্যেই বহুদূর অগ্রসর হয়ে গেল। বিশ্বামিত্র স্থির দৃষ্টিতে একস্থানে দাঁড়িয়ে বনবাসী বন্ধুদের প্রত্যাগমন দর্শন করতে লাগলেন। ধীরে ধীরে বনবাসীরা তাঁর দৃষ্টিপথের বাইরে চলে গেল এবং অরণ্যের বৃক্ষ-সমাকীর্ণ উপত্যকায় মিলিয়ে গেল।

বিশ্বামিত্র তবু কিছুক্ষণ একইভাবে ঐদিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর ধীর পদক্ষেপে ফিরে এসে তাঁর জন্য নির্মিত পর্ণকুটীরের প্রাঙ্গণে উপবেশন করলেন। তাঁর মনে হল তাঁর জীবনে একটি অধ্যায় শেষ হল এবং এই সাংসারিক জীবনের সঙ্গে শেষ সম্পর্কটুকুও ছিন্ন হল বনবাসীদের প্রত্যাগমনে। এবার তিনি মুক্ত, কোন বন্ধনেই তিনি আর আবদ্ধ হবেন না। এখন শান্ত মনে নিজেকে সম্পূর্ণ-ভাবে তপশ্চর্যায় নিয়োজিত করতে পারবেন। জীবনে এক নতুন ও কঠিন অধ্যায়ের সূচনার সময় এখন তাঁর সামনে উপস্থিত। মনকে আরো দৃঢ় ও কঠিন করবেন তিনি, নিজের প্রতি আরো নির্মম হবেন। কঠিন ও পরিশ্রমসাধ্য তপশ্চর্যার মাধ্যমে নিজেকে গড়ে তুলবেন বশিষ্ঠের উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে। বশিষ্ঠের হাতে তাঁর নির্মম পরাজয়ের কথা স্মরণ করলেন বিশ্বামিত্র। তাঁর কর্ণে ভেসে এল বশিষ্ঠের সেই বিদ্রূপাত্মক অট্টহাসি। ভেসে এল তাঁর প্রতি নিক্ষিপ্ত বশিষ্ঠের ব্যঙ্গাত্মক বাক্যসমূহ। তাঁর চোখের সামনে ফুটে উঠল বশিষ্ঠের ক্রোধদীপ্ত মুখমণ্ডল এবং তার চতুর্দিকের উজ্জ্বল আলোক বলয়। ফুটে উঠল সদ্য পরাজিত গ্লানিময় অতীত। এক দুঃসহ অন্তর্জ্বালা আত্মপ্রকাশ করল। নির্জন অরণ্যে নিঃসঙ্গ বিশ্বামিত্রকে যেন তাঁর নিজেরই স্মৃতি আক্রমণ করেছে।

বিশ্বামিত্র অস্থির হয়ে উঠলেন। পর্ণকুটীরের সম্মুখে পদচারণা করতে লাগলেন ধীরভাবে। নিজের মনকে নিজেই শান্ত করার চেষ্টা করতে লাগলেন। এখন তাঁর কর্তব্য শুধু একটাই, নিষ্ঠা সহকারে তপশ্চারণা এবং ধৈর্য্যচ্যুত না হওয়া। তাহলেই যথাসময়ে তিনি বশিষ্ঠের সমতুল্য শক্তির অধিকারী হবেন। চক্ষু মুদ্রিত করে বিশ্বামিত্র সবুজ তৃণের উপর পদচারণা করে যেতে লাগলেন এবং নিজের মনকে অস্থিরতামুক্ত করার চেষ্টা করতে লাগলেন। ক্রমে তাঁর মন শান্ত হল, অস্থিরতা দূর হল। তিনি আবার প্রকৃতিস্থ হলেন এবং অনুভব করতে পারলেন যে অযথা ধৈর্য্যচ্যুতি এবং মানসিক উত্তেজনায় তাঁর কোনো লাভ হবে না। তপশ্চর্যার পথে তা শুধু বিঘ্নই সৃষ্টি করবে।

শান্তমনে তিনি পর্ণকুটীরের ভিতরে প্রবেশ করলেন। দেখলেন প্রচুর পরিমাণে খাদ্যপোযোগী ফল বনবাসীরা সংগ্রহ করে তাঁর জন্য রেখে গেছে। এক পার্শ্বে নির্মাণ করেছে একটি পর্ণশয্যা তাঁর বিশ্রামের জন্য। বিশ্বামিত্র পর্ণশয্যার উপরে উপবেশন করলেন। কয়েকটি সুপক্ক ফল হস্তে গ্রহণ করলেন আহারের জন্য। অপরিচিত পার্বত্যভূমির সুমিষ্ট ফল আহার করে বিশ্বামিত্র অনির্বচনীয় তৃপ্তি লাভ করলেন। সুমিষ্টস্বাদে তাঁর রসনা ও মন পূর্ণ হয়ে গেল। আরো কয়েকটি ফল আহার করে বিশ্বামিত্র তাঁর মধ্যাহ্নকালীন আহার সমাপ্ত করলেন এবং পর্ণশয্যায় বিশ্রাম গ্রহণ করলেন। জীবনে এই প্রথম কোনদিন তিনি শুধুমাত্র ফলাহারেই নিজেকে সন্তুষ্ট করলেন। রাজকীয় খাদ্য অথবা অতি প্রিয় শশকের মাংস ছাড়াই আজ দ্বিপ্রহরে কাণ্যকুব্জরাজ বিশ্বামিত্র তাঁর আহার সম্পূর্ণ করলেন পরম শান্তি ও তৃপ্তিতে। নিঃসঙ্গ বনভূমিতে আহারকালে তাঁরপার্শ্বে আজ কোন পরিচারক অথবা পরিচারিকা ছিল না। ছিলেন না কাণ্যকুব্জের মহিষী অথবা রাজকুমারেরা। ছিলেন না তাঁর অতিপ্রিয় মন্ত্রী ও অমাত্যবর্গ। সুরম্য প্রাসাদের ঔজ্জ্বল্যে তাঁর ভোজসভা আজ উজ্জ্বল হয়ে ওঠেনি। মন্ত্রী ও অমাত্যবর্গের হাস্য পরিহাসে মুখর হয়নি তাঁর ভোজন গৃহ। আজকের ভোজসভায় তিনি একাই অতিথি। জীবনের প্রথম সঙ্গীহীন একক মধ্যাহ্নভোজ তিনি অতি অনায়াসেই শুধুমাত্র অল্প কয়েকটি সুমিষ্ট ফলসহযোগে সমাপ্ত করলেন। পঞ্চ-ব্যঞ্জনে পরিবেশিত রাজকীয় খাদ্যের চেয়ে এই ফলাহার তাঁর কিছুমাত্র খারাপ লাগল না। নিজের মনকে তপশ্চর্যার ক্লেশ সহ্য করবার উপযুক্ত করে তুলতে পেরে ছন ভেবে তিনি প্রশান্তি অনুভব করলেন।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম গ্রহণের পর বিশ্বামিত্র কুটীরের বাইরে এসে তপশ্চর্যার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে লাগলেন। বনবাসীরা যথেষ্ট শুষ্ক বৃক্ষশাখা সংগ্রহ করে রেখে গেছে। বিশ্বামিত্র দুই খণ্ড শুষ্ক কাষ্ঠ হস্তে গ্রহণ করে ঘর্ষণ করতে লাগলেন। বহুক্ষণ ধরে তিনি কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ করে যেতে লাগলেন অগ্নি প্রজ্জ্বলনের জন্য। জীবনে এই প্রথম তিনি নিজ হস্তে অগ্নি প্রজ্জ্বলন করছেন। আর কিছুক্ষণ পরেই অপরাহ্ন হবে এবং তারপর সন্ধ্যা। অগ্নি ছাড়া আর কে নিঃসঙ্গ বিশ্বামিত্রকে সঙ্গ দেবে। তাছাড়া তপশ্চর্যার জন্যেই অহোরাত্র অগ্নির প্রয়োজন। বিশ্বামিত্র ক্লান্তিহীনভাবে কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ করে যেতে লাগলেন। অপরাহ্নের মধ্যেই অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করতে হবে। বিরামহীনভাবে দুই খণ্ড কাষ্ঠের ঘর্ষণের ফলে ধীরে ধীরে উত্তাপ সৃষ্টি হতে লাগল। আরো বহুক্ষণ ধৈর্য্য ধরে বিশ্বামিত্র কাষ্ঠখণ্ডদ্বয় ঘর্ষণ

করে যেতে লাগলেন। অবশেষে দেখা দিল অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, একটি দুটি করে বহু। বিশ্বামিত্র উল্লসিত হয়ে উঠলেন। অবশেষে তিনি সফল হয়েছেন অগ্নি প্রজ্জ্বলনে। তাঁর উৎসাহ আরো বৃদ্ধি পেল। তাহলে তিনি নিশ্চয়ই একদিন না একদিন ব্রাহ্মণত্ব অর্জন করতে পারবেন। তাঁর পরিশ্রম ও ত্যাগের ফললাভ করবেন। উৎসাহভরে বিশ্বামিত্র কাষ্ঠখণ্ডদ্বয় ঘর্ষণ করে যেতে লাগলেন। অবশেষে অগ্নি পূর্ণ মাত্রায় প্রজ্জ্বলিত হল। বিশ্বামিত্র আরো শুষ্ক পত্র ও শাখা এনে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে দিলেন। তৎক্ষণাৎ অগ্নি নিজরূপ ধারণ করে শিখা বিস্তার করল। বিশ্বামিত্র অগ্নির শিখা দর্শনে অশেষ তৃপ্তি লাভ করলেন। এই অগ্নি তিনি প্রজ্জ্বলিত রাখবেন যতদিন না তিনি ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে বশিষ্ঠের সমতুল্য শক্তির অধিকারী হন ততদিন।

অগ্নি যখন প্রজ্জ্বলিত হল তখন অপরাহ্ণ প্রায় শেষ। সায়াহ্নের অন্ধকার আর কিছুক্ষণের মধ্যেই নেমে আসবে এই অরণ্যভূমিতে। অগ্নি যথাযথভাবে প্রজ্জ্বলিত করে বিশ্বামিত্র প্রস্রবণের নিকটস্থ হয়ে প্রস্রবণের শীতল জলে হস্ত পদ ও মুখ প্রক্ষালন করে নিজেকে শুদ্ধ করলেন। তারপর ধীরে ধীরে নিজ কুটীরের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে লাগলেন। সূর্য তখন অস্ত গমন করছে। বৃক্ষসমূহের ফাঁক দিয়ে অস্তগামী রক্তিমবর্ণ সূর্যকে বিশ্বামিত্র দেখতে পেলেন। প্রতিদিন এই একই সময়ে সায়াহ্নের শুরুতে সূর্য অস্ত যায় আবার পরদিন প্রভাতে উদিত হয়। অনন্তকাল ধরেই সূর্য এই একইভাবে অস্ত গমন করছে এবং পুনরায় উদিত হচ্ছে, একটুও ক্লান্তি নেই। সূর্যের নিয়মানুবর্তীতায় বিশ্বামিত্র মুগ্ধ হলেন। তাঁকেও সূর্যের মতই এরকম কঠোর নিয়মানুবর্তী হতে হবে। তবেই তিনি সাফল্য লাভ করবেন ব্রাহ্মণত্ব অর্জনের কঠিন সংগ্রামে। এবং তিনিও সূর্যের ন্যায় চতুর্দিক আলোকিত করতে পারবেন ব্রাহ্মণত্বের আলোকে। সূর্য্যের মতই তিনিও বিচরণ করতে পারবেন মধ্য গগনে—ব্রাহ্মণত্বের মধ্যগগনে পূর্ণতেজে।

কুটীরে প্রত্যাবর্তন করে বিশ্বামিত্র পদ্মাসন গ্রহণ করে ধ্যানে বসলেন প্রজ্জ্বলিত অগ্নির সম্মুখে। জীবনের প্রথম ধ্যানাসনে বসেছেন এক উচ্চাকাঙ্ক্ষী নৃপতি সম্মুখে অগ্নিসাক্ষী রেখে। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার গভীর হয়ে রাত্রির রূপ ধারণ করেছে। ধ্যানাসনে উপবিষ্ট বিশ্বামিত্র মনঃসংযোগ করার চেষ্টা করছেন। নিজের মনকে শান্ত উত্তেজনাহীন করে মনের গভীর থেকে অন্য আরেকটি মন বের করে নিয়ে আসার চেষ্টা করছেন। কিন্তু সফল হচ্ছেন না। অবচেতন মনের বদ্ধ দুয়ারে তিনি নিজের আকাঙ্ক্ষার রূপ প্রতিফলিত করতে পারছেন না। তাঁর

মনোসংযোগ মনের গভীরে কোন স্থান লাভ করতে পারছে না। তিনি পারছেন না এই আপাত অস্থির পার্থিব মনকে অতিক্রম করতে। কিন্তু তাঁকে পারতেই হবে। তিনি চেষ্টা করে যেতে লাগলেন।

তিনি জানেন একদিনে অথবা একমাসে অথবা একবর্ষে তাঁর প্রচেষ্টা সফল হবে না। তাঁর সাফল্য আসবে ধীরে ধীরে, প্রতিদিন একটু একটু করে। প্রতিদিনই তাঁকে চেষ্টা করতে হবে প্রতিদিনই তাঁকে ধ্যানে বসতে হবে সূর্য্যের মত নিয়মানুবর্তী হয়ে। তিনি তাই চেষ্টা করে যেতে লাগলেন প্রতিদিন। প্রতিদিনই তিনি ধ্যানাসনে উপবেশন করতে লাগলেন। জনমানবহীন অরণ্যময় পার্বত্য-ভূমিতে প্রতিদিন সূর্যের মত নিয়মানুবর্তী বিশ্বামিত্র নিজের অশান্ত মনকে সংযত করার চেষ্টা করে যেতে লাগলেন। সূর্যের শৃঙ্খলা এখন তাঁর আদর্শ, সূর্য্যের নিয়মানুবর্তীতা এখন তাঁর কর্তব্য এবং সূর্যের ঔজ্জ্বল্য তার জীবনের স্বপ্ন। চক্ষু-দ্বয়ের সম্মুখে তাই সূর্যকে আদর্শ করে বিশ্বামিত্র ক্রমশঃ কঠিন থেকে কঠিনতর শৃঙ্খলায় নিজের মনকে আবদ্ধ করার সংগ্রাম চালিয়ে যেতে লাগলেন। নির্জন একাকীত্ব ক্রমশঃ তাঁর মনকে কঠিনতর করে তুলতে লাগল। ধীরে ধীরে তিনি অনুভব করতে লাগলেন যে তাঁর মানসিক কাঠিন্য তাকে তাঁর রাজকীয় অতীত থেকে মুক্তির শক্তি প্রদান করছে। তিনি বুঝতে পারলেন যে তাঁর সাধনার পথে সর্বপ্রধান বাধা তাঁর অতীত। নিজেকে মানসিকভাবে তাঁর অতীত থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করতে না পারলে তপশ্চর্যায় সাফল্যের আশা অলীক কল্পনা মাত্র।

তিনি মনের সমস্ত শক্তি একত্রিত করে নিজেকে নিজের অতীত থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করে যেতে লাগলেন দিনের পর দিন। নিজের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সব-কিছুই তিনি আপ্রাণ মানসিক শক্তিতে বিস্মৃত হবার চেষ্টা করতে লাগলেন। তিনি বিস্মৃত হতে চাইলেন কাণ্যকুব্জ্যের কথা, তাঁর অসংখ্য অনুগতপ্রাণ প্রজাদের কথা। তিনি বিস্মৃত হতে চেষ্টা করলেন রাজমহিষীর কথা, রাজপুত্রদের কথা, সংসার ও দৈনন্দিন রাজকার্যের কথা। তিনি বিস্মৃত হতে চাইলেন নিজের শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের কথা। তিনি বিস্মৃত হতে চাইলেন নিজেকে, তিনি বিস্মৃত হতে চাইলেন সমগ্র বিশ্বকে। সবকিছু বিস্মৃত হয়ে নিজেকে সমগ্র বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিজের রুক্ষ কঠিন শিলার ন্যায় মনকে মনের আরো গভীরে নিয়ে যেতে চাইলেন বিশ্বামিত্র। একাগ্র তপশ্চর্যায় তাঁর দিনের পর দিন কেটে যেতে লাগল। কঠিন নিয়মের বন্ধনে আবদ্ধ বিশ্বামিত্রের চক্ষুর সম্মুখে হারিয়ে যেতে লাগল সময়। অতিক্রান্ত হতে লাগল দিন, মাস, বর্ষ।

গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত আবর্তিত হতে লাগল নিজের নিজের নিয়মে। তপশ্চর্যায় বিরাম নেই বিশ্বামিত্রের। ঋতুর পরিবর্তন অথবা প্রকৃতির বিরূপতা কোন কিছুই তাঁর কঠিন একাগ্র সাধনাকে প্রতিহত করতে পারল না। বৎসরের পর বৎসর বিশ্বামিত্র পর্ণকুটীরে বাস করে, পর্ণশয্যায় শয়ন করে এবং ফলাহার গ্রহণ করে ও ঝরণার জল পান করে নির্জনে একাগ্র চিত্তে ধ্যানমগ্ন হয়ে নিজের মনকে ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করতে লাগলেন। প্রতিদিনই তিনি রাত্রির তৃতীয় প্রহরে নিদ্রাত্যাগ করে প্রস্রবণের জলে নিজেকে ধৌত করে শুদ্ধ করেন এবং তারপর ধ্যানাসনে উপবিষ্ট হন। এখন আর তাঁকে পূর্বের মত এত বেশী করে অতীত আকর্ষণ করে না। এখন আর আগের মত ধ্যানে বসলেই তাঁর মনে পড়ে না কাণ্বকুব্জের কথা, মনে পড়ে না পুত্র শিবির কথা। রাজকার্যে অনভিজ্ঞ শিবি কিভাবে কান্বকুব্জের মত একটি সমৃদ্ধিশালী রাজ্য পরিচালনা করছে ভেবে তিনি আর এখন চিন্তান্বিত হন না আগের মত। পুত্রসম সেনাপতি প্রর্তদনের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার শেষ মুহূর্তটিও আর তাঁকে ভারাক্রান্ত করে না। রাজমহিষী, রাজপুরোহিত অথবা রাজনর্তকীরা কেউ এখন আর তাঁর ধ্যানকে বিঘ্নিত করতে পারে না। কারুর চিন্তাই এখন আর তাঁর মনকে আচ্ছন্ন করে না। তাঁর মানসিক একাগ্রতা বৃদ্ধি লাভ করেছে নিয়মিত তপশ্চর্যায়।

কদাচিৎ কখনও অতীতের কোন চিন্তায় তাঁর মানসিক একাগ্রতা বিঘ্নিত হলেও তা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। অচিরেই তাঁর মনের একাগ্রতা ফিরে আসে। এখন তিনি নিজের মনকে আগের থেকে অনেক বেশীমাত্রায় নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। নিজের মানসিক গতি প্রকৃতি এখন অনেক অধিকরূপে তাঁর নিয়ন্ত্রণে। নির্জন অরণ্যে তপশ্চর্যার এই কঠিন সংগ্রামে বিশ্বামিত্র অনুধাবন করতে পারলেন যে তিনি তাঁর ঈপ্সিত লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন কিন্তু ধীরে ধীরে, অতি ধীরে। এছাড়া তাঁর আর কিছু করনীয়ও নেই। পূর্বের মত তিনি আর এখন ধৈর্য্যচ্যুত হন না। ধৈর্য্য ধরে নিয়মিত তপশ্চর্যায় তিনি কিছুটা অগ্রসর হয়েছেন। সুতরাং আরো ধৈর্য্য তাঁকে ধরতেই হবে এবং তবেই আসবে চূড়ান্ত সাফল্য। ভবিষ্যত সাফল্যের আশায় বিশ্বামিত্র আনন্দিত হয়ে উঠলেন। নূতন উৎসাহে তিনি নিজের সঙ্গে এক মানসিক মহাযুদ্ধে রত হলেন। মস্তিষ্কের প্রয়োগে মনকে বাধ্য করানোর নব নব কৌশল আবিষ্কার করতে লাগলেন। ধ্যানাসনের পরিবর্তন করে তিনি ধীরে ধীরে আলস্য, নিদ্রা, ক্ষুধা ও পিপাসাকে জয় করতে সচেষ্ট হলেন।

কিছুদিনের মধ্যেই তিনি অনভ্যাসজনিত সমস্ত বাধা দূর করে অতি কঠিন

ধ্যানাসন সমূহ অভ্যাস করে নিজের পার্থিব দেহকে ব্রহ্মজ্ঞান ধারণের উপযুক্ত আধারে পরিণত করলেন। সমস্ত প্রকার জৈবিক আকাঙ্ক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং মনকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করে অবশেষে তিনি নিজেই নিজের অধীশ্বর হলেন এবং নিজের উপর একাধিপত্য করে যেতে লাগলেন। ধ্যান ও একাগ্রতার পথে তাঁর আর কোন বাধা রইল না। সম্পূর্ণভাবে বাধামুক্ত হয়ে বিশ্বামিত্র এবার তপশ্চর্যায় দিবস-রজনী অতিবাহিত করতে লাগলেন।

তিনি বিস্মৃত হলেন যে তিনি কাণ্যকুব্জের নৃপতি ছিলেন। বহু বৎসর কাণ্যকুব্জকে দক্ষতার সঙ্গে নিজ শাসনে রেখেছিলেন। মহান্ ক্ষত্রিয় মহারাজ কুশের বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন এবং মহারাজ কুশিক তাঁর পিতামহ ও মহারাজ গাধি তাঁর পিতা ছিলেন। তিনি সবই বিস্মৃত হলেন। নিজের ক্ষত্রিয় অতীতকে তিনি এক অভূতপূর্ব মানসিক শক্তি দিয়ে সম্পূর্ণ মুছে দিলেন এবং এমন কি নিজের পিতৃ পরিচয়ও বিশ্বামিত্র বিস্মৃত হতে চাইলেন। পরমপিতা ব্রহ্মা ছাড়া আর কোনকিছুই তিনি নিজের স্মৃতিতে ধরে রাখতে চাইলেন না। সম্পূর্ণভাবে নিজের অতীত থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে আত্মবিস্মৃত বিশ্বামিত্র কঠিন মানসিক শক্তি ও একাগ্রতাকে অবলম্বন করলেন এবং ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য কঠিন তপশ্চর্যায় জীবনপাত পর্যন্ত করতে প্রস্তুত হলেন।

বহুবর্ষ এইভাবে অতিবাহিত হল তাঁর নির্জন অরণ্যে প্রস্রবণের ধারে। কঠিন দুস্তর তপশ্চর্যার পথে তিনি এখন বহুদূর অগ্রসর হয়েছেন। পরিশ্রম-সাধ্য কঠিন ধ্যানাসন সমূহ অভ্যাসের ফলে তাঁর দেহ ক্ষীণ হয়েছে এবং দেহ থেকে রাজকীয় চিহ্নসমূহ বিলুপ্ত হয়েছে। মুখমণ্ডল আচ্ছন্ন হয়েছে দীর্ঘ শ্মশ্রুতে। তাঁর বিশাল দীর্ঘ বলদীপ্ত রাজকীয় দেহে এখন তপশ্চর্যার কাঠিন্য ও চক্ষুদ্বয়ে ভবিষ্যত সাফল্যের ঔজ্জ্বল্য। সেই উজ্জ্বল নেত্রদ্বয় মুদ্রিত করে তিনি প্রতিদিন ধ্যানাভ্যাস করেন। দিবস-রজনী অতিক্রান্ত হয়ে যায় বিশ্বামিত্রের তপশ্চর্যায়। জিতেন্দ্রিয় বিশ্বামিত্র ক্রমশঃ অনুভব করতে সক্ষম হন তাঁর মনের ভিতরে ধীরে ধীরে যেন কি এক পরিবর্তন সংঘটিত হয়ে চলেছে প্রতিনিয়ত। বিশাল, সুপ্ত মনের গভীরে জমাট বাঁধা অন্ধকার ভেদ করে এক ক্ষীণ আলোক রশ্মি আত্মপ্রকাশ করতে চাইছে। অবচেতন মন যেন ক্রমশঃ অতি নিকটে আসছে। অবচেতনার বিশাল সেই সমুদ্রে যেন সহসা তরঙ্গ বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। তাঁর সচেতন মন কোথায় দূরে হারিয়ে গিয়েছে। তিনি এখন সম্পূর্ণভাবে অবচেতন মনের গভীরে তাঁর আত্মাকে নিক্ষেপ করেছেন। মনের সেই অজ্ঞাত অন্ধকারাচ্ছন্ন রহস্যময় জগতে তিনি ক্রমশঃ

গভীর থেকে গভীরে প্রবেশ করছেন এবং একটি একটি করে তপশ্চর্যার কঠিনতম স্তরসমূহ অতিক্রম করছেন। তিনি প্রতি মুহূর্তে উপলব্ধি করছেন কিভাবে ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হচ্ছে তাঁর মনের পরিচিত সীমারেখা। এক রাজ্যত্যাগী নৃপতির আত্মা ভেসে চলেছে অবচেতন মনের গভীর থেকে গভীরে তপশ্চর্যা-লব্ধ শক্তির উৎস সন্ধানে। কি করে ব্রাহ্মণ এত শক্তিমান হয়? নিজের আত্মাকে আশ্রয় করে বিশ্বামিত্র এক অতি কঠিন প্রশ্নের সম্মুখে এসে উপস্থিত হয়েছেন। ব্রহ্মশক্তির এই রহস্য ভেদ না করা পর্যন্ত বিশ্বামিত্রের বিশ্রাম নেই। ব্রহ্ম-লাভ না হওয়া পর্যন্ত চলবে তাঁর এই সাধন-যুদ্ধ।

নূতন নূতন অনুভবে বিশ্বামিত্রের সংযমী মন ধীরে ধীরে এক অভূতপূর্ব আনন্দের স্পর্শ লাভে ধন্য হতে লাগল। এ এক অনির্বচনীয় আনন্দ প্রবাহ। নৃপতি থাকাকালীন সর্বপ্রকার রাজসুখ লাভ করেও এত অপূর্ব মানসিক আনন্দ ও প্রশান্তি বিশ্বামিত্র কোনদিন লাভ করেন নি। তাঁর সমস্ত রাজৈশ্বর্য্য, রাজ-সম্ভোগ ও রাজ-আকাঙ্ক্ষা দিয়েও কোনদিন বিশ্বামিত্র এই স্বর্গীয় আনন্দ অর্জন করতে সক্ষম হননি। আনন্দ-আপ্লুত অন্তরে বিশ্বামিত্র উপলব্ধি করতে সক্ষম হলেন যে তাঁর দীর্ঘ তপশ্চর্যার ফল এবারে তিনি লাভ করতে শুরু করেছেন। অন্তরে এই আনন্দের প্রবাহ সহসা কোন অদ্ভুত ঘটনা নয়। এ তাঁর দীর্ঘ তপশ্চর্যালব্ধ ফল। অন্তরের এই আনন্দ তাঁর সাধনার পথে সাফল্য লাভের শুভ সংকেত। তাঁর মানসিক শক্তি বৃদ্ধির নিদর্শন। তিনি জানেন তপশ্চর্যার সুনির্দিষ্ট কিছু সংখ্যক স্তর সাফল্যের সঙ্গে অতিক্রম করলে কেবলমাত্র তবেই অন্তরে আনন্দের এই ফল্গুধারা অনুভব করা যায়। এই আনন্দ তাঁর তপশ্চর্যার অর্জিত সাফল্যেরই অংশ। কিন্তু তিনি উদ্বেলিত হলেন না। নিজের মানসিক ভাবাবেগ অনেক আগেই তিনি সংযত করতে শিখেছেন। সাধনায় সাফল্যের মৃদু সংকেতে তিনি উল্লসিত না হয়ে পূর্বের মতই নিজের মনকে নিয়ন্ত্রণে রেখে এবং অন্তরে আনন্দের ফল্গুধারাকে ধারণ করে নিয়মিত তপশ্চর্যা করে যেতে লাগলেন। তাঁর মন এখন সমস্ত প্রকার পার্থিব সুখ-দুঃখের ঊর্দ্ধে। জাগতিক বন্ধন তিনি বহু আগেই ছিন্ন করেছেন এবং এখন নিজের আত্মাকেও এক দূরবর্তী নক্ষত্রের মত শূন্যে ভাসিয়ে দিয়েছেন।

আরো বহুদিন বিশ্বামিত্র এইভাবে অন্তরে সাধনালব্ধ আনন্দ প্রবাহ ধারণ করে অতিক্রম করলেন। তারপর সহসা একদা রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে যখন তিনি ধ্যানে আত্মমগ্ন তখন তাঁর অনুভবে কি এক পরিবর্তন তিনি উপলব্ধি করলেন।

ধ্যানস্থ অবস্থায় তাঁর মনে হল যেন কোন এক অজ্ঞাত সুগন্ধ বহুদূর থেকে এসে তাঁর ঘ্রানেন্দ্রিয়কে উদ্দীপ্ত করে তুলছে এবং সেই সঙ্গে তাঁর শরীরের প্রতিটি শিরা উপশিরাকে। বিস্ময়ে বিশ্বামিত্র উপলব্ধি করতে লাগলেন যে ক্রমেই এই সুগন্ধ তীব্রতর হচ্ছে এবং ক্রমশঃ নৈকট্য লাভ করছে। এই সুগন্ধের প্রভাবে অদ্ভুত এক আনন্দ মিশ্রিত আচ্ছন্নভাবে তাঁর মন পূর্ণ হচ্ছে। ধ্যানাসনে উপবিষ্ট মুদ্রিত নয়নে বিশ্বামিত্র ধীরে ধীরে প্রত্যক্ষ করলেন যেন তাঁর অন্তরের অতি গভীর জমাট বাঁধা অন্ধকার থেকে একটি সূক্ষ্ম ও অতি ক্ষুদ্র আলোক বিন্দু নিঃসৃত হয়ে ধীরে ধীরে তাঁর দুই ভ্রূ যুগলের মধ্যবর্তী স্থানের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আলোক বিন্দু যত সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছে ততই তার আকার বৃহৎ হচ্ছে ও সুগন্ধও তীব্রতর হচ্ছে। ঐ ক্ষুদ্র আলোক বিন্দু ধীরে ধীরে বৃহদাকৃতি লাভ কবে তাঁর দুই ভ্রূযুগলের মধ্যবর্তী স্থানে পৌঁছে স্থির হল। আলোক বিন্দু স্থির নিশ্চল হলে বিশ্বামিত্র ধ্যানাবিষ্ট অবস্থায় অনুভব করলেন যে বহুদূরের কোন এক অজ্ঞাত স্থান থেকে যেন সুমধুর বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনি ভেসে এসে তাঁর কর্ণকুহরে প্রবেশ করছে। এত অপূর্ব সঙ্গীতধ্বনি তিনি ইতিপূর্বে কখনও শ্রবণ করেননি। তাঁর প্রতিটি ইন্দ্রিয় যেন এক অপূর্ব ধ্বনি-সঙ্গীতের মূর্চ্ছনায় বিহ্বল হয়ে যাচ্ছে। সঙ্গীতের এই মূর্চ্ছনায় বিশ্বামিত্রের আত্মা এক অতীন্দ্রিয় জগতে বিচরণ করতে লাগল এবং সেই সুতীব্র স্বর্গীয় সুগন্ধে যেন চতুর্দিক পূর্ণ হয়ে উঠল। বিশ্বামিত্র এবার প্রত্যক্ষ করলেন তাঁর দুই ভ্রূর মধ্যস্থিত আলোকবিন্দু যেন অতি দ্রুত বৃহদাকৃতি লাভ করে এক উজ্জ্বল আলোকময় গোলকে পরিণত হচ্ছে। ক্রমশঃ সেই উজ্জ্বল গোলক তীব্র আলোক রশ্মি বিকিরণ করতে করতে সূর্য্যের ন্যায় আকৃতি ধারণ করতে লাগল এবং বিশ্বামিত্রের নিজের অন্তরের সেই জমাট বাঁধা অন্ধকার যেন দূর হয়ে গিয়ে সমস্ত অন্তর তীব্র আলোকে পূর্ণ হল। দুই ভ্রূ যুগলের মধ্যে সূর্যাকৃতি উজ্জ্বল গোলক এবং কর্ণকুহরে অতীন্দ্রিয় সঙ্গীত ও ঘ্রানেন্দ্রিয়ে স্বর্গীয় সৌরভ! এর মধ্যেই বিশ্বামিত্রের কর্ণকুহর আবার রোমাঞ্চিত হল এক মেঘমন্দ্রিত পুরুষ কণ্ঠস্বরে। অন্তরের তীব্র আলোক বন্যা ও সঙ্গীতের সুরলহরীর মধ্যেই তিনি শ্রবণ করলেন এক আশ্চর্য ও অতীন্দ্রিয় কণ্ঠস্বর—বিশ্বামিত্র আমি প্রীত। তোমার তপশ্চর্যা আমাকে মুগ্ধ করেছে। তুমি রাজর্ষি।

কি আশ্চর্য কণ্ঠ! ধ্যানস্থ ও অতিন্দ্রিয় জগতে আত্মমগ্ন বিশ্বামিত্রের সর্ব শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। ইতিপূর্বে কোন পুরুষের কণ্ঠস্বরে তিনি এত রোমাঞ্চিত বোধ করেন নি। সেই অতীন্দ্রিয় পুরুষ কণ্ঠ আর কোন বাক্য না বলে নীরব হল।

মেঘমন্দ্রিত কণ্ঠ নীরব হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্বামিত্রের কর্ণকুহরে ভেসে আসা সেই অপূর্ব বাদ্য সঙ্গীতের মধুর ধ্বনিও স্তব্ধ হল। এবং তার সঙ্গেই বিশ্বামিত্রের দুই ভ্রু যুগলের মধ্যস্থিত উজ্জল আলোক বিকিরণকারী সূর্য্যও ধীরে ধীরে ক্ষুদ্র হতে আরম্ভ করল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই আলোকিত সূর্য্য পূর্বাকৃতি লাভ করে শুধুমাত্র ক্ষুদ্র এক আলোক বিন্দুতে পরিণত হল। বিশ্বামিত্রের অন্তরের অভ্যন্তরে সব আলোক অন্তর্হিত হয়ে আবার সেই অন্ধকার প্রত্যাবর্তন করল। শুধু সেই অন্ধকারের মধ্যে অতি মৃদু আলোক প্রদান করে এক আলোকবিন্দু স্থির হয়ে রইল। সঙ্গীত ও আলোক অন্তর্হিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্বামিত্রের ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও শরীরের সমস্ত শিরা উপশিরায় উত্তেজনার প্রবাহ সঞ্চারকারী সেই সুতীব্র স্বর্গীয় সৌরভও সহসা অন্তর্হিত হল। এখন আর বিশ্বামিত্রের কর্ণকুহরে নেই কোন সঙ্গীতের ধ্বনি, মুদ্রিত নয়নে নেই কোন আলোকচ্ছটা এবং ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে নেই কোন অতীন্দ্রিয় সৌরভ। সহসা যেমন দ্রুত আগমন হয়েছিল সঙ্গীত, আলোক ও সৌরভের ঠিক তেমনই অতিদ্রুত অন্তর্ধান হল তাদের। শুধু বিশ্বামিত্রের কর্ণের ভিতর দিয়ে অন্তরে প্রবেশ করে ধ্যানস্থ বিশ্বামিত্রকে উদ্বেল করে তুলল ঐ কটি বাক্য—বিশ্বামিত্র আমি প্রীত। তোমার তপশ্চর্যা আমাকে মুগ্ধ করেছে। তুমি রাজর্ষি।

এ কার কণ্ঠস্বর? ধ্যানস্থ বিশ্বামিত্রের কর্ণে অনুরণিত হতে থাকল ঐ বাক্য সমূহ। কে তাঁকে রাজর্ষি সম্বোধন করলেন? কে ঐ পুরুষ? যার কণ্ঠস্বরের আগমন হয় অতিন্দ্রিয় সুগন্ধ, স্বর্গীয় সঙ্গীত এবং উজ্জল আলোকের মধ্যে দিয়ে? এবং যার কণ্ঠস্বরের সঙ্গে সঙ্গেই অন্তর্হিত হয় সবকিছু! ঐ আশ্চর্য কণ্ঠস্বরের অধিকারী কে? বিশ্বামিত্রের—হৃদয় উদ্বেল হয়ে উঠল সবকিছু জ্ঞাত হওয়ার জন্য। তাঁর বক্ষ কম্পিত হতে লাগল এবং উত্তেজনায় তাঁর একাগ্রতা বিনষ্ট হয়ে মনোবিক্ষেপ ঘটল ও তাঁর ধ্যান ভঙ্গ হয়ে গেল। বিশ্বামিত্র চক্ষু উন্মীলিত করলেন এবং দেখলেন অন্ধকার।

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরের নিঃসীম অন্ধকারে অরণ্য আত্মগোপন করে রয়েছে। স্থির নিশ্চল অন্ধকারে চতুর্দিক ব্যাপ্ত। বহুদিন পরে ধ্যানভঙ্গ হল বিশ্বামিত্রের। তিনি আশ্চর্য বোধ করলেন। কোথাও কোন মনুষ্য নেই। তাহলে এই কণ্ঠস্বর কোথা থেকে এল। কোথা থেকে এল ঐ সঙ্গীত, সুগন্ধ এবং তীব্র আলোক। এর তাৎপর্যই বা কি? তিনি বিভ্রান্ত বোধ করলেন। এতদিন পরে হঠাৎ মধ্যপথে তাঁর ধ্যানভঙ্গই বা হল কেন? বিভ্রান্ত বিশ্বামিত্র তাকিয়ে রইলেন

দূরে অন্ধকারের দিকে। তিনি ভাবতে লাগলেন এই অদ্ভুত ঘটনার কথা। এই নির্জন মহারণ্য তাঁর জীবনে কতই না অদ্ভুত অভিজ্ঞতার সৃষ্টি করছে। নিঃশব্দে বহুক্ষণ বিশ্বামিত্র চিন্তা করতে লাগলেন এই অদ্ভুত কণ্ঠস্বরের কথা। ধীরে ধীরে তাঁর মনের প্রাথমিক আচ্ছন্নতা দূর হয়ে তাঁর চিন্তা শক্তি আবার স্বাভাবিক হল এবং সহসা নির্জন মহারণ্যে অন্ধকার রাত্রিতে বিশ্বামিত্রের অন্তর বিদ্যুৎ তরঙ্গের মত এক অনির্বচনীয় আনন্দ-প্রবাহে উদ্বেল হয়ে উঠল। তাঁর দেহ ও মস্তিষ্কের প্রতিটি কোষ যেন নূতন উত্তেজনায় আবার সক্রিয় হয়ে উঠল। তিনি বুঝতে পেরেছেন এ কার কণ্ঠস্বর। তিনি চিনেছেন এই অতিন্দ্রীয় কণ্ঠস্বরের অধিকারীকে। এই মেঘমন্দ্রিত পুরুষ কণ্ঠস্বর পরমপিতা সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার। ব্রহ্মাই প্রীত হয়েছেন, ব্রহ্মাই মুগ্ধ হয়েছেন তাঁর তপশ্চর্যায়। ব্রহ্মাই তাঁকে সম্বোধন করেছেন রাজর্ষি বলে। তিনি তো ব্রহ্মারই আরাধনা করছিলেন ব্রহ্মণত্বলাভের আশায়। তিনি তো ব্রহ্মাকে লাভের জন্যই শুরু করেছিলেন এই নির্জন অরণ্যে কৃচ্ছ্রসাধনা। তাহলে ব্রহ্মা ছাড়া আর কেই বা তাঁর তপশ্চর্যায় মুগ্ধ হবেন। কেই বা তাঁকে এভাবে রাজর্ষি আখ্যা দেবেন? ব্রহ্মা ছাড়া আর কার আগমন ঘটতে পারে ঐ উজ্জ্বল আলোক, স্বর্গীয় সৌরভ ও মধুর সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে। এই কণ্ঠস্বর নিশ্চিতভাবেই পরম পিতা ব্রহ্মার। ব্রাহ্মণত্ব লাভের জন্য এই নির্জন অরণ্যে তাঁর কঠোর তপশ্চর্যা নিশ্চিতভাবেই মুগ্ধ করেছে, প্রীত করেছে ব্রহ্মাকে। তাই তিনি বিশ্বামিত্রকে নিজের সন্তুষ্টির কথা জানিয়ে গেলেন এইভাবে। নিজের উপস্থিতি দ্বারা ধ্যানস্থ বিশ্বামিত্রের অতিন্দ্রীয় চেতনাকে মথিত করে।

বিশ্বামিত্রের শুষ্ক কঠিন মুখমণ্ডলে এক প্রশান্তির রেখা ফুটে উঠল। অবশেষে তিনি সত্যিই ব্রহ্মার কাছে পৌঁছতে পেরেছেন। তাঁর এই কঠোর সাধনার স্বীকৃতি দিয়েছেন ব্রহ্মা। ব্রহ্মা প্রীত হয়েছেন, মুগ্ধ হয়েছেন। তিনি স্বকর্ণে শ্রবণ করেছেন ব্রহ্মার কণ্ঠস্বর। এ তাঁর পরম প্রাপ্তি। এই মুহূর্ত তাঁর জীবনের চরম আনন্দের মুহূর্ত। বিশ্বামিত্রের অন্তর সাফল্যের আনন্দ ধারায় প্লাবিত হতে লাগল।

কিন্তু তাঁর মনের এই আনন্দ বেশীক্ষণ স্থায়ী হল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর মনের সমস্ত আনন্দ অন্তর্হিত হয়ে এক বিষন্নভাবে বিশ্বামিত্রের মন পূর্ণ হয়ে উঠল। তিনি অনুধাবণ করলেন তাঁর এই আনন্দ একেবারেই অর্থহীন। ধ্যানস্থ অবস্থায় ব্রহ্মার কণ্ঠস্বর তিনি শ্রবণ করেছেন একথা সত্য। কিন্তু তিনি কি শ্রবণ করলেন। ব্রহ্মা তাঁর তপশ্চর্যায় মুগ্ধ হয়েছেন, কিন্তু পরিশেষে তাঁকে কি সম্বোধন করলেন—রাজর্ষি। ব্রহ্মা তাঁকে আখ্যা দিলেন রাজর্ষি বলে, শুধুমাত্র রাজর্ষি বলে। এত কৃচ্ছ্রসাধনের পরে

এত বৎসর ধরে সমস্ত জগৎ সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একাগ্রচিত্তে ব্রহ্মার আরাধনায় জীবনপাত করার পরে ব্রহ্মা তাঁকে তাঁর সাধনার স্বীকৃতি প্রদান করলেন রাজর্ষি করে। কিন্তু এই কি বিশ্বামিত্র কামনা করেছিলেন? শুধুমাত্র একজন রাজর্ষি হওয়াই কি তাঁর কাম্য ছিল? একজন সামান্য রাজর্ষি হবার জন্য জীবনপাত করে এত কৃচ্ছ্রসাধনের কি প্রয়োজন ছিল? তিনি তো রাজর্ষি হতে চান নি! তিনি হতে চেয়েছিলেন ব্রহ্মর্ষি! বশিষ্ঠের মত ব্রহ্মতেজে উজ্জ্বল এক ব্রাহ্মণ হতে। যাঁর ব্রহ্মতেজে পরাভূত হবেন স্বয়ং বশিষ্ঠও। কিন্তু একি হল! তিনি কি কামনা করেছিলেন আর কি লাভ করলেন। বিশ্বামিত্রের মন সহসা অবসন্ন হয়ে পড়ল। তাঁর মনে হল তাঁর অন্তরের সমস্ত শক্তি যেন নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। তাঁর সমস্ত উদ্যম সব ত্যাগ সব সাধনা বিফল হয়েছে। তিনি এখন এক ব্যর্থ তাপস ছাড়া আর কিছুই নন। দুঃখে বিশ্বামিত্র ভেঙ্গে পড়লেন। যে নির্জন অরণ্যে এতদিন তিনি তপশ্চর্যা করে এসেছেন ব্রহ্মাকে লাভের জন্য, যে অরণ্যকে তিনি আপন করেছিলেন নিজ আত্মার মত, সেই অরণ্য তাঁর কাছে অসহ্য মনে হল। তাঁর মনেহল এর চেয়ে তিনি যদি ব্রহ্মার কণ্ঠস্বর শ্রবণ না করতেন তাহলেই ভাল ছিল। তিনি বুঝতেও পারতেন না তাঁর সাধনায় ব্যর্থতার কথা। কি করবেন তিনি এখন? বিশ্বামিত্র কিছু ঠিক করে উঠতে পারলেন না।

বহুক্ষণ বিশ্বামিত্র এইভাবে ধ্যানাসনে উপবিষ্ট হয়ে চিন্তা করলেন। তারপর ধীরে ধীরে ধ্যানাসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালেন এবং ঝরণার জলের শব্দ লক্ষ্য করে অগ্রসর হলেন। রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর শেষ হয়েছে অনেকক্ষণ আগে, তারপর অন্তর্হিত হয়েছে তৃতীয় প্রহর। অন্ধকারের ঘনত্ব ক্রমশঃ কমে আসছে। এখন চতুর্থ প্রহর। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই এই অন্ধকার দূর হয়ে সূর্যের আলো আত্মপ্রকাশ করবে। কিন্তু বিশ্বামিত্র কি করবেন? তাঁর জীবনে অন্ধকার কবে দূর হবে? অবসন্ন হৃদয়ে, বিশ্বামিত্র প্রতি দিনের মতই এসে দণ্ডায়মান হলেন প্রস্রবণের পার্শ্বে। অস্পষ্ট অন্ধকারে জলধারার শব্দ শ্রবণ করতে করতে ভাবতে লাগলেন নানা কথা। এত দীর্ঘদিনের তপস্যায় ব্যর্থতা তাঁকে অন্তরে পীড়িত করছিল। অন্তরের এই পীড়ন তাঁর কাছে অসহনীয় মনে হচ্ছিল। অথচ এর থেকে মুক্তির কোন উপায়ও তিনি ভাবতে পারছিলেন না। সময় যত অতিক্রান্ত হচ্ছিল ততই যেন বিশ্বামিত্রকে ব্যর্থতা ও হতাশা গ্রাস করছিল। অন্ধকারে জলের নিরবচ্ছিন্ন শব্দ শ্রবণ করতে করতে অবসন্ন বিশ্বামিত্রের এক সময় মনে হল এর চেয়ে মৃত্যুও বোধহয় অধিক শ্রেয়। এই প্রস্রবণের জলেই তিনি নিজেকে নিক্ষেপ করে আত্ম-

হনন করবেন। আত্মহননের কথা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্বামিত্রের মস্তিষ্কের অভ্যন্তর যেন বজ্রের ন্যায় এক তীব্র বিদ্যুৎ প্রবাহে কম্পিত হয়ে উঠল। এ তিনি কি ভাবলেন। তিনি আত্মহননের কথা ভাবলেন কেন। তিনি না সংসার ত্যাগী তাপস। একথা ভেবে তিনি মহাপাপ করেছেন। অত্যন্ত অন্যায় করেছেন। বিশ্বামিত্রের মস্তিষ্কের অভ্যন্তর এক প্রচণ্ড যন্ত্রণায় ব্যথিত হয়ে উঠল। তাঁর চক্ষুদ্বয়ের সম্মুখে পৃথিবী ঘূর্ণায়মান মনে হতে লাগল এবং তিনি ঐ স্থানে প্রস্রবণের পার্শ্বে মূর্ছিত হয়ে ভূতলে পতিত হলেন। তখন রাত্রির চতুর্থ প্রহর শেষ হচ্ছে। অন্ধকারের কৃষ্ণ উত্তরীয় দূরীভূত হয়ে আকাশ প্রান্তে বহুদূরে সূর্যকিরণ আত্মপ্রকাশ করছে। চতুর্দিকে বৃক্ষশীর্ষে পক্ষীর কলরব ভেসে আসছে। অরণ্যে জীবনের স্পন্দন শোনা যাচ্ছে।

সাত

বিশ্বামিত্র চক্ষু উন্মীলিত করে দেখলেন এক অপূর্ব সুন্দবী রমণীর ক্রোড়ে মস্তক স্থাপন কবে তিনি ভূমিতে শয়ন করে রয়েছেন। রমণীর কোমল হস্ত বিশ্বামিত্রের কপালে ন্যস্ত। রমণীর হস্ত স্পর্শে চেতনা লাভকরে বিশ্বামিত্র বিস্মিত হয়ে উঠে বসলেন। তিনি নিজ চক্ষুদ্বয়কে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। এই বিজন, দুর্গম, কঠিন অরণ্যপ্রদেশে এত অপূর্ব সুন্দরী নারীর আগমন কি করে ঘটল! বিস্ময়ে হতবাক হয়ে তিনি রমণীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর মানসিক অবসন্নতা এক মুহূর্তের মধ্যে দূর হয়ে গেল। তিনি স্মরণ করলেন তাঁর মূর্চ্ছা যাওয়ার মুহূর্তটি। সেই সময় সবে মাত্র দিগন্তে অন্ধকার দূরীভূত হচ্ছে, সামনে প্রস্রবণের শব্দ। অরণ্য নির্জন, ধারে কাছে কোথাও কোন মনুষ্যতো তখন তিনি দর্শন করেননি। সেই উষাকালে বিশাল এই নির্জন অরণ্যের অন্ধকারে তিনি মূর্ছিত হয়েছিলেন। আর এখন সূর্যকিরণে অরণ্যের চতুর্দিক প্লাবিত হচ্ছে। অরণ্যের সমস্ত বৃক্ষ, লতাগুল্ম, রবিরশ্মিতে স্নান করছে। তিনি এক অপূর্ব সুন্দরী রমণীর সামনে ভূমিতে তাঁর বিপরীতে বসে রয়েছেন। মূর্চ্ছিত অবস্থায় কি তাহলে বিশ্বামিত্র এই নারীর ক্রোড়ে এতক্ষণ মস্তক রেখে ভূমিতে শয়ন করেছিলেন! কিন্তু কে এই নারী? কোথা থেকে এর আগমন ঘটল এই ভীষণ দুর্গম অরণ্যের অভ্যন্তরে। সামনে ভূমির উপর বসে থাকা সুন্দরী রমনীর দিকে কিছুক্ষণ

তাকিয়ে রইলেন বিশ্বামিত্র। তিনি কিছু বুঝতে পারছিলেন না। তিনি বিভ্রান্তবোধ করছিলেন।

কিছুক্ষণ পরে বিস্ময়ের প্রথম ঘোর কেটে গেলে বিশ্বামিত্র সুন্দরী রমণীকে জিজ্ঞাসা করলেন—নারী তুমি কে? এই মনুষ্যবর্জিত দুর্গম ও ভীষণ অরণ্য প্রদেশে তোমার আগমন ঘটল কি ভাবে? তোমার ন্যায় সুন্দরী রমণীর একাকী এই বিশাল ও ভয়ংকর অরণ্যে আগমনের হেতুই বা কি? তোমাকে এইস্থানে দর্শন করে আমি নিতান্তই বিস্মিত বোধ করছি।

বিশ্বামিত্রের প্রশ্ন শ্রবণ করে রমণী স্মিতহাস্যে তাঁর দিকে তাকালেন। গৌরবর্ণ রমণীর চক্ষুদ্বয় আয়ত, কপাল এবং নাসিকা উন্নত। হস্তদ্বয় সুডৌল এবং পেলব। দন্ত সমূহ সমতল এবং উজ্জ্বল। অধরোষ্ঠ রক্তবর্ণ। বিশাল স্তনযুগলের ভারে তিনি ঈষৎ নুব্জা। তাঁর হাস্যে কামনার আহ্বান, দৃষ্টিপাতে বিলোল কটাক্ষ।

বীনানিন্দিত কণ্ঠে তিনি বিশ্বামিত্রের কৌতূহলী প্রশ্নের উত্তর দিলেন—আমি মেনকা। পুষ্করতীর্থ দর্শনান্তে স্থানান্তরে ভ্রমণ করতে করতে এই বিশাল অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করে পথভ্রষ্ট হয়েছি। পথভ্রষ্ট অবস্থায় বহুপথ অতিক্রম করে এই প্রস্রবণের নিকটে আগমন করে এর নির্মল জলে নিজের পিপাসা নিবারণ করেছি। তারপর এইস্থান দিয়ে গমনের সময় এই বৃক্ষতলে আপনাকে মূর্চ্ছিত অবস্থায় পতিত থাকতে দেখে আপনার মস্তক নিজ ক্রোড়ে স্থাপন করে আপনার সম্বিত প্রত্যার্তনের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। এখন আপনি মূর্চ্ছা ত্যাগকরে চেতনা লাভ করেছেন দেখে আশ্বস্ত বোধ করছি। এখন অনুগ্রহ করে বলুন আপনি কে? কেনই বা এই নির্জন অরণ্যে বৃক্ষতলে মূর্ছিত অবস্থায় পতিত হয়েছিলেন? আপনাকে দর্শন করে মনে হচ্ছে আপনি কোন তাপস। অনুগ্রহ করে আপনার পরিচয় প্রদান করে আমার কৌতূহল নিবারণ করুন।

বিশ্বামিত্র সাগ্রহে তাকিয়ে ছিলেন মেনকার দিকে। নির্জন অরণ্যে বহুবৎসর একাকী বনবাসের পর এই প্রথম তিনি কোন মনুষ্য দর্শন করছেন এবং তাও এক অপূর্ব সুন্দরী নারী। এত অপূর্ব সুন্দরী যে তিনি ভোগাসক্ত এক নৃপতি থাকা-কালেও দর্শন করেন নি। বিস্ময়ে ও উত্তেজনায় তাঁর মন চঞ্চল হয়ে উঠল। তার শুষ্ক কঠিন মনে এই নারী মরুভূমিতে মরুদ্যানের মতই শীতল ও শান্তিপ্রদায়ক মনে হল। তাঁর মনে হল এই নারীর মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি অন্তরে এক পরম প্রশান্তি অনুভব করছেন। যে দুঃখে তিনি মূর্চ্ছিত হয়েছিলেন, যে জন্য তাঁর এত বৎসরের কঠিন কৃচ্ছ্রসাধনাকে ব্যর্থ মনে হয়েছিল, সেই দুঃখ, সেই ব্যর্থতার উপর

এই নারী যেন এক সান্ত্বনার প্রলেপ প্রদান করছে। তাঁর ভারাক্রান্ত মন যেন আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠছে শুধুমাত্র এই নারীকে দর্শন করে। এই সুন্দরী যেন তাঁকে এক অদ্ভুত চৌম্বক শক্তিতে আকর্ষণ করছে।

কিছুক্ষণ সুন্দরী রমণীর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বিশ্বামিত্র বললেন—আমি কৌশিক বিশ্বামিত্র। মহারাজ কুশের পুত্র কুশিক এবং কুশিকের পুত্র মহারাজ গ্যাধির ঔরসে আমার জন্ম। একদা আমি কাণ্বকুব্জের নৃপতি ছিলাম, কিন্তু ব্রহ্মশক্তি অর্জন করে ব্রাহ্মণ হবার বাসনায় আমি সমৃদ্ধিশালী রাজত্ব ও সংসার ত্যাগ করে এই গভীর অরণ্যে বহুবৎসর যাবৎ তপশ্চর্যায় নিয়োজিত আছি। একাগ্রচিত্তে ব্রহ্মলাভের জন্য বহুদিন অতিবাহিত করার পর গতরাত্রে ধ্যানস্থ অবস্থায় ব্রহ্মার কণ্ঠে নিজেকে রাজর্ষি শ্রবণ করে প্রথমে পুলকিত ও পরে দুঃখিত হয়ে মানসিক অবসন্নতাজনিত কারণে এইস্থানে মূর্চ্ছিত হয়ে বৃক্ষতলে পতিত হই। এইস্থান থেকে আমার আশ্রম অনতিদূরে। আমি এই প্রস্রবণের জলে প্রতিদিন প্রভাতে স্নানাদি সমাপণ করি।

সুন্দরী মেনকা বিস্মিত হয়ে বিশ্বামিত্রের বাক্য শ্রবণ করছিলেন। সমৃদ্ধিশালী রাজ্য পরিত্যাগ করে একজন নৃপতি নির্জন অরণ্যে ব্রাহ্মণত্ব লাভের বাসনায় কৃচ্ছ্র-সাধন করছেন—এই ঘটনা তাঁর কাছে অদ্ভুত মনে হ'ল। তিনি ইতিপূর্বে কোন ক্ষত্রিয় প্রধানের এতদৃশ দৃঢ় সঙ্কল্পের কথা শ্রবণ করেন নি। বিশ্বামিত্রকে তাঁর একজন অসাধারণ মানব বলে মনে হল এবং বিশ্বামিত্রের উপর তাঁর শ্রদ্ধা জন্মাল।

শ্রদ্ধা নম্রকণ্ঠে তিনি বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন—প্রভু, ব্রহ্মার কণ্ঠে নিজেকে রাজর্ষিরূপে শ্রবণ করে আপনি দুঃখিত হলেন কেন?

বিশ্বামিত্র একটু চুপ করে রইলেন। তারপর মেনকার দিকে তাকিয়ে বললেন —সুন্দরী মেনকা, আমি কাণ্বকুব্জের মত সমৃদ্ধিশালী একটি রাজ্যের রাজপদে অধিষ্ঠিত থাকাকালীন সমস্ত প্রকার রাজসুখ উপভোগ করেছি। কিন্তু তোমার মত সুন্দরী রমণী আমি কখনও দর্শন করিনি। তোমার সৌন্দর্য্য আমাকে একান্ত-ভাবে আকর্ষণ করছে। তাই আমি আমার কাহিনী তোমার কাছে ব্যক্ত করব, যদিও তোমার মত সামান্য একজন নারীর পক্ষে তা হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন।

মেনকা চুপ করে শুনতে লাগলেন বিশ্বামিত্রের কথা—ধ্যানস্থ অবস্থায় আমার সমস্ত চেতনাকে মথিত করে ব্রহ্মা তাঁর উপস্থিতি ঘোষণা করলেন এই কটি কথায় —বিশ্বামিত্র আমি প্রীত। তোমার তপশ্চর্যা আমাকে মুগ্ধ করেছে। তুমি রাজর্ষি। ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণ করে আমার হৃদয় আনন্দে উদ্বেল হয়ে ওঠে। আমার মনে হয়

আমি ব্রহ্মার কাছে পৌছতে পেরেছি। আমার তপশ্চর্যা সার্থক হয়েছে। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই আমি নিজের ভ্রম বুঝতে সক্ষম হই এবং বুঝি যে আমার এত দিনের নিরবচ্ছিন্ন তপশ্চর্যা ব্যর্থ হয়েছে। আমি হতে চেয়েছিলাম ব্রহ্মর্ষি কিন্তু হলাম কেবলমাত্র রাজর্ষি। আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল ব্রাহ্মণত্ব লাভের কিন্তু বিনিময়ে লাভ করলাম রাজর্ষিত্ব। এত দীর্ঘ দিনের তপশ্চর্যা এত ত্যাগ কৃচ্ছ্রসাধন সবই বিফলে গমন করায় আমার হৃদয় ব্যথিত ও অবসন্ন হয়ে ওঠে এবং আমার আশ্রম থেকে স্নানের উদ্দেশ্যে প্রস্রবনের নিকটে এসে মনোকষ্টে মূর্ছিত হয়ে এই বৃক্ষতলে পতিত হই। ব্রহ্মার সাধনাই আমার অন্তরের শক্তির উৎস ছিল এখন ব্রহ্মার বাক্যই আমার মনোদুঃখের কারণ হল। ব্রাহ্মণত্ব লাভ আর কোনদিন হবে কিনা জানি না, কিন্তু এই মুহূর্তে আমি অত্যন্ত অবসন্ন ও ক্লান্ত। এই কৃচ্ছ্রসাধনা, এই নির্জনত্ব আমাকে পীড়ন করছে। আমার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটছে।

মেনকা তাকিয়েছিলেন বিশ্বামিত্রের মুখের দিকে। একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করছিলেন এক মহান্ ব্যক্তির কাহিনী। রাজ্য ত্যাগকরে স্বেচ্ছায় কষ্টসাধ্য অরণ্যচারী তাপসের জীবন গ্রহণের কথা। বিশ্বামিত্রের মুখে ভেসে ওঠা দুঃখের রেখা সমূহ দর্শন করে তিনি বিচলিত বোধ করলেন।

বিশ্বামিত্রের বাক্য শেষ হলে নম্রকণ্ঠে বিনীতভাবে মেনকা নিবেদন করলেন—প্রভু আপনাকে দর্শন করে আমার বোধ হচ্ছে আপনি প্রকৃতই অবসন্ন হয়েছেন। এই মুহূর্তে অরণ্যের অভ্যন্তরে একাকী এই তাপসের জীবন আপনার পক্ষে অসহ্য। মনোকষ্ট এবং নির্জনতার একত্র অবস্থান বিশেষ পীড়াদায়ক। আমি অতি সাধারণ নারী, তবুও নিবেদন করছি, ধৈর্য্যচ্যুত হবেন না। আপনার এই মহান্ প্রচেষ্টা একদিন অবশ্যই সাফল্য লাভ করবে। ততদিন ধৈর্য্য ধরে তপশ্চর্যা পালনের কর্তব্যে নিজেকে নিয়োজিত রাখুন। আর নির্জনতার পীড়া দূর করার জন্য আমি আপনার আশ্রমে অবস্থান করে তপশ্চর্যায় সর্বপ্রকারে আপনাকে সহায়তা করব। যতদিন না আপনি সাফল্য লাভ করেন অথবা আমাকে আশ্রম ত্যাগ করতে বলেন ততদিন আমি একাগ্র চিত্তে মনপ্রাণ দিয়ে আপনার সেবা করে যাব।

বিশ্বামিত্র অবাক হলেন। নির্জন অরণ্যে অপরিচিতা এই নারী তাঁর আশ্রমে অবস্থান করে তাঁর সেবা করতে চায়। কিন্তু কে এই নারী? কি এর উদ্দেশ্য? মেনকার মুখের দিকে তাকালেন বিশ্বামিত্র। মেনকার মুখে আন্তরিকতার লক্ষণ সুস্পষ্ট। বিশ্বামিত্র বিভ্রান্ত বোধ করলেন। মানসিকভাবে তিনি অবসন্ন হয়েছিলেন ঠিকই এবং এই মুহূর্তে সুন্দরী নারীর উপস্থিতি তাঁকে উজ্জীবিত করছিল

একথাও ঠিক। কিন্তু অপরিচিতা এই সুন্দরীকে বিশ্বামিত্র তাঁর আশ্রমে স্থান দেবেন কেমন করে? তিনি তো সংসারত্যাগী তাপস। নূতন করে কোন মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হতে তিনি ইচ্ছুক নন। সমস্ত প্রকার পার্থিব মায়া তিনি ত্যাগ করেছেন ব্রহ্মলাভের আকাঙ্ক্ষায়। কিন্তু এই মুহূর্তে তাঁর মনকে সত্যিই এই নারী প্রচণ্ডরূপে আকর্ষণ করছে। তাঁর এই অবসন্ন দুর্বল মুহূর্তে এই নারীর রূপই যেন তাঁর কাছে সঞ্জীবনী সুধা। বিশ্বামিত্রের মন ক্রমশঃই দ্বিধাবিভক্ত হতে লাগল। তিনি কি করবেন ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলেন না।

দ্বিধাগ্রস্থ মনে সুন্দরী নারীকে তিনি বললেন—মেনকা, আমার আশ্রমে অবস্থান করে আমাকে সেবা করার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করায় আমি তৃপ্ত। কিন্তু তুমি এখনও আমাকে তোমার পূর্ণ পরিচয় প্রদান করনি। শুধু তোমার নাম জানিয়েছ মাত্র। তোমার প্রতি আকর্ষণ বোধ করলেও আমি তোমাকে অনুরোধ করছি আমাকে তোমার পরিচয় প্রদান কর।

বিশ্বামিত্রের বাক্য শ্রবণ করে সুন্দরী মেনকার মুখমণ্ডল ক্ষণিকের জন্য গম্ভীর হল। একমুহূর্ত চিন্তা করলেন তিনি কোন উত্তর না দিয়ে। তারপর মুখ তুলে বিশ্বামিত্রের দিকে তাকিয়ে বললেন—প্রভু, প্রদান করার মত কোন পরিচয় আমার নেই। আমি সুন্দরী হলেও একজন সামান্য নৃত্যগীত পটিয়সী নারী। সম্পদশালী ও শক্তিমান নৃপতিবৃন্দের মনোরঞ্জনই আমার জীবিকা। অপ্-সম্ভূতা বলে আমরা অপ্সরা নামে পরিচিতা। এই পৃথিবীতে আমরা সবারই মনোরঞ্জন করে থাকি। আপনার ন্যায় মহান্ ব্যক্তির তুলনায় আমি একজন নিতান্তই হীন নারী। আমি বহু শক্তিশালী নৃপতির মনোরঞ্জন করেছি কিন্তু কখনও আপনার ন্যায় সর্বত্যাগী মহান্ নৃপতির দর্শন লাভ করিনি। যিনি স্বেচ্ছায় সম্পদ ও ভোগবিলাস ত্যাগ করে ব্রাহ্মণত্ব অর্জনের দুষ্কর কঠিন পথ গ্রহণ করেন তাঁর চেয়ে মহান্ এই পৃথিবীতে আর কে হতে পারে! প্রভু আমি আপনার সেবা করার উপযুক্ত নই তথাপি আপনি আমাকে আপনার আশ্রমে থাকার অনুমতি প্রদান করুন। আমি আপনার প্রতি আমার মন ও প্রাণ সমর্পণ করেছি। আমাকে বিমুখ করবেন না। আমি আপনাকে সেবা প্রদান করে ধন্য হতে চাই। আপনার সান্নিধ্যে আপনার আশ্রমে কিছুদিন অতিবাহিত করতে পারলে আমার এই অতি সাধারণ জীবন ধন্য হবে, সার্থক হবে। আপনি ব্রাহ্মণত্ব অর্জন করলে আমিও তার ফলভাগী হব, কারণ সেবাই শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য। এই সাধারণ নর্তকীর জীবনে এর চেয়ে উৎকৃষ্ট আর কি কাম্য হতে পারে!

মেনকা আকুল নয়নে বিশ্বামিত্রের দিকে তাকিয়ে রইলেন। বিশ্বামিত্রের দৃষ্টিও মেনকার প্রতিই নিবদ্ধ ছিল। তিনি দেখলেন মেনকার বিশাল আয়ত দুই নয়নের প্রান্তে অশ্রুবিন্দু। মেনকার আন্তরিকতা সম্বন্ধে তিনি নিশ্চিন্ত হলেন। তাঁর মনে কোন সংশয় রইল না মেনকার সত্যবাদিতা সম্বন্ধে। কিন্তু তবুও তাঁর চিত্ত দ্বিধা ত্যাগ করতে পারছিল না। তাঁর খালি মনে হচ্ছিল যে একজন তাপসের আশ্রমে মেনকার ন্যায় সুন্দরী নারী একান্তভাবেই অপ্রয়োজনীয়। তিনি মেনকাকে সম্মতি প্রদানও করতে পারছিলেন না, আবার প্রত্যাখ্যানও করতে পারছিলেন না।

কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থাকার পর সহসা তিনি নিজ মনের দুর্বলতা দুর করার আপ্রাণ প্রচেষ্টায় মেনকার দিকে তাকিয়ে অত্যন্ত রূঢ়ভাবে বলে উঠলেন—অজ্ঞাত কুলশীলা নারী! অরণ্যচারী তাপসের আশ্রমে তোমার ন্যায় সুন্দরী নর্তকীর কোন প্রয়োজন নেই। আমি রাজ্য ও রাজসুখ ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত প্রকার রাজ সম্ভোগও পরিত্যাগ করেছি। তোমার সৌন্দর্য্য আমাকে আকর্ষণ করলেও আমি তোমাকে আমার আশ্রমে আশ্রয় প্রদান করতে পারি না। তোমার ন্যায় লঘুচিত্ত নর্তকী রমণীর অবস্থান আমার তপশ্চর্যায় একান্তভাবেই বিঘ্ন প্রদান করবে।

বিশ্বামিত্রের কঠোর বাক্য শ্রবণে মেনকা আকুলভাবে বলে উঠলেন—প্রভু দয়া করে আমাকে ঘৃণা করবেন না। নর্তকী ও মনোরঞ্জনকারিনী হলেও আপনার তপশ্চর্যায় সর্বপ্রকারের সহায়তা করে আপনার যথোপযুক্ত পরিচর্যা আমি করতে পারব। তদুপরি এই ভীষণ অরণ্যে আমি আজ ত্রয়োদিবস পথভ্রষ্টা। অজ্ঞাত ও বিশাল এই অরণ্য আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত। এই অরণ্যের পথ ও বিভিন্ন অঞ্চল সম্বন্ধে আমি কিছুই জ্ঞাত নই। আপনি আমাকে আপনার আশ্রমে আশ্রয় প্রদান না করলে আমি পথভ্রষ্ট অবস্থায় নিশ্চিতভাবেই ব্যাঘ্র, সিংহ অথবা অন্য কোন হিংস্র প্রাণী দ্বারা নিহত হব। আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থী। অনুগ্রহ করে আমাকে আশ্রয় প্রদান করে আমার জীবন রক্ষা করুন। আশ্রয় প্রার্থীনি অসহায়া নারীকে প্রত্যাখ্যান করবেন না।

মেনকা ব্যগ্রভাবে বিশ্বামিত্রের পদতলে পতিত হয়ে তাঁর পদদ্বয়ের উপরে নিজ মস্তক স্থাপন করলেন। বিশ্বামিত্র আর স্থির থাকতে পারলেন না। দৌর্বল্য দুর করার যে আপ্রাণ প্রচেষ্টায় তিনি মেনকাকে রূঢ় বাক্য নিক্ষেপ করেছিলেন তাঁর সেই প্রচেষ্টা একান্তভাবেই ব্যর্থ হল। পুনরায় এক দ্বিধাগ্রস্থভাবে তাঁর মন

নিমজ্জিত হয়ে ধীরে ধীরে মেনকার প্রতি দুর্বলতায় দ্রবীভূত হল। মেনকার ন্যায় অপূর্ব রূপ লাবণ্যযুক্তা নারীকে নিজ পদতলে পতিত হয়ে আশ্রয় প্রার্থনা করতে দেখে তিনি বিচলিত হলেন এবং মেনকাকে বললেন—মেনকা স্থির হও। আমার এই রুক্ষ মলিন পদদ্বয় তোমার ন্যায় সুন্দরীর মস্তক স্থাপনের উপযুক্ত নয়। আমি তোমাকে আশ্রয় প্রদান করলাম। আমার আশ্রমে তুমি যতদিন খুশি অবস্থান করতে পার এবং যখন ইচ্ছা তখনই আশ্রম ত্যাগ করতে পার। সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে তুমি এখানে অবস্থান করতে পারবে।

বিশ্বামিত্রের বাক্যশুনে মেনকা তাঁর মস্তক বিশ্বামিত্রের পদদ্বয় থেকে উত্তোলন করে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন। বিশ্বামিত্র এবার ভূমি ত্যাগকরে উঠে দাঁড়ালেন। ধীরে ধীরে মূর্চ্ছাজনিত দুর্বলতা তিনি অতিক্রম করে উঠছিলেন। বিশ্বামিত্রকে উঠে দাঁড়াতে দেখে মেনকাও ভূমিতে যেস্থানে উপবেশন করেছিলেন সেই স্থান ত্যাগ করে বিশ্বামিত্রের সামনে উঠে দাঁড়ালেন।

বিশ্বামিত্রের দিকে কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাকিয়ে মেনকা বললেন—প্রভু, আপনি মহান্। একমাত্র আপনার ন্যায় মহান্ ব্যক্তির পক্ষেই আমাকে আশ্রয় প্রদান করা সম্ভব। আমাকে আশ্রয় প্রদান করে আপনি এই ভীষণ অরণ্যে আমার জীবন রক্ষা করলেন। নিশ্চিত মৃত্যুর হস্ত থেকে রক্ষা করলেন। আমার ন্যায় একজন অতি সামান্য নর্তকীকে ঘৃণা না করে নিজ আশ্রমে আশ্রয় প্রদান আপনার অতুলনীয় মহানুভবতার নিদর্শন। আপনি মহানুভব। তপশ্চর্যায় আপনি অবশ্যই সাফল্য লাভ করবেন।

মেনকার উচ্ছ্বসিত বাক্যসমূহ শ্রবণ করে বিশ্বামিত্র মেনকাকে বললেন—মেনকা আমি সংসারত্যাগী তাপস। এই অরণ্যে আগমন করেছি তপশ্চর্যার উদ্দেশ্যে। সংসার ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে যাবতীয় জাগতিক ধারণাসমূহও বর্জন করেছি। তপশ্চর্যায় মনঃসংযোগের প্রয়োজনে নিজের অতীত থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেছি এবং এখানে নিজের চতুর্দিকে জাগতিক বন্ধনমুক্ত তপশ্চর্যার এক নূতন জগৎ সৃষ্টি করেছি। তাই এই মুহূর্তে এই অরণ্যে আমার কাছে কেউ ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ নয়। কেউই ঘৃণিত নয়। নর্তকী অথবা আমার স্ত্রী যে কেউ হোক্ না কেন। তুমি আমার কাছে ঘৃণিত নও কারণ আমি ঘৃণাকেই পরিত্যাগ করেছি। তোমার পরিবর্তে এই মুহূর্তে আমার স্ত্রী আগমন করলেও সে আমার কাছে অধিক আদরণীয় হত না। কারণ আমি সংসার ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীকেও পরিত্যাগ করেছি। ব্রহ্ম লাভই এখন আমার একমাত্র চিন্তা। মনুষ্য জগতের সঙ্গে কোন

প্রকার বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা আমার নেই। আশ্রিতকে ত্যাগ করা অপরাধ, শুধুমাত্র এই কারণেই আমি তোমাকে নিজ আশ্রমে থাকার অনুমতি প্রদান করছি। এই পথে অনতিদূব গমন করলেই তুমি আমার আশ্রম দর্শন করবে। এখন যাও আমার আশ্রমে গিয়ে বিশ্রাম গ্রহণ কর। তুমি পথশ্রমে ক্লান্ত, তোমার বিশ্রামেব প্রয়োজন। আমি প্রস্রবণের জলে স্নানাদি কর্ম সমাপনান্তে প্রত্যাবর্তন করছি।

বিশ্বামিত্র বাক্য সমাপ্ত করে প্রস্রবণের দিকে যেতে উদ্যোগী হলেম। মেনকা বিশ্বামিত্রের বাক্যশ্রবণে অভিভূত। ঘৃণাকে জয় করেছেন এবং নিজের স্ত্রীর সঙ্গে তাঁব তুলনা প্রদান করছেন এমন পুরুষের সাক্ষাৎ মেনকা তাঁর জীবনে কখনও লাভ করেননি। বিশ্বামিত্রের কাছে আশ্রয় লাভ করে তিনি ধন্য। বিশ্বামিত্রের প্রতি শ্রদ্ধায় তাঁর মস্তক অবনত হয়ে এল। বিশ্বামিত্রের দিকে এগিয়ে এসে মেনকা তাঁর পদদ্বয় স্পর্শ করে প্রণাম করলেন এবং তারপর সম্মুখে অগ্রসর হলেন আশ্রমের উদ্দেশ্যে।

মেনকা গমন করার পর বিশ্বামিত্র প্রস্রবণের অসমান প্রস্তর সমূহের উপর দিয়ে অগ্রসর হয়ে একেবারে প্রস্রবণের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হলেন। প্রস্রবণের বারি-রাশি বিশ্বামিত্রের মস্তকে পতিত হয়ে তাঁর সর্বশরীর সিক্ত করে দিতে লাগল। অঝোর ধারায় ঠাণ্ডা জল পতিত হতে লাগল বিশ্বামিত্রের সর্ব শরীরে। অনেকক্ষণ পরে তিনি একটু প্রশান্তি অনুভব করলেন। প্রস্রবণের বারিরাশির স্পর্শে তাঁর মানসিক উত্তেজনা ধীরে ধীরে প্রশমিত হয়ে মনের চাঞ্চল্য কমে এল। এই প্রস্রবণের জলেই বিশ্বামিত্র নিজেকে বিধৌত করেন প্রতিদিন প্রভাতে। কিন্তু আজ এই ঝরণার জলধারার স্পর্শে যেন এক নূতন অনুভূতি হচ্ছে বিশ্বামিত্রের। যেন আরো বেশী শান্তি লাভ করছেন তিনি এই জলধারায় স্নান করে। অনেকক্ষণ একটানা ঝরণার জলের মধ্যে দণ্ডায়মান থেকে বিশ্বামিত্র ভাবতে লাগলেন নানা কথা। ধীর মস্তিষ্কে উত্তেজনা পরিহার করে তিনি ভাবতে লাগলেন কেন তাঁর মানসিক সংযম ভঙ্গ হয়েছিল? কেন তাঁর মানসিক শক্তি লোপ পেয়েছিল ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণে। তিনি কি সত্যিই আর কোনদিন ব্রহ্মর্ষি হতে পারবেন না। অনেক কথা চিন্তা করলেন বিশ্বামিত্র বহুক্ষণ ধরে। এখন তাঁর মন আবার স্বাভাবিক হয়ে আসছে। মনের স্বাভাবিক শক্তিও প্রত্যাবর্তন করছে ধীরে ধীরে। বিশ্বামিত্র এখন বুঝতে পারছেন যা ঘটেছিল তা কেবলমাত্র সাময়িক মানসিক দুর্বলতা। তিনি মনকে পুনরায় দৃঢ় করার চেষ্টা করলেন। সমস্ত প্রকার

দুর্বলতা পরিহার করে তপশ্চর্যালব্ধ মানসিক শক্তি ও সংযম পুনরায় তিনি ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট হলেন। তিনি এখন অনুধাবন করতে সক্ষম হলেন যে হতাশা কেবলমাত্র তাঁকে ক্লান্তিই প্রদান করবে অন্যকিছু নয়। তাঁর মত সর্বত্যাগী ঋষির পক্ষে হতাশাকে প্রশয় প্রদান মৃত্যুতুল্য। তিনি তাঁর অসীম মানসিক শক্তিতে হতাশা ও সর্বপ্রকার দুর্বলতাকে দূরে নিক্ষেপ করতে চাইলেন চিরদিনের মত। তিনি দৃঢ় সঙ্কল্প করলেন কঠিন তপশ্চর্যা দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব লাভ তিনি করবেনই। ব্রহ্মর্ষি তাঁকে হতেই হবে। রাজর্ষিত্ব অর্জন তিনি করেছেন ব্রহ্মর্ষিত্ব অর্জনের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে। তাঁর এতদিনের কঠিন তপশ্চর্যা ব্যর্থ হয়নি। তিনি যে আক্ষেপ করছিলেন তা ভুল। বৃথা আক্ষেপে নিজের মানসিক শক্তি ক্ষয় করে কোন লাভ নেই। ধীরে, সংযম সহকারে কঠোর তপশ্চর্যা পালনের দ্বারাই তাঁকে পৌছতে হবে অভীষ্ট লক্ষ্যে। বিশ্বামিত্র নিজের মনকে শান্ত ও সংযত করার চেষ্টা করছিলেন। নিজেকে প্রবোধ দান করছিলেন এই বলে যে রাজর্ষির অর্জন ব্রাহ্মণত্ব অর্জনেরই প্রথম পদক্ষেপ তাঁর দীর্ঘ তপশ্চর্যার পথে ব্রহ্মার প্রথম স্বীকৃতি। এরপরে ধীরে ধীরে তিনি নিশ্চয়ই পৌছতে সক্ষম হবেন তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্যে।

জলধারা যত অঝোরে তাঁর মস্তকে পতিত হচ্ছিল ততই তিনি গভীরভাবে আত্মমগ্ন হয়ে যাচ্ছিলেন। নিজেকে নিয়ে বহুক্ষণ চিন্তা করলেন বিশ্বামিত্র। নিজের মনের গভীরে প্রবেশ করে আবার মনকে উজ্জীবিত করার চেষ্টা করলেন। বহুক্ষণ এইভাবে প্রস্রবণের জলধারায় স্নান করে তাঁর দেহ শান্ত ও মন স্থির হল। তিনি পুনরায় তাঁর মানসিক শক্তি লাভ করলেন এবং পূর্বের ন্যায় উজ্জীবিত হয়ে উঠলেন। স্নান সমাপনান্তে তিনি তাঁর আশ্রমের দিকে অগ্রসর হলেন ব্রহ্মলাভের এক অদম্য মানসিক আকাঙ্ক্ষা নিয়ে।

আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করে বিশ্বামিত্র দেখলেন আশ্রম প্রাঙ্গনের বৃক্ষের ছায়ায় শয়ন করে ক্লান্তিতে মেনকা নিদ্রিত হয়ে পড়েছেন। তাঁর বিপুল কেশদাম অবিন্যস্ত। নিঃশ্বাসে তাঁর বক্ষদ্বয় ওঠানামা করছে। বিশ্বামিত্র আশ্রম গৃহে প্রবেশ করে নিজ কর্মে রত হলেন। ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত মেনকার নিদ্রাভঙ্গ করলেন না। কিছুক্ষণ পরে এমনিই মেনকার নিদ্রাভঙ্গ হল। নিদ্রিত হয়ে পড়েছিলেন ভেবে মেনকা ঈষৎ লজ্জিত হলেন। ভূমি ত্যাগ করে উঠে দাঁড়িয়ে মেনকা এবার বিশ্বামিত্রের পর্ণগৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। দেখলেন পরবর্তী তপশ্চর্যার আয়োজনে বিশ্বামিত্র ব্যস্ত। মেনকার পদশব্দে বিশ্বামিত্র পশ্চাৎ দিকে তাকালেন। দেখলেন তাঁর কুটীরের অভ্যন্তরে মেনকা দণ্ডায়মান।

বিশ্বামিত্র কিছু বলার পূর্বেই মেনকা ঈষৎ লজ্জিতভাবে বললেন—প্রভু, পথ-শ্রমে অত্যধিক ক্লান্ত ছিলাম বলে আপনার আশ্রমের বৃক্ষ ছায়ায় শয়ন করে নিদ্রিত হয়ে পড়েছিলাম।

বিশ্বামিত্র মেনকার কথা শুনে বললেন—আমার বোধ হচ্ছে এই মুহূর্তে তুমিও ক্ষুধার্ত। যাও ঐ স্তূপীকৃত ফলসমূহের মধ্যে থেকে কয়েকটি ফল গ্রহণ করে সর্বাগ্রে তোমার ক্ষুধা নিবারণ কর।

বিশ্বামিত্র কুটীরের এক কোণে রক্ষিত বহুসংখ্যক ফলের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন। মেনকা বিশ্বামিত্রের নির্দেশমত কুটীব কোণে সযত্নে রক্ষিত সুপক্ক ফল-সমূহের মধ্য থেকে কিছু ফল গ্রহণ কবে পর্ণকুটীরের দ্বারপ্রান্তে উপবেশন করে তৃপ্তি সহকারে ফলাহার দ্বারা ক্ষুধার নিবৃত্তি করতে লাগলেন। পথভ্রষ্ঠা, পথশ্রমে ক্লান্ত ও ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর মেনকা এক্ষণে পরম তৃপ্তিলাভ করলেন ফলাহার গ্রহণে। বিশাল অরণ্যে হিংস্র জন্তু দ্বারা নিহত হওয়ার ভয়ও তাঁর দূর হল। বিশ্বামিত্রের পর্ণাশ্রমে আশ্রয় লাভ করে মেনকা এখন নির্ভয় হলেন। বিশ্বামিত্রের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতায় তাঁর অন্তর পূর্ণ হয়ে উঠল। তাঁর মনে হল ত্রয়োদিবস এই অরণ্যে পথভ্রষ্ট হওয়া আজ সার্থক হয়েছে। অরণ্যে পথ না হারালে তিনি কোনদিনই বিশ্বামিত্রের ন্যায় মহান্ ব্যক্তির সাক্ষাৎ লাভ করতে পারতেন না। অভিভূত মেনকা মনে মনে বিশ্বামিত্রের চরণে নিজেকে সমর্পণ করলেন।

কিছুক্ষণ পরে বিশ্বামিত্র নিজ কর্ম হতে মুখ তুলে মেনকাকে আবার বললেন—ফলাহার শেষে নিকটস্থ অরণ্য হতে বৃক্ষপত্র সংগ্রহ করে এনে তোমার জন্য একটি পর্ণশয্যা প্রস্তুত কর। রাত্রিতে ঐ পর্ণশয্যায় শয়ন করবে। দক্ষিণ পার্শ্বে তোমার পর্ণশয্যা স্থাপন করবে এবং সপ্তাহান্তে একবার শয্যার পত্রসমূহ পরিবর্তন করে নূতন পত্রদ্বারা শয্যা রচনা করবে। প্রতিদিন প্রভাতে ও সন্ধ্যায় নিজেকে ধৌত করে শুদ্ধ করবে এবং ঋতুকালে কুটীরের বাইরে আশ্রম প্রাঙ্গণে অবস্থান করবে। কোন অবস্থাতেই আমার যজ্ঞাগ্নি স্পর্শ করবে না। অগ্নির প্রয়োজন হলে আমার কাছে অগ্নি প্রার্থনা করবে।

বিশ্বামিত্র তাঁর বাক্য শেষ করে আবার নিজ কর্মে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তখন মধ্যাহ্ন আগত প্রায়। মেনকা ফলাহার শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন এবং বিশ্বামিত্রের দিকে তাকিয়ে বললেন—প্রভু, আপনি যেরূপ আজ্ঞা করবেন আমি সেইরূপই করব। এই বিজন হিংস্র অরণ্যে আপনি আমাকে আশ্রয় প্রদান করেছেন। আপনিই আমার একমাত্র অবলম্বন। আপনার কথার অন্যথা করে

আমি আপনার তপশ্চর্যার বিঘ্ন সৃষ্টি করতে চাই না এবং আপনার বিরাগভাজনও হতে চাই না। আপনার সেবাই এখন আমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।

বিশ্বামিত্র বললেন—তোমার কথায় প্রীত হলাম। সুন্দরী হলেও তুমি নির্বোধ নও। যাও এখন নিকটস্থ অরণ্যে বৃক্ষশাখাসহ পত্র সংগ্রহ কর। পত্র দ্বারা তোমার শয্যা রচনা করবে এবং বৃক্ষশাখা সমূহ অগ্নি প্রজ্জ্বলনের কার্য্যে ব্যবহৃত হবে।

মেনকা বিশ্বামিত্রকে স্পর্শ না করে তাঁর উদ্দেশ্যে ভূমিতে প্রণাম করে কুটীর হতে নির্গত হলেন। ধীর পদক্ষেপে তিনি বিশ্বামিত্রের পর্ণাশ্রম সংলগ্ন অরণ্যের দিকে অগ্রসর হলেন। পার্বত্যময় তৃণভূমির মধ্যস্থলে এই অপূর্ব সুন্দর সমতল স্থানটির দিকে দৃষ্টিপাত করে মেনকা মোহিত হচ্ছিলেন। এই স্থানের সৌন্দর্য্য তাঁকে মুগ্ধ করছিল। মনোরম নৈসর্গিক দৃশ্য দর্শন করে তিনি ক্রমশঃ নিজেকে হারিয়ে ফেলছিলেন। গভীর অরণ্যে হিংস্র পশুর যে ভয় ক্ষণপূর্বেও তাঁর মধ্যে ছিল বিশ্বামিত্রের কাছে নিশ্চিন্ত আশ্রয় লাভ করে তাঁর মন থেকে সেই ভয় দূর হয়ে গিয়ে এক সৌন্দর্য্যবোধ জন্ম নিল। যে অরণ্যে মৃত্যুভয়ে তিনি ভীত হচ্ছিলেন এখন সেই অরণ্যেরই সৌন্দর্য দর্শনে চমৎকৃত ও মুগ্ধ হতে লাগলেন। পদচারণা করে তিনি বিশ্বামিত্রের পর্ণাশ্রম সংলগ্ন অরণ্যভূমিতে প্রবেশ করলেন। চতুর্দিকে সুপক্ক ফলবান বৃক্ষ ও বৃক্ষশীর্ষে বহু বিচিত্র বর্ণের পক্ষী। এছাড়া দীর্ঘকাণ্ড বহু বৃক্ষ সগর্বে দণ্ডায়মান। এখানে ওখানে ইতস্ততঃ লতাগুল্ম ও বহু অনুন্নত নম্রকাণ্ড তরুরাজি পত্রভারে ন্যুব্জ। মেনকা এই আশ্চর্য্য অরণ্য দর্শন করছিলেন আর অবাক 'হচ্ছিলেন এর সবুজ সুন্দর রূপে। তন্ময় হয়ে তিনি ভাবতে লাগলেন কেন অরণ্যের এই অপূর্ব সৌন্দর্য্য আগে তাঁর চোখে ধরা পড়েনি। কেন পথভ্রষ্ট অবস্থায় ত্রয়োদিবস শুধুই তিনি প্রাণ ভয়ে কাটিয়েছেন। মেনকা যতই অরণ্য দর্শন করছিলেন ততই তাঁর মনে বিচিত্র ভাবের সৃষ্টি হচ্ছিল। সহসা তাঁর মনে হল এই অরণ্য যতই সুন্দর হোক্ তবু ভীষণ নির্জন। এই একান্ত নির্জন অরণ্যে এত দীর্ঘ বৎসর ধরে বিশ্বামিত্র কি করে তাঁর পর্ণাশ্রমে বাস করছেন। চতুর্দিকে কোথাও কোন জনমানব বা অন্য প্রাণীর সাক্ষাৎ নেই, কি করে বিশ্বামিত্র এতদিন ধরে একাগ্রচিত্তে তপশ্চর্যায় রত রয়েছেন। সাধারণ কোন মানবের পক্ষে এত দীর্ঘদিন ধরে এই নির্জনতার মধ্যে অবস্থান অসম্ভব। মেনকা মনে মনে ধারণা করলেন যে বিশ্বামিত্র নিশ্চয়ই এক অত্যন্ত উগ্র মানসিক শক্তি সম্পন্ন মানব। যিনি হেলায় সম্পদশালী রাজ্য পরিত্যাগ করেছেন তাঁর মানসিক ক্ষমতা নিশ্চয়ই

অসাধারণ। এবং এই মানসিক শক্তির জোরেই তিনি এতদিন ধরে এই নির্জন স্থানে অবস্থান করতে পারছেন। তাঁর মন নিশ্চয়ই সর্বপ্রকার জাগতিক দুর্বলতা মুক্ত। কোন কিছুর প্রতি বিন্দুমাত্রও দুর্বলতা বিশ্বামিত্রের নেই। থাকলে এই নির্জন অরণ্যে একাকী তিনি তপশ্চর্যায় নিমগ্ন হয়ে থাকতে পারতেন না। হঠাৎ মেনকার মনে ভয়ের সৃষ্টি হল। যদি বিশ্বামিত্র কোনদিন তাঁর প্রতি ক্রোধান্বিত হয়ে তাঁকে আশ্রম ত্যাগ করতে বলেন। তখন মেনকা কি করবেন? মেনকা চিন্তিত হয়ে উঠলেন। তিনি বিশ্বামিত্রের প্রতি মোহবিষ্ট হয়েছিলেন এবং বিশ্বামিত্রের নৈকট্যলাভের সুযোগ ত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিলেন না। বিশ্বামিত্রের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও মোহ একই সঙ্গে প্রতি মুহূর্তে বৃদ্ধি লাভ করছিল। তিনি বহুক্ষণ চিন্তা করে স্থির করলেন একমাত্র উপায় হচ্ছে এই দুর্বলতা মুক্ত ভয়ংকর রকমের উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানবের মনে তাঁর প্রতি দুর্বলতা সৃষ্টি করা। কিন্তু কি প্রকারে? বিশ্বামিত্রের মত কঠিন মানসিকতা সম্পন্ন ব্যক্তিকে যে শুধুমাত্র তাঁর রূপের মোহ দিয়ে দুর্বল করা যাবে না মেনকা তা বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু তাঁর আর কিছু করারও নেই। রূপসী নর্তকী তাঁর রূপের মোহ বিস্তার ভিন্ন অন্য কোন উপায় জানেন না। ঈষৎ চিন্তিত মনে মেনকা অরণ্যে পরিভ্রমণ করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ অরণ্যে ইতস্ততঃ পদচারণা করে তিনি সপত্র বৃক্ষশাখা আহরণ করতে লাগলেন। নম্রকাণ্ড মৃদু বৃক্ষসমূহের শাখা ভগ্ন করে তিনি এক স্থানে সঞ্চিত করতে লাগলেন। কিছু সংখ্যক সপত্র বৃক্ষশাখা সঞ্চিত হওয়ার পর তিনি ঐ শাখাসমূহ নিয়ে বিশ্বামিত্রের আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করলেন।

মেনকা যখন ফিরে এলেন তখন মধ্যাহ্ন অতিক্রান্ত প্রায়। ফিরে এসে দেখলেন পর্ণকুটীরের অভ্যন্তরে নিজ পর্ণশয্যায় শয়ন করে বিশ্বামিত্র বিশ্রাম রত। এই প্রথম তিনি ভাল করে বিশ্বামিত্রকে দর্শন করার সুযোগ পেলেন। দেখলেন গৌরবর্ণ দীর্ঘাঙ্গ পুরুষটির দেহ তপশ্চর্যা-জনিত পরিশ্রমে ক্ষীণ আকার ধারণ করেছে। সর্বশরীরে ছড়িয়ে রয়েছে এক রুক্ষ ও কাঠিন্যভাব। মুখমণ্ডল শশ্রূপূর্ণ। মেনকা লক্ষ্য করলেন বিশ্বামিত্রের দেহের কঠিন ভাব ভেদ করে এক ঔজ্জ্বল্য আত্মপ্রকাশ করছে। মেনকা ধারণা করলেন বিশ্বামিত্রের দেহের এই ঔজ্জ্বল্য তাঁর তপশ্চর্যা দ্বারাই অর্জিত। কিছুক্ষণ নিদ্রারত বিশ্বামিত্রকে দর্শন করে মেনকা পর্ণ-কুটীর সংলগ্ন প্রাঙ্গনে গিয়ে একটি বৃক্ষের নীচে উপবেশন করে অপেক্ষা করতে লাগলেন বিশ্বামিত্রের নিদ্রাভঙ্গের। কুটীরের ভিতরে প্রবেশ করে তিনি বিশ্বামিত্রের নিদ্রা ভঙ্গ করতে চাইলেন না।

যথা সময়ে মধ্যাহ্নের শেষে বিশ্বামিত্রের নিদ্রা ভঙ্গ হল। তিনি পর্ণকুটীরের বাইরে প্রাঙ্গনে এসে দণ্ডায়মান হলেন। প্রভাতে প্রস্রবণের নিকটে মূর্চ্ছিত হওয়ার পর মধ্যাহ্নে বিশ্রাম লাভ করে এখন তিনি সম্পূর্ণ সতেজ। তাঁর দেহ ও মন এখন পূর্বের ন্যায় দুর্বলতা মুক্ত। পুনরায় তপশ্চর্যা শুরু করার পক্ষে সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

বিশ্বামিত্রকে প্রাঙ্গনে এসে দণ্ডায়মান হতে দেখে মেনকা বৃক্ষতল ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালেন এবং বিশ্বামিত্রের দিকে তাকিয়ে বললেন—প্রভু আমি অরণ্য হতে সপত্র এই বৃক্ষশাখাসমূহ আহরণ করে এনেছি। কুটীরের ভিতরে আপনাকে বিশ্রামরত দেখে এই প্রাঙ্গনের বৃক্ষতলে এতক্ষণ উপবেশন করে অপেক্ষা করছিলাম।

বিশ্বামিত্র মেনকাকে বললেন—আমি এক্ষণে তপশ্চর্যায় উপবেশন করব। তুমি কুটীরের ভিতরে বৃক্ষপত্র সমূহ দ্বারা দক্ষিণ পার্শ্বে তোমার পর্ণশয্যা রচনা করবে এবং সন্ধ্যার আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই কুটীরে রক্ষিত অগ্নিতে কাষ্ঠখণ্ড প্রদান করবে। ভিতরে রক্ষিত ফলসমূহ দ্বারা ক্ষুধার নিবৃত্তি করবে এবং আগামীকাল প্রভাতে পুনরায় অরণ্য হতে খাদ্যোপোযোগী ফল সংগ্রহ করবে। এই স্থানে ফল ভিন্ন মনুষ্যপোযোগী খাদ্য আর অন্য কিছু নেই। আমি এত বৎসর কেবলমাত্র ফলাহার করেই এই স্থানে তপশ্চর্যায় রত আছি।

বিশ্বামিত্র তাঁর বাক্য সমাপ্ত করে পর্ণাশ্রম প্রাঙ্গণ থেকে প্রস্রবণের দিকে অগ্রসর হলেন হস্তপদাদি ধৌত করে পবিত্র হওয়ার উদ্দেশ্যে। মেনকাও কুটীরের ভিতরে প্রবেশ করলেন পর্ণশয্যা সম্পাদনের জন্য।

বিশ্বামিত্র প্রস্রবণের সুশীতল জলে নিজেকে উত্তমরূপে ধৌত করলেন। পবিত্র করলেন মন ও দেহ। এবার আবার তিনি শুরু করবেন পূর্বের ন্যায় কঠিন তপশ্চর্যা। সমস্ত প্রকার হতাশা তিনি ত্যাগ করেছেন এবং মনকে আবার নিজের নিয়ন্ত্রণে এনেছেন। ব্রহ্মর্ষি তিনি হবেনই। ব্রহ্মকে জয় তাঁকে করতেই হবে। যতদিন না তিনি সফল হন ততদিন চলবে তাঁর এই কঠিন সংগ্রাম। ব্রাহ্মণত্ব অর্জনের সংগ্রাম। মনে মনে আবার এক বজ্রকঠিন প্রতিজ্ঞা নিয়ে বিশ্বামিত্র ফিরে চললেন তাঁর অরণ্য আশ্রমে। তপশ্চর্যার দ্বারা ব্রহ্মকে জয় করার উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে।

নিজ আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করে বিশ্বামিত্র তপশ্চর্যার আয়োজন সমূহ সম্পূর্ণ করলেন। যজ্ঞাগ্নিতে প্রদান করার উপযুক্ত কাষ্ঠখণ্ড প্রস্তুত করলেন এবং তারপরে

প্রস্তুত হয়ে উপবেশন করলেন তপশ্চর্যায়। মেনকা তখন কুটীরের অভ্যন্তরে নিজ কর্মে রত। ধীরে ধীরে পুনরায় নিজের মনকে কেন্দ্রীভূত করলেন বিশ্বামিত্র এবং নিমগ্ন হয়ে গেলেন ব্রহ্মলাভের সাধনায়। পূর্বের মতই তিনি সুনিয়ন্ত্রিত উপায়ে মনঃসংযোগ আহরণ করে ভেদ করতে লাগলেন মনের গভীরতর স্তর সমূহ। অবচেতনার সূক্ষ্ম সীমানা স্পর্শ করে তিনি নিজ আত্মার মুখদর্শন করতে চাইলেন। ধ্যানাসনে উপবিষ্ট হয়ে বিশ্বামিত্র বিস্মৃত হলেন সমগ্র জগৎ। শুধু আপন মনের গভীর থেকে গভীরে এক ডুবুরীর মত অগ্রসর হতে লাগলেন তিনি। ক্রমশঃ অপরাহ্ন শেষ হল এবং সন্ধ্যার আগমন ঘটল এই নির্জন অরণ্য প্রান্তরে। অন্ধকারে ডুবে গেল প্রতিদিনের মতই এই বিশাল অরণ্য।

মুদ্রিত নয়নে ধ্যানস্থ বিশ্বামিত্র ধ্যানাসনে অবিচল। সম্মুখে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্জ্বলিত! অন্যদিনের চেয়ে আজ বিশ্বামিত্রের মন অধিকতর কঠোর। অন্যদিন এই সময়ে ধ্যানে উপবিষ্ট হয়ে রাত্রির প্রথম প্রহর শেষে তিনি ধ্যানভঙ্গ করেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রহর বিশ্রাম গ্রহণ করে আবার ধ্যান শুরু করেন তৃতীয় প্রহরের শেষে। কিন্তু আজ তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ মনকে আরো কঠোর ও আরো একাগ্র করবেনই এবং সেইজন্য আগামীকাল উষার পূর্বে তিনি কিছুতেই তাঁর ধ্যানভঙ্গ করবেন না। মুদ্রিত নয়নে বিশ্বামিত্র পার্বত্য ভূমিতে বিশাল এক দৃঢ় প্রস্তর খণ্ডের মতই ধ্যানাসনে অবিচল।

কুটীরের অভ্যন্তরে নিজ কর্মে ব্যস্ত মেনকা সন্ধ্যার আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু কাষ্ঠখণ্ড অগ্নিতে প্রদান করলেন। অগ্নি আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মেনকা বৃক্ষপত্র দ্বারা নিজ পর্ণশয্যা রচনা সম্পূর্ণ করলেন এবং পত্রহীন বৃক্ষশাখা সমূহ পর্ণাশ্রম প্রাঙ্গণে এনে স্তূপীকৃত করলেন। প্রাঙ্গণে এসে তিনি দেখলেন মৃদু উজ্জ্বল যজ্ঞাগ্নির সামনে মুদ্রিত নয়নে ধ্যানস্থ বিশ্বামিত্রকে। চতুর্দিক অন্ধকারে পরিব্যাপ্ত তার মধ্যে একাকী দৃঢ়চেতা ধ্যানাসনে উপবিষ্ট বিশ্বামিত্রকেই মেনকার চরম সত্য বলে মনে হল। তাঁর মনে হল যদি এই বিপদ সংকুল ভয়ংকর অরণ্যে তিনি বিশ্বামিত্রের দর্শনলাভ না করতেন তাহলে তাঁর এই তুচ্ছ জীবন চিরদিন অর্থহীন হয়েই থাকত। বিশ্বামিত্রের মত একজন মহৎ ব্যক্তির সঙ্গলাভ করতে পেরেছেন ভেবে মেনকা নিজেকে ধন্যজ্ঞান করলেন। তাঁর সামান্য মনোরঞ্জনকারিণী নর্তকীর জীবন এতদিনে পবিত্র হল। সার্থক হল তাঁর মনুষ্যজীবন ধারণ। পর্ণকুটীরের দ্বার প্রান্তে উপবেশন করে মেনকা একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন বিশ্বামিত্রের দিকে। যজ্ঞাগ্নির মৃদু আলোক ও পার্শ্ববর্তী অন্ধকারের আলো-

আঁধারির মধ্যে বিশ্বামিত্র যেন দূরবর্তী কোন নক্ষত্র থেকে আগত চরম সত্যের বার্তাবাহক। যে সত্যের মানে ত্যাগ, সর্বস্ব ত্যাগ। ত্যাগের মাধ্যমে এক নূতন জীবন আবিষ্কার করা। এই মরণশীল ক্ষুদ্র মনুষ্যজীবনের সার্থকতা খুঁজে পাওয়া। ত্যাগের বিনিময়ে লাভ করা সেই ঈপ্সিত চরম সত্যকে যার নাম ব্রহ্ম, পরম ব্রহ্মে বিলীন হওয়া। বিশ্বামিত্র যেন সেই সত্যেরই প্রতিভূ। তাঁর শ্মশ্রু-মণ্ডিত কঠিন মুখাবয়ব যেন সত্যের সেই তীক্ষ্ণ রূপটিকেই প্রতিফলিত করছে। মেনকা বসে রইলেন কুটীরের দ্বারে এবং অনেককিছু ভাবতে লাগলেন।

ধীরে ধীরে সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হল এবং অরণ্যে অন্যান্য দিনের ন্যায় রাত্রি নেমে এল। বৃক্ষলতা, পবত সবই আচ্ছন্ন হল রাত্রির গভীর অন্ধকারে। শুধু অবিচল, স্থির, বিশ্বামিত্র উপবিষ্ট রইলেন নিজ ধ্যানাসনে।

মেনকা বহুক্ষণ নিশ্চুপ বসে রইলেন কুটীরের দ্বারে। সমগ্র জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন এই অরণ্যে রাত্রির অন্ধকারে এক তাপসের পর্ণকুটীরে তাঁরই সামনে নিশ্চুপ থাকা বড় অদ্ভুত লাগছিল মেনকার। জীবনে কোনদিন কোন তাপসের এত কাছে আসেননি মেনকা এবং তাও মনুষ্য বিবর্জিত অরণ্যে। শুধু বিশ্বামিত্র এবং তিনি। এছাড়া আর কেউ নেই এই স্থানে। মেনকার জীবনের অন্যান্য রাত্রির কত পার্থক্য। তাঁর জীবনের অধিকাংশ রাত্রিই অতিবাহিত হয়েছে সম্পদশালী পুরুষের মনোরঞ্জনে। দিনের শেষে যখন রাত্রি নেমে আসত রাজপ্রাসাদে তখন অপ্সরা নর্তকী মেতে উঠতেন রাজন্যকুলের মনোরঞ্জনে। নৃত্য ও গীতে সারা দিনের ক্লান্তি তিনি নিমেষে দূর করে দিতেন। বৎসরের পর বৎসর তাঁর অতি-বাহিত হয়েছে এইভাবে শুধু নৃত্য-গীতে। নিজের রূপ ও হাস্য-লাস্যের মোহে বন্দী করেছেন কত শক্তিশালী পুরুষকে। কত নৃপতি তাঁর পদচুম্বন করার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করতে পর্যন্ত স্বীকৃত হয়েছেন। আর আজ সেই মেনকা নিশ্চুপ বসে রয়েছেন গভীর অরণ্যে এক তাপসের পর্ণকুটীরের দ্বারে।

জীবন কত অদ্ভুত। তিনি তাকিয়ে রয়েছেন তাপসের দিকে অথচ তাপস মুদ্রিতনয়নে ধ্যানাসনে উপবিষ্ট। তাঁর দিকে একবার ফিরেও তাকাচ্ছেন না। পরম ব্রহ্মের চিন্তায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নারী সম্পদকেও অবহেলা করতে পারছেন তিনি। মেনকার কাছে এই ঘটনা অভিনব। তাঁর রূপের প্রশংসা করেও বিশ্বামিত্র তাঁর প্রতি একান্তভাবেই উদাসীন। মেনকা কি করবেন? কিভাবে এই নির্জন অরণ্যে, এই গভীর অন্ধকারে একাকী জীবন অতিবাহিত করবেন যদি না বিশ্বামিত্র তাঁকে নিজ বাহুপাশে আলিঙ্গনাবদ্ধ করেন। মুদ্রিতনয়ন বিশ্বামিত্রকে

মনে মনে তিনি একান্তভাবে কামনা করলেন। তাঁর জীবনের অন্যসব পুরুষের চেয়ে স্বতন্ত্র স্থান প্রদান করতে চাইলেন বিশ্বামিত্রকে। মনে মনে বিশ্বামিত্রের কাছে একটি সন্তান প্রার্থনা করলেন মেনকা। এই তেজস্বী ও ত্যাগী পুরুষের ঔরসে নিজের গর্ভে একটি সন্তান ধারণ করে তাঁর অতি সাধারণ নর্তকী জীবনকে ধন্য করতে চাইলেন তিনি। এর বেশী কিছু তাঁর কামনার নেই। তিনি সাধারণ নারী, এর বেশী কিছু কামনা করতে তিনি জানেন না। জীবনের সবচেয়ে আকাঙ্ক্ষিত পুরুষের কাছ থেকে একটি সন্তান প্রাপ্তিতেই তাঁর নারী জন্মের সার্থকতা। এতদিন পুরুষেরাই মেনকাকে কামনা করেছেন, কিন্তু আজ এই প্রথম মেনকা কোনো পুরুষকে একান্তভাবে কামনা করলেন।

রাত্রি গভীর হচ্ছিল। বিশ্বামিত্র পূর্বের মতই স্থির নিশ্চল ধ্যানমগ্ন। মেনকা অনেকক্ষণ বসে রইলেন। নিজের অদ্ভুত জীবনের অনেক কথা ভাবলেন। তাঁর জীবনের অতীত, বর্তমান এবং অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ ভেসে উঠল তাঁর অলস মনে। দুর্বল নারী মন নিয়ে তিনি নিজের জীবন সম্বন্ধে কোন দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারলেন না। তার চেয়ে তিনি নিজেকে বিশ্বামিত্রের হস্তে ছেড়ে দেওয়াই অধিকতর যুক্তি সঙ্গত মনে করলেন। বিশ্বামিত্রই এই মুহূর্তে তাঁর জীবনের একমাত্র অবলম্বন। নিজের ভাগ্যকে তিনি বিশ্বামিত্রের কাছে সমর্পণ করলেন। অবশেষে দীর্ঘক্ষণ একভাবে উপবেশন করে ক্লান্ত হয়ে মেনকা কুটীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। কুটীরের এক পার্শ্বে রক্ষিত সুমিষ্ট ফলসমূহ থেকে কয়েকটি নিয়ে আহার করলেন। তিনি ক্ষুধার্তবোধ করছিলেন। সুমিষ্ট ফলাহারে তাঁর ক্ষুধা প্রশমিত হল। তিনি প্রশান্তি অনুভব করলেন। তারপর একপার্শ্বে রক্ষিত নিজ পর্ণশয্যায় শয়ন করলেন। বিশ্বামিত্রের মত তিনি ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও নিদ্রাকে জয় করে তাপস হননি। সমস্ত রাত্রি কোনকিছু আহার না করে জাগরিত থাকা মেনকার পক্ষে অসম্ভব। পর্ণশয্যায় শয়ন করে মেনকা গভীর আরাম বোধ করলেন। অনেকক্ষণ বিশ্বামিত্রের কথা ভাবলেন এবং তারপর এক সময় ধীরে ধীরে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন।

বাইরে প্রাঙ্গনে বিশ্বামিত্র তখনও ধ্যানমগ্ন। গতরাত্রে স্বর্গীয় সৌরভের মাঝে ব্রহ্মার কণ্ঠস্বর শ্রবণ করেছিলেন তিনি। সেই ব্রহ্মাকেই তিনি অনুসন্ধান করছেন ধ্যানে উপবিষ্ট হয়ে। ব্রহ্মজ্ঞান লাভই এখন তাঁর জীবনের একমাত্র সত্য, একমাত্র সার্থকতা। রাত্রির প্রহর অতিক্রান্ত হতে লাগল যথানিয়মে। প্রথম প্রহরের পর এল দ্বিতীয় প্রহর। রাত্রি গভীরতর হল। অরণ্যের সমস্ত পশুপক্ষীও এখন

নিদ্রামগ্ন। তারপর এল তৃতীয় প্রহর। বিশ্বামিত্র তবুও ধ্যান মগ্ন বাহ্যজ্ঞানলুপ্ত। এই জগৎ-সংসারের সঙ্গে সম্পর্কহীন। প্রকৃতির নিয়মেই রাত্রির তৃতীয় প্রহরও শেষ হল এবং অন্ধকারের ঘনত্ব কমতে লাগল। রাত্রি চতুর্থ প্রহরে পদার্পণ করল। এবার রাত্রির অন্ধকার একটু একটু করে দূর হয়ে যাবে। বিশ্বামিত্র এখনও ধ্যান-মগ্ন। আর কিছুক্ষণ পরেই চতুর্থ প্রহরের শেষ ঘোষিত হলেই বিশ্বামিত্রের ধ্যান ভঙ্গ হবে। ধ্যানস্থ বিশ্বামিত্র যেন এক স্থির ঘুমন্ত পর্বত। দৃঢ়ভাবে নিজ ধ্যানাসনে সমাসীন। তাঁর মুদ্রিত নয়নের সামনে এবার রাত্রির কৃষ্ণবর্ণ দূরীভূত হতে লাগল একটু একটু করে। চতুর্থ প্রহরের অন্তিম কাল সমাসন্ন। আর মাত্র কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই দিক্ বলয়ে ফুটে উঠবে উষার আলো। বিশ্বামিত্রের ধ্যান ভঙ্গ হল। মুদ্রিত নয়নদ্বয় উন্মীলিত করলেন তিনি। দেখলেন তখনও রাত্রির চিরপরিচিত রূপ শেষ হয়নি। উষার আগমনের আর মুহূর্তকাল বিলম্ব আছে মাত্র। ধ্যানাসন ত্যাগ করে বিশ্বামিত্র উঠে দাঁড়ালেন। হস্তে নিজ কমণ্ডুল গ্রহণ করে অগ্রসর হলেন প্রস্রবণের দিকে। দীর্ঘ তপশ্চর্যার শেষে প্রস্রবণের শীতল জলে স্নান করে আগামী প্রভাতের মতই নিজেকে পবিত্র রাখতে চান তিনি। বিশ্বামিত্র প্রস্রবণ অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যেন অরণ্যে উষার আগমন ঘটল। মৃদু আলোক ভেদ করল অন্ধকারের দৃঢ় আবরণ। পক্ষীকুল বৃক্ষ শীর্ষে নিদ্রাত্যাগ করে জেগে উঠল। অরণ্য আবো একটি প্রভাত নিজবক্ষে ধারণ করার জন্য প্রস্তুত হল। বিশ্বামিত্র দূরে প্রস্রবণের শব্দ লক্ষ্য করে এগিয়ে চললেন। অরণ্যে ধীরে ধীরে উষার আলোক বিস্তৃতি লাভ করতে লাগল। বিশ্বামিত্র এসে অন্যান্য দিনের মতই প্রস্রবণের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হলেন এবং বিস্ময়ে চমকিত হয়ে উঠলেন। তাব দুইচক্ষু যেন বিস্ফারিত হয়ে এল এক অপার বিস্ময়ে। প্রস্রবণের জলধারার দিকে তিনি তাকিয়ে রইলেন বিস্মিত বালকের মত।

দেখলেন প্রস্রবণের ঠিক মধ্যস্থলে যেস্থানে তিনি নিজে প্রস্রবণের জলরাশির তলায় দণ্ডায়মান হয়ে মনে করেন সেইখানে তাঁরই মত প্রস্রবণের আলোর ধারাব নিচে দণ্ডায়মান এক নগ্ন নারী মূর্তি। বিশ্বামিত্র চমকিত হলেন। কে এই নারী? তাঁর মনে পড়ল মেনকার কথা। কিন্তু মেনকারতো এখন তাঁর পর্ণকুটীরে নিদ্রামগ্ন থাকার কথা। তার তো এখন এই উষাকালে স্নানের কথা নয়। তাহলে কে এই নারী? নারী সম্পূর্ণ নগ্ন। উষার মৃদু আলোক ও প্রস্রবণের বিপুল জল রাশির মধ্যে বিশ্বামিত্র স্থির করতে পারলেন না কে এই নগ্ন নারী? এই স্থানে মেনকা ভিন্ন অন্য কোনো নারী বা পুরুষের অস্তিত্ব নেই। নারীর অপূর্ব সুন্দর নগ্ন

দেহ গঠন দর্শন করে বিশ্বামিত্র এখন প্রায় নিশ্চিত হলেন যে এই নারী মেনকা ছাড়া আর কেউ নয়। কিন্তু মেনকা এই উষাকালে এইস্থানে স্নানের উদ্দেশ্যে আগমন করলেন কেন? বিশ্বামিত্র নারীর আবরণহীন দেহের দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগলেন। নগ্ননারী প্রস্রবণের জলধারার নিচে আপন মনে অবগাহন করে চলেছেন। কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। বিশ্বামিত্র নিজ সন্দেহ নিরসন করার জন্য এবার প্রস্রবণের মধ্যে নামলেন এবং প্রস্তরখণ্ড সমূহের উপর দিয়ে সতর্ক পদক্ষেপের গিয়ে উপস্থিত হলেন একেবারে প্রস্রবণের মধ্যস্থলে বিপুল জলরাশির তলায় ঠিক ঐ নগ্ন নারীর পার্শ্বে। বিশ্বামিত্রের মস্তকে ও দেহে এখন প্রস্রবণের বিপুল ধারা পতিত হতে লাগল। আর ঠিক এই সময়েই আবরণহীন নারী ঘুরে তাকালেন পশ্চাৎদিকে এবং দেখলেন বিশ্বামিত্রকে। বিশ্বামিত্র দেখলেন মেনকাকে। দুজনেই চমকিত হলেন। বিশ্বামিত্র অবাক্ হলেন এই ভেবে যে পশ্চাৎ দিক থেকে কেন তিনি মেনকাকে চিনতে পারেন নি।

বিস্মিত হয়ে মেনকাকে তিনি প্রশ্ন করলেন—মেনকা, তুমি কখন এইস্থানে আগমন করলে?

নগ্ন মেনকা প্রস্রবনের জলধারার মধ্যে প্রণাম করলেন বিশ্বামিত্রকে তাঁর পদস্পর্শ করে। তারপর উঠে সোজা হয়ে বিশ্বামিত্রের বিপরীতে দণ্ডায়মান হলেন। বিশ্বামিত্র দর্শন করলেন মেনকার অপূর্ব দেহ সৌষ্ঠব। গৌর বর্ণ বিপুল স্তনদ্বয়ের অগ্রভাগে রক্তিমবর্ণ বৃন্ত। মেদহীন দীর্ঘ শরীর। ক্ষীণ কটি ও বিপুল জঙ্ঘাদেশ। সুডৌল হস্তদ্বয়, রক্তাভ চক্ষুদ্বয়। প্রস্রবণের জলধারায় সিক্ত তাঁর বিপুল কেশদাম।

ক্ষণকাল মেনকা বিশ্বামিত্রের প্রতি তাঁর আয়ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর স্মিতহাস্যে অপূর্ব সুন্দর মসৃণ দন্তরাজি বিকশিত করে মধুর কণ্ঠে বললেন—প্রভু, আমি রাত্রিকালে পর্ণশয্যায় শয়ন করে গভীরভাবে নিদ্রাচ্ছন্ন হই। রাত্রির চতুর্থ প্রহরের মধ্যভাগে আমার নিদ্রাভঙ্গ হয়। নিদ্রাত্যাগ করে বাইরে প্রাঙ্গণে এসে দেখি আপনি ধ্যানাসনে উপবিষ্ট। প্রভাতের আর বিলম্ব নেই দেখে আমি এই প্রস্রবণে প্রাতঃস্নানের জন্য আগমন করি।

মেনকা বাক্য সমাপ্ত করে নীরব হলেন। বিশ্বামিত্রও প্রস্রবণের জলধারার নীচে নিশ্চুপ দণ্ডায়মান রইলেন। কি করা উচিত, তিনি ঠিক করতে পারছিলেন না। সামনে জলধারার নীচে অপূর্ব সুন্দরী নারী নগ্নাবস্থায় দণ্ডায়মান। ক্ষণপূর্বেই তিনি দীর্ঘধ্যান ভঙ্গ করে এই স্থানে আগমন করেছেন স্নানের উদ্দেশ্যে। কিছুক্ষণ

দুজনেই নিশ্চুপ থাকার পর মেনকার মধ্যে সহসা ভাবের পরিবর্তন হল। তিনি বিশ্বামিত্রের সম্মুখে ধীরে ধীরে জানু ভঙ্গ করে কঠিন প্রস্তরের উপর উপবেশন করলেন এবং নিজের দুই হস্ত ও বক্ষ দ্বারা বিশ্বামিত্রের পদদ্বয় জড়িয়ে ধরলেন। তাঁর বিশাল ও কোমল স্তনদ্বয়ের নবম স্পর্শ লাগল বিশ্বামিত্রের পদদ্বয়ে। বিশ্বামিত্র শিহরিত হলেন।

বিশ্বামিত্রের পদদ্বয় নিজ নগ্ন-বক্ষ দ্বারা আলিঙ্গন করে মেনকা কাতর কণ্ঠে অনুনয় করে উঠলেন—প্রভু, আমাকে ত্যাগ করবেন না। আমাকে আপনার পদতলে স্থান প্রদান করুন।

নগ্ন মেনকার কাতর কণ্ঠ. শ্রবণে বিশ্বামিত্রের চিত্ত দুর্বল হল। তিনি নিজ পদতলে মেনকার দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। মেনকার পৃষ্ঠদেশে প্রস্রবণের জলধারা পতিত হচ্ছে। তাঁর দেহের প্রতিটি অঙ্গে যৌবনের সুস্পষ্ট স্বাক্ষর। প্রস্রবণের জলধারার নীচে মেনকার গৌরবর্ণ যৌবন যেন সূর্যকিরণে উজ্জ্বল শ্বেত কমলের ন্যায় বিকশিত হচ্ছে। মেনকার দেহের স্পর্শ এবং তার কাতর অনুনয়ে বিশ্বামিত্র বিচলিত হলেন। তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। মেনকার সুমসৃণ বাহু দুটি ধরে তাঁকে তুলে নিজের সম্মুখে দাঁড় করালেন এবং নিজের দীর্ঘ বাহুদ্বয় দ্বারা নগ্ন মেনকাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে মেনকার কোমল অধরোষ্ঠের উপর নিজের অধরোষ্ঠ স্থাপন করে চুম্বন করলেন। তখন অরণ্যে সূর্যকিবণ আত্মপ্রকাশ করেছে। প্রভাত পক্ষীর কলরব ভেসে আসছে। প্রস্রবণের জলধারা তাঁদের দুজনের মস্তকে অঝোরে বর্ষিত হতে লাগল। বিশ্বামিত্রের চুম্বনের স্পর্শে মেনকার অন্তরে শিহরণের সৃষ্টি হল। যেন এক তীব্র তড়িৎপ্রবাহে তিনি কম্পিত হয়ে উঠলেন। অবশেষে তিনি বিশ্বামিত্রের নৈকট্য লাভ করেছেন, তাঁর স্পর্শ লাভে ধন্য হয়েছেন। মেনকা আনন্দে আপ্লুত হয়ে উঠলেন। তাঁর আয়ত নয়নদ্বয় থেকে অশ্রুধারা নির্গত হল। কিন্তু প্রস্রবণের জলরাশি তাঁদের মস্তকে পতিত হচ্ছিল বলে মেনকার নয়নের আনন্দাশ্রু বিশ্বামিত্রের চোখে দৃশ্যমান হল না।

প্রস্রবণের জলধারার নিচে বিশ্বামিত্র ও মেনকা বহুক্ষণ আলিঙ্গণাবদ্ধ অবস্থায় দণ্ডায়মান রইলেন। একজন আরেকজনকে চুম্বন করলেন। এইভাবে বিশাল নির্জন অরণ্যে প্রস্রবণের বারিধারার মধ্যে তাঁদের অন্তরে প্রেমের সঞ্চার হল। বহু বৎসর নির্জন একাকীত্বে জীবন কাটানোর পর সহসা মেনকার মত সুন্দরী নারীর দেহস্পর্শে বিশ্বামিত্রের অবচেতন মন নারীসঙ্গ লাভে ব্যাকুল হয়ে উঠল। তৃষ্ণার্ত পক্ষীর মত তিনি মেনকার দেহ সুধা পানে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলেন।

আলিঙ্গনাবদ্ধ মেনকার দেহের উষ্ণ ও কোমল স্পর্শ গ্রহণ করতে লাগলেন নিজের হস্তদ্বয় ও দেহদ্বারা। ক্রমশঃ বিশ্বামিত্রের মধ্যে সুপ্ত পৌরুষের আগ্নেয়গিরি জাগ্রত হয়ে উঠল। বিশ্বামিত্র প্রস্রবণের শীতল জলধারার নিচেও উত্তপ্ত হয়ে উঠলেন। দূরে নিক্ষেপ করলেন পরিধেয় বল্কল। এখন বিশ্বামিত্র ও মেনকা দুজনেই সম্পূর্ণ নগ্ন। কারুরই অঙ্গে কোন পরিধেয় নেই। এখন তাঁদের একমাত্র পরিচয় তাঁরা পুরুষ ও নারী। বিশ্বামিত্র নিজের রুক্ষ ও কঠিন হস্তদ্বারা মেনকার নিতম্ব স্পর্শ করলেন। মেনকার নিতম্বের কোমল স্পর্শ বসন্তের বায়ুর মতই সুখদায়ক। বিশ্বামিত্র নিজের দুই হস্ত দ্বারা মেনকার কোমল নারীদেহের প্রতিটি অঙ্গ একাধিক বার স্পর্শ করে সুখানুভূতি গ্রহণ করতে লাগলেন। মেনকার বাহু, মুখমণ্ডল ও নাভি স্পর্শ করে অবশেষে মেনকার বিশাল ও কোমল স্তনদ্বয় হস্তদ্বারা নিষ্পেশন করে তৃপ্তি লাভ করতে লাগলেন।

বিশ্বামিত্রের হস্তস্পর্শে মেনকাও অশেষ আনন্দ লাভ করতে লাগলেন। তিনি মনে মনে এইরূপই চেয়েছিলেন। এইভাবেই বিশ্বামিত্রকে কামনা করেছিলেন। আনন্দে আপ্লুত হয়ে তিনি দুই বাহু দ্বারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বামিত্রকে জড়িয়ে ধরলেন এবং যথেচ্ছ চুম্বনে বিশ্বামিত্রের সারা দেহ পূর্ণ করে দিতে লাগলেন। তখন প্রভাতের সূর্যকিরণ পূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। সমগ্র অরণ্য উজ্জ্বল সূর্যকিরণে পূর্ণ এবং দিগন্তে রক্তিম বর্ণ সূর্য স্পষ্ট প্রতীয়মান। মেনকা প্রস্রবণের বারিরাশির নিচে প্রস্তরখণ্ডের উপর প্রথমে উপবেশন করলেন ও তারপর শয়ন করে স্মিতহাস্যে আয়তনেত্রদ্বয় দ্বারা কটাক্ষ নিক্ষেপ করে বিশ্বামিত্রকে আহ্বান করলেন তাঁর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য। বিশ্বামিত্র জানুভঙ্গ করে মেনকার পার্শ্বে উপবেশন করলেন। হস্তদ্বয় দ্বারা মেনকার মসৃণ দেহের বিভিন্ন স্থান স্পর্শ করে তাঁর সুষম নাভিদেশ চুম্বন করলেন এবং মেনকার সঙ্গে সংগমে রত হলেন; প্রস্রবণ পার্শ্বে বৃক্ষশীর্ষে পক্ষীরা প্রভাতের কলরবে মুখর। মেনকার কোমলতনু সঙ্গমের উত্তেজনায় কম্পিত হতে লাগল। তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হল। তিনি বিশ্বামিত্রকে একান্তভাবেই লাভ করলেন। বিশ্বামিত্রের আশ্রম থেকে বিতাড়িত হওয়ার ভয় তাঁর দূর হল। তিনি নিশ্চিন্ত হলেন।

বহুক্ষণ মেনকার সঙ্গে সঙ্গমের পর একান্তভাবে তৃপ্ত হয়ে বিশ্বামিত্র উঠে দাঁড়ালেন। প্রস্রবণের জলধারা তখনও তাঁদের মস্তক ও দেহে পতিত হচ্ছে। তাঁরা উত্তমরূপে অবগাহন করলেন এবং নিজ নিজ পরিধেয় গ্রহণ করে একত্রে বিশ্বামিত্রের আশ্রমের দিকে অগ্রসর হলেন। নির্জন মহারণ্য তখন সূর্যকিরণে

প্লাবিত হচ্ছে। পক্ষীকুল নিজ নিজ খাদ্য সংগ্রহে ব্যস্ত, চতুর্দিকে প্রভাত। এই প্রভাতকালেই, এই মহারণ্যে এক মহৎ প্রেমের সূচনা হল সর্বত্যাগী, ব্রহ্মত্ব অভিলাষী, উচ্চাকাঙ্ক্ষী বিশ্বামিত্র ও অতি সাধারণ নারী অরণ্যে পথভ্রষ্টা মেনকার মধ্যে। বিশ্বামিত্র মুগ্ধ হলেন মেনকার বাক্যে, মেনকার রূপে ও মেনকার কটাক্ষে। মেনকা, তিনি মুগ্ধ হলেন বিশ্বামিত্রের ব্যক্তিত্বে, বিশ্বামিত্রের ত্যাগে ও বিশ্বামিত্রের একাগ্র মনোবলে। দুজনেই দুজনের প্রতি মুগ্ধ হলেন, অনুরক্ত হলেন।

মেনকা কোমল কণ্ঠে বিশ্বামিত্রকে বললেন—প্রভু আমি পরম সৌভাগ্যবতী। আমি মনে মনে আপনাকে একান্তভাবে কামনা করেছিলাম। আপনি আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেছেন। আমি আপনাকে লাভ করেছি। আমি এখন নিশ্চিন্ত। আপনার সঙ্গে পর্ণাশ্রমে একত্রে অবস্থান করতে পারব।

বিশ্বামিত্র বললেন—মনুষ্য বর্জিত নির্জন অরণ্যে বল্কলধারী তাপসের সঙ্গে একত্র অবস্থান সাধারণ মানুষের পক্ষে সুখকর নয়। এই বিশাল অরণ্যে তুমি পথভ্রষ্ট হয়েছ বলে আমি তোমাকে আমার আশ্রমে স্থান প্রদান করেছি এবং তোমার নারীত্বে মুগ্ধ হয়েছি। নির্জন অরণ্যে ক্লান্তি বোধ করলে তুমি এই পর্ণাশ্রম ত্যাগ করে যেখানে খুশি গমন করতে পার। তুমি সম্পূর্ণ স্বাধীন।

মেনকা বিশ্বামিত্রকে উত্তর দিলেন—প্রভু, গতকল্য প্রভাতেও আমি লোকালয়ে প্রত্যাবর্তন করার জন্য একান্ত উৎসুক ছিলাম। কিন্তু আজ এই মুহূর্তে আপনার কাছে অবস্থান ভিন্ন আমার আর অন্য কোনোরূপ আকাঙ্ক্ষা নেই।

বিশ্বামিত্র বললেন—উত্তম। তাহলে এই নির্জন অরণ্যে জীবন অতিবাহিত করার জন্য প্রস্তুত হও। নিজের মনকে কঠোরভাবে প্রস্তুত কর জনমনুষ্য বিরহিত অরণ্যে অবস্থান করাব জন্য। নাবী সুলভ দুর্বলতা সমূহ পরিত্যাগ কর ও স্বনির্ভর হও।

মেনকা, বিশ্বামিত্রকে বললেন,—প্রভু. নারী সততঃই দুর্বল। দুর্বলতা পরিত্যাগ নারীর পক্ষে একান্ত কঠিন। বিশেষতঃ সে যখন আপনার মত ত্যাগী পুরুষের প্রতি আসক্ত, তখন তার দুর্বলতা সীমাহীন। তবুও কঠিন তপশ্চর্যা অবলম্বনকারী তাপসের সংস্পর্শে থাকলে কিছুটা দুর্বলতা মুক্ত আমি অবশ্যই হব এবং স্বনির্ভরও হব।

বিশ্বামিত্র তাকালেন মেনকার দিকে। মেনকা প্রকৃতই সুন্দরী। বৃক্ষসমূহের পত্ররাজির ফাঁক দিয়ে রৌদ্রকিরণ এসে পড়ছে তাঁর মুখমণ্ডলে। তাঁর কোমল তনু

রৌদ্রকিরণে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তাঁরা দুজনে বিশ্বামিত্রের পর্ণকুটিরের নিকটে এসে পৌঁছলেন।

বিশ্বামিত্র মেনকাকে বললেন—তোমার ক্ষুধা নিবারণ কুটিরের অভ্যন্তরে রক্ষিত ফলসমূহের দ্বারাই হবে। অতঃপর অরণ্যে গমন করে আরো কিছু ফলাদি সংগ্রহ করে সংরক্ষিত করবে। আমি এখন তপশ্চর্যায় উপবেশন করব।

তাঁরা দুজনে পর্ণকুটিরের দ্বারে এসে উপস্থিত হলেন। মেনকা বিশ্বামিত্রকে প্রণাম করে বললেন—আপনার আদেশ অনুসারেই আমি কাজ করব। ফলাদি দ্বারা ক্ষুধা নিবারণ করে আরো ফল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে নিকটস্থ অরণ্যে গমন করব।

মেনকা বাক্য সমাপ্ত করে কুটিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। বিশ্বামিত্রও পর্ণকুটির সংলগ্ন প্রাঙ্গণে তাঁর নিয়মিত তপশ্চর্যার স্থানে তপশ্চর্যার আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। একটি সুন্দর প্রভাত মেনকা ও বিশ্বামিত্রের মিলন ঘটাল। তাঁদের দুজনকে প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ করল। মেনকা লোকালয়ে প্রত্যাবর্তন করার কথা বিস্মৃত হলেন। বিশ্বামিত্রকে ভালবেসে নির্জন অরণ্যেই জীবন অতিবাহিত করতে প্রস্তুত হলেন। অনভ্যস্ত নিঃসঙ্গ জীবনে শুধুমাত্র ভালবাসাকে অবলম্বন করে তিনি নিজের অতি সাধারণ জীবনকে পরিবর্তিত করতে চাইলেন। বিশ্বামিত্রের রুক্ষ ও কঠিন তপশ্চর্যাময় জীবন তিনি মরুভূমিতে মরুদ্যানের মতই প্রেমের কোমল স্পর্শ নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁদের প্রেম ধীরে ধীরে বর্ধিত হতে লাগল অরণ্যের শিশুবৃক্ষের মত নিজেদেরই অগোচরে। বিশ্বামিত্র তাঁর নিত্যকর্ম ও তপশ্চর্যা পালন করতে লাগলেন নিয়মিত ভাবে। এতটুকু ক্লান্তি নেই তাঁর ব্রহ্মত্ব অর্জনের সংগ্রামে। কিন্তু তবুও নিজেরই অগোচরে ধীরে ধীরে মেনকার প্রতি বিশ্বামিত্রের মুগ্ধতা বেড়েই চলল। মেনকা সর্বক্ষণ বিশ্বামিত্রের পাশে পাশে থেকে তাঁকে তপশ্চর্যায় সহায়তা করতে লাগলেন সর্বপ্রকারে। বিশ্বামিত্র একান্ত-রূপে মেনকার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়লেন। বিশ্বামিত্রের কর্মে সহায়তা করতে পারছেন দেখে মেনকাও অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। এইভাবে এক তাপস এবং এক রূপসী নর্তকী পরস্পরকে ভালবেসে জীবন অতিবাহিত করতে লাগলেন লোকচক্ষুর অন্তরালে বিজন অরণ্যে। অনেক সুন্দর ও মধুর প্রভাত তাঁরা অতিক্রম করলেন পরস্পরের প্রেমে। শৃঙ্গারে রত হলেন পক্ষীর কলরব মুখর নির্জন অরণ্যে প্রকৃতির ফুলবনে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, এই ভাবে কেটে গেল তাঁদের প্রেমে, শৃঙ্গারে ও প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দর্শনে। বিশ্বামিত্রের সঙ্গ সুখে তৃপ্ত মেনকা আরো বেশী করে কামনা করতে লাগলেন বিশ্বামিত্রকে।

বিশ্বামিত্রের দেহের স্পর্শে তিনি অপার আনন্দ লাভ করতে লাগলেন। এবং বিশ্বামিত্র, তেজস্বী বিশ্বামিত্র মেনকাকে তৃপ্তি দান করে নিজেও অসীম তৃপ্তিলাভ করলেন মেনকার সঙ্গে মিলনে।

অবশেষে মেনকা একদিন গর্ভবতী হলেন। তাঁর মনস্কামনা পূর্ণ হল। তিনি বিশ্বামিত্রের কাছ থেকে একটি সন্তান প্রার্থনা করেছিলেন মনে মনে। সেই বিশ্বামিত্রের 'ঔরসেই' অবশেষে তিনি গর্ভধারণ করলেন। আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠল মেনকার হৃদয়। তাঁর নারী জন্ম এবার সার্থক হবে মাতৃত্বে। বিশ্বামিত্রের মত মহান্ ব্যক্তির কাছ থেকে সন্তান লাভ করে তাঁর নর্তকী জীবন ধন্য হবে এতদিনে। তিনি আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠলেও বিশ্বামিত্রকে একথা জানাতে চাইলেন না দ্বিধা ও ভীতিতে। তাঁর মন এক অজ্ঞাত ভীতিতে দ্বিধাগ্রস্ত হচ্ছিল। যদি একথা শ্রবণে বিশ্বামিত্রের ক্রোধের উদ্রেক হয়? তিনি একই সঙ্গে আনন্দিত ও ভীত হলেন। তিনি কিছুদিন বিশ্বামিত্রের কাছে তাঁর গর্ভসঞ্চারিত হওয়ার কথা গোপন রাখলেন। তপশ্চর্যায় একাগ্র বিশ্বামিত্রের কাছে একথা অজ্ঞাতই থাকল কিছুদিনের জন্য। কিন্তু যতই মেনকার গর্ভ পূর্ণতা লাভ করতে লাগল ততই মেনকার দৈহিক সৌন্দর্য্য বিকশিত হতে লাগল প্রভাত পুষ্পের মত। দিনে দিনে মেনকার রূপ প্রকৃতির অঙ্গনে পদ্মফুলের মতই বিকশিত হতে লাগল ধীরে ধীরে এবং বিশ্বামিত্র আরো বেশী করে মেনকার রূপের বন্ধনে ধরা দিতে লাগলেন। মেনকা যত বেশী করে বিশ্বামিত্রকে লাভ করতে লাগলেন ততই তিনি এক অজানা আশঙ্কায় ভীত হতে থাকলেন। তাঁর সন্তান ধারণের সংবাদে বিশ্বামিত্রের কি প্রতিক্রিয়া হয় এই ভেবে।

অবশেষে একদিন মেনকার গর্ভ পূর্ণতা লাভ করল এবং গর্ভ প্রসবের কাল আসন্ন হল। মেনকা চিন্তা করলেন, কি করবেন! তাঁর গর্ভ ধারণ সম্বন্ধে উদাসীন বিশ্বামিত্রকে কি ভাবে তিনি জানাবেন এই ঘটনা। কিভাবে বললে বিশ্বামিত্র ক্রোধান্বিত হবেন না এই চিন্তায় তিনি সব সময় চিন্তিত হয়ে রইলেন। বহু চিন্তার পর মেনকা অবশেষে মনস্থির করে ফেললেন। যে করেই হোক্ বিশ্বামিত্রকে তাঁর জানাতেই হবে এই ঘটনা। আর বিলম্ব নয়। তিনি বিশ্বামিত্রের কাছে এসে দণ্ডায়মান হলেন। বিশ্বামিত্র উপবেশন করেছিলেন তাঁর পর্ণাশ্রম প্রাঙ্গণ সংলগ্ন একটি তমাল বৃক্ষের নীচে। তখন বসন্তকাল। বৃক্ষ সমূহের মৃদু মন্দ বাতাসে প্রকৃতি পূর্ণ। বিশ্বামিত্র তমাল বৃক্ষের নীচে উপবেশন করে তপশ্চর্যা শেষে প্রভাত কালে বসন্তের মৃদু বায়ু সেবনে তখন বিশ্রাম গ্রহণ করছিলেন।

মেনকাকে তাঁর কাছে এসে দণ্ডায়মান হতে দেখে বিশ্বামিত্র মেনকার দিকে তাকিয়ে বললেন—মেনকা নিকটে এস। আমার পার্শ্বে উপবেশন কর।

বিশ্বামিত্রের আহ্বানে মেনকা তাঁর পার্শ্বে তমাল বৃক্ষ তলে গিয়ে উপবেশন করলেন। তখনও তিনি ভীত এবং দ্বিধাগ্রস্ত। বিশ্বামিত্র মেনকার মুখে চিন্তার রেখা দর্শন করে মেনকাকে জিজ্ঞাসা করলেন—মেনকা তোমাকে চিন্তিত দেখাচ্ছে। বোধ হচ্ছে তুমি কোন কিছু গভীর ভাবে চিন্তা করছ। চিন্তায় তোমার সুন্দর মুখমণ্ডল মলিন-বর্ণ ধারণ করেছে। তোমার আয়ত চক্ষুদ্বয় কোঠরাগত হয়েছে। তোমার দেহও শীর্ণ হয়েছে। আমাকে বল তোমার চিন্তার কারণ কি? কিজন্য তুমি এত চিন্তিত?

বিশ্বামিত্র বাক্য শেষ করে তাঁর দীর্ঘ বাহু দ্বারা পার্শ্বে উপবিষ্ট মেনকাকে আলিঙ্গন করলেন। বিশ্বামিত্রের বাহুবন্ধনে মেনকা স্বস্তি লাভ করলেন এবং নিজ বাহু দ্বারা বিশ্বামিত্রকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে মৃদুকণ্ঠে বললেন—প্রভু, আমি গর্ভবতী হয়েছি। আপনার ঔরসে আমার গর্ভসঞ্চার হয়েছে। আমার গর্ভে আপনার সন্তান পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছে। এখন আমার প্রসবকাল আসন্ন। আমি তাই চিন্তিত হয়েছি। এই চিন্তার জন্যই আমার দেহ শীর্ণ, চক্ষু কোঠরাগত ও মুখ মলিনবর্ণ ধারণ করেছে।

বিশ্বামিত্র যেন বিদ্যুত্ত স্পৃষ্ঠ হলেন মেনকার বাক্যশ্রবণে। মেনকা গর্ভবতী? মেনকার গর্ভে তাঁর সন্তান। এ তিনি কি করেছেন? নারীর রূপের মোহে তার কামনার কাছে আত্ম সমর্পণ করেছেন। তিনি না সংসার ত্যাগী তাপস? সমস্ত প্রকার জাগতিক বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে এত দীর্ঘ দিন এই অরণ্যে তপশ্চর্যা করার পর আবার সন্তান? আবার সংসারের বন্ধন? বিশ্বামিত্র যেন সহসা নিদ্রোত্থিত ব্যক্তির মত সচকিত হয়ে উঠলেন। নারী সম্ভোগে তিনি অপচয় করেছেন তপশ্চর্যালব্ধ অমূল্য শক্তি, জীবনের অমূল্য সময়। ছিঃ ছিঃ। নিজের প্রতি ধিক্কারে পূর্ণ হয়ে উঠল তাঁর সমগ্র অন্তর। অরণ্যে পথহারা এক রূপসী নর্তকীর প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তাঁকে আশ্রয় প্রদান করে তিনি নিজেকেই ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছেন। নর্তকীর দৈহিক কামনার কাছে আত্মসমর্পণ করে তিনি তাঁর এতদিনের কষ্টার্জিত বন্ধনহীনতা, মানসিক শক্তি সবই বিনষ্ট করতে চলেছেন নূতনভাবে পিতৃত্ব অর্জন করে। নিজেকে শত সহস্রবার ধিক্কার প্রদান করলেন বিশ্বামিত্র। কি প্রয়োজন ছিল তাঁর এই অরণ্যে দীর্ঘ বৎসরের পর বৎসর কষ্টসাধ্য

তপশ্চর্যায়! যদি নারী সঙ্গসুখই প্রয়োজন ছিল, তবে কেন তিনি কান্যকুব্জের মত সমৃদ্ধিশালী রাজ্য ত্যাগ করে এই অরণ্যে নির্জনে আশ্রয় গ্রহণ করলেন? তাঁর মনে পড়ল বশিষ্ঠের বিদ্রূপ ও অট্টহাস্য। ব্রহ্মত্ব অর্জনের পথ এখনও কতদূর। তাঁর নিজেকে কশাঘাত করতে ইচ্ছা করল সহস্রবার। ব্রাহ্মণত্ব অর্জন করে বশিষ্ঠের প্রতি প্রতিশোধ গ্রহণ বোধহয় আর বিশ্বামিত্রের হল না। সাধনার পথে এই কঠিন বিচ্যুতি তিনি কিভাবে সংশোধন করবেন! প্রস্রবণের জলরাশি যেমন কঠিন প্রস্তরখণ্ডের উপর পতিত হয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে ঠিক তেমনই নিজের প্রতি ক্ষোভে ও গ্লানিতে তাঁর অন্তর পূর্ণ হয়ে উঠে। অন্তরের চতুর্দিকে এক সুতীব্র বেদনা ছড়িয়ে পড়ল। বিশ্বামিত্র ব্যথিত হলেন নিজের এই পরিণামে। মেনকার প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্রও ক্রোধ হল না। তিনি ক্ষুব্ধ হলেন নিজের প্রতি। মেনকা সাধারণ নারী। দৈহিক কামনার বাইরে কোন পুরুষের কাছে তাঁর কিই বা আকাঙ্ক্ষার থাকতে পারে! কিন্তু তিনি নিজে সংসার ত্যাগী তাপস হয়েও কেন মেনকার কামনাকে প্রশ্রয় দিলেন দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ত্যাগ করে এসে এতদিন পরে তিনি আবার একি করতে চলেছেন! বিশ্বামিত্র মেনকার বাক্য শ্রবণ করে বহুক্ষণ নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। ভাবতে লাগলেন নিজের কথা। ভাবতে লাগলেন এখন তাঁর কি করা উচিত। মেনকা গর্ভবতী। মেনকার গর্ভে তাঁর সন্তান এবং মেনকার গর্ভ প্রসবের কাল আসন্ন। তিনি চিন্তা করতে লাগলেন চুপ করে। সহসা তাঁর মুখমণ্ডল একই সঙ্গে উজ্জ্বল এবং কঠিন হয়ে উঠল। তিনি তাঁর কর্তব্য স্থির করতে পেরেছেন। তিনি খুঁজে পেয়েছেন তাঁর পথ। এই মুহূর্তে তাঁর করণীয় সম্বন্ধে এতক্ষণে তিনি নিঃসংশয় হয়েছেন। তিনি তো সংসার ত্যাগী তাপস, জাগতিক মায়া ও বন্ধনের উর্দ্ধে তাঁর অবস্থান। সুতরাং এই মুহূর্তে তাঁর করণীয় একটিই, ত্যাগ। মেনকা ও তাঁর সন্তানের প্রতি করুণা ও মায়া ত্যাগ। নূতন বন্ধনে, সন্তানের মায়ায় আবদ্ধ হওয়ার পূর্বেই সেই মায়া ত্যাগ। মেনকা ও তাঁর গর্ভের সন্তানকে এই মুহূর্তে ত্যাগ করে অন্যত্র গমন এবং নূতন কোন উপযুক্ত স্থানে আবার নতুন করে ব্রহ্মের অনুসন্ধান। তিনি মনস্থির করে ফেললেন এই মুহূর্তেই তিনি এই পর্ণাশ্রম ও এই স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যাবেন। ফিরেও তাকাবেন না গর্ভবতী মেনকার প্রতি, যে মেনকার সঙ্গে তিনি এতদিন অবস্থান করেছেন এই নির্জন বনভূমিতে। যে মেনকা তাঁকে সাহায্য প্রদান করেছেন সর্বক্ষণ। বিশ্বামিত্র নিজের মনকে দৃঢ়

করলেন। এই মুহূর্তেই তিনি মেনকাকে জানাবেন তাঁর এই স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র গমনের কথা, মেনকাকে পরিত্যাগ করার কথা।

বিশ্বামিত্র মেনকার দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। দেখলেন দুবাহু দ্বারা তাঁকে আলিঙ্গন করে মেনকা তাঁরই দিকে তাকিয়ে রয়েছেন কিছু শোনার প্রতীক্ষায়। বিশ্বামিত্র নিজেকে মেনকার আলিঙ্গন থেকে মুক্ত করলেন এবং ধীরে ধীরে তমাল বৃক্ষতল পরিত্যাগ করে উঠে দণ্ডায়মান হলেন। বিশ্বামিত্রের দেখাদেখি মেনকাও বৃক্ষতল থেকে উঠে বিশ্বামিত্রের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হলেন। বিশ্বামিত্র মেনকার দিকে তাকালেন করলেন। এক মুহূর্ত কি ভাবলেন। তাঁর মুখমণ্ডল কঠিন, দৃঢ় ও নিষ্ঠুর। তারপর কোন প্রকার ইতস্তত: না করে সোজাসুজি মেনকাকে বললেন—মেনকা তুমি অরণ্যে পথভ্রষ্ট হয়েছিলে বলে আমি তোমাকে আমার পর্ণকুটীরে আশ্রয় প্রদান করেছিলাম। আমার পর্ণাশ্রমে অবস্থান কালে তুমি আমাকে সর্বপ্রকারে সহায়তা ও সাহচর্য প্রদান করেছ। আমার বাক্যের অন্যথা করনি। তোমার সাহচর্য ও মধুর ব্যবহারে আমার এই নিঃসঙ্গ অরণ্য জীবন ক্লান্তিহীন হয়েছে। কিন্তু বিনিময়ে আমি বিনষ্ট করেছি দীর্ঘদিনের তপশ্চর্যালব্ধ শক্তি। বহুবৎসর এই নির্জন অরণ্যে তপশ্চর্যায় অতিবাহিত করে তিলতিল করে যে শক্তি আমি অর্জন করেছি সেই শক্তি আমি বিনষ্ট করেছি তোমার রূপের মোহে। নারীর রূপের মোহে আমি নিজেকে সাধন পথ থেকে বিচ্যুত করেছি। আমি অরণ্যচারী তাপস, বন্ধন মুক্তিই আমার তপস্যা। সর্বপ্রকার জাগতিক বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ব্রহ্মের অনুসন্ধানই আমার কাম্য। আমি ব্রহ্মকে লাভ করে ব্রহ্মর্ষি হতে চাই। নারীর বাহুপাশে সাধারণ সংসারী ব্যক্তির ন্যায় জীবন অতিবাহিত করা আমার লক্ষ্য নয়। আমি রাজত্ব ও সংসার পরিত্যাগ করে এই অরণ্যে আগমন করেছি তপশ্চর্যার উদ্দেশ্যে। এখানে নূতন কোনো বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া আমার অভিপ্রেত নয়। আমার তাপস জীবনে তুমি একটি বিচ্যুতির ক্ষীণ রেখা মাত্র। তাই তুমি গর্ভে আমার সন্তান ধারণ করে গর্ভবতী হলেও এবং তোমার প্রসবকাল আসন্ন হলেও আমি তোমার প্রতি আমার সমস্ত প্রকার দুর্বলতা পরিহার করছি। আমি তোমাকে আমার এই পর্ণাশ্রমে আশ্রয় প্রদান করেছি এবং তোমাকে এইস্থান থেকে বিতাড়িত না করার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছি। সেইজন্য তুমি যতদিন ইচ্ছা এইস্থানে এই পর্ণকুটীরে অবস্থান করতে পার। কিন্তু আমি এই মুহূর্তেই তোমাকে পরিত্যাগ করে এইস্থান থেকে অরণ্যের অভ্যন্তরে অন্যত্র গমন করব এবং পুনরায় নির্জনে জাগতিক সম্পর্ক মুক্ত হয়ে ব্রহ্মের

অনুসন্ধানে রত হব। তোমার সঙ্গে আমার একত্র অবস্থান আর সম্ভবপর নয়। যে শক্তি আমি অপচয় করেছি তোমার রূপের মোহে, একমাত্র কঠিন ও দীর্ঘ তপশ্চর্যা দ্বারাই পুনরায় তা আহরণ করা সম্ভব। তাই এখন তুমি নিজের মনকে প্রস্তুত কর। আমি এখনই তোমাকে পরিত্যাগ করব।

বিশ্বামিত্রের বাক্য শ্রবণে মেনকা কম্পিত হয়ে উঠলেন। এত দীর্ঘদিন বিশ্বামিত্রের সঙ্গে অবস্থান করে তিনি বিশ্বামিত্রকে ছাড়া অন্যকিছু ভাবতে পারছিলেন না। তাঁর জীবন বিশ্বামিত্রকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হচ্ছিল। বিশ্বামিত্রই ছিলেন তাঁর জীবনের সবকিছু। তিনি বিশ্বামিত্রকে ভালবেসে ছিলেন এবং তাঁর কাছ থেকে সন্তান লাভ করে সুখী হতে চলেছেন। ঠিক তাঁর এই সুখের মুহূর্তে বিশ্বামিত্রের এই কঠোর সিদ্ধান্ত তাঁর কাছে বড় নিষ্ঠুর মনে হল। তিনি আশঙ্কায় ও দুঃখে কম্পিত হয়ে উঠলেন। তাঁর সুন্দর আয়ত নয়নদ্বয় অশ্রুতে পূর্ণ হল। বিশ্বামিত্রকে হারাবার ভয়ে তিনি ব্যথিত হলেন। তাঁর নর্তকীর জীবন স্মরণ করলেন তিনি। প্রাচুর্য্যময় নর্তকীর আপাত সুখী জীবনে তিনি সবকিছু লাভ করলেও যা তিনি কোনদিনই লাভ করেননি তা হচ্ছে প্রেম। প্রকৃত প্রেম তিনি কোনদিন লাভ করেননি। বিশ্বামিত্রকে দর্শন করার আগে তিনি জানতেনও না প্রকৃত প্রেম কাকে বলে। বিশ্বামিত্রের সঙ্গে এই নির্জন অরণ্যে একাকী দীর্ঘদিন অবস্থান করে তিনি এখন অনুভব করতে পারছেন সম্পদ ও প্রাচুর্য্য যা দিতে ব্যর্থ হয়েছে, বিশ্বামিত্র তাঁকে দিয়েছেন সেই অমূল্য প্রেম। নির্জন অরণ্যে বিশ্বামিত্রের এই পর্ণকুটীর মেনকার কাছে, তাই পুষ্কর তীর্থের মতই পবিত্র। এখানেই তিনি লাভ করতে চলেছেন তাঁর প্রেমের পুরস্কার, বিশ্বামিত্রের সন্তান। অথচ মেনকার জীবনের এই চরমতম সুখের মুহূর্তেই কি ভীষণ নিষ্ঠুর হলেন বিশ্বামিত্র। কি অসম্ভব কঠোরতায় তাঁকে পরিত্যাগের সঙ্কল্প ঘোষণা করলেন। তাঁকে পরিত্যাগ করে বিশ্বামিত্র চলে গেলে মেনকার জীবন অর্থহীন হয়ে যাবে একথা কি বিশ্বামিত্র বুঝছেন না? মেনকা আর স্থির দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না। কম্পিত দেহে তিনি তাঁর প্রিয়তম বিশ্বামিত্রকে দুবাহু দ্বারা আলিঙ্গন করে তাঁর বক্ষে নিজের মস্তক স্থাপন করে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন—প্রভু, আপনি আমাকে পরিত্যাগ করে চলে গেলে আমার এই জীবন অর্থহীন হয়ে যাবে। আমার জীবনের কেন্দ্রবিন্দু আপনিই। আপনাকে আবর্তন করেই আমার এই জীবনধারণ। আপনি চলে গেলে আমি কি নিয়ে জীবনধারণ করব। কেমন করে এই নির্জন অরণ্যে একাকী নিঃসঙ্গভাবে জীবন

কাটাব। প্রভু, করুণা প্রদান করুন। আমাকে পরিত্যাগ করবেন না। আমি অসহায়া নারী। আপনার প্রেম ভিন্ন আমার আর কোনো অবলম্বন নেই।

মেনকা বিশ্বামিত্রের বক্ষে মস্তক স্থাপন করে ক্রন্দন করতে লাগলেন। বিশ্বামিত্রের মুখমণ্ডল আরও দৃঢ় হল। গম্ভীর ও মেঘমন্দ্রিত কণ্ঠে বিশ্বামিত্র মেনকাকে বললেন—মেনকা, আমার সিদ্ধান্ত অপরিবর্তনীয়। এই মুহূর্তে কোন কিছুই আমার সিদ্ধান্তকে পরিবর্তন করতে পারবে না। আমার প্রতি তোমার প্রেমও নয়। আমি তোমাকে পরিত্যাগ করে অন্যত্র গমন করতে বদ্ধপরিকর। আমি গমন করার পর যদি তোমার এই কুটীরে একাকী অবস্থান করতে ইচ্ছা না হয়, তবে তুমি পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হবে। অরণ্যের মধ্যে পশ্চিমাভিমুখে বহুদূর গমন করলে অরণ্যের প্রান্তে লোকালয়ে গমন করার পথ দর্শন করবে। ঐ পথে অগ্রসর হলেই তুমি লোকালয়ে পৌঁছতে পারবে। আমি এখন এই মুহূর্তেই অন্যত্র যাত্রা করব।

বিশ্বামিত্র বাক্য সমাপ্ত করে মেনকাকে তাঁর বক্ষ থেকে সরিয়ে দিয়ে কুটীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন এবং কুটীরের এক পার্শ্বে রক্ষিত কমণ্ডলু হস্তে ও কুঠার স্কন্ধে নিয়ে কুটীরাভ্যন্তর হতে নির্গত হয়ে অরণ্যের মধ্যে অন্যত্র তপশ্চর্যার উপযুক্ত স্থান অন্বেষণে গমন করতে উদ্যোগী হলেন। বিশ্বামিত্রকে পর্ণাশ্রম ত্যাগ করে চলে যেতে দেখে মেনকা আর নিজেকে সংযত রাখতে পারলেন না। তিনি বিশ্বামিত্রের নিকটে গিয়ে তাঁর পদদ্বয় দুইবাহু ও বক্ষ দ্বারা জড়িয়ে ধরে কাতর কণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠলেন—হে, প্রভু, আমাকে পরিত্যাগ করে যাবেন না। আমি আপনাকে ভিন্ন আর কিছুই জানি না। যদি একান্তই এই স্থান পরিত্যাগ করে যেতে হয় তবে আমাকেও আপনার সঙ্গে নিয়ে চলুন। আমাকে আপনার সঙ্গে অবস্থান করতে দিন। আমি কোনভাবেই আপনার তপশ্চর্যায় বিঘ্ন ঘটাব না। আপনার সন্তানকে গর্ভে ধারণ করে কিভাবে আপনাকে ছাড়া জীবনধারণ করব। আমাকে এভাবে পরিত্যাগ করবেন না, আমি আপনার আশ্রিতা।

মেনকা বিশ্বামিত্রের পদতলে আপন মুখমণ্ডল স্থাপন করে ক্রন্দন ও বিলাপ করতে লাগলেন। বিশ্বামিত্র দৃষ্টিপাত করলেন মেনকার প্রতি। এক অতি সাধারণ নর্তকী নারী ব্রহ্মত্ব অভিলাষী উচ্চাকাঙ্ক্ষী তাপসের পদতলে ক্রন্দনরতা। কিন্তু না আর কোন দুর্বলতা নয়। বিশ্বামিত্রের মুখাবয়ব কঠোরতর হল। ক্রন্দনরতা মেনকার প্রতি দৃষ্টিপাত করে কঠিন স্বরে বিশ্বামিত্র বললেন—

নারী, পৃথিবী অতি কঠিন, ক্রন্দনের স্থান এ নয়। জীবন বড় কঠোর, বৃথা ক্রন্দনে কোন ফললাভ হয় না। ক্রন্দন পরিত্যাগ কর, উঠে দণ্ডায়মান হও। যা অনিবার্য তা ঘটবেই। তোমার সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ অনিবার্য। একে রোধ করার সাধ্য কারুর নেই।

মেনকা বিশ্বামিত্রের পদতল পরিত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর রক্তাভ গণ্ডদেশ প্লাবিত হচ্ছে অশ্রুতে। বিশ্বামিত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি ক্রন্দনরতা অবস্থায় বললেন—আমি সাধারণ নর্তকী। মনোরঞ্জনকারিণীর পঙ্কিল জীবন থেকে ক্ষণিকের মুক্তি লাভ করেছিলাম আপনার সংস্পর্শে এসে। আমার প্রতি আপনার প্রেম আমাকে প্রদান করেছিল প্রকৃত সুখের অনুভূতি। আপনার সঙ্গে একত্র অবস্থানে আমি লাভ করেছিলাম পবিত্রতার স্পর্শ। জীবন কত পবিত্র ও নির্মল হতে পারে তা জেনেছিলাম আপনাকে স্পর্শ করে। আমাকে এই পবিত্রতার স্পর্শ থেকে বঞ্চিত করবেন না। আবার ফিরে যেতে বাধ্য করবেন না সেই নর্তকীর জীবনে। জীবনের যা কিছু শ্রেষ্ঠ তা আমি লাভ করেছি এইখানে, এই নির্জন অরণ্যে আপনার সঙ্গে সহাবস্থানে। আমাকে এইসব কিছু থেকে বঞ্চিত করে আমার জীবন নিঃস্ব ও রিক্ত করে দেবেন না। অনুগ্রহ করুন, আমাকে আপনার সঙ্গে অবস্থানের অনুমতি প্রদান করুন।

বিশ্বামিত্র মেনকাকে বললেন—আমার লক্ষ্য ব্রহ্মত্ব অর্জন, ব্রহ্মর্ষি হওয়া। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমি জীবনের সবকিছু এমনকি নিজের প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে প্রস্তুত আছি। তোমার ন্যায় নর্তকী রমণীকে পরিত্যাগ তো অতি সাধারণ কথা। নারীর রূপের মোহে পুরুষ আকৃষ্ট হয়। পতঙ্গের ন্যায় নারীর রূপের অগ্নিতে নিজের সবকিছু বিসর্জন দেয়, নিজেকে বিনষ্ট করে। কিন্তু আমি ব্রহ্মত্ব অভিলাষী তাপস। আমার লক্ষ্য অর্জনের পথে আমি কঠোর ও নির্মম। পৃথিবীর কোন কিছুই আমাকে আমার লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করতে পারবে না। তাই বৃথা ক্রন্দনে নিজের চিত্ত দুর্বল না করে নিজেকে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত কর। আমার সঙ্গে এত দিনের একত্র অবস্থানে কঠোর হওয়ার শিক্ষা গ্রহণ কর। নিজের মনকে প্রস্তরখণ্ডের ন্যায় কঠিন কর ও ভবিষ্যত জীবনে অগ্রসর হও। বৃথা আমার চিন্তায় কালক্ষেপ কোরো না। তোমার মঙ্গল হোক্।

বিশ্বামিত্র তাঁর বাক্য শেষ করলেন। মেনকা বুঝলেন বিদায়লগ্ন উপস্থিত। বিশ্বামিত্র এবার চলে যাবেন তাঁকে পরিত্যাগ করে। তিনি কিছুতেই বিশ্বামিত্রের সিদ্ধান্তের পরিবর্তন ঘটাতে পারবেন না। সংসারত্যাগী তাপসের মানসিক

শক্তিকে পরাভূত করার ক্ষমতা মেনকার নেই। তাঁকে বিশ্বামিত্রের সিদ্ধান্ত মেনেই নিতে হবে।

এত দীর্ঘদিন একত্র অবস্থানের পর বিচ্ছেদ চিরদিনের মত। আর কোনদিন মেনকা তাঁর প্রিয়তম বিশ্বামিত্রকে নিকটে পাবেন না। ক্ষণিকের জন্য দর্শনও করতে পারবেন না। মেনকার অন্তর ব্যথিত হয়ে উঠল। বেদনায় তাঁর হৃদয় পূর্ণ হয়ে উঠল। তিনি নিজেকে একান্ত অসহায় অনুভব করলেন। তাঁর কিছু করার নেই। তিনি বিশ্বামিত্রের কঠিন সিদ্ধান্তের কাছে একজন নিতান্তই দুর্বল নারী। একমুহূর্ত তিনি ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন বিশ্বামিত্রের প্রতি। তারপর নিজেকে সংযত করলেন এবং অশ্রু সম্বরণ করে নীচু হয়ে বিশ্বামিত্রকে প্রণাম করে বললেন—প্রভু, সাধারণ নর্তকী নারী আমি। ঘটনাচক্রে আপনার কাছে আশ্রয় লাভ করেছিলাম। আপনি আমাকে যা প্রদান করেছেন তার জন্য আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ। আমার অবশিষ্ট জীবনে তা আর কোনদিন কেউ আমাকে প্রদান করতে পারবে না। বিদায়ক্ষণে আমি অশ্রু সম্বরণ করছি এবং আমার হৃদয় দুঃখে ও ব্যথায় ভারাক্রান্ত হলেও আপনাকে প্রসন্ন বদনে বিদায় জ্ঞাপন করছি। আপনার যাত্রাপথ নির্বিঘ্ন হোক্। আপনি আপনার অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জন করুন। আপনি ব্রহ্মর্ষি হোন, ব্রাহ্মণত্ব অর্জন করুন। আপনার জয় হোক্।

মেনকা বাক্য সমাপ্ত করে চুপ করলেন। বিশ্বামিত্র তাঁর দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করে মেনকাকে নিঃশব্দে আশীর্বাদ করলেন এবং তারপর মেনকাকে পরিত্যাগ করে মহারণ্যের মধ্যে উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হলেন তপশ্চর্যার উপযুক্ত নূতন স্থানের অন্বেষণে।

মেনকা বিশ্বামিত্র কর্তৃক পরিতক্তা হলেন। নিঃসঙ্গ তিনি পর্ণকুটীরের সামনে দণ্ডায়মান হয়ে দেখতে লাগলেন তাঁর জীবনের অন্যতম প্রধান পুরুষ বিশ্বামিত্র চলে যাচ্ছেন দূরে তাঁকে পরিত্যাগ করে। মেনকা তাকিয়ে রইলেন বিশ্বামিত্রের দিকে। বিশ্বামিত্র অবিচল পদক্ষেপে সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছেন। ফিরেও তাকাচ্ছেন না পিছনে। অসমান পার্বত্যভূমিতে সহজ পদক্ষেপে বিশ্বামিত্রের দূরে চলে যাওয়া মেনকার সংযম ভঙ্গ করল। তিনি আর সহ্য করতে পারলেন না। উচ্চঃস্বরে তিনি ক্রন্দন করে উঠলেন। বিশ্বামিত্র ততক্ষণে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছেন। তাঁর কর্ণে মেনকার ক্রন্দনের শব্দ প্রবেশ করল না। তিনি পশ্চাতে ফিরেও তাকালেন না একবার পরিত্যক্তা প্রিয়তমার দিকে। দৃঢ়

পদক্ষেপে শুধুই অগ্রসর হতে লাগলেন সম্মুখে। ঘাতকের মত নিষ্ঠুরতায় অন্তঃস্বত্বা প্রেমিকাকে পিছনে ফেলে কিছুক্ষণের মধ্যেই বিশ্বামিত্র মেনকার দৃষ্টিপথের বাইরে চলে গেলেন। অদৃশ্য হয়ে গেলেন পার্বত্যময় মহারণ্যে তপশ্চর্যার নূতন স্থানের অন্বেষণে। পশ্চাতে পড়ে রইলেন গর্ভধারিণী মেনকা, একাকী, নিঃসঙ্গ ও অসহায়া।

আট

বিশ্বামিত্র ক্লান্তিহীন পদক্ষেপে অগ্রসর হতে লাগলেন উত্তরাভিমুখে। মহারণ্যের মধ্যে তিনি পার্বত্যভূমি অতিক্রম করতে লাগলেন ক্ষণে ক্ষণে প্রয়োজন মত বিশ্রাম গ্রহণ করে। অবশেষে বহুদিন অগ্রসর হওয়ার পর দূরে তাঁর দৃষ্টিপথে এল তুষার ধবল পর্বত শৃঙ্গ সমূহ। শ্বেত শুভ্র পর্বত যেন এই বিশাল অরণ্যের বক্ষ বিদীর্ণ করে সহসা উত্থিত হয়েছে। তিনি অপার বিস্ময়ে দর্শন করতে লাগলেন তুষারে আচ্ছাদিত পর্বতশৃঙ্গের শীর্ষ সমূহ। তিনি অনুধাবন করলেন যে মহারণ্যের মধ্যে দৃশ্যমান ঐ সকল পর্বতশৃঙ্গ এখনও বহুদূরে অবস্থিত এবং এরা নিশ্চয়ই বিশালহিমালয় পর্বতেরই অংশ। বিশ্বামিত্র হিমালয় পর্বত দর্শনে একান্তভাবে উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। পবিত্র হিমালয় দৃষ্টিপথে পতিত হয়ে তাঁর মনে এক গভীর প্রশান্তি বোধ এনে দিল। তিনি মনে মনে প্রশান্ত ও আনন্দিত বোধ করলেন। পার্বত্যভূমি ক্রমশঃ রুক্ষ ও কঠিনতর হলেও বিশ্বামিত্র বিপুল উৎসাহে তা অতিক্রম করতে লাগলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে তিনি হিমালয়ের পাদদেশে এসে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁর মনে আশার সঞ্চার হল হয়ত অচিরেই তিনি তাঁর তপশ্চর্যার উপযুক্ত একটি স্থান লাভ করবেন। তিনি আনন্দিত মনে চতুর্দিক দর্শন করতে করতে সম্মুখে অগ্রসর হতে লাগলেন। আরো বহুদুর অগ্রসর হওয়ার পর বিশ্বামিত্র দেখলেন পার্বত্যময় ভূমির উপর দিয়ে প্রবহমান একটি স্রোতস্বিনী। অসমতল পার্বত্য ভূমির উপর দিয়ে তীব্রবেগে উচ্চ থেকে নিচে প্রবাহিত হচ্ছে। চতুর্দিকে সরলকাণ্ড বৃহৎ বৃক্ষ এবং ইতস্তত: ফলমান বৃক্ষও দৃশ্যমান। বৃহৎ দেবদারু, শাল তমাল, ইত্যাদির পাশাপাশি খর্জুর, আম্র প্রভৃতি ফলবান বৃক্ষও বর্তমান। স্থানটি অনেকাংশে তাঁর পূর্বের তপশ্চর্যার স্থানেরই অনুরূপ, শুধু অধিকতর পার্বত্য

ময়। তিনি পার্বত্য নদীটিকে কৌশিকী নদী বলেই অনুমান করলেন। নদীর দুই পার্শ্বেই বৃক্ষ সমূহের মধ্যে মনোরম ভূমি বিদ্যমান। স্থানটি দেখে বিশ্বামিত্র বিশেষ প্রীতি লাভ করলেন। তিনি এইস্থানেই নদীর পার্শ্বে বৃক্ষরাজিপূর্ণ পার্বত্য-ভূমিতে তপশ্চর্যার উদ্দেশ্যে অবস্থানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। স্রোতস্বিনী কৌশিকীর তীরে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে বিশ্বামিত্র একটি অপেক্ষাকৃত সমতল স্থান অবশেষে নির্বাচন করলেন। স্থানটির চতুর্দিকে বৃহৎ সরল কাণ্ড বৃক্ষসমূহ চক্রাকার দণ্ডায়মান। এইস্থানেই বিশ্বামিত্র একটি পর্ণকুটীর নির্মাণ করবেন ঠিক করলেন। নিকটেই ফলবান বৃক্ষ ও কৌশিকীর নির্মল জল দর্শনে তিনি ক্ষুধা ও তৃষ্ণা নিবারণ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হলেন।

পথশ্রমে ক্লান্ত বিশ্বামিত্র অতঃপর হস্তপদ প্রক্ষালন করলেন এবং কৌশিকীর নির্মল জল পান করে তৃষ্ণা নিবারণ করলেন। নিকটস্থ বৃক্ষ হতে তিনি কয়েকটি সুপক্ক ফল আহরণ করে একটি দেবদারু বৃক্ষের নীচে উপবেশন করে ফল সমূহ আহার করে ক্ষুধা নিবারণ করলেন। প্রকৃতি প্রদত্ত ফল ও মৃদুমন্দ বাতাসে তাঁর ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও ক্লান্তি দূরীভূত হল। তিনি বহুদিনের প৺ শ্রম বিস্মৃত হলেন এবং পুনরায় পূর্বের ন্যায় সতেজ হলেন। অনেকক্ষণ বিশ্রাম গ্রহণ করার পর বিশ্বামিত্র উঠে দণ্ডায়মান হলেন এবং নিকটস্থ অরণ্যে কুঠার হস্তে প্রবেশ করলেন বৃক্ষশাখা ছেদন করার উদ্দেশ্যে। বহুক্ষণ ধরে বিভিন্ন প্রকার বৃক্ষশাখা বিশ্বামিত্র ছেদন করলেন তাঁর কুঠারের সাহায্যে। সপত্র সেই সব বৃক্ষশাখা তিনি স্কন্ধে বহন করে নিয়ে এলেন যে স্থানটি তিনি পর্ণকুটীর নির্মাণের জন্য নির্বাচন করেছিলেন সেইখানে। বৃক্ষশাখাও পত্রাদি দ্বারা অতঃপর তিনি একাকী নির্মাণ করতে শুরু করলেন তাঁর পর্ণকুটীর। এবারে তাঁর সাহায্যের জন্য পাশে নেই কোন বনবাসী যুবক, নেই কোন অভিজ্ঞ বনবাসী বৃদ্ধ। তাঁর দ্বিতীয় বারের কুটির নির্মাণে তিনি আজ সম্পূর্ণ একা. নিঃসঙ্গ। দৃঢ়চেতা তপস্বী আজ একান্ত ভাবে নিজের উপরেই নির্ভরশীল। মহাউদ্যমে বিশ্বামিত্র বৃক্ষশাখা ও পত্রাদি দ্বারা পর্ণকুটির নির্মাণ করে চললেন। বনবাসী যুবকেরা কি ভাবে বৃক্ষশাখা ও পত্রদ্বারা কুটির নির্মাণ করে বিশ্বামিত্র তা সচক্ষে দর্শন করেছিলেন। এখন তিনি নিজেও ঠিক ঐ ভাবেই একই উপায়ে কুটির নির্মাণ করতে লাগলেন। কুটীর নির্মানকার্য্য দ্রুত সমাপন করার জন্য কুটীরটি তিনি তাঁর পূর্বের পর্ণকুটীর থেকে অপেক্ষাকৃত ছোট করলেন। বহুক্ষণ পরে অবশেষে এক সময় বিশ্বামিত্রের পর্ণকুটীর নির্মাণকার্য্য সমাপ্ত হল। ক্ষুদ্র পর্ণকুটীরটি দর্শনে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত

বোধ করলেন। পূর্বের কুটীরটির মত এই কুটীরটি বৃহৎ না হলেও একজন তাপসের বসবাসের পক্ষে অবশ্যই উপযুক্ত। শক্ত বৃক্ষশাখা দ্বারা গঠিত ও পত্রদ্বারা আচ্ছাদিত কুটীরটি বিশ্বামিত্রকে সর্ব ঋতুতে আশ্রয়ের নিশ্চিন্ততা প্রদান করল। তিনি নিশ্চিন্ত হলেন তাঁর আশ্রয় স্থান ও জীবন ধারণ সম্বন্ধে।

পর্ণকুটীর নির্মাণ হয়ে যাওয়ার পর বিশ্বামিত্র অগ্নি প্রজ্জ্বলনের কার্য্যে মনোনিবেশ করলেন। দিবাবসান আসন্ন, রাত্রিতে এই নির্জন পার্বত্য অরণ্যে একাকী তপশ্চর্যায় উপবেশনের পূর্বে অগ্নি প্রজ্জ্বলন করে রাখা একান্ত প্রয়োজন। বিশ্বামিত্র দুটি শুষ্ক কাষ্ঠ খণ্ড নিয়ে কাষ্ঠ খণ্ডদ্বয়ের গাত্রে গাত্রে ঘর্ষণ করতে লাগলেন। বহুক্ষণ ঘর্ষণ করে চললেন তিনি বিরামহীন ভাবে। রাত্রির অন্ধকারে এই অরণ্য নিমজ্জিত হওয়ার পূর্বেই তাঁকে অগ্নি প্রজ্জ্বলন করতে হবে। বিশ্বামিত্র একবার চতুর্দিকে ভাল করে দৃষ্টিপাত করে দেখলেন। যখন তিনি এইস্থানে আগমন করেছিলেন তখন ছিল প্রভাত। সূর্য্যকিরণ সবে প্রকাশিত। অরণ্যে সূর্য্যের আলো চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। উজ্জ্বল সূর্য্যকিরণে প্লাবিত অরণ্যে তিনি শুরু করেছিলেন তাঁর ক্ষুদ্র পর্ণকুটীর নির্মাণের কার্য্য। আর এখন গোধূলী, সূর্য্য অস্তগামী, দিবাবসানের আর দেরী নেই। কিছুক্ষণের মধ্যেই গোধূলীর রক্তিমবর্ণ আলোকরশ্মি অন্তর্হিত হয়ে সমগ্র অরণ্যে পরিব্যাপ্ত হবে ঘন ও নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। অরণ্যের যে অন্ধকারে তিনি এতদিন জীবন অতিক্রম করে এসেছেন সেই একই প্রকার অন্ধকার।

বিশ্বামিত্র সবলে অতিদ্রুত কাষ্ঠ খণ্ডদ্বয় ঘর্ষণ করতে লাগলেন। বহুক্ষণ ঘর্ষণের পর অবশেষে তিনি উত্তাপ অনুভব করলেন কাষ্ঠখণ্ডদ্বয়ের মধ্যে। তিনি পুলকিত বোধ করলেন এবং উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। আরো কিছুক্ষণ ঘর্ষণের পর কাষ্ঠখণ্ডদ্বয় হতে একটি দুটি করে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হতে লাগল। বিশ্বামিত্র প্রবল উৎসাহে ঘর্ষণ করে যেতে লাগলেন। অবশেষে একসময় স্ফুলিঙ্গ অগ্নিতে পরিণত হল। বিশ্বামিত্র নিকটস্থ বৃক্ষতল হতে শুষ্ক বৃক্ষপত্র আহরণ করে অগ্নিতে প্রদান করলেন। নিমেষের মধ্যে অগ্নি পূর্ণরূপে প্রজ্জ্বলিত হয়ে নিজরূপ ধারণ করল। বিশ্বামিত্র আরো শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ড ও বৃক্ষশাখা অগ্নিতে প্রদান করলেন যাতে সহসা রাত্রিকালে অগ্নি নির্বাপিত না হয়ে যায়। তাঁর পর্ণকুটীরের সম্মুখে একটি অপেক্ষাকৃত সমতল ও পরিচ্ছন্ন স্থানে অগ্নি প্রজ্জ্বলন করে বিশ্বামিত্র নিশ্চিন্ত হলেন। সমস্ত রাত্রি প্রজ্জ্বলিত হয়েও এই অগ্নি নির্বাপিত হবে না।

অগ্নি প্রজ্জ্বলনের কার্য্য সমাপ্ত করে অতঃপর বিশ্বামিত্র নিকটস্থ স্রোতস্বিনী

কৌশিকীর তীরে গিয়ে উপস্থিত হলেন হস্তপদ প্রক্ষালনের উদ্দেশ্যে। তখন অরণ্যে অন্ধকার নেমে এসেছে। সমগ্র অরণ্য গভীর অন্ধকারে পূর্ণ। এইসময় বিশ্বামিত্র কৌশিকীর তীরে দণ্ডায়মান হয়ে কৌশিকীর পবিত্র ও নির্মল জলের দিকে দৃষ্টিপাত করে ভাবতে লাগলেন তাঁর নিজের কথা। সময়ের কত বৃথা অপচয় করেছেন তিনি মেনকার রূপের মোহে তাঁর সঙ্গে দীর্ঘকাল একত্র অবস্থান করে। মনুষ্য জীবন স্বল্পকালের, মানুষ স্বল্পায়ু! আর তিনি কিনা এক নারীর মোহে জীবনের পরম মূল্যবান সম্পদ সময়ের অপচয় করেছেন? এ-জীবনে তাঁর ব্রহ্মলাভের সাধনা হয়ত ব্যর্থই হবে। হয়ত অসম্পূর্ণই থেকে যাবে তাঁর মনস্কামনা। তাঁর ব্রাহ্মণ হওয়ার আকাঙ্খা হয়ত আর কোনদিনই পূর্ণ হবে না। তাঁর পূর্বেই হয়ে যাবে তাঁর জীবনাবসান। বিশ্বামিত্র অন্যমনস্ক ভাবে অনেক কিছু ভাবতে লাগলেন। নিজেকে ধিক্কার প্রদান করলেন বহুবার। স্রোতস্বীনি কৌশিকীর নির্মল জল তখন অন্ধকারেও রৌপ্যের ন্যায় উজ্জ্বল। সমগ্র অরণ্য অন্ধকারে আচ্ছন্ন হলেও কৌশিকীর জলে যেন এক মৃদু আলোকচ্ছটা দৃশ্যমান। সশব্দে প্রবাহিত হচ্ছে তার স্রোতধারা। নদীগর্ভে অর্ধনিমজ্জিত প্রস্তরখণ্ডে বাধা লাভ করে সেই স্রোতধারা যেন আরো তীব্র হয়ে উঠছে।

বিশ্বামিত্র নিঃশব্দে অনেকক্ষণ দণ্ডায়মান হয়ে রইলেন কৌশিকীর তীরে। নিজের কথা ভাবতে ভাবতে তিনি স্রোতস্বিনী কৌশিকীর সঙ্গে তাঁর নিজ জীবনের মিল খুঁজে পেলেন। তাঁর মনে হল তাঁর নিজের জীবনেও মেনকা যেন একটি অর্ধনিমজ্জিত বিশাল প্রস্তরখণ্ড। ব্রহ্মলাভের পথে তাঁর সাধনার ধারা যেন ঐ মেনকারূপী বিশাল প্রস্তরখণ্ডে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে স্থির নিশ্চল হয়েছিল এতকাল। এখন ঐ প্রস্তরখণ্ডের বাধা দূর হয়েছে, এবার তাঁর সাধনার ধারা প্রবাহিত হবে তীব্র গতিতে। ঠিক ঐ কৌশিকীর স্রোতধারার মত। নিজের মনে শক্তি আহরণের চেষ্টা করলেন বিশ্বামিত্র। হ্যাঁ, তীব্রগতিতে অগ্রসর হতে হবে তাঁকে, ব্রাহ্মণত্ব অর্জনের পথে, ব্রহ্মলাভের সাধনার পথে। আর কোনো বাধা তাঁকে থামাতে পারবে না। তিনি ব্রাহ্মণত্ব অর্জন করবেনই, ব্রহ্মর্ষি তাঁকে হতেই হবে। নিজেকে নিজেই উজ্জীবিত করলেন বিশ্বামিত্র। তারপর ধীরে ধীরে কৌশিকীর জলে নেমে হস্তপদ ও মুখমণ্ডল প্রক্ষালন করে নিজের নবনির্মিত পর্ণকুটীরের দিকে ফিরে চললেন।

রাত্রির অন্ধকার তখন গভীরতর হয়েছে। অল্প দূরে তাঁর পর্ণকুটীর প্রাঙ্গণে প্রজ্জ্বলিত অগ্নির শিখা দেখা যাচ্ছে। বিশ্বামিত্র পর্ণকুটীরে পৌঁছে কুটীরের

অভ্যন্তরে কয়েকটি প্রজ্জ্বলিত কাষ্ঠখণ্ড নিয়ে অগ্নি সংস্থাপন করলেন। কুটীর আলোকিত হয়ে উঠল। বিশ্বামিত্র কুটীরের ভিতরে পূর্বে সংগৃহীত কিছু ফল গ্রহণ করে আহার করতে লাগলেন। ফলাহার গ্রহণ করে তাঁর ক্ষুধার নিবৃত্তি হল। সমস্ত দিন পর্ণকুটীর নির্মাণকার্য্যে অতিবাহিত করে বিশ্বামিত্র ক্লান্ত বোধ করছিলেন। তিনি আর রাত্রিকাল তপশ্চর্যায় উপবেশন না করে পর্ণশয্যায় শয়ন করে বিশ্রাম গ্রহণ করতে লাগলেন। ধীরে ধীরে কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হলেন। বাইরে তাঁর কুটীর প্রাঙ্গণে তখন নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের মধ্যে একাকী প্রজ্জ্বলিত অগ্নি।

সমস্ত রাত্রি গভীর নিদ্রায় অতিবাহিত করার পর রাত্রির তৃতীয় প্রহরের প্রথমভাগে বিশ্বামিত্রের নিদ্রা ভঙ্গ হল। নিদ্রা ত্যাগ করে তিনি কুটীরের বাইরে এলেন। দেখলেন সমগ্র অরণ্য ঘন অন্ধকারে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। পূর্বের অভ্যাস মতই তিনি হস্তে কমণ্ডুল ধারণ করে স্রোতস্বিনী কৌশিকীর দিকে অগ্রসর হলেন তপশ্চর্যার পূর্বে স্নান করে নিজেকে পবিত্র করার উদ্দেশ্যে। কৌশিকীর তীরে পৌছে বিশ্বামিত্র ধীরে ধীরে কৌশিকীর নির্মল জলে অবতরণ করে স্নান করতে লাগলেন বহুক্ষণ ধরে। স্বচ্ছ ও নির্মল জলে অবগাহন করে বিশ্বামিত্র বিশেষ তৃপ্তি লাভ করলেন। তাঁর দেহ ও মনের সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়ে গেল। তিনি নিজের মধ্যে এক সজীবতা ও পবিত্রভাব অনুভব করলেন। উত্তমরূপে অনেকক্ষণ ধরে স্নান করার পর তিনি ফিরে এলেন তাঁর পর্ণকুটীরে পবিত্র হয়ে। তপশ্চর্যার উপযুক্ত শান্ত মন ও দেহ নিয়ে।

কুটীরে ফিরে এসে বিশ্বামিত্র তাঁর আশ্রম প্রাঙ্গণে উপবেশন করলেন তপশ্চর্যার উদ্দেশ্যে। নূতন স্থানে এই প্রথম তিনি তপশ্চর্যায় উপবেশন করছেন। অতীতের বিচ্যুতি ত্যাগ করে অতীতকে সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয়ে নিজের মনকে দৃঢ় করে বিশ্বামিত্র ধ্যানাসনে উপবেশন করলেন। ব্রহ্মর্ষি তাঁকে হতেই হবে। কৌশিকীর তীরে রাত্রির তৃতীয় প্রহরের মধ্যভাগে তখন গভীর অন্ধকারে সমগ্র জগৎ সুপ্ত, শুধু বিশ্বামিত্র একাকী ধ্যানাসনে উপবিষ্ট। এখন শুরু হবে তাঁর ব্রহ্মের অন্বেষণ। নিজ মনের কেন্দ্রে পৌছে বিশ্বামিত্র অন্বেষণ করবেন সেই শক্তিকে যাঁর নাম ব্রহ্ম। যে শক্তি আহরণ করলে বেদ পাঠের অধিকার লাভ করা যায়, অস্ত্র ছাড়াও পৃথিবীর সবাইকে পরাভূত করা যায়, হওয়া যায় শ্রেষ্ঠ মানব। ব্রহ্মশক্তি সেই শক্তি যে শক্তি অসীম ও অনন্ত। সমস্ত সৃষ্টির উৎসই এই শক্তি এবং সমস্ত সৃষ্টিই এতে বিলীন হয়। এই শক্তি অদৃশ্য, অব্যক্ত, সর্বব্যাপক ও স্বয়ম্ভু। এই শক্তি

অব্যয়, আদি ও অন্তহীন। এই শক্তি নাম, চিহ্ন, কাল ও সীমার অতীত। এই সেই শক্তি যা বিশ্বামিত্রকে করে তুলবে বশিষ্ঠের সমকক্ষ। ব্রহ্মের অনুসন্ধানে বিশ্বামিত্র ধীরে ধীরে আত্মমগ্ন হয়ে গেলেন। ক্রমশঃ তপশ্চর্যার গূঢ় থেকে গূঢ়তর স্তরে প্রবেশ করতে লাগলেন তিনি। রাত্রির অন্ধকারের মত মনের অন্ধকার ভেদ করে অজ্ঞাত ও রহস্যময় ব্রহ্মজগতে আলোকের সন্ধান করতে লাগলেন বিশ্বামিত্র।

পৃথিবীতে তখন রাত্রির তৃতীয় প্রহর শেষ হয়েছে। চতুর্থ প্রহরের প্রারম্ভে অন্ধকার ভেদ করে স্নিগ্ধ আলোক প্রবেশ করছে এই পৃথিবীতে। অন্ধকার ও মৃদু আলোকের এই সন্ধিক্ষণে বিশ্বামিত্রের চেতনা বহির্জগত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্তর্জগতে বিস্তৃতি লাভ করতে লাগল। বিশ্বামিত্র হারিয়ে যেতে লাগলেন নিজের মধ্যে বাহ্যিক জ্ঞানশূন্য হয়ে। বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে তাঁর সংযোগ বিচ্ছিন্ন হল। ঊষাকালে পৃথিবীতে তখন জীবজগতের নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে। পক্ষীর কলরব ভেসে আসছে চতুর্দিক থেকে। কৌশিকীর তীরে মহারণ্য তখন সূর্যকিরণে উজ্জ্বল হয়ে নিজরূপ প্রকাশ করছে পৃথিবীতে। বিশ্বামিত্র ধ্যানাসনে স্থির উপবেশন করে রইলেন সমগ্র জগৎকে অস্বীকার করে। যেরকম তিনি পূর্বে করতেন। অরণ্যের মধ্যে পার্বত্যভূমিতে স্রোতস্বিনীর তীরে এই স্থানটি অপেক্ষাকৃত অধিক নির্জন। বিশ্বামিত্র অতি দ্রুত তাঁর মনের একাগ্রতা ফিরে পেতে লাগলেন। যে অসীম মানসিক শক্তিতে তিনি একাকী নির্জনে এত বৎসর তপশ্চর্যা করে এসেছেন, তাঁর মনের সেই মহাশক্তি জাগ্রত হতে শুরু করল অতি দ্রুত। তিনি কিছুক্ষণের মধ্যেই আত্মবিশ্বাস পুনর্লাভ করলেন এবং স্থির নিশ্চয় হলেন যে ব্রহ্মলাভ তিনি একদিন অবশ্যই করবেন।

একাগ্রচিত্তে বিশ্বামিত্র নিয়মিত তপশ্চর্যায় অতিবাহিত করতে লাগলেন তাঁর প্রতিটি দিন। আবার তিনি পূর্বের মত মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর অতিবাহিত করে যেতে লাগলেন তপশ্চর্যায়। নির্জনে ধ্যানাসনে উপবেশন করে তিনি প্রতীক্ষা করতে লাগলেন ব্রহ্মশক্তি অর্জনের, ব্রাহ্মণত্ব অর্জনের।

অরণ্যে প্রকৃতির রূপ পরিবর্তিত হয় ঋতু পরিবর্তনে। চক্রাকারে আবর্তিত হয় ছয় ঋতু গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত। কিন্তু বিশ্বামিত্রের লক্ষ্য স্থির। তাঁর লক্ষ্যের কোন পরিবর্তন নেই। পরিবর্তন নেই তাঁর নিয়মিত তপশ্চর্যার। তিনি যেন এক অদ্ভুত যন্ত্র, যে যন্ত্র শুধু ভাবলেশহীনভাবে কঠোর নিয়মের বন্ধনে নিজেকে আবদ্ধ করে তপশ্চর্যা করে যায় বৎসরের পর বৎসর।

এমনি এক রাত্রির তৃতীয় প্রহরে বিশ্বামিত্র অন্যান্য রাত্রির মতই

ধ্যানাসনে উপবেশন করে গভীর ধ্যানে মগ্ন। বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন। সেই সময় সহসা তাঁর অতিন্দ্রীয় চেতনায় যেন বিস্ফোরণ ঘটে গেল। যেন তাঁর আত্মার কেন্দ্রস্থলে সহস্র সূর্য প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। অন্ধকার অরণ্যে ধ্যানে উপবিষ্ট বিশ্বামিত্রের সমগ্র অন্তর যেন তীব্র আলোকচ্ছটায় পূর্ণ হয়ে উঠল। মুদ্রিত নয়ন বিশ্বামিত্র যেন তাঁর নাসারন্ধ্রে অনুভব করলেন সেই অপূর্ব সৌরভ যা তিনি বহুবর্ষ পূর্বে একবার অনুভব করেছিলেন যখন ব্রহ্মা তাঁকে রাজর্ষিত্ব প্রদান করেছিলেন। তাঁর কর্ণকুহরে প্রবেশ করল সেই অপূর্ব স্বর্গীয় সঙ্গীত যা তিনি ইতিমধ্যেই একবার শ্রবণ করেছেন। বিশ্বামিত্রের চিত্ত আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি অনুভব করলেন এই অভূতপূর্ব আলোকরশ্মি, এই স্বর্গীয় সৌরভ ও এই সঙ্গীত এ সবই ব্রহ্মার আগমন সংকেত।

ব্রহ্মার আগমন ঘটবে কিছুক্ষণের মধ্যেই। ব্রহ্মা সেই সৃষ্টিকর্তা যিনি সমগ্র জগৎ সৃষ্টি করেছেন। সেই পরম ব্রহ্ম পুরুষ যিনি অন্ধকারময় জগতে নিজ তেজঃরাশিতে জল সৃষ্টি করে সেই জলে সৃষ্টির বীজ নিক্ষেপ করেছিলেন। তাঁর নিক্ষিপ্ত বীজ সুবর্ণময় অন্তরূপ ধারণ করলে ঐ অন্তমধ্যে তিনি স্বয়ং অবস্থান করেন এবং অবশেষে ঐ সুবর্ণময় অন্তকে দ্বিখণ্ডিত করে সমগ্র জগৎ ও আকাশ সৃষ্টি করেন। এইভাবে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও দশ প্রজাপতির সৃষ্টিকর্তা তিনি স্বয়ং হিরণ্যগর্ভ প্রজাপতি। সেই পরমব্রহ্ম পুরুষ আসছেন বিশ্বামিত্রের চেতনায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর উপস্থিতি ঘোষিত হবে বিশ্বামিত্রেব আত্মার কেন্দ্রস্থলে। যেখানে আত্মা ধারণ করে বয়েছে তাঁব বিশাল নিষ্ক্রিয় অবচেতনকে। বিশ্বামিত্রের ধ্যানস্থ কেন্দ্রীভূত মন স্থিব হয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগল ব্রহ্মার আগমনের।

অবশেষে একসময় ধ্যানস্থ বিশ্বামিত্র অনুভব করলেন তাঁর অন্তরের আলোক-রাশি যেন ঈষৎ কম্পিত হচ্ছে এবং সেই কম্পিত আলোকরাশির কেন্দ্রে এক অতি উজ্জ্বল পুরুষের মেঘমন্দ্রিত কণ্ঠস্বর। যে কণ্ঠস্বর তিনি ইতিপূর্বে একবার শ্রবণ করেছেন, যখন ব্রহ্মা তাঁর তপস্যায় প্রীত হয়ে তাঁকে ঋষি বলে সম্বোধন করেছিলেন। ধ্যানস্থ বিশ্বামিত্রের শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল ব্রহ্মার কণ্ঠস্বর শ্রবণে। গম্ভীর মেঘমন্দ্রিত কণ্ঠস্বরে ব্রহ্মা বললেন—বিশ্বামিত্র আমি প্রীত। তোমার তপশ্চর্যা আমাকে মুগ্ধ করেছে। তুমি মহর্ষি।

ধ্যানস্থ বিশ্বামিত্রের অন্তরে আনন্দের প্লাবন প্রবাহিত হল ঐ পরম ব্রহ্ম পুরুষের কণ্ঠস্বর শ্রবণে। অবশেষে ব্রহ্মা আবার তাঁর কঠিন তপশ্চর্যার স্বীকৃতি প্রদান করলেন। তাঁকে মহর্ষি বলে স্বীকার করলেন। বিশ্বামিত্র তাঁর কঠিন ও বন্ধুর যাত্রাপথে আরো একটি পদক্ষেপ অগ্রসর হলেন মহর্ষিত্ব অর্জন করে। তিনি

অনুধাবন করলেন যে ব্রহ্মা তাঁকে তাঁর তপস্যার স্বীকৃতি প্রদান করছেন অতি ধীরে ধীরে। বহুবর্ষ পূর্বে তিনি লাভ করেছিলেন রাজর্ষিত্ব আর আজ এই রাত্রির তৃতীয় প্রহরে এতদিন পরে তিনি লাভ করলেন মহর্ষিত্ব। বিশ্বামিত্রের প্রত্যাশা ছিল ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভের। কিন্তু পরিবর্তে মহর্ষিত্ব লাভ করেও তিনি আনন্দিত হলেন। কারণ তিনি বুঝতে পারলেন যে এইভাবে নিষ্ঠা সহকারে একাগ্রচিত্তে ব্রহ্মলাভের জন্য তপশ্চর্যা করে গেলে একদিন না একদিন তিনি অবশ্যই ব্রহ্ম লাভ করবেন, ব্রহ্মর্ষি হবেন। মহর্ষিত্ব লাভ করে তিনি নিজের মনকে আরো সংযত ও ধৈর্যশীল করার জন্য প্রস্তুত হলেন।

ব্রহ্মার মেঘমন্দ্রিত কণ্ঠস্বর শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত আলোক, সঙ্গীত ও সৌরভ সবই অন্তর্হিত হল। বিশ্বামিত্র অনুধাবন করলেন পরম শক্তিমান পুরুষের প্রস্থান। কিন্তু সমস্ত আলোকরাশি সঙ্গীত ও সৌরভ অন্তর্হিত হয়ে যাওয়ার পর বিশ্বামিত্র অনুভব করলেন যেন তাঁর সমগ্র শরীর ক্রমশঃ উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। কৌশিকীর তীরে প্রকৃতির মনোরম আবহাওয়ার মধ্যেও বিশ্বামিত্র একপ্রকারের অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। তিনি বুঝতে পারছিলেন না কেন তাঁর সমগ্র শরীর সহসা উত্তপ্ত হয়ে উঠতে শুরু করেছে। কিছুক্ষণ এইভাবে ধ্যানস্থ অবস্থায় অতিক্রম করার পর বিশ্বামিত্রের মনে হল যেন তাঁর শরীর পূর্বের ন্যায় স্বাভাবিক হয়ে আসছে এবং সমগ্র শরীর থেকে উত্তাপ ধীরে ধীরে নির্গত হয়ে যাচ্ছে। তিনি বিস্মিত হলেন এই ভেবে যে তাঁর শরীরে সহসা উত্তাপের সৃষ্টিই বা কেন হল এবং সেই উত্তাপ সহসা শরীর থেকে কেনই বা নির্গত হয়ে গেল। ধ্যানস্থ অবস্থায় বহুক্ষণ চিন্তার পর বিশ্বামিত্র বুঝতে পারলেন যে এই উত্তাপ তাঁর নিজ শরীরের তেজঃরাশিরই বহিঃপ্রকাশ। যে তেজঃরাশি তিনি অর্জন করেছেন নিজেরই অজ্ঞাতে বহু বৎসর অরণ্যে ব্রহ্মলাভের জন্য একাগ্র সাধনায় জীবন অতিবাহিত করে। এই উত্তাপ তাঁর তপশ্চর্যালব্ধ তেজঃরাশিরই বিকীরণ। তাঁর নিজ শরীর থেকে অর্জিত তেজঃরাশির বিকীরণ ঘটছিল বলেই তিনি উত্তাপবোধ করেছিলেন। এখানে তাঁর শরীরের সেই অতিরিক্ত তেজঃরাশি বিকীরণের মাধ্যমে নির্গত হয়ে যাওয়ায় তিনি আবার পূর্বের ন্যায় স্বাভাবিক বোধ করছেন। তাঁর শরীর আবার স্বাভাবিক তাপমাত্রা পূর্ণলাভ করছে। মহর্ষিত্ব অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শরীরের তেজঃরাশিও নিজ ক্রিয়া প্রদর্শন শুরু হল দেখে বিশ্বামিত্র আনন্দিত বোধ করলেন। যে তেজঃরাশি তিনি মেনকার সঙ্গে বহু বৎসর সহবাসে অপচয় করেছিলেন সেই তেজঃরাশি এই কৌশিকীর তীরে আবার বহু বৎসর কঠিন প্রচেষ্টায় পুনরায় সঞ্চয় করতে সমর্থ হয়েছেন দেখে

মনে মনে তিনি পরম সন্তোষ লাভ করলেন। তিনি অনুভব করলেন এখন তাঁ
মধ্যে এক অভিনব শক্তির সৃষ্টি হয়েছে। তিনি মুদ্রিত নয়নে ভূত ও ভবিষ্য
দর্শন করতে পারছেন এবং তাঁর বাক্যরাশি অব্যর্থ ও অমোঘ শক্তিশালী রূপ
ধারণ করেছে। তাঁর এই শক্তি ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠের অর্জিত শক্তির অনুরূপ কিনা তি
জানেন না তবে তিনি অনুভব করলেন যে এই শক্তি বশিষ্ঠ অর্জিত ব্রহ্মশক্তি
থেকে খুব বেশী দূরবর্তী নয়। মহর্ষি হয়ে যে শক্তি তিনি অর্জন করেছেন এবা
সেই শক্তিবলেই তিনি অর্জন করবেন ব্রহ্মর্ষিত্ব। ব্রাহ্মণত্ব অর্জনের দীর্ঘ পথে
তিনি একেবারে শেষ প্রান্তে এসে পৌছেছেন মহর্ষিত্ব অর্জন করে। এরপরে
তিনি পৌছবেন তাঁর কাঙ্খিত লক্ষ্যে, হবেন ব্রহ্মর্ষি। শরীর পুনরায় সম্পূ
স্বাভাবিক ও শান্ত হলে বিশ্বামিত্রের ধ্যান ভঙ্গ হল। তিনি তাঁর মুদ্রিত নয়নদ্ব
উন্মীলিত করলেন। দেখলেন প্রকৃতির অপরূপ শোভা প্রভাতকালে কিভা
চতুর্দিকে নয়ন মনোহর রূপ ধারণ করেছে। অন্তরে আনন্দের প্রবাহও অভিনব
শক্তি নিয়ে তিনি ধীরে ধীরে ধ্যানাসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালেন। সুন্দর
প্রভাতের মৃদুমন্দ বায়ুর স্পর্শে তিনি অসীম তৃপ্তি লাভ করলেন এবং কৌশিকী
নির্মল জলে প্রাতঃস্নানে গমন করার উদ্যোগ গ্রহণ করলেন।

স্নিগ্ধ প্রভাতে স্রোতস্বিনী কৌশিকীর জলে অবগাহন করে বিশ্বামিত্র অশে
তৃপ্তি লাভ করলেন। বহুক্ষণ স্নান করার পর তিনি নিজ আশ্রমে প্রত্যাবর্তন
করলেন। আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করে নিকটস্থ বৃক্ষসমূহ হতে কয়েকটি ফল আহরণ
করে ক্ষুধার নিবৃত্তি করলেন এবং পর্ণকুটীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে বিশ্রাম গ্রহণ
করতে লাগলেন। দ্বিপ্রহরের কিছু পরে তিনি বিশ্রাম ত্যাগ করে হস্তপদাদি
ধৌত করে নিজেকে পবিত্র করলেন এবং আবার তপশ্চর্যায় উপবেশন করলেন।
এখন তাঁর একটিই মাত্র কর্ম। নিষ্ঠা সহকারে দিবারাত্র একাগ্রচিত্তে তপশ্চর্যা
করে যাওয়া। ব্রহ্মের অনুসন্ধানে দিবারাত্র ধ্যানাসনে নিজেকে সমর্পণ করা।
যে মহর্ষিত্ব তিনি অর্জন করেছেন সেই মহর্ষিত্বকে তপশ্চর্যা বলে অতিক্রম করা।

এইভাবে মহর্ষিত্ব অর্জনের পর নিয়মবদ্ধ তপশ্চর্যার অনুশীলনে যখন মাত্র দুই
দিবস ও দুই রজনী অতিক্রান্ত হয়েছে বিশ্বামিত্রের তখন তৃতীয় দিবসের প্রভাতে
অন্যান্য দিনের মতই বিশ্বামিত্র তপশ্চর্যা শেষে নির্মল স্রোতস্বিনী কৌশিকীতে
অবগাহন করতে গেলেন। তখন অন্যান্য দিনের মতই প্রভাত অরণ্যের মধ্যে
ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হচ্ছে। পক্ষীকুলের শব্দে অরণ্য মুখর। বিশ্বামিত্র কৌশিকীর
দিকে ধীরে ধীরে পদক্ষেপে অগ্রসর হচ্ছেন। সুন্দর প্রভাতের মৃদু আলোক
মহর্ষির গাত্র স্পর্শ করছে। এই সময় দূর থেকে তাঁর কর্ণে ভেসে এল এক অপূর্ব

কণ্ঠ সঙ্গীতের সুর। মহর্ষি চমকিত হলেন। নির্জন পার্বত্য অরণ্যে এই প্রভাতে কার কণ্ঠ থেকে নিসৃত হচ্ছে এই অপূর্ব সঙ্গীত। কে এই সুন্দর প্রভাতকে আরো মনোরম করে তুলছে এই কণ্ঠদানে। মহর্ষি বিশ্বামিত্র মুহূর্তের জন্য স্থির হয়ে দণ্ডায়মান হলেন। উৎসুক হয়ে তিনি শ্রবণ করতে লাগলেন ঐ নারী কণ্ঠের সুরধ্বনি। অজ্ঞাত নারীকণ্ঠ সঙ্গীতের মূর্চ্ছনায় যেন অরণ্য পূর্ণ করে দিতে লাগল। বিশ্বামিত্র আবার অগ্রসর হলেন কৌশিকীর দিকে। তিনি যতই কৌশিকীর দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন ততই ঐ নারীকণ্ঠের অপূর্ব সঙ্গীতধ্বনি নিকটবর্তী হতে লাগল। বিশ্বামিত্র চমৎকৃত হলেন। কি মধুর কণ্ঠ আর কি সুন্দর তার সুর। কে এই নারী, এই বিজন অরণ্যে সুরের মায়া জালে বিস্তার করেছে! কিছুক্ষণ কৌশিকীর দিকে অগ্রসর হয়ে বিশ্বামিত্র আবার থামলেন। এবারে তিনি স্থির নিশ্চয় হলেন যে নারীকণ্ঠের সঙ্গীতধ্বনি তাঁর বাম পার্শ্বস্থ নদী তীরবর্তী অরণ্য থেকে ভেসে আসছে। বিশ্বামিত্র অবাক হয়ে তাঁর বাম পার্শ্বে অরণ্যের বৃক্ষরাজির দিকে তাকিয়ে রইলেন। স্রোতস্বিনী কৌশিকীর তীরে বহুপ্রকার বৃক্ষ প্রকৃতির শোভা বিস্তার করে দণ্ডায়মান। কদম্ব অশোক, বকুল, চম্পক, অর্জ্জুন, পিয়াল, কেতক, আম্র প্রভৃতি বিভিন্ন বৃক্ষে বনভাগ অতি রমণীয় রূপ ধারণ করেছে। কৌশিকীর জলে কমলদল বিকশিত। বিশ্বামিত্র ঈষৎ ইতঃস্তত করে ধীর পদক্ষেপে ঐ অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করলেন। অল্প একটু অগ্রসর হওয়ার পরই অরণ্যের মধ্যে এক অতি নয়ন সুখকর দৃশ্যে তিনি মোহিত হয়ে গেলেন। দেখলেন নিকটস্থ একটি দীর্ঘকাণ্ড কদম্ব বৃক্ষের গাত্রে দেহভার স্থাপন করে এক অতি সুন্দরী রমণী এই নির্জন অরণ্যের মধ্যে প্রভাতের মৃদু সূর্যালোকের স্পর্শ নিজ উজ্জ্বল দেহে ধারণ করে আপন মনে আত্মবিস্মৃত হয়ে নিজ কণ্ঠ থেকে মধুর সঙ্গীত নিঃসৃত করে চলেছে। বিস্মিত বিশ্বামিত্র আরো একটু অগ্রসর হয়ে রমণীর নিকটস্থ হতেই অরণ্যের শুষ্ক পত্ররাজিতে তাঁর পদশব্দে ঐ সুন্দরী নারী সচকিত হয়ে মুখ ঘুরিয়ে পশ্চাৎ দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। বিশ্বামিত্র দেখলেন, নারীর মুখ পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় লাবণ্যে বিকশিত। তাঁর সর্বাঙ্গ চন্দনে চর্চিত, মস্তকে মন্দার পুষ্পের মাল্য। তাঁর জঘনদেশ স্থূল কাঞ্চীগুণ শোভিত নয়ন সুখকর এবং রতিবিহারের উপহার স্বরূপ। আর্দ্র চন্দনতিলকে এবং বাসন্তী কুসুমের অলঙ্কারে তাঁর আপন সৌন্দর্য শতদলের ন্যায় বিকশিত। তাঁর পরিধেয় মেঘবৎ নীল, ভ্রূযুগল ধনুর ন্যায় আয়ত, উরুদ্বয় করিশুণ্ডাকার এবং হস্তদ্বয় পল্লবের ন্যায় কোমল। কঠিন স্তন যুগল কণক কুম্ভাকার এবং অধরোষ্ঠ রক্তাভ ও সুশোভন। বিস্ময়ে বিশ্বামিত্রের বাক্য

স্ফুরিত হল না। তিনি অবাক হয়ে ঐ সর্বাঙ্গ সুন্দরী নারীকে দর্শন করতে লাগলেন।

নারীও বিস্মিত হলেন বিশ্বামিত্রকে দর্শন করে। দীর্ঘকায় উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, উন্নত নাসিকা এক ঋষি তাঁর কণ্ঠ নিঃসৃত সঙ্গীত শ্রবণ করেছেন এই নির্জন অরণ্যে, এ ঘটনা তাঁর কাছে অভিনব মনে হল। ক্ষণকাল তিনি নিজ স্থানে দণ্ডায়মান থেকে বিশ্বামিত্রকে দর্শন করলেন ভালভাবে। তারপর সম্মুখে অগ্রসর হয়ে বিশ্বামিত্রের দিকে এগিয়ে এসে আভূমি প্রণিপাত করলেন কমণ্ডুলধারী বিশ্বামিত্রের পদস্পর্শ করে। তারপর ভূমি ত্যাগ করে উঠে দণ্ডায়মান হয়ে বিশ্বামিত্রের দিকে আয়তদৃষ্টি নিক্ষেপ করে মধুর কণ্ঠে বললেন—প্রভু, এই বিজন অরণ্যে আপনার ন্যায় একজন তাপসকে দর্শন করে বোধ হচ্ছে আপনি একজন মহাতেজা ঋষি। অনুগ্রহ করে আপনার পরিচয় প্রদান করে আমার কৌতূহল নিবারণ করুন।

বিশ্বামিত্র বললেন—আমি মহর্ষি বিশ্বামিত্র। আমি ব্রহ্ম লাভের সাধনায় এই স্রোতস্বীনি কৌশিকের তীরে অরণ্যেব মধ্যে অনতিদূরে আমার আশ্রম নির্মাণ করেছি এবং সেইস্থানে নিয়মিত তপশ্চর্যায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছি। এক্ষণে এই প্রভাতকালে তপশ্চর্যা শেষে স্রোতস্বীনি কৌশিকীতে অবগাহন করতে যাওয়ার প্রাক্কালে তোমার কণ্ঠনিঃসৃত সঙ্গীতধ্বনি শ্রবণ করে মুগ্ধ হয়ে এইস্থানে আগমন করেছি।

সুন্দরী নারী বিশ্বামিত্রের কথায় প্রীতিলাভ করে বললেন—প্রভু, আমি ধন্য। আমার সঙ্গীত শ্রবণ করে আপনি মুগ্ধ হয়েছেন। আমার এই জীবনধারণ আজ সার্থক হল। আপনার জয় হোক্।

বিশ্বামিত্র বললেন—কিন্তু তুমি কে? বিজন মনুষ্য বিবর্জিত অরণ্যে এই সুন্দর প্রভাতকে সঙ্গীতসুধা দানে আরো মনোরম করে তুলেছ কেন? তোমার কণ্ঠ-নিঃসৃত সঙ্গীত অমৃতের মতই অপূর্ব। কি তোমার পরিচয়?

রমণী স্মিতহাস্যে বিশ্বামিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করে উত্তর দিলেন—আমার নাম রম্ভা। আমি সঙ্গীত পটীয়সী। শৈশবকাল থেকেই আমি সঙ্গীত-চর্চায় নিযুক্ত। লোকে আমার কণ্ঠসঙ্গীত শ্রবণ করে মুগ্ধ হয়। আজ এই প্রভাতে অরণ্যের মধ্যে এইস্থান দিয়ে অন্যত্র গমনকালে অরণ্যের শোভা দর্শন করে মুগ্ধ হয়ে সঙ্গীতসুধা বর্ষণ করছি।

বিশ্বামিত্র বললেন—কিন্তু কি তোমার পরিচয়?

সর্বাঙ্গসুন্দরী রম্ভা উত্তর দিলেন—উল্লেখযোগ্য কোন পরিচয় আমার নেই।

মনুষ্যসমাজে আমাদের পরিচয় নৃত্যগীত পটীয়সী নারী রূপে। রূপ-যৌবন ও নৃত্যগীতাদি দ্বারা আমরা সবারই সন্তুষ্টি বিধান করে থাকি। অপ্-সম্ভূতা বলে আমরা অপ্সরা নামেও অভিহিত হয়ে থাকি। আপনি আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।

রম্ভা আবার বিশ্বামিত্রের পদদ্বয় স্পর্শ করে প্রণাম করলেন এবং বিশ্বামিত্রের আরো নিকটে এসে দণ্ডায়মান হলেন। বিশ্বামিত্র চমকিত হয়ে উঠলেন রম্ভার শেষের কটি কথায় "অপ্-সম্ভূতা বলে আমরা অপ্সরা নামেও অভিহিত হয়ে থাকি।" একমুহূর্ত তিনি ভাল করে দৃষ্টিপাত করলেন রম্ভার প্রতি। কিছুক্ষণ তাকিয়ে দেখলেন সর্বাঙ্গসুন্দরী রম্ভাকে। নিজের মনেই ভাবলেন, তাহলে মেনকার মত এই নারীও অপ্সরা। নিজ রূপ-যৌবন ও নৃত্যগীতের বিনিময়ে জীবনধারণকারিণী। তার মনে পড়ল মেনকার কথা। প্রথম দৃষ্টিতেই তিনি মোহিত হয়েছিলেন, অনুরক্ত হয়েছিলেন মেনকার প্রতি। পরিণামে বহু বৎসরের দীর্ঘ সহবাস মেনকার সঙ্গে এবং অবশেষে তাঁর ঔরসে মেনকার গর্ভধারণ ও তাঁর মেনকাকে পরিত্যাগ করে এইস্থানে গমন।

বিশ্বামিত্র দেখলেন রম্ভা মেনকা অপেক্ষাও অধিক সুন্দরী। তাঁর মুখের দিকে প্রত্যাশিত নয়নে দৃষ্টিপাত করে রয়েছেন। বিশ্বামিত্র সচকিত হয়ে উঠলেন। কি চায় এই নারী? কি এর উদ্দেশ্য? তার মনে পড়ল মহর্ষিরূপে অর্জিত নিজ শক্তির কথা। এখন তিনি মানস নেত্রে ভূত ভবিষ্যৎ দর্শন করতে পারেন এবং বাক্যসমূহ অমোঘ ও অব্যর্থ। সুন্দরী নারী রম্ভার মনের প্রকৃত উদ্দেশ্য মানস নেত্রে জ্ঞাত হওয়ার আকাঙ্খায় তিনি নয়নদ্বয় মুদ্রিত করলেন। নয়নদ্বয় মুদ্রিত করে ধীরে ধীরে তিনি তাঁর মানস নেত্র বিস্তার করলেন। বিস্তারিত মানস নেত্রে তিনি দর্শন করলেন, সুন্দরী, যৌবনবতী নারী রম্ভার মনের আকাঙ্খার প্রকৃত প্রতিফলন। দেখলেন হ্যাঁ, তাঁর আশঙ্কাই সত্য, তিনি যা ভেবেছিলেন, রম্ভা তাই আকাঙ্খা করছেন। রম্ভা কামনা করছে তাঁকেই। রম্ভা মনে মনে তাঁর সঙ্গে সঙ্গম ও সহবাস প্রার্থনা করছেন। বিশ্বামিত্র ভীত হয়ে উঠলেন, তাঁর বক্ষ কম্পিত হতে লাগল। আবার এক নারী তাঁর সঙ্গে সঙ্গম প্রার্থনা করছেন? মেনকার সঙ্গে সঙ্গম ও দীর্ঘ সহবাসে তিনি তপশ্চর্যালব্ধ অমূল্যশক্তির অপচয় করেছেন বহুদিন। এখন আবার এতদিনে মহর্ষিত্ব অর্জনের ঠিক পরেই রম্ভা। না, এ তিনি কিছুতেই হতে দেবেন না। বিশ্বামিত্র নিজের মনকে দৃঢ় করলেন। তপশ্চর্যালব্ধ মানসিক শক্তি দ্বারা তিনি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করলেন। রম্ভার আকাঙ্খা তিনি কিছুতেই পূর্ণ করবেন না। রম্ভার সঙ্গে তিনি কিছুতেই সঙ্গমে রত হবেন না। হোক্ না এই প্রভাত যতই সুন্দর এবং যতই মনোরম

আর সহবাস? রম্ভার সঙ্গে সহবাসে আবার অর্জিত শক্তির অপচয়? অসম্ভব! বিশ্বামিত্রের মুখমণ্ডল কঠিন প্রস্তরের ন্যায় দৃঢ় হল। ধীরে ধীরে তিনি মুদ্রিত নয়নদ্বয় উন্মীলিত করলেন। দেখলেন তখনও রম্ভা পূর্বের মতই প্রত্যাশিত নয়নে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে দণ্ডায়মান। তাঁর অন্তর ক্রোধে উত্তপ্ত হয়ে উঠল। এক সামান্য সঙ্গীত পটীয়সী নারীর কামনার কাছে পরাজিত হবেন তিনি?

বজ্র কঠিন স্বরে সম্মুখে দণ্ডায়মান রূপবতী নারী রম্ভাকে তিনি প্রশ্ন করলেন—নারী তোমার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি? তুমি কি কামনা কর।

কোমল পুষ্পের ন্যায় সুন্দর অধরোষ্ট কম্পিত হয়ে উঠল রম্ভার বিশ্বামিত্রের প্রশ্ন শ্রবণে। মধুর স্বরে তিনি অকপটে উত্তর দিলেন—প্রভু আমি আপনাকে কামনা করি। এই সুন্দর মনোরম প্রভাতে, এই নির্জন প্রকৃতির ক্রোড়ে আমি আপনার সঙ্গে সঙ্গম প্রার্থনা করি! আপনার সঙ্গে কিছুদিনের সহবাসে আমি আমার জীবন ধন্য করতে চাই।

বিশ্বামিত্র কম্পিত হয়ে উঠলেন রম্ভার অকপট বাক্য শ্রবণে। এত সরলভাবে রম্ভা নিজের মনের আকাঙ্খার কথা প্রকাশ করবেন বিশ্বামিত্রের কাছে তা অভাবনীয়। বিশ্বামিত্র প্রাণপণে চেষ্টা করলেন নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখার। এক মুহূর্ত নয়ন মুদ্রিত করে নিজের মানসিক শক্তির উপর নির্ভর করতে চাইলেন তিনি। ক্ষণকাল পরে নয়ন উন্মীলিত করে ক্রোধদীপ্ত দৃষ্টিতে রম্ভার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন—নারী, তুমি যতই সুন্দরী এবং নৃত্যগীত পটিয়সী হও না কেন তোমার মনোবাঞ্ছাপূর্ণ হবে না। আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গম রত হব না। আমি মহর্ষি, দিবারাত্র তপশ্চর্যায় নিয়োজিত। তোমার সঙ্গে সঙ্গমে রত হয়ে বহুবর্ষের তপশ্চর্যালব্ধ শক্তির অপচয় করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আর আমার সঙ্গে সহবাস তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। অরণ্যচারী ঋষির আশ্রমে তোমার ন্যায় লাস্যময়ী নারীর কোন প্রয়োজন নেই। তুমি এখনই এই স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র গমন কর।

বিশ্বামিত্রের কঠোর বাক্য শ্রবণে সুন্দরী রম্ভা পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় মুখমণ্ডল মলিন বর্ণ ধারণ করল। এক মুহূর্ত নীরব থেকে বিশ্বামিত্রের প্রতি কোমল দৃষ্টি নিক্ষেপ করে রম্ভা বললেন—মহর্ষি, এত কঠোর হবেন না। এই সুন্দর প্রভাত বিশাল অরণ্যে প্রকৃতির এই অরূপণ সৌন্দর্য্য আমাদের মিলনের উপযুক্ত পরিবেশে সৃষ্টি করেছে। দেখুন মৃদুমন্দ বায়ুর স্পর্শে আমার গাত্রে কিরূপ শিহরণের সৃষ্টি হচ্ছে। প্রভু, নিষ্ঠুরের ন্যায় দূরে দণ্ডায়মান থাকবেন না। আসুন প্রকৃতির আহ্বান গ্রহণ

করুন, আমার সঙ্গে মিলিত হন। আমরা নিজেরা সুখলাভ করি ও এই সুন্দর প্রকৃতিকে সুখী করি।

রম্ভার বাক্য শ্রবণ করে বিশ্বামিত্রের ক্রোধাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠল। তিনি ভাবতেও পারেন নি রম্ভা তাঁর স্থান ত্যাগ করার পরামর্শ অগ্রাহ্য করে তাঁকে মিলনে আহ্বান করবেন। এক লাস্যময়ী নারী তাঁর মত মহাতেজা মহর্ষির বাক্য অগ্রাহ্য করায় তিনি অপমানিত বোধ করে ক্রোধে কম্পিত হতে লাগলেন। তাঁর ক্রোধে আগ্নেয় গিরির বিস্ফোরণের মতই ক্ষণে ক্ষণে বিস্ফারিত হতে লাগল। ক্রোধে তাঁর মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ ধারণ করল।

রম্ভার দিকে ভীষণ ক্রোধপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তিনি বললেন—অবাচীন নারী! আমার কথা অগ্রাহ্য করে আমাকে সঙ্গমে প্রলুব্ধ করার স্পর্ধা প্রদর্শন করছ! আমি তোমাকে এই স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র গমন করতে বলেছি তথাপি তুমি আমাকে মিলনে আহ্বান করছ। আমি তোমাকে অভিশাপ প্রদান করছি তোমার এই ধৃষ্টতার প্রতিফল স্বরূপ তুমি চলৎশক্তিরহিত হয়ে অর্থব শিলার ন্যায় জীবন্মৃত রূপে বহুবর্ষ অবস্থান করবে।

বিশ্বামিত্র ক্রোধে কম্পিত হতে লাগলেন এবং বাক্য সমাপ্ত করে কৌশিকীর দিকে ফিরে যাওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করলেন। বিশ্বামিত্রের এই অভিশাপ বাণী শ্রবণ করার জন্য রম্ভা একদম প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি ভাবতেও পারেন নি যে বিশ্বামিত্র তাঁকে এইরকম নিদারুণ অভিশাপ প্রদান করবেন। অভিশাপ প্রদান করে বিশ্বামিত্রকে গমনোদ্যত দেখে তিনি ভীত হয়ে বিশ্বামিত্রের পদতলে পতিত হয়ে বললেন—প্রভু, আমাকে মার্জনা করুন। আমি সামান্য নারী, অজ্ঞতাবশতঃ আপনার ক্রোধের উদ্রেক করেছি। অজ্ঞতাবশতই আপনাকে কামনা করেছি, আপনার সঙ্গে সঙ্গম প্রার্থনা করেছি। প্রকৃতির আহ্বান গ্রহণ করাই আমাদের ধর্ম। আমি সেই ধর্মের বশবর্তী হয়ে আপনার বিরক্তি উৎপাদন করে অন্যায় করেছি। আমার অপরাধ মার্জনা করুন। এত কঠিন অভিশাপ আমাকে প্রদান করবেন না।

রম্ভা বিশ্বামিত্রের পদতলে পতিত হয়ে ক্রন্দন করতে লাগলেন। তাঁর আয়ত নেত্রদ্বয় অশ্রুতে পূর্ণ হয়ে গেল। কেশরাজি থেকে পুষ্পমাল্য ভূমিতে খসে পড়ল। উজ্জ্বল পরিধেয় ধূলায় মলিন হয়ে গেল। কিন্তু মহর্ষির কঠিন হৃদয়ের কোন পরিবর্তন হল না। বিশ্বামিত্র পূর্ববৎ নিজ বাক্যে অবিচল রইলেন এবং পদতলে ক্রন্দনরতা সুন্দরী নারী রম্ভার প্রতি দৃষ্টিপাত না করে ধীর পদক্ষেপে কৌশিকীর দিকে অগ্রসর হয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই রম্ভার দৃষ্টিপথের বাইরে চলে

গেলেন। অভিশাপগ্রস্থা রম্ভা পড়ে রইলেন একাকী নির্জন অরণ্যে তাঁর অবহেলিত যৌবন নিয়ে।

বিশ্বামিত্র কৌশিকীর তীরে এসে তীরবর্তী শিলার উপর নিজ কমণ্ডুল রেখে ধীরে ধীরে কৌশিকীর সুশীতল জলে নামলেন। অন্যান্য দিনের মতই বহুক্ষণ ধরে তিনি অবগহন করলেন স্রোতস্বিনীর নির্মল জলরাশিতে। আস্তে আস্তে তাঁর ক্রোধী মন শান্ত হল এবং দেহ স্নিগ্ধ হল। অনেকক্ষণ পরে তিনি কৌশিকী ত্যাগ করে উঠে এলেন এবং নির্মল জলে কমণ্ডুল পূর্ণ করে নিয়ে নিজ আশ্রমের দিকে অগ্রসর হলেন।

অন্যান্য দিনের মতই আজও তাঁর নিয়মের কোন ব্যতিক্রম হল না। আশ্রমে পৌছে তিনি ফলাহার করলেন এবং বিশ্রাম গ্রহণ করতে লাগলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি ভুলে গেলেন রম্ভার কথা এবং শান্ত মনে দ্বিপ্রাহরিক বিশ্রামের সুখ অনুভব করতে লাগলেন।

দ্বিপ্রহরের শেষে বিশ্বামিত্র যথারীতি পূর্বের ন্যায় ধ্যানাসনে উপবেশন করলেন নিয়মিত তপশ্চর্যার অনুশীলনে। অন্যান্য দিন ধ্যানাসনে উপবেশন করার কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি মানসিক শক্তির সাহায্যে নিজ সূক্ষ্ম-মনের স্পর্শ লাভ করতে সক্ষম হন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য। আজ কিছুতেই তাঁর মনঃসংযোগ হচ্ছে না। সূক্ষ্ম-মনেব স্পর্শ লাভ তো দূরের কথা! কিছুতেই তিনি নিজের মনকে কেন্দ্রীভূত করতে পারছেন না। বিক্ষিপ্ত মনকে কিছুতেই তিনি নিয়মের বন্ধনে আবদ্ধ করতে সক্ষম হচ্ছেন না। নয়ন মুদ্রিত করে বিশ্বামিত্র চেষ্টা করতে লাগলেন মনকে স্ববশে আনার। কিন্তু তাঁর প্রচেষ্টা প্রতিবারই বিফল হল। অবাধ্য মনকে সংযত করতে ব্যর্থ হলেন। মানসিক শক্তির প্রয়োগ করেও তিনি মনের সাধারণ স্তর সমূহ অতিক্রম করে মনের কেন্দ্রে পৌঁছতে পারছিলেন না। বিশ্বামিত্র কোথায় যেন শক্তির অভাব অনুভব করতে লাগলেন। বহুক্ষণ ধরে তিনি চেষ্টা করলেন মনকে নিয়ন্ত্রণে আনার। কিন্তু তিনি বুঝতে পারছিলেন না কেন আজ তাঁর মন সহসা এত বিক্ষিপ্ত হচ্ছে।

ক্রমশঃ দিবালোকে অন্তর্হিত হয়ে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হল। বিশ্বামিত্র অধৈর্য্য হয়ে উঠতে লাগলেন। তাঁর মনে হল আজ কিছুতেই তিনি তপশ্চর্যায় সফল হবেন না। কিন্তু কেন তা তিনি বুঝতে পারছিলেন না। অবশেষে চূড়ান্ত ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটায় বিশ্বামিত্র বহুবর্ষের মধ্যে এই প্রথম ধ্যানাসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালেন। তিনি নিজেই একান্ত বিস্মিত হলেন, এই ঘটনায়। এ ঘটনা তাঁর

কাছে অদ্ভূত মনে হল। আগে কোন দিন ধ্যানাসনে উপবেশন করে তপশ্চর্যা সম্পূর্ণ না করেই তিনি ধ্যানাসন ত্যাগে বাধ্য হননি। বিশ্বামিত্র এক মুহূর্ত স্থির দণ্ডায়মান হয়ে রইলেন। তারপর চিন্তিত মনে আশ্রম সংলগ্ন প্রান্তরে পদচারণা করতে লাগলেন। অন্ধকাব ঘনীভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতিও শান্তরূপ পরিগ্রহ করতে লাগল। বিশ্বামিত্র ভাবতে লাগলেন কেন এরকম হল? পদচারণা করতে করতে তিনি নিকটস্থ বৃক্ষের পত্রসমূহ স্পর্শ করে এক মুহূর্ত স্থির হলেন। অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে রইলেন দূরে অন্ধকাব অবণ্যের দিকে। কত দীর্ঘ পথই না তিনি অতিক্রম করে এসেছেন। কত অদ্ভূত ঘটনাব সম্মুখীন হয়েছেন তবু তাঁর যাত্রা থামেনি। তিনি দৃঢ় চিত্তে স্থিব লক্ষ্যে এগিয়ে গিয়েছেন নিজ উদ্দেশ্যের দিকে। এই বিশাল প্রকৃতি তাঁকে আশ্রয় প্রদান করেছে, তিনি এই প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছেন। এই সবুজ অরণ্যেব নির্মল বায়ুতে শ্বাসগ্রহণ করে তিনি জীবন ধারণ করছেন ঐ বৃক্ষরাজিব মতই।

বিশ্বামিত্র কোমল বৃক্ষপত্রের স্পর্শ গ্রহণ করে আবার পদচারণা করতে লাগলেন। তিনি চিন্তা করতে লাগলেন এই ঘটনা কিসের ইঙ্গিত বহন করছে। ধীরে ধীরে সন্ধ্যার অন্ধকার গভীব হয়ে রাত্রি নেমে এল অরণ্যে। বিশ্বামিত্র তবু কোন ব্যাখ্যা খুঁজে পেলেন না আজকের এই অদ্ভূত ঘটনার। উদ্বিগ্ন মনে তিনি পদচারণা করে যেতে লাগলেন।

বাত্রি গভীরতর হয়ে যখন দ্বিতীয় প্রহবে তখন বিশ্বামিত্র আবার ধ্যানাসনে উপবেশন করলেন। আপ্রাণ শক্তিতে তিনি চেষ্টা করতে লাগলেন মনঃসংযোগের কিন্তু নয়নদ্বয় মুদ্রিত করে তপশ্চর্যায় উপবেশন করেও তিনি সেই গভীরতায় পৌছতে পারলেন না। সেই অদ্ভূত মানসিক শক্তিই যেন তাঁর নেই যাব দ্বারা তিনি নিজের মনকে নিয়ন্ত্রণ করতেন। বিশ্বামিত্রের বিস্ময় বৃদ্ধি পেল। কি হল তাঁর সেই অসীম মানসিক শক্তির! কোথায় হারিয়ে গেল তাঁর এত দিনের তপশ্চর্যালব্ধ শক্তি। বিশ্বামিত্র গভীর রাত্রির শান্ত পরিবেশে নিজের মনকেও শান্ত ও উত্তেজনাহীন করে সুপ্ত উপলব্ধি বোধকে জাগ্রত করতে চাইলেন। মধ্যরাত্রিতে নিঃসঙ্গ মহর্ষির এই আকুল প্রচেষ্টায় ক্ষণিকের জন্য তাঁর উপলব্ধি বোধ জাগ্রত হল। শুধুমাত্র ক্ষণিকের জন্যই। সেই মুহূর্তে তিনি উপলব্ধি করলেন এক অতি নিষ্ঠুর সত্য। তাঁর তপশ্চর্যালব্ধ সমস্ত শক্তি বিনষ্ট হয়েছে। বহুবর্ষ দিনের পর দিন মাসের পর মাস একাগ্র সাধনার ফলে যে আশ্চর্য্য অতীন্দ্রিয় শক্তি তিনি আহরণ করেছিলেন তা সবই বিনষ্ট হয়েছে। যে শক্তি অপচয়ের ভয়ে ভীত হয়ে তিনি সুন্দরী রমণী রম্ভাকে প্রত্যাখ্যান করে অভিশাপ প্রদান করেছিলেন,

তাঁর সেই শক্তি তাঁকে পরিত্যাগ করেছে। এবং তিনি শক্তিহীন হয়েছেন এই রম্ভারই জন্য। ক্রোধবশতঃ রম্ভাকে অভিশাপ প্রদানের ফলেই তাঁর সমস্ত তপঃফল বিনষ্ট হয়েছে। কারণ বিশ্বামিত্রের সঙ্গে সঙ্গম প্রার্থনা করে রম্ভা কোন অন্যায় করেন নি। তিনি সাধারণ নারীরই ধর্ম পালন করেছিলেন। কিন্তু বিশ্বামিত্র নারীর সেই ধর্ম অনুধাবন, করতে ব্যর্থ হয়ে নির্দোষ রম্ভাকে অভিশাপ প্রদান করে নিজের ক্রোধ চরিতার্থ করেছিলেন। তিনি হীনশক্তি হয়েছেন এইজন্যই।

বিশ্বামিত্র দুঃখের সঙ্গে উপলব্ধি করলেন মহর্ষিত্ব অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মধ্যে যে নূতন শক্তির উন্মেষ হয়েছিল, যার দ্বারা তিনি ভূত ও ভবিষ্যত দর্শন করতে পারতেন, অমোঘ বাক্য উচ্চারণ করতে পারতেন, সেই অভিনব শক্তিও কোথায় যেন অন্তর্হিত হয়েছে তাকে পরিত্যাগ করে। বিশ্বামিত্র ব্যথিত হলেন! নিজেকে নিজেই ধিক্কার প্রদান করলেন সহস্রবার। ছিঃ একজন অজ্ঞ সাধারণ নারীকে ক্রোধের বশবর্তী হয়ে অভিশাপ প্রদান করেছেন তিনি। এ তিনি কি করলেন! ক্ষণিকের এই ভ্রান্তিতে তিনি হারালেন সমগ্র জীবনের তপশ্চর্যালব্ধ ফল। কি করে তিনি এই শক্তি পুনরায় আহরণ করবেন? কি করে কোন পথে অগ্রসর হয়ে তিনি ব্রহ্মর্ষি হবেন? নিজের প্রতি ধিক্কার বিশ্বামিত্রের চিত্ত বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের ন্যায় উত্তাল হয়ে উঠল। তাঁর সমস্ত ক্রোধের কেন্দ্রবিন্দু এখন তিনি নিজেই। তাঁর নিজেরই নিজেকে অভিশাপ প্রদান করতে ইচ্ছা হল শতবার। বিশ্বামিত্র ধ্যানাসন ত্যাগ করে উঠে দণ্ডায়মান হলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে এই অবস্থায় ধ্যানাসনে উপবেশন করার আর কোন অর্থ হয় না। ঐ গভীর রাত্রিতে নির্জন অরণ্যের মধ্যে তাঁর পর্ণাশ্রমের সম্মুখস্থ প্রান্তরে শক্তিহীন মহর্ষি আবার পূর্বের ন্যায় পদচারণা শুরু করলেন। বিনিদ্র নয়নে তিনি অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তিনি ভাবতে লাগলেন এখন কি তাঁর কর্তব্য! এত দিনের পরিশ্রম ও ধৈর্য্য সহসা ব্যর্থ হওয়ার পর এখন তিনি করবেন? তিনি কি জন্মলাভের বাসনা ত্যাগ করবেন, না পুনরায় নূতন উদ্যমে তপশ্চর্যা শুরু করবেন? বিশ্বামিত্র কিছু ঠিক করতে পারলেন না। মানসিক ক্লান্তিতে তিনি অবসন্ন বোধ করতে লাগলেন। নৈশ প্রকৃতির মৃদুমন্দ বায়ুতেও তাঁর সেই অবসন্নতা দূরীভূত হল না। ক্রমশঃ অধিকতর ক্লান্ত বোধ করায় তিনি তাঁর নির্জন পর্ণকুটীরের ভিতর প্রবেশ করে বিশ্রাম গ্রহণ করতে লাগলেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন।

সমস্ত রাত্রি গভীর নিদ্রায় অতিবাহিত করার পর পরদিবস উষাকালে

বিশ্বামিত্রের নিদ্রাভঙ্গ হল। অরণ্যের সমস্ত বৃক্ষ লতা ও পশুপক্ষীর সঙ্গে তিনিও জেগে উঠলেন। দেখলেন চিরপরিচিত উষার রূপ। যে উষাকালে প্রতিদিন তাঁর তপশ্চর্যা ভঙ্গ হয় তিনি দর্শন করলেন সেই উষাকে তারই মৃদু আলোকের মধ্যে। নিদ্রা ত্যাগ করে পর্ণকুটীরের বাইরে এসে তিনি দণ্ডায়মান হলেন। তাঁর মন এখন শান্ত এবং স্থির। গতরাত্রের সমস্ত অস্থিরতা তাঁর মন থেকে দূরীভূত হয়েছে। নিজ পর্ণকুটীরের সামনে দণ্ডায়মান হয়ে তিনি দেখতে লাগলেন কিভাবে একটি উজ্জ্বল দিবস ধীরে ধীরে তার যাত্রা শুরু করছে এই উষালগ্ন থেকে। উষার এই মৃদু আলোকেই ধৈর্য্য ধরে অগ্রসর হয়ে মধ্য দিবসের উজ্জ্বলতায় পরিণত হবে।

বিশ্বামিত্র শান্ত মনে নিজের কথা চিন্তা করতে লাগলেন। এখন তাঁর আর কিছু করণীয় নেই আবার নূতন করে তপশ্চর্যা শুরু করা ছাড়া। এই উষারই ন্যায় তাঁকেও ধৈর্য্য ধরে অগ্রসর হতে হবে ব্রহ্মলোকের উজ্জ্বল স্পর্শ লাভের জন্য। অসীম ধৈর্য্যের প্রয়োজন এখন তাঁর। শুধুমাত্র ধৈর্য্য এবং নিয়মানুবর্তিতাকে অবলম্বন করেই তাঁকে অগ্রসর হতে হবে তাঁর হৃত শক্তি পূর্ণলাভের জন্য। যে শক্তি তিনি বহু কষ্টে অর্জন করেছিলেন এবং অতি সহজেই বিনষ্ট করেছেন। সেই তপশ্চর্যা লব্ধ অসীম শক্তি তাঁকে পুনরায় অর্জন করতেই হবে।

প্রভাতের শান্ত প্রকৃতিতে বিশ্বামিত্র নিজের মনকে আবার দৃঢ় ও কঠিন করে তুললেন। এই স্নিগ্ধ প্রকৃতির থেকেই তাঁকে প্রেরণা লাভ করতে হবে। এই সৌম্য উষাকে দর্শন করেই তিনি প্রতিদিন ধৈর্য্য ধরে তপশ্চর্যার প্রেরণা লাভ করবেন। যেমন নিয়মানুবর্তিতার প্রেরণা তিনি লাভ করেছিলেন প্রভাতের সূর্য্যকে দর্শন করে। মনুষ্য জগত থেকে বিচ্ছিন্ন জনমানব শূন্য নির্জন এই বিশাল অরণ্যে প্রকৃতিই তাঁর একমাত্র প্রেরণাদাত্রী, একমাত্র সঙ্গী।

ক্রমশঃ ধীরে ধীরে উষার মৃদু আলোক অন্তর্হিত হয়ে প্রভাতের সূর্য্যকিরণ পরিস্ফুট হচ্ছিল এবং বিশ্বামিত্রের অন্তরও কঠিন হয়ে উঠছিল তপশ্চর্যা পুনরায় শুরু করার প্রতিজ্ঞায়। বিশ্বামিত্র স্থির করলেন যাই ঘটুক না কেন, যত বাধা-বিঘ্নই আসুক না কেন তাঁর জীবনে, তিনি নিয়মিত তপশ্চর্যা থেকে বিরত হবেন না। অরণ্যে চতুর্দিক থেকে পক্ষীর কলরব ভেসে আসছিল। প্রভাত মধ্যাহ্নের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেছে। বিশ্বামিত্র শান্ত নয়নে একবার চতুর্দিক দৃষ্টিপাত করে পর্ণকুটীরের প্রাঙ্গণে রক্ষিত তাঁর কমণ্ডলুটি তুলে নিলেন এবং ধীরে ধীরে কৌশিকীর দিকে যাত্রা শুরু করলেন। তরঙ্গিনী কৌশিকীতে অবগাহণ করে স্নিগ্ধ ও পবিত্র হয়ে বিশ্বামিত্র ফিরে এলেন নিজ আশ্রমে। কুটীরাভ্যন্তরে রক্ষিত

কয়েকটি ফল গ্রহণ করে তিনি আহার করলেন এবং ক্ষুধার নিবৃত্তি করলেন। আশ্রম প্রাঙ্গণস্থ অগ্নির দিকে দৃষ্টিপাত করলেন বিশ্বামিত্র। অগ্নির শিখা স্তিমিত, কয়েকটি কাষ্ঠখণ্ড গ্রহণ করে অগ্নিতে প্রদান করলেন তিনি এবং উজ্জীবিত হয়ে ধ্যানাসন উপবেশন করলেন তপশ্চর্যার উদ্দেশ্যে। নয়নদ্বয় মুদ্রিত করে আপ্রাণ শক্তিতে তিনি চেষ্টা করতে লাগলেন মনঃসংযোগের। কিন্তু কিছুতেই তিনি মনঃসংযোগ করে পূর্বের ন্যায় নিজেকে বাহিক জগত থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারছিলেন না। তথাপি বিশ্বামিত্র ধ্যানাসনে উপবেশন করে রইলেন, চেষ্টা করতে লাগলেন মনকে কেন্দ্রীভূত করার। বহুক্ষণ তিনি মানসিক একাগ্রতা আনয়নের চেষ্টা করলেন। কিন্তু তবুও সফল হলেন না। অবশেষে মধ্যাহ্নের সময় তিনি ধ্যানাসন ত্যাগ করে উঠে পড়লেন এবং তাঁর পর্ণকুটীরের অভ্যন্তরে গিয়ে বিশ্রাম গ্রহণ করতে লাগলেন। সমগ্র অরণ্য তখন তীব্র সূর্য্য কিরণে পূর্ণ শক্তিতে প্রকাশিত। শুধু এক হৃতশক্তি মহর্ষি নিজ কুটীরে ব্যর্থতাকে জয় করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা বহন করে বিশ্রাম রত।

অপরাহ্নের শেষে বিশ্বামিত্র প্রক্ষালন কার্য্য সমাপ্ত করে পুনরায় তপশ্চর্যার উপবেশন করলেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে। মনকে নিজের নিয়ন্ত্রণে তিনি আনবেনই।' ধীরে ধীরে সময় অতিক্রান্ত হতে লাগল। অপরাহ্নের শেষে সন্ধ্যার আগমন সূচিত হল গোধূলীও অন্তর্হিত হল এবং সন্ধ্যার অন্ধকারে চতুর্দিক ব্যপ্ত হতে লাগল।

প্রকৃতিও শান্ত রূপ পরিগ্রহ করল। সূর্য্য কিরণের উত্তাপ দূর হয়ে মৃদুমন্দ বায়ু প্রবাহিত হতে শুরু করল। শান্ত প্রকৃতিতে বিশ্বামিত্র নিজের মনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। ঠিক তাঁর সেই তপশ্চর্যায় উপবেশনের প্রথম দিনের মতই। সেদিনও কিছুতেই তিনি তাঁর মনের বিক্ষিপ্ততা দূর করতে পারছিলেন না। মনকে নিয়ন্ত্রণে আনতে তাঁকে বহু কষ্ট সাধ্য উপায় অবলম্বন করতে হয়েছিল। আজও তিনি বার বার পরাজিত হচ্ছেন তাঁর অবাধ্য মনের কাছে। কিন্তু তবু বিশ্বামিত্র দৃঢ় প্রতিজ্ঞ প্রথম দিনের মতই একেবারে প্রথম থেকেই তিনি শুরু করবেন তাঁর তপশ্চর্যা। কোন কিছুই তিনি গ্রাহ্য করবেন না। বিশ্বামিত্র প্রকৃতির বুকে পর্বতের মতই ধ্যানাসনে অবিচল ও দৃঢ় হয়ে উপবেশন করে রইলেন। সময় যতই অতিক্রান্ত হতে লাগল বিশ্বামিত্র ততই কঠিনতর প্রতিজ্ঞায় নিজেকে আবদ্ধ করতে লাগলেন।

এইভাবে অসীম দৃঢ়তায় তিনি দিনের পর দিন অতিক্রম করে যেতে লাগলেন শুধু মাত্র মনকে কেন্দ্রীভূত করার প্রচেষ্টায়। বহুদিন অতিক্রান্ত হওয়ার

পর অবশেষে একদিন তাঁর মন বশীভূত হল। তিনি জয়ী হলেন তাঁর সংগ্রামে। তিনি তাঁর মনকে পূর্বের ন্যায় সম্পূর্ণ রূপে নিজের নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হলেন। ইচ্ছামত নিজের মনকে নিয়ন্ত্রণ করে মনের কেন্দ্রে পৌঁছতে লাগলেন। যে সূক্ষ্ম মনের স্পর্শ তিনি বহুদিনের প্রচেষ্টায় লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন তাঁর মনের কেন্দ্রস্থিত সেই সূক্ষ্ম মন আবার তাঁকে নিজ বিশিষ্টতায় ধরা দিল। বিশ্বামিত্রের মানসিক বিক্ষিপ্ততা দূর হল। পূর্বের ন্যায় তিনি তাঁর মনের স্বাভাবিক শান্তরূপ ফিরে পেলেন এবং নবরূপে উৎসাহিত হয়ে তপশ্চর্যায় আত্ম নিয়োগ করলেন। তাঁর মনের সেই সদা প্রফুল্ল ভাবটিও প্রত্যাবর্তন করল। বিশ্বামিত্র অনুধাবন করলেন তিনি আবার সাফল্যের পথে অগ্রসর হচ্ছেন। পূর্বলব্ধ অভিজ্ঞতা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিল একাগ্র চিত্তে ব্রহ্ম লাভের জন্য তপশ্চর্যায় নিজেকে নিয়োজিত রাখাই এখন তাঁর একমাত্র কর্তব্য। মন অনুশাসনে আসার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বামিত্র তপশ্চর্যার কঠিনতর প্রক্রিয়া সমূহের প্রয়োগ অভ্যাস করতে লাগলেন পূর্বের মতই। তিনি পৌঁছবেন রহস্যময় ব্রহ্মশক্তির কাছে তাঁর অন্তিম লক্ষ্যে।

মন বশীভূত হওয়ার পর আরো বহুদিন অতিক্রান্ত হয়েছে বিশ্বামিত্রের। অতিক্রান্ত হয়েছে বহুবর্ষ। বিশ্বামিত্র ক্রমশঃ অনুভব করতে লাগলেন তাঁর তপশ্চর্যালব্ধ হৃত শক্তি যেন ধীরে ধীরে প্রত্যাবর্তন করছে একটু একটু করে। মহর্ষিত্ব লাভের পরে যে অতীন্দ্রিয় শক্তির সামান্য আভাস তিনি লাভ করেছিলেন সেই শক্তিই যেন ভিতরে আসছে আবার তাঁর কাছে অতি সন্তর্পণে। বিশ্বামিত্র পুলকিত হলেন, হারানো শক্তি ফিরে পাওয়ায় তিনি রোমাঞ্চিত বোধ করতে লাগলেন। তাঁর তপশ্চর্যা সার্থকতা লাভ করতে চলেছে দেখে তিনি মনকে আরো দৃঢ় করলেন ভবিষ্যতের জন্য।

এইভাবে হৃত শক্তি পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টায় আরো বহুবর্ষ অতিক্রান্ত হল বিশ্বামিত্রের। অল্প অল্প করে তিনি পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হলেন তাঁর হারানো শক্তি। শুধু কঠিন নিয়মের বন্ধনে নিজেকে আবদ্ধ করে তিনি পূর্ণলাভ করলেন সেই শক্তি যা তিনি রম্ভাকে অভিশপ্ত প্রদান করে বিনষ্ট করেছিলেন।

অবশেষ একদিন তপশ্চর্যার মাঝে ধ্যানাসনেই তিনি অনুভব করলেন মহর্ষিত্ব লাভের পর যে পরম অতীন্দ্রিয় শক্তির তীব্র প্রকাশ ঘটেছিল তাঁর মধ্যে, সেই শক্তিও যেন প্রত্যাবর্তন করেছে পূর্বের মতই। তিনি আবার অনুভব করলেন তার বাক্য অমোঘ ও অব্যর্থ হয়ে উঠেছে। তাঁর দৃষ্টি প্রসারিত হয়েছে অন্ধকার অতীত থেকে আলোকিত ভবিষ্যতে। মানস নেত্রে পূর্বের মতই তিনি ভূত ও ভবিষ্যত দর্শন করতে সক্ষম হচ্ছেন। যেমনটি তিনি রম্ভাকে অভিশাপ

প্রদানের পূর্ব মুহূর্ত পর্য্যন্ত করতে পারতেন। পূর্বের মতই তিনি আবার নিজের মহর্ষিত্ব পূর্ণ শক্তি ফিরে পেয়েছেন। বিশ্বামিত্র আনন্দিত হলেন। নির্দোষ নারী রম্ভাকে অভিশাপ প্রদান করে যে ভুল তিনি করেছিলেন সেই ভুল থেকে এতদিনে বহুবর্ষ পরে মুক্তি লাভ করায় তিনি প্রকৃতই খুশী হলেন। তিনি তাঁর মানসদৃষ্টি প্রসারিত করে বুঝতে পারলেন যে তাঁর ব্রহ্মর্ষিত্ব অর্জন আর বেশীদূরে নয়। এবার তিনি অচিরেই লাভ করবেন সর্বশক্তির মূল শক্তি ব্রহ্ম শক্তিকে। অতি শীঘ্রই তিনি দর্শন লাভ করবেন হিরণ্য গর্ভ সেই পুরুষের যিনি সর্বজ্ঞানের মূলাধার যিনি এই বিশ্বজগত সৃষ্টি করেছেন, যাঁর নাম ব্রহ্মা।

বিশ্বামিত্র নবরূপে নবউদ্যমে তপশ্চর্যায় মনোনিবেশ করলেন। বিঘ্ন ও ভ্রান্তি অতিক্রম করে এখন তিনি তাঁর পূর্বের শক্তি পূর্ণলাভ করেছেন। আশ্রম প্রাঙ্গণে প্রজ্জ্বলিত যজ্ঞাগ্নির মতই এখন তিনি নিজ শক্তিতে দীপ্যমান। তপশ্চর্যালব্ধ শক্তিকে আশ্রয় করে তিনি প্রতিনিয়তই অগ্রসর হচ্ছেন ব্রহ্ম সাধনার আরো গভীরে। প্রতিদিনই তাঁর অন্তর নব নব উপলব্ধি বোধে সমৃদ্ধ হচ্ছে। তিনি তপশ্চর্যার কঠিনতর থেকে কঠিনতম স্তর সমূহ এখন অতি সহজেই অতিক্রম করছেন। ক্রমশঃই তিনি উপলব্ধি করতে লাগলেন যে তাঁর দেহ মনও মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে এক সূক্ষ্ম প্রক্রিয়া সজ্ঘটিত হয়ে চলেছে সর্বদা। তাঁর মানসিক শক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি লাভ করছে অতি দ্রুত গতিতে। মহর্ষিত্ব অর্জনের পরে তাঁর মধ্যে যে ক্ষমতার বিকাশ ঘটেছিল এখন যেন তাঁর সেই ক্ষমতা বহু শতগুণ বৃদ্ধি লাভ করেছে। তিনি যেন এখন সহস্র মহর্ষি অপেক্ষাও অধিক শক্তিমান।

এখন তপশ্চর্যায় উপবেশন করলে বিশ্বামিত্রের মন আর বিন্দুমাত্র বিক্ষিপ্ত হয় না। বাহ্যিক জগতের সঙ্গে তিনি অনায়াসেই নিজ মনের সম্পর্কচ্ছেদ করতে পারেন। বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্ব লাভের উগ্র বাসনায় আবার দিনের পর দিন মাসের পর মাস তপশ্চর্যা করে যেতে লাগলেন বিরামহীন ভাবে।

এইভাবে আরো বহুবৎসর তিনি অতিক্রম করলেন নিজ লক্ষ অর্জনের পথে। কৌশিকীর তীরে মনোরম প্রকৃতিতে তাঁর তপশ্চর্যাও যেন এক নিয়মিত প্রাকৃতিক ঘটনা। প্রকৃতির অন্যান্য সাধারণ ও নিয়মিত ঘটনার মতই যেন বিশ্বামিত্রের নিত্য ধ্যানাসনে আত্মস্থ হওয়া। নির্জন পর্ণকুটীরের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে এক মহর্ষির ব্রহ্ম-শক্তি অর্জনের জন্য ক্লান্তিহীন প্রচেষ্টার একমাত্র সাক্ষী যেন এই প্রকৃতি নিজেই। এই বিশাল অরণ্যের বিবিধ তরুপঞ্জী আর সুশীতল স্রোতস্বিনী কৌশিকী ছাড়া যেন আর কেউ নেই তাঁর এই কঠিন তপশ্চর্যা দর্শন করার। দিন যত অতিক্রান্ত হতে লাগল বিশ্বামিত্র ততই মানসিক ভাবে নিজেকে প্রস্তুত

করতে লাগলেন আরো বেশী দিন তপশ্চর্যায় অতিবাহিত করার জন্য। তিনি জানেন না কবে তাঁর লক্ষ্য পূরণ হবে। কবে তিনি ব্রহ্মর্ষি হবেন। তাই মনকে দৃঢ় করে অজ্ঞাত ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করাই ভাল। আগে দীর্ঘদিন তপশ্চর্যা করার সময় তাঁর মনে যে দোদুল্যতা প্রকাশ লাভ করে এখন তাও অন্তর্হিত হয়েছে। এখন সর্ব প্রকার বিক্ষিপ্ততা থেকে মুক্তিলাভ করে তাঁর মন কঠিন প্রস্তর খণ্ডের ন্যায় স্থির। তিনি এখন এক স্থিতধী প্রাজ্ঞ মহর্ষি। বহুবৎসরের কঠিন তপশ্চর্যা তাঁকে প্রদান করেছে এক সুগভীর প্রজ্ঞা। দিয়েছে ভবিষ্যত দৃষ্টি, করেছে মহাশক্তিমান। তবুও তাঁর অনুভবে বিশ্বামিত্র বোধ করেন যেন তিনি এখনও ব্রহ্ম শক্তি থেকে দূরেই অবস্থান করছেন। যখন প্রকৃতিতে বসন্ত আসে নব নব পত্র, পুষ্পের শোভায় পূর্ণ হয়ে যায় এই পৃথিবী তখন বিশ্বামিত্র পুলকিত বোধ করেন না। যখন এই পৃথিবীতে শৈত্য প্রবাহিত হয়, প্রকৃতির সৌন্দর্য্য বিনষ্ট হয়ে প্রকৃতি হতশ্রী রূপ ধারণ করে তখনও বিশ্বামিত্র দুঃখিত হন না। তাঁর অন্তরের পুলক, দুঃখ সমস্ত ভাবই অন্তর্হিত হয়েছে তাঁর অর্জিত সুগভীর প্রজ্ঞার অভ্যন্তরে।

এই ভাবেই প্রাজ্ঞ মহর্ষির জীবন অতিবাহিত হচ্ছিল শুধুমাত্র তপশ্চর্যাকে আশ্রয় করে। কিন্তু একদা যখন তিনি রাত্রির তৃতীয় প্রহরের শেষ ভাগে ধ্যানাসনে সমাসীন তখন সহসা তাঁর অবচেতনায় যেন এক পরিবর্তন ঘটে গেল। অনুভবের গভীর কেন্দ্রে তাঁর বোধ হল তাঁর সুপ্ত সত্বার অভ্যন্তর থেকে যেন এক বিশেষ শক্তি সহসা জাগ্রত হয়ে উঠে তাঁকে কম্পিত করে তুলল। নির্জন অরণ্যে ধ্যানস্থ বিশ্বামিত্রের বোধ হল তাঁর মানস নেত্রের সম্মুখে যেন এক অদ্ভুত রহস্যের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যাচ্ছে। যে শক্তির প্রকাশ তাঁকে কম্পিত করে তুলেছে, সেই শক্তিই যেন তাঁকে প্রদান করছে এক অতিন্দ্রীয় দৃষ্টি। তিনি ধ্যানস্থ অবস্থায় দর্শন করলেন বিশ্ব জগতের অস্তীত্বহীন এক মহাশূন্য। গভীর কৃষ্ণবর্ণ বস্তুর অস্তীত্বহীন সর্বব্যাপক এক মহাশূন্য। ক্রমে সেই বিশাল মহাশূন্যে ধীরে ধীরে সৃষ্টি হল জলের। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বারিবিন্দু সঞ্চিত হয়ে বিশালাকৃতি জলের রূপ গ্রহণ করল। চতুর্দিকে শুধু জল আর অন্ধকার। বিশ্বামিত্র ধ্যান নেত্রে বহুক্ষণ সেই বিপুল জলরাশি ও অন্তহীন অন্ধকার দর্শন করলেন। অবশেষে সহসা সেই ভেদ করে দেখা দিল আলোকরশ্মি। বিশ্বামিত্র দেখলেন বিপুল জলরাশি মধ্যে ধীরে ধীরে সৃষ্টি হচ্ছে একটি সুবর্ণময় অন্ডের গাত্র থেকে নির্গত হচ্ছে উজ্জ্বল আলোক রশ্মি। ধীরে ধীরে ঐ সুবর্ণ অন্ডের আকৃতি বর্ধিত হতে লাগল। অবশেষে ঐ সুবর্ণময় অন্ড বিশাল আকৃতি ধারণ করে নিজ গাত্র থেকে নির্গত

আলোকে চতুর্দিক উজ্জ্বল করে তুলল এবং ক্রমশঃ ঐ আলোকের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি লাভ করে তীব্র রূপ ধারণ করল। অন্ধকার দুরীভূত হয়ে চতুর্দিক উজ্জ্বল আলোকে পূর্ণ হল। সেই সুতীব্র আলোক রশ্মি দ্বারা প্লাবিত মহাশূন্যে ধ্যান নেত্রে বিশ্বামিত্র দেখলেন, অতঃপর ঐ বিশাল সুবর্ণময় অন্ত ধীরে ধীরে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে জলরাশির উপরে নিজেকে স্থাপন করে বিস্তৃতি লাভ করল। এইভাবে বিপুল জলরাশি অপসারিত হয়ে স্থল এবং অন্তরীক্ষের সৃষ্টি হল। বিশ্বামিত্র অনুভব করলেন ঠিক সেই মুহূর্তে যেন তাঁর সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হচ্ছে। নিজ দেহের ভিতর এক অভূতপূর্ব শক্তির বিকাশ সূচিত হচ্ছে। তাঁর আত্মা স্পর্শ করেছে। যে মুহূর্তে বিশ্বামিত্রের ঐরকম অনুভূতি হল ঠিক সেই মুহূর্তেই তাঁর ধ্যান-নেত্রের সম্মুখে সমস্ত আলোক অন্তহিত হয়ে পুনরায় অন্তহীন অন্ধকার প্রত্যাবর্তন করল। ঐ অন্ধকারে বিশ্বামিত্র তাঁর নাসারন্ধ্রে অনুভব করলেন এক সৌরভ। এক অপূর্ব স্বর্গীয় সৌরভ, ঠিক যেমনটি তিনি ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠের আশ্রমে প্রথম প্রদার্পণ করে অনুভব করেছিলেন। বিশ্বামিত্র বিস্মিত হলেন না ঐ সৌরভের অনুভূতিতে। তিনি ধ্যানাসনে স্থির হয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। অবশেষে তাঁব প্রতীক্ষা সফল হল, তিনি ঐ অন্তহীন অন্ধকারের মধ্যে শ্রবণ করলেন পরম পুরুষ ব্রহ্মার মেঘমন্দ্রিত কণ্ঠস্বর—বিশ্বামিত্র, আমি প্রীত। তোমার তপশ্চর্যা সফল হয়েছে! তুমি ব্রহ্মর্ষি।

পূর্বের ন্যায় বিশ্বামিত্র এবার কোনরূপ সঙ্গীত শ্রবণ করলেন না ব্রহ্মার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে। আলোকের পরিবর্তে অন্ধকারের মধ্যে ব্রহ্মা তাঁকে ব্রহ্মর্ষিত্ব প্রদান করলেন। শুধু রেখে গেলেন ঐ অপূর্ব স্বর্গীয় সৌবভ যা ব্রহ্মার প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গেই অন্তহিত না হয়ে বিশ্বামিত্রের আশ্রমের চতুর্দিকে বিরাজ করতে লাগল।

ব্রহ্মার কণ্ঠস্বর অন্তহিত হওয়ার পরে বিশ্বামিত্র অনুভব করলেন ব্রহ্মার প্রস্থান! ব্রহ্মদৃষ্টিতে তিনি দর্শন করলেন সমস্ত অন্ধকার দুরীভূত হয়ে আলোকিত হয়ে উঠেছে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড। ধীরে ধীরে আবার উজ্জ্বল আলোকে পূর্ণ হল তাঁর পৃথিবী। তিনি অনুধাবন করলেন যে আলোক তিনি অন্বেষণ করেছিলেন এতদিন, এই সেই আলোক। অন্তহীন আদি অন্ধকারের মধ্যে ব্রহ্মর্ষিত্ব প্রদান করে ব্রহ্মা তাঁকে অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে মুক্ত করে ব্রহ্ম জ্ঞানের আলোকে আলোকিত করেছেন। তিনি ব্রহ্ম-জ্ঞান অর্জন করেছেন, ব্রহ্মজ্ঞানী হয়েছেন।

ব্রহ্মার প্রস্থানের পরেও বিশ্বামিত্র ধ্যানাসনেই উপবিষ্ট রইলেন। পূর্বের মত তাঁর অন্তর আনন্দে অথবা দুঃখে উদ্বেল হয়ে উঠল না। তিনি ইন্দ্রিয়ের সমস্ত

প্রকার ভাবকে জয় করতে শিখেছেন। তিনি এখন জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মর্ষি। সাধারণ ইন্দ্রিয়জাত আনন্দ ও দুঃখ তাঁর অন্তরে কোন স্থান লাভ করে না। তিনি এখন স্থির, প্রাজ্ঞ, ব্রহ্মজ্ঞান ধারনের উপযুক্ত আধার।

বহুক্ষণ ধ্যানাসনে উপবিষ্ট থাকার পর অবশেষে বিশ্বামিত্রের ধ্যান ভঙ্গ হল। তিনি নয়নদ্বয় উন্মীলিত করলেন। দেখলেন এই সুন্দর পৃথিবীকে। নির্জন অরণ্যের নিদ্রাভঙ্গ হবে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই। অতি শীঘ্রই শরতের প্রকৃতি উষার স্পর্শ লাভে ধন্য হবে। অন্যান্য দিনের মতই বিশ্বামিত্র কমণ্ডুল হস্তে ধীরে ধীরে অগ্রসর হলেন স্রোতস্বিনী কৌশিকীর উদ্দেশ্যে।

অবশেষে তাঁর স্বপ্ন সফল হয়েছে। তিনি নিজ লক্ষ্য অর্জন করেছেন। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছেন, ব্রহ্মর্ষি হয়েছেন। পৃথিবীতে এখন তিনি পরিচিত হবেন ব্রাহ্মণরূপে। ক্ষত্রিয়ের দৃঢ়তা দিয়ে তিনি জয় করেছেন ব্রাহ্মণত্ব। যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন বহুবর্ষ পূর্বে সংসার ত্যাগের মুহূর্তে, তাঁর সেই প্রতিজ্ঞা আজ পূর্ণ হয়েছে। ক্ষত্রিয় হয়েও তিনি ব্রাহ্মণত্বকে জয় করে ব্রহ্মজ্ঞানী হয়েছেন।

নিদ্রিত প্রকৃতির মধ্যে বিশ্বামিত্র মৃদু পদক্ষেপে এসে উপস্থিত হলেন কৌশিকীর তীরে! দেখলেন স্রোতস্বিনী কৌশিকীর নির্মল জল প্রবাহিত হয়ে চলেছে অন্তহীন শক্তিতে। উষার আলোক আত্মপ্রকাশ করছে। তাঁর মনে পড়ল ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠের কথা। বশিষ্ঠের আশ্রমে সসৈন্যে পরাজিত হওয়ার কথা। বশিষ্ঠের কাছে ঐভাবে পরাজিত না হলে বিশ্বামিত্রের হয়ত কোনদিনই ব্রাহ্মণ হওয়ার আকাঙ্খা হত না। শুধুমাত্র বশিষ্ঠের প্রতি প্রতিশোধ স্পৃহাতেই বিশ্বামিত্রের ক্ষত্রিয় স্বত্বা ব্রাহ্মণত্বকে জয় করতে চেয়েছিল এবং সেই দীর্ঘ সংগ্রামে অবশেষে তিনি সফলকাম হয়েছেন। না, এখন আর বশিষ্ঠের প্রতি তাঁর কোন ক্রোধ নেই। নেই কোন প্রতিশোধ গ্রহণের আকাঙ্খাও। তিনি বশিষ্ঠের প্রতি কৃতজ্ঞ। তাঁকে সর্বশক্তির শ্রেষ্ঠ শক্তি ব্রহ্মশক্তিকে জয় করার প্রেরণা প্রদান করেছেন বশিষ্ঠই। বশিষ্ঠের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ না হলে জীবনে কোনদিন তিনি জানতেও পারতেন না এই অদ্ভুত রহস্যময় শক্তির পরিচয়। নিজের অজ্ঞানতা নিয়ে সমগ্র জীবন একজন সাধারণ নৃপতির মতই থেকে যেতেন তিনি। কোনদিনই তিনি ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠের সমতুল্য শক্তির অধিকারী হতে পারতেন না। তাঁকে এই আলোকিত জগতের পথ প্রদর্শন করেছেন বশিষ্ঠই। বশিষ্ঠের জন্যই তিনি ব্রহ্মর্ষি হয়েছেন। তাঁর ক্ষত্রিয় আত্মা ব্রহ্ম জ্ঞানের স্পর্শ লাভ করেছে।

বশিষ্ঠের প্রতি কৃতজ্ঞতায় বিশ্বামিত্রের অন্তর পূর্ণ হয়ে উঠল। কৌশিকীর তীরে উষাকালে দণ্ডায়মান হয়ে বিশ্বামিত্র তাঁর ব্রহ্মদৃষ্টি প্রসারিত করে উর্ধ্বে

আকাশের দিকে তাকালেন। দেখলেন ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠের মুখের প্রতিচ্ছবি। বশিষ্ঠ যেন মৃদু হাস্যে তাঁর দিকেই দৃষ্টিপাত করে রয়েছেন। ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্র কৃতজ্ঞচিত্তে ঊর্দ্ধে দুবাহু তুলে করজোড়ে প্রণাম জ্ঞাপন করলেন ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠের উদ্দেশ্যে।

তখন শরৎকাল। ঊষার মৃদু আলোক অন্তর্হিত হয়ে দিগন্তে রক্তিমবর্ণ সূর্যালোক দেখা দিচ্ছে। বিশ্বামিত্রকে মনে পড়ল অরণ্যের মধ্যে প্রথম যেদিন তিনি শিবির ত্যাগ করে এই সংসারের সঙ্গে সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে অজ্ঞাত ব্রহ্মের সন্ধানে যাত্রা করেছিলেন তখনও ছিল শরৎকাল এবং আজকের মতই ঊষা। সেই ঊষার সঙ্গে এই ঊষার কত পার্থক্য। সেই ঊষাকালে তিনি ছিলেন একজন অজ্ঞান সাধারণ নৃপতি আর আজ তিনি ব্রহ্মর্ষি।

ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্র ধীরে ধীরে কৌশিকীর জলে অবতরণ করলেন। স্রোতস্বিনীর মধ্যে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে নিজ দেহের মধ্যভাগ পর্যন্ত জলের মধ্যে রেখে বিশ্বামিত্র স্থির হয়ে দণ্ডায়মান হলেন। দেখলেন ঊর্দ্ধে দিগন্ত সূর্য পূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। তার আলোকরশ্মিতে পৃথিবীর অন্ধকার দূর হয়ে যাচ্ছে। এই সেই সূর্য যাকে প্রতিদিন দর্শন করে বিশ্বামিত্র নিয়মানুবর্তিতার প্রেরণা গ্রহণ করতেন। আজ তাঁর সেই প্রেরণা গ্রহন সার্থক হয়েছে। বিশ্বামিত্রের মনে হল সূর্যের এই আলোকরশ্মির মতই ব্রহ্মজ্ঞানের আলোকেও মানবের মনের অন্ধকার দূর হয়ে যায়। মানুষ নিজের পূর্ণ স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে, নিজ আত্মার পূর্ণ পরিচয় লাভ করে। অজ্ঞাত রহস্যময় সর্বশক্তির শ্রেষ্ঠ শক্তি অর্জন করে অমরত্ব লাভ করে।

বিশ্বামিত্র কৌশিকীর জলে দৃষ্টিপাত করলেন! দেখলেন জলে উজ্জ্বল সূর্য্যকিরণ প্রতিফলিত হচ্ছে। শরতের প্রভাতে মৃদুমন্দ বায়ুতে সূর্যকিরণের দিকে তাকিয়ে ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্রের অন্তর উপলব্ধিবোধে পূর্ণ হয়ে উঠল। প্রশান্ত হৃদয়ে নয়ন মুদ্রিত করে তিনি উচ্চারণ করলেন—ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধীয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ।

সর্বলোক প্রকাশক, সর্বব্যাপী, সেই পূর্ণমণ্ডল জগৎ প্রসবিতা পরম দেবতার বরণীয় জ্ঞান ও শক্তি ধ্যান করি, যিনি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি সকল প্রেরণ করেছেন।

বিশ্বামিত্র নয়ন উন্মীলিত করে সূর্যের দিকে তাকিয়ে প্রণাম করলেন। তারপর অবগাহণ সমপানান্তে তীরে উঠে কৌশিকীর জলে কমণ্ডুল পূর্ণ করে অগ্রসর হলেন তাঁর পর্ণাশ্রমের দিকে। আলোকিত অরণ্যে তখন জীবন আত্মপ্রকাশ করেছে। তাঁর মস্তোকপরি বৃক্ষশীর্ষে পক্ষীদের কলরব শোনা যাচ্ছে। বিশ্বামিত্র, ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্র দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চললেন নিজ পথে।